INDEX

Date	Page

Friday, the 19th December, 1986

Erratum : "Discussion on No-confidence Motion" is to be read as Headlines on the odd number of pages 69 to 91 in place of "No-confidance Motion" printed thereon.

Monday, the 22nd December, 1986

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on the 19th December, 1986 -- Friday, at 11 00 A.M.

PRESENT

Shri Amrendra Sharma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 10 (ten) Ministers, the Deputy Speaker and 41 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্য গনের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে-কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী : -কোয়েশ্চান নং ২৫

শ্রী অনিল সরকার: - -কোয়েশ্চান নং ২৫

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যের রুগ্ন চা বাগানগুলি	হ্যাঁ, "The Tripura Tea Companies

অধিগ্রহণ করে পরিচালনা করার কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন কি ?	(Taking Over of Management of certain Tea Units) Ordinance, 1986 "মূলে সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের ৭ (সাত) টি রুগ্ন চা বাগানকে পরিচালনার নিমিত্ত অধিগ্রহণ করেছেন।
২। যে সমস্ত চা বাগানগুলি সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হইতেছে সেই সকল সমবায়গুলির স্কীম অনুযায়ী উক্ত বাগানগুলিকে অর্থ বরাদ্দ করা ও অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে সমবায়গুলির সংগে আলোচনা করা হয় কি ?	ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের সামগ্রিক ব্যয় বরাদ্দের সহিত সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিক সমবায় পরিচালিত চা বাগানগুলির উন্নতির জন্যে অনুদান, ভর্তুকী হিসাবে অর্থ বরাদ্দ করেন। অর্থ বরাদ্দের প্রাক্কালে শ্রমিক সমবায়গুলির প্রদত্ত স্কীম পর্যালোচনা করা হয়।
৩। ঐ সকল চা বাগানগুলির উৎপাদিত চা বিক্রির জন্য সরকার নির্দিষ্ট কোন বাজারের ব্যবস্থা করিবেন কি না ?	উৎপাদিত চা বাজারজাত করার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
৪। ইহা কি সত্য লোথুয়া চা বাগানটিকে মডেল চা বাগান করার জন্য উন্নতমানের যন্ত্রপাতি খরিদ করার স্কীম এখনও কার্যাকরী হয় নাই ? (যেমন ড্রায়ার মেসিন, রুটার ব্যাণ্ড, জেনারেটার ইত্যাদি।)	সত্য নহে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ৭টি রুগ্ন চা বাগান অধিগ্রহণ করার কথা বলছেন— খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুরে এই রকম একটি রুগ্ন চা বাগান আছে সেটাও

দীর্ঘদিন যাবত অচল অবস্থায় আছে, সেই বাগানটিকে অধিগ্রহণ করার জন্য সরকার বিবেচনা করবেন কি না ?

শ্রী অনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে যথাসময়ে বিবেচনা করা হইবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য লেন প্রসাদ মালসই

শ্রী লেন প্রসাদ মালসই :— কোয়েশ্চান নং ৩১

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ৩১

প্রশ্ন	উত্তর
১। মনুঘাট ও নাছলী বাজারের মধ্যে আসাম আগরতলা রোড হইতে কাঞ্চনপুর ভায়া মনু মনপুই রাস্তাটি কবে পর্য্যন্ত গাড়ী চলাচলের উপযোগী করে নির্মান করা হবে বলে আশা করা যায় ?	উক্ত রাস্তাটি পূর্ত্ত বিভাগের অধীনে নহে। বর্ডার রোডস্ ডেভেলাপমেন্ট বোর্ড কর্ত্তৃক উক্ত রাস্তার উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। কবে এই কাজ শেষ হইবে সে তথ্য এই দপ্তরের কাছে নাই।

শ্রী লেন প্রসাদ মালসই :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বর্তমানে এই কাজ পুরোপুরি বন্ধ আছে—এর মধ্যে এর কাজ আবার আরম্ভ করা হবে কিনা ইহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্ডার রোডস্ ডেভেলাপমেন্ট বোর্ডের কাজকর্ম খুব একটা সেটিসফেকটরী নয় কাজের অগ্রগতি কম হচ্ছে। ওরা এই রাস্তার ব্যাপারে এখন কি উদ্যোগ নিয়েছে এই তথ্য আমার কাছে এখন নেই।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই বর্ডার রোড ডেভেলাপমেন্ট বোর্ড তাদের কাজকর্ম রাজ্য সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী করান হয় কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এই যে রাস্তাগুলি সেগুলির কাজ যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করা হয় সেজন্য আমরা তাদের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাচ্ছি। তা সত্বেও তাদের কাজের অগ্রগতি কম হচ্ছে। তাছাড়া এন, ই, সি, এর টাকা থেকে একটা বড় অংশের টাকা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, তবু তাদের পারফমেন্স খুব ভাল নয়।

মি: স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য কালী কুমার দেববর্মা।

শ্রী কালী কুমার দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নং ৩৩।

শ্রী অনিল সরকার ঃ— কোয়েশ্চান নং ৩৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে রাবার ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলারজন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না?	হ্যাঁ
২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা বাস্তবায়ন করা হবে বলে আশা করা যায়?	৭ম পরিকল্পনায় বাস্তবায়নের সম্ভবনা আছে।
৩। না থাকিলে এ ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি না?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী নকুল দাস ঃ — মাননীয মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সরকার কি ধরনের রাবার শিল্প গড়ার কথা চিন্তা করছেন এবং তাতে কি পরিমান শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করছেন?

শ্রী অনিল সরকার : মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরায় বর্তমানে ২০০ মেট্রিক টন

রাবার উৎপাদন হচ্ছে এবং এখন ত্রিপুরাতে যে সমস্ত ছোট ছোট রাবার শিল্প কারখানা আছে তাতে আমাদের ১২৪ মেট্রিকটন রাবার ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যখন রাবার প্রডাকশান বাড়বে তখন সেই ভিত্তিতে আমাদের পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায়।

শ্রী রসিকলাল রায় : – কোয়েশ্চান নং ৩৮।

শ্রী অনিল সরকার :— কোয়েশ্চান নং ৩৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১। স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে ত্রিপুরা খাদি বোর্ডের অধীনস্থ চরকার সূতা কাটার প্রতিষ্ঠানটি কবে স্থাপন করা হয়েছিল এবং তাহাতে বর্তমানে কতজন শ্রমিক কর্মরত আছেন।	বিধায়ক তথা বর্তমান স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রী সমর চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে ত্রিপুরা খাদি বোর্ডের অধীনস্থ চরকায় সূতা কাটার কোন প্রতিষ্ঠান নেই।
২। ঐ সকল শ্রমিককে কিসের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং তাদের মাসিক বেতন কত?	প্রশ্ন উঠে না।
৩। ৯. ১০. '৮৬ ইং পর্যান্ত উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকেরা বেতন এবং বোনাসের টাকা সহ মোট কত টাকা প্রতিষ্ঠানের নিকট পাওনা আছে তার হিসাব এবং তাদের ঐ	প্রশ্ন উঠে না।

টাকা বকেয়া পড়ে থাকার কারন ?

শ্রী রসিকলাল রায়: — মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ওখানে চরকায় সূতা কাটার প্রতিষ্ঠানটি এখনও চালু আছে এবং সেখানে ১০০ শ্রমিককে কাজে লাগান হয়েছে এবং সেই শ্রমিকদের কোন কাজ করান হয় না শুধু পার্টির মিছিলে যোগদান করলেই তাদের বেতন দেওয়া হয়, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রী অনিল সরকার :—স্যার, প্রথম কথা হল মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় কংগ্রেস দলের বিধায়ক। কাজেই স্বভাবত: চরকায় সূতা কাটার ব্যাপারে উনার উৎসাহ থাকবে। কিন্তু সেই সংগে উনার এই তথ্যটুকু জানা থাকা উচিত যে, চরকায় সূতা কাটার জন্য শ্রমিকদের নির্ধারিত হারে কোন বেতন দেওয়া হয় না তাদের পিস রেইটে টাকা দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ঐখানে সমরবাবর বাড়ীতে কোন চরকা কারখানা নেই। সোনামুড়াতে সমর বাবর যে জায়গা ছিল সেটা নোটিফাইড এলাকা গ্রহণ করেছেন এবং এই জায়গা বর্তমানে নোটিফাইড এলাকার জায়গা। সেখানে চরকায় সূতা কাটার জন্য ৬ মাস ১১০ টাকা করে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়।

শ্রী কেশব মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, সোনামুড়ার যে খাদি সেণ্টারটির কথা মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায় এখানে উত্থাপন করেছেন সে জায়গার সংলগ্ন রসিক বাবুর অতিরিক্ত জায়গা ছিল এবং তা কেনার প্রস্তাব দিলেও, খাদির প্রতি অনুরাগ থাকা সত্বেও, তিনি সে জায়গা বিক্রি করেন নাই, এই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী অনিল সরকার : — মাননীয় স্পীকার স্যার, যখন আমরা সোনামুড়াতে খাদি সেন্টার খোলার কথা চিন্তা করি তখন আমরা সেখানকার তথাকথিত ভদ্রলোক সমাজ-সেবীদের কাছে তাদের অতিরিক্ত জমি বিক্রি করার জন্য এপ্রোচ করি। মাননীয় সদস্য রসিকলাল বাবুর কাছেও এপ্রোচ করি। কিন্তু রসিক বাবু ১ কানি জমি ১ লাখ টাকা ছাড়া বিক্রি করবেন না বলে জানিয়ে দেন। সমর বাবুর জায়গা নোটিফাইড

এলাকায়, এবং পার কানি ৪০ হাজার দরে বিক্রি করেন। ঠিক সেই সময়েই রসিক বাবু ৬০ হাজার টাকা দরে বিক্রি করেছেন এই হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :– মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে খাদি আনুরাগের প্রশ্ন তুলেছেন। এর প্রতি অনুরাগ আছে বলেই কি এটাকে লাটে তুলছেন ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা সাপ্লিমেনটারী হয় না।

শ্রী রসিকলাল রায় :—মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব বাবুর প্রশ্নের জবাবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, খাদি প্রতিষ্ঠানের জন্য জায়গা আমার কাছে চাওয়া হয়। কিন্তু এই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি, যে সময় সমর বাবু জায়গা বিক্রি করেন সে সময় আমিও জায়গা বিক্রি করেছি? কিংবা আমার কাছে জায়গা বিক্রির জন্য বলা হয়? যদি এই রকম তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে উপস্থা-পন করতে পারেন তাহলে আমি আমার সমস্ত জায়গা খাদি সেনটারকে দান করব।

শ্রী অনিল সরকার :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি, আমি শুনেছি। মাননীয় সদস্য যদি অস্বীকার করেন, তাহলে সেটাও আমি বিশ্বাস করি। স্যার, খাদির জন্য আমাদের অনেক জায়গা দরকার। আমি খাদিতে অনেক কিছু করতে চাই, কাজেই রসিক বাবু যদি উনার জমি দান করেন, তাহলে আমি সেটা গ্রহণ করব।

শ্রী রসিকলাল রায় :—আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমাকে এই ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা ঠিক নয়। মিথ্যা এবং অসত্য ভাষণ দিয়ে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য অনেক কিছুই বলা যায় কিন্তু প্রমান করা যায় না। সমর বাবু উনার খাস এলটমেন্ট লাণ্ড ৪০ হাজার টাকা দরে বিক্রি করেছেন। তবে সে সময় যদি আমি ৬০ হাজার টাকা কানি দরে জমি বিক্রি করে থাকি এমন প্রমান মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারেন, তাহলে আমি আমার সমস্ত জমি দান করব একথা আবার বলছি।

মি: স্পীকার : এই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে নেই তা আগেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলে দিয়েছেন।

মি: স্পীকার :— শ্রী ফয়জুর রহমান।

শ্রী ফয়জুর রহমান :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২১৭।

মি: স্পীকার :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২১৭।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার—২১৭।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত অফিসে একজন করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যের প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত অফিসে একজন করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী দেওয়ার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের নাই।

শ্রী ফয়জুর রহমান :— প্রত্যেক পঞ্চায়েত অফিসে একজন করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী দেওয়ার কথা সরকার বিবেচনা করে দেখবেন কি ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি, এই ধরনের কোন পরিকল্পনা সরকারের বর্তমানে নেই। কাজেই এই সম্পর্কে এখনই প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৯।

মি: স্পীকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৯।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৯।

প্রশ্ন

১। অম্পি পি ডাব্লু. ডি সাব ডিভিশানের অফিস অম্পি এলাকায় না আনার কারণ কি ;

২। ঐ সাব-ডিভিশানের মাধ্যমে বর্ত্তমানে কয়টি রাস্তার নির্ম্মান ও মেরামতের কাজ চলছে ?

উত্তর

১। অম্পি এলাকায় অফিস বিল্ডিং এবং ষ্টাফ্ কোয়ার্টারের নির্ম্মান-কার্য্য শেষ হইয়াছে। তবে দুইটি কোয়ার্টার ছাড়া বাকী ঘরগুলিতে আপাততঃ আসাম রাইফেল্স-এর লোকজন আছেন। এই ঘরগুলি খালি হইলেই অম্পি সাব-ডিভিশান অফিস অম্পিতে নেওয়া হইবে।

২। বর্ত্তমানে ৩টি রাস্তার নির্ম্মান ও মেরামতের কাজ চলছে। আরও দুইটি নূতন রাস্তা এবং এপ্রোচ সহ একটি ফুট ব্রীজের অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে এবং কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, ঐখানে ৩টি ডিভিশন কাজ করছে। একটি অমরপুর অ্যাকস্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার (পি. ডাব্লু. ডি), একটি তেলিয়ামুড়া এবং অন্যটি অম্পি। তেলিয়ামুড়া থেকে একটি গাড়ী অম্পি হয়ে অমরপুর যায়। সেখানে কাজ ১ ঘন্টাও হয় না। অর্থাৎ মাসে ১০ দিনও কাজ হয় না। সেখানে টি. আর. টি. সি-এর গাড়ী চলে মাত্র ২টি। তাও আবার সকালের দিকে। একটি গাড়ী যায় অম্পি ও অন্যটি অমরপুর। কাজেই সেখানকার উপজাতি বেকারদের কাজের কোন সংস্থানই হচ্ছেনা। ওরা

অমরপুর ডিভিশানে কাজ করতে গেলে বলে তোমাদের কাজ আমাদের এখানে হবে না। কাজেই আপনাদের খামখেয়ালিপনায় অম্পির বেকার যবকদের অসুবিধা হচ্ছে। তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাচ্ছি, মাননীয় সদস্য অম্পি এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। গত কয়েক বছর যাবৎ সব থেকে বেশী ডিষ্ট্রাবের্ড ছিল অম্পিতে। সেখানে গাড়ী আক্রান্ত হয়েছে, শিক্ষক মহাশয় জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে নিহত হয়েছে এমনি ধরনের নানা ঘটনা সেখানে ঘটেছে। কাজেই সেখানে আমরা আসাম রাইফেলস নিয়ে এসেছি এবং স্বাভাবিক ভাবেই এই এলাকার একটি অফিস বিল্ডিংয়ে তাদের রাখা হয়েছে। এদের এখানে আনার পর এই এলাকায় শান্তি বিরাজ করছে এবং কোন ঘটনা আর ঘটে নাই। কাজেই অফিস ঘর খালি করতে হলে আসাম রাইফেলস্ বাহিনীকে রাখা যাবে না। কাজেই আমি বলতে চাই, আপনারা কি আসাম রাইফেলস্ বাহিনী চাচ্ছেন না ?

আসাম রাইফেলস্ কি উনারা চান না ? খুনীদের মোকাবিলা করার জন্য আসাম রাইফেলস্ কাজ করবে না ? মাননীয় সদস্যকে আমি জানাতে চাই যে আসাম রাইফেলস্ ওখানে আসার পর একটা ঘটনাও ঘটেনি। টি, এন, ভি-দের খেয়াল খুশীর উপর ছেড়ে দিলেতো সেখানে টি. আর, টি, সি. চলবে না। কোন ডিভিশনই সেখানে কাজ করতে পারবে না। সেই জন্য সাময়িক ভাবে হলেও অসুবিধা আমাদের সবাইকে ভোগ করতে হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া : স্যার, আমি আসাম রাইফেলস্ সম্পর্কে প্রশ্ন এখানে তুলিনি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী : - আপনি তুলেছেন। আপনি আপনার প্রশ্নের মধ্যে বলেছেন সেই দালানে কেন আসাম রাইফেলস্‌কে থাকতে দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনাগুলি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিশ্চয়ই জানা আছে, যেহেতু উনি এলাকার

এম. এল. এ. এবং কেন টি. আর টি সি সেখানে বন্ধ হয়েছে সেটাও মাননীয় সদস্য মহোদয়ের জানা।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল অম্পি সাবডিভিশানের হাতে কোন কাজ নেই, যার ফলে উপজাতি বেকারদের কোন কাজের সংস্থান হচ্ছেনা।

শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী :— হাজার হাজার বেকার ছেলে-মেয়ে কাজ পেয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— আপনি নিজে ফরওয়ার্ড করে এ্যাগ্ জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে দেন। যারা হত্যা করেছে ঐ সিদ্ধ কুমার জমাতিয়াকে, তাদেরকেই সারা বৎসর কাজ দিয়েছেন, হাজার হাজার টাকার কাজ দিচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার প্রশ্ন হচ্ছে অম্পি সাব-ডিভিশানকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা হবে কিনা। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এই ষ্ট্র্যাটেজিক রাস্তাটি, তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর পর্যন্ত দ্রুত করার চেষ্টা করছি এবং কিছু কাজও করা হয়েছে। এছাড়া তেলিয়ামুড়া অমরপুর, অম্পি—বাঙ্গাবাড়ী এবং তৈদুবাড়ী—ফুলকুমারী, এই তিনটা রাস্তার স্যাংশান আমরা পেয়েছি। মাননীয় সদস্য ফুলকুমারী রাস্তাটি সম্পর্কে অনেক বার প্রশ্ন তুলেছেন, সেই রাস্তার কাজ আমরা ধরেছি। এছাড়া ধনলেখা থেকে বড়মুড়া একটা রাস্তা হবে এবং একটা এস. পি. টি. ব্রিজ আমরা করব। এছাড়া আরও কিছু কিছু রাস্তা করার পরিকল্পনা আমাদের আছে। তবে সেখানে আরও ভালভাবে কাজ করতে গেলে যে পরিস্থিতি দরকার তা বজায় রাখার জন্য আমাদেরকে সহযোগিতা করা দরকার।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অম্পি এলাকাতে কতগুলি রাস্তা মেরামত করার জন্য এষ্টিমেট করা হয়েছিল, ওভারসিয়ার নিজে বহু এষ্টিমেট

করেছেন। কিন্তু এ্যাগজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার বলেছেন যে ঐ এলাকাটি টি, ইউ, জে, এস-এর সুতরাং ওখানে কোন কাজ হাতে নিতে নিষেধ আছে। সুতরাং ওখানে কাজ না করার ফলে এই কাজগুলি এখন আটকিয়ে আছে।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এটা সবেব অসত্য।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- ওখানকার অফিসার আমাকে বলেছেন, আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে জানাতে পারি। বহু এষ্টিমেট করা হয়েছে কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, এটা অসত্য।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, একজন দায়িত্বশীল সদস্য হয়ে উনি এই ধরনের এলিগেশান এখানে এনেছেন। আমি উনাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি ওখানে কোন ইঞ্জিনীয়ারকেই এই ধরনের ইনষ্ট্রাকশান ভারবেলী অথবা রিটেন দেওয়া হয়নি। মাননীয় সদস্য এটা প্রমান করতে পারবেন না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া : স্যার, সেখানে এটায়র এলাকাতে কোন কাজ হচ্ছে না। আমি তার জবাব চাইছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন।

মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৪

মি: স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৪।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৪।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬—৮৭ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন্ ব্লকে কতটি গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

২। এই সময়ে ধর্মনগর বিভাগের দক্ষিণ রামনগর, উত্তর পশ্চিম পদ্মবিল. পদ্মবিল, দুগাংগা, সৈলেন বাড়ী, হালামপাড়া, ও চূপির বন্দ, লালছড়া গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। ১৯৮৬-৮৭ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরায় ১৭টি ব্লকের মধ্যে সাতচাঁদ ব্লক বাদে ১৬টি ব্লকে ১৬৫টি গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারন করা যাবে বলে আশা করা যায়। এখানে উল্লেখ থাকে যে সাতচাঁদ ব্লকের ১০টি গ্রাম বাদে সব গ্রাম বৈদ্যুতিকৃত হওয়ার ফলে সাতচাঁদ ব্লককে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং টাকারজলা সাব ব্লক এখন বিশালগড় ব্লকের অন্তর্ভুক্ত করে কাজ করা হচ্ছে।

ব্লকভিত্তিক গ্রামের সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	গ্রামের সংখ্যা
১। মোহন পুর	১১টি
২। জিরানীয়া	১৬টি
৩। খোয়াই	৯টি
৪। তেলিয়ামুড়া	১২টি
৫। বিশালগড়	১৯টি
৬। মেলাঘর	৪টি
৭। মাতাবাড়ী	১৪টি

৮।	অমরপুর	১৩টি
৯।	ডম্বুর নগর	৫টি
১০।	বগাফা	১১টি
১১।	রাজনগর	৮টি
১২।	কাঞ্চনপুর	১১টি
১৩।	পানিসাগর	১টি
১৪।	কুমারঘাট	৮টি
১৫।	ছামনু	১০টি
১৬।	সালেমা	১৩টি
	মোট	১৬৫টি

২। (ক) "দক্ষিণ রামনগর" সেন্সাসভুক্ত গ্রাম নহে, ফলে সম্প্রসারন কার্য্যের অন্তর্ভূক্ত। সম্প্রসারন খাতে অর্থ বরাদ্দ না থাকায় বর্তমানে লাইন সম্প্রসারিত করার কোন পরিকল্পনা নেই।

(খ) "পদ্মবিল (উত্তর পশ্চিম) একটি সেন্সাসভুক্ত গ্রাম এবং বৈদ্যুতিকৃত।

(গ) ধর্ম্মনগর বিভাগে "পদ্মবিল" নামে কোন সেন্সাসভুক্ত গ্রাম নেই, তবে পদ্মবিল (মধ্য), পদ্মবিল (উত্তর-পশ্চিম), পদ্মবিল (উত্তর-পূর্ব), পদ্মবিল (দক্ষিন-পশ্চিম) ও পদ্মবিল (দক্ষিন-পূর্ব) সেন্সাসভুক্ত গ্রাম আছে। এই উক্ত সেন্সাসভুক্ত গ্রামগুলি বৈদ্যুতিকৃত।

(ঘ) "ডুগাংগা" নামে কোন সেন্সাসভুক্ত গ্রাম নেই তবে "ডুগাংগা বাড়ী" নামে একটি সেন্সাসভুক্ত গ্রাম আছে। আগামী আর্থিক বছরে বৈদ্যুতিকরনের পরিকল্পনার চেষ্টা করা হবে।

(ঙ) "সৈলেনবাড়ী" একটি সেন্সাসভুক্ত গ্রাম এবং আগামী আর্থিক বছরে বৈদ্যুতিকরনের পরিকল্পনা নেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

চ) "হালামপাড়া" নামে কোন সেন্সাসভুক্ত গ্রাম নেই তবে "রাংলি হালাম পাড়া" নামে একটি সেন্সাসভুক্ত গ্রাম আছে। এই গ্রামটিকেও আগামী আর্থিক বছরে বৈদ্যুতিকরনের পরিকল্পনা নেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

ছ) "ঢুপির বন্দ" একটি সেন্সাসভুক্ত গ্রাম এবং আগামী আর্থিক বৎসরে বৈদ্যুতিকরনের পরিকল্পনা নেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যেসব বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারনের জন্য মৌজার নাম উল্লেখ করলেন অনেক সময় দেখা যায় বি, ডি, সি, বা গাঁও পঞ্চায়েতের জানা নেই। তাদের খেয়াল খুশীমত তারা বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারন করেন। স্বজন পোষন ইত্যাদি দুর্নীতি হচ্ছে। পঞ্চায়েত বা বি, ডি, সি-কে জানানো হয়না। সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে কিনা। বিশেষ করে হালাম পাড়ার কথা বলেছি সেটা হয়ত ১০-১২ বৎসর আগে যখন এই মৌজাটি চিহ্নিতকরন হয়, তখন নামগুলি ছিলনা। নামগুলি পরিবর্ত্তন করে নতুন যে নামাকরন হয়েছে সেইগুলি গ্রহণ করে বিদ্যুতায়ন করার লাইন সম্প্রসারন করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, ১৯৭১ ইংরাজী থেকে আমরা সেন্সাস ভিলেজ যেগুলি তার ভিত্তিতেই বিদ্যুতায়ন করি। ৮১ ইংরাজীতে সেন্সাসতো মৌজা হয়ে যায়। তাতে মৌজা কমে যায় ৮৬৭ টি। ৭১ সনে ছিল ৪ হাজার ৪২৭ টি। সেন্সাস ভিলেজ সেই ভিত্তিতে আমরা করেছি। তখন থেকে বিদ্যুতায়ন হয়। বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে সবসময় যে বি, ডি, সির সংগে পরামর্শ করা হয় তা না। মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন সব ক্ষেত্রে এই রকম স্বজন-পোষন হয় এইটা ঠিক না। কোন ক্ষেত্র কোন সময় যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা আমাকে জানাতে পারেন কিন্তু জেনারেলী সেটা হয় না।

•

শ্রী ভানুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেন্সাস ভিলেজগুলি যখন বিদ্যুতায়ন করা হয় তখন সম্পুর্ণ গ্রামকে বিদ্যুতায়ন করা হয় না

অর্থের অসম্পূর্ণতার জন্য। একবার বৈদ্যুতিকরন হয়ে যাওয়ার পর সেই লাইন দিতে গেলে অ্যাক্সটেনশানের প্রশ্নে কোন নীতি দপ্তরের না থাকায় ফাল দপ্তরের অ্যাক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, বা সংশ্লিষ্ট অফিসারদের মনতুষ্টির জন্য, সাধারন কোন নীতির অনুপস্থিতির জন্য, এই জিনিস ঘটে। সেখানে সাধারনভাবে একটা নীতি নির্ধারন করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, যাতে অ্যাক্সটেনশানের আইনের কাজ চালানো যায়?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাক্সটেনশান-এর জন্য গেলবারও টাকা ছিলনা, এইবারও কোন টাকা নেই। আমি আগেই বলেছি কোন ক্ষেত্রে কোন জায়গায় করার ক্ষেত্রে কেউ যদি দুর্নীতি করে থাকে সেটা আলাদা কথা। কিন্তু জেনারেলী ডিস্‌ক্রিমিটেইট করা হয়না। টাকা থাকলে আমরা অ্যাক্সটেনশান করে থাকি। যেখানে দরকার সেখানে করি।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগরের নোয়াগাং ভিলেজ উপজাতি গ্রাম বলে সেখানে বিদ্যুত সম্প্রসারন করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে ১টি মাত্র উপজাতি পরিবারকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আর বাকীরা অর্থাৎ অন্য উপজাতিরা আবেদন করে তারা পাননি। এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা? আর না থাকলে সেটা খোঁজ নিয়ে দেখবেন কিনা?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, নোয়াগাং এই ধরনের কোন প্রশ্ন নাই। তাই এখন তার জবাব দিতে পারছিনা। তবে মাননীয় সদস্য যখন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন নিশ্চই খোজ নিয়ে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৬।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৬।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৬।

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মাইছড়ার কৃষি বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে বর্ত্তমানে কি কি ধরনের বীজ উৎপন্ন হইতেছে।

২। ঐ কেন্দ্রে ঝড়ে বিধ্বস্ত ঘরগুলি মেরামতের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা।

উত্তর

১। মাইছড়া সবজী বীজ উৎপাদন খামারে খরিপ খন্দে ঢেঁড়স, লাউ. তেলী, শশা, ডাঁটা ইত্যাদি এবং রবি মরশুমে ফুলকফি, ট্যামেটো, বেগুন, ফরাসীবীন, মটর, মূলা, আলু ইত্যাদির বীজ উৎপন্ন করা হইতেছে।

২। হ্যাঁ।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার,. এইযে মাইছড়া বীজ উৎপাদন কেন্দ্র এইটা কি গবেষণা কেন্দ্র যেখানে সরাসরি বীজ উৎপন্ন হয় ? ২৭ লক্ষ টাকার উপরে খরচ হয়েছে সেখানে কি পরিমান বীজ উৎপন্ন হয়েছে, কোথায় বিলি হয়েছে, তার মূল্য কত ? এবং বিনা মূল্যে কত দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী বাদল চৌধুরী : — এই মাইছড়া সবজী বীজ উৎপাদন খামারটি ১৯৮১-৮২ সালে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদের উদ্যোগে স্থাপিত হয়। এখন পর্য্যন্ত খামার চালু হওয়ার পর আমরা নিম্নলিখিত বীজগুলি সংগ্রহ করেছি। আলু ২৯ হাজার ২২৭ কেজি, ফুলকপি ৩০ কেজি, মূলা ৭৮৪ কেজি, বেগুন ১৯৭ কেজি, ট্যামেটো ৭০ কেজি, লংকা ২০০ কেজি. ঢেঁড়স ২০৮ কেজি, লাউ ৬২ কেজি, মটর ২১৪ কেজি, পালং ৯৬ কেজি, মিষ্টি আলু ১৯৫০ কেজি, তরমুজ ১ কেজি, ফ্রেঞ্চ বীন ১২ কেজি, তেলী ৩৬ কেজি, ডাটা ৫ কেজি, শশা ১ কেজি। সব মিলিয়ে মোট সাড়ে তেত্রিশ হাজার বীজ উৎপন্ন করা হয়েছে। বিভিন্ন ভাবে বিলি বন্টন করা হয়েছে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— এই বীজগুলি কি বিনামূল্যে বিতরন করা হয়, মূল্য হিসাবে বিক্রী হলে কত মূল্যে বিক্রী করা হয়েছে ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— কিছু বিনামূল্যে বিতরন করা হয়েছে, আবার কিছু নগদ মূল্যে বিক্রী করা হয়েছে। মোট কত বিক্রী হয়েছে এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে হিসাব দিয়েছেন কি কি জিনিস, ১৯৮১-৮২ সনে এইযে মাইছড়া কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্র সেখানে উৎপাদন থেকে শুরু করে যেটা খরচ হয়েছে, আর এই ব্যাপারে মোট কত টাকার বীজ উৎপাদন হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— এই তথ্য আমার কাছে নাই। আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে আমি জানাব।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্ম্মা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭০।

মি: স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭০।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭০।

বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত প্রমোদনগর গাঁওসভার অধীনে আগরতলা উদয়পুর যাওয়ার পথে ইট ভাটা হইতে দুহরাম মহারাম বাজার পর্যন্ত রাস্তায় ৪টি সেতু মেরামতের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত ঐ সেতুগুলি মেরামত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এই রাস্তাটি পূর্ত্ত দপ্তরের আওতাধীন নহে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাস্তাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে দুর্গম এলাকা। এখানে প্রায় সময়ই দহরম মহরম লেগে থাকে। কাজেই এই রাস্তাটি পি. ডব্লিউ, ডি নেবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— এইটা এখন বলা যাবেনা। ইতিমধ্যে অনেক রাস্তা এ, ডি, সি-র হাতে তুলে দিয়েছি ভিলেজ রোড্‌স। এইটার কি অবস্থা হবে, এ. ডি. সিকে আমরা বলেছি। তবে এখন পূর্ত্ত দপ্তর এটা হাতে নিতে পারবেন কিনা সেটা আমি বলতে পারবনা।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তৎকালীন চীফ সেক্রেটারী মি: শংকরন টাকারজলা থেকে বিশ্রামগঞ্জ পর্যান্ত যে পদযাত্রা করেছিলেন তখন সিদ্ধান্ত হয়েছিল অমরেন্দ্রনগর থেকে টাকারজলা অংশ পি, ডব্লিউ ডি করবে এবং অমরেন্দ্র-নগর থেকে বিশ্রামগঞ্জ সেটা রুরাল ডেভালাপমেন্ট দপ্তর করবে। সেই অনুযায়ী এই রাস্তাটি হয় কিন্তু বন্যায় রুরাল ডেভালাপমেন্ট দপ্তর থেকে যে রাস্তাটি বন্যা হয়েছিল সেটা ভেঙ্গে যায়। রুরাল ডেভালাপমেন্ট পর্যান্ত পরিমান টাকা না পাওয়ার ফলে করতে পারছেনা। কাজেই পি, ডাব্লিউ, ডি কর্ত্তৃক এই রাস্তাটি জরুরী

ভিত্তিতে করার কোন ব্যবস্থা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— আমি ত তার জবাব দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নারায়ন দাস।

শ্রী নারায়ণ দাস :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৩৫।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৩৫।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৩৫।

প্রশ্ন

১। বটতলা থেকে দুর্লভ নারাযন হয়ে যে রাস্তাটি তকসাপাড়া গিয়েছে সে রাস্তাটির কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। প্রযোজনীয় জমি পাওয়া গেলে রাস্তাটি আগামী আর্থিক বর্ষে আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং- ২৫১।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং —২৫১।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজমুদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং -২৫১

প্রশ্ন

১। অমরপুরের বীরগঞ্জ বাঙ্গালী সমতল পাড়ায় গ্রামীন বৈদ্যুতিকরন কর্মসূচী অনুযায়ী বৈদ্যুতিকরন করা হয়েছে কিনা।

২। না হয়ে থাকলে কারন, এবং

৩। কবে নাগাদ উক্ত গ্রামটিতে বৈদ্যুতিকরন করা হবে ?

উত্তর

১। না।

২। ১৯৮৬-৭৭ সালে অমরপুর শহরের সন্নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দাদের তথ্য অনুসারে যে গ্রামটি বীরগঞ্জ বাঙ্গালী সমতল পাড়া নামে বিদ্যুতায়িত করা হইয়াছিল তাহা পরে অমরপুরের তহশীল কাছারী থেকে খোঁজ খবর নেওয়ায় জানা গেল সেই গ্রামটি বীরগঞ্জ বাঙ্গালী সমতল পাড়া নামে পরিচিত নহে।

৩। আশা করছি এই কাজ মাসখানেকের মধ্যে শেষ হবে।

শ্রী **জওহর সাহা** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সন তারিখের কথা বললেন যে ১৯৭৬-৭৭ সালে বীরগঞ্জ বাঙালী সমতল পাড়া বলে যেখানে বৈদ্যুতিকরন করা হয়েছে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সেটা নাকি অমরপুর শহরের সন্নিকটবর্ত্তী। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে, বীরগঞ্জ বাঙালী সমতল পাড়া যেটা বীরগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়েত নামে একটা পঞ্চায়েত সেখানে আছে এবং বীরগঞ্জ তহশীল, এস ডি ও, অফিসে তার একটা মানে বীরগঞ্জ বাঙালী পাড়া বলে সেখানে তথ্য রয়েছে। কিভাবে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে নির্ভর করে অমরপুর শহরের মধ্যে বীরগঞ্জ বাঙালী সমতল পাড়াতে বৈদ্যুতিকরনের কাজ অমরপুর নোটিফাইড এলাকাতে করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী সে তথ্য জানাবেন কি ?

শ্রী **বৈদ্যনাথ মজুমদার**:— স্যার, ১৯৭৬-৭৭ইং তে হয়েছে, এখানে কি অবস্থায় কি হয়েছে, আমি বললাম যে ওখানে ভুল হয়েছিল ৭৬-৭৭ ইং তে। কিন্তু এখন আমরা এই কাজটা হাতে নিয়েছি এবং এক মাসের মধ্যে কাজটা কমপ্লিট হবে।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসের মধ্যে বার বার তথ্য দিয়েছেন প্রতিটি বিধান সভার মধ্যে দিয়েছেন যে, সেখানে ইলেকটিফাইড বলে ওনার কাছে তথ্য আছে। এখন এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই কাজটা কাদের জন্য বা কাদের গাফিলতির কারনে এই এলাকাতে বৈদ্যুতিকরনের কাজ অত্যান্ত বিলম্বিত হয়েছে, অন্তত: পক্ষে দশ বছর, সেটা তদন্ত করে যারা এর জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এইটার ঠিক কি একশান নেওয়া হবে আমি বুঝতে পারছিনা। এই রকম ভুল হয়েই যেতে পারে, কিন্তু আমরা কাজটা হাতে নিয়েছি কেন মাননীয় সদস্য ইনসিষ্ট করছেন বুঝতে পারছি না।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ১৯৭৬-৭৭ এ এইটা ভুল হয়েছিল এবং ইদানিংকালে এইটা হাতে নেওয়া হয়েছে।

শ্রী জওহর সাহা :— তাহলে স্যার, এইটা তদন্ত করে দেখে এইটার ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

মি: স্পীকার :— আপনি বসুন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ওনার বক্তব্য বলেছেন।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, আমার আর একটা সাপ্লিমেণ্টারী আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, সেন্সাস ভিলেজ হিসাবে যে খুটি দেওয়া হয়ে থাকে তাতে আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের সেন্সাস ভিলেজ থাকা সত্বেও একট ভিলেজের মধ্যে হয়তো দশটা কি পনেরটা খুটি দিয়ে শুধু মাত্র একটা অংশের মধ্যে বৈদ্যুতিকরনের কাজ করা হয়, তারপর এই হাউসের মধ্যে দেখা যায় পরবর্তীকালে এই ভিলেজ ইলেকটিফাইড বলে তথ্য দেওয়া হয়। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কিসের ভিত্তিতে এই সেন্সাস ভিলেজ গুলির একটা অংশের মধ্যে কোন নীতির ভিত্তিতে সেটা করা হয় এবং সেটা না করে বরং যে-সকল সেন্সাস ভিলেজ আছে সেগুলিতে পূর্ণাঙ্গ বৈদ্যুতিকরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : -- স্যার, ভারত সরকারের যে রুরাল ইলেকট্রিফিকেশানের যে সংজ্ঞা তাতে একটা ভীলেজের মধ্যে একটা খুটি গেলেই সেটাকে ইলেকটিফাইড বলা হয় এবং এইটা নিয়ে আমরা অনেক ফাইট করেছি বরাবর এবং বৈদ্যুতিকরনের টাকাটাও আমরা ঋণ হিসাবে পাই, কোন গ্রান্ট হিসাবে পাই না। ভারত সরকারের কাছ থেকে আমাদের প্রয়োজন মত টাকা পাই না, প্রতি বছর এই টাকা আমাদের প্রয়োজন মত পাওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু পাচ্ছি না। মাননীয় সদস্য এই হাউসে এইটা আমি অনেকবার এই কথা বলেছি কিন্তু একটা বারওতো তারা এই কথা বলেন নি যে ভীলেজ ইলেকটিফিকেশানের জন্য অন্যান্য স্টেইট যেখানে ২০০, ২৫০, ৩০০ ইউনিট পাওয়ার ইউজ করছে. সেখানে আমাদের ৩০, ৩৫ ইউনিট আমরা ইউজ করি। অথচ যখন আমরা বাজেট আনি তখন বিরোধী সদস্যরা সমর্থন করছেন না, কোন কাজ হচ্ছে না এই সমস্ত কথা বলেন।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস : -- অ্যাডমিটেড ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার --১০৬।

শ্রী অনিল সরকার :-- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার --১০৬।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যের শিল্প দপ্তর এ পর্যন্ত কি কি শিল্প স্থাপন করছে এবং কতজন বেকার লোককে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, এবং

২। রাজ্যে আরও নুতন নুতন শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের জন্য কি কি উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যের শিল্প দপ্তর কোন শিল্প স্থাপন করেনি।

২। রাজ্য সরকার ১৯৮৬-৮৮ ইং সনের বার্ষিক যোজনায় নিম্নলিখিত নূতন শিল্প স্থাপনের জন্য প্ল্যানিং কমিশনের কাছে প্রস্তাব পেশ করেছেন :—

ক) সূতা কল, খ) কাগজকল, গ) গ্যাস ভিত্তিক শিল্প প্রকল্প, ঘ) নো ইণ্ডাষ্ট্রি জেলাতে আস্ত-কাঠামো তৈরীর ব্যবস্থা করা। এতদব্যতীত ব্যাংক ঋণ, ষ্টেট এইড-টু-ইণ্ডাষ্ট্রিজ রুলস মারফৎ জেলা শিল্প কেন্দ্রের লোন বে-সরকারী শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য শিল্পোদ্যোগীদের দেবার ব্যবস্থা শিল্পদপ্তর করে থাকে।

এ ছাড়া বে-সরকারী শিল্পোদ্যোগীকে শিল্প স্থাপনের উৎসাহিত করার জন্য নিম্ন-লিখিত বিভিন্ন ধরনের গ্রান্ট, সাবসিডি দেওয়া হয়ে থাকে :—

১। প্যাকেস অব্ ইনসেনটিভ স্কীম। ২। ওয়ার্ক কেবিন স্কীম, ৩। স্ব-নির্ভর কর্ম প্রকল্প, ৪। শিল্পনগরীতে কম মূল্যে কারখানাগৃহ নির্মান করে ভাড়া দেয়া। ৫। শিল্পোন্নয়ন অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের আস্তকাঠামো তৈরী করে দেওয়া প্রভৃতি, ৬। তাঁত শিল্প দুঃস্থ, ট্রাইবেল তাঁতীদের সূতাক্রয়, তাঁত সরঞ্জাম প্রভৃতির উপর ভর্তুকী প্রদান, ৭। তাঁতশিল্পে সূতা পরিবহনে ৫০ পার-সেনট ভর্তুকী প্রদান, ৮। তাঁত শিল্পে দুঃস্থ, ট্রাইবেল তাঁতীদের গৃহ নির্মান, মেরামতের জন্য ভর্তুকী প্রদান। ৯। ট্রাইবেল তাঁতীদের পাছড়া উৎপাদনে সাহায্য, ১০। হস্তজাত শিল্প পরিবহনের উপর ভর্তুকী প্রদান। ১১। হস্তজাত আর্টিজানদের সরঞ্জাম ক্রয়ে সাহায্য, ১২। দুঃস্থ আর্টিজানদের ঢালাও সাহায্য, ১৩। রেশম শিল্প গুটী পোকাচাষে, যন্ত্র পাতি ক্রয়ে গুটী পোকা চাষের গৃহ নির্মানে জলসেচে অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে।

উপরোক্ত বিভিন্ন আর্টিজানদের স্ব-স্ব-শিল্পে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা, শিল্প-শিক্ষন কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

সমবায় সমিতিগুলিকে চা শিল্পে নিম্নলিখিত সাহায্য দেয়া হয়ে থাকে :--

চাষ আবাদ, জলসেচ, ফার্টিলাইজার, পোকামাকড় মারার জন্য কীটনাশক ঔষধ, ম্যানেজারিয়েল গ্র্যান্ট, এই গুলি বিভিন্ন রকম সাহায্য দিয়ে থাকি।

শ্রী নকুল দাস :— স্যার, রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্পকে সহায়তা করার জন্য, উৎসাহিত করার জন্য ও বিকশিত করার জন্য টি এস আই বলে একটা সংগঠন ক্ষুদ্র শিল্প নিগম এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং এই নিগমের কাজ হচ্ছে যারা শিল্প করেছেন তাদেরকে কাঁচামাল সরবরাহ করা এবং তাদের প্রস্তুত করা জিনিষ মারকেটিং-এর ব্যবস্থা করে দেওয়া। এখানে দেখা যাচ্ছে এই নিগমে টাকা প্রায় সবটাই ইটভাটার কাজে সেখানে নিয়োজিত যার জন্য তারা ঠিক মত মাল আনতে পারছেন না এবং যখন প্রডিউসারদের কাছ থেকে মালটা নিচ্ছেন তখন সেখানে আনার পর মাস চলে যাচ্ছে সেখানে প্রডিউসারদের পেমেন্ট করতে পারছেন না। ফলে এই নিগমের ভূমিকা যেখানে ক্ষুদ্র শিল্পকে বিকশিত করার সেটা না করে আজকে তাদের যে ভূমিকা তা ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে? এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না, জানলে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না?

শ্রী অনিল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় যে-সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্প আছে বিভিন্ন জায়গায় তাদের কাঁচামাল দেওয়ার দায়িত্ব টি এস আই এর, তাদের প্রডাকশান বিক্রিতে সাহায্য করা টি এস আই এর দায়িত্ব, টি এস আই এর সেই ক্যাপিটেল ইত্যাদি ইনভেষ্ট করে যেটা তার অর্থ আসে তাতে নুতন করে একটা কাজের জন্য তাকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে, সেটা হচ্ছে ইট ভাটা। সেখানে লক্ষ লক্ষ প্রায় কোটি কোটি টাকা মাঝেমাঝে দরকার হয়ে পরে সেই জন্য এবং এ ইট ভাটা করার যে কি প্রয়োজন, ২২ কোটি ইট আমাদের দরকার হয় এবং সেগুলি বেশীর ভাগই ইট উৎপাদন করেন যারা তারা প্রাইভেট মালিকানায়, সেখানে আমাদের সরকারের কোন কারখানা ছিল না। সেই জন্য পি ডবলিও ডির মেইন যে কনষ্টাকশান তা ইট দিয়ে হয়, তাই

কোন সাহায্য করার জন্য আমরা ইটভাটার দিকে হাত বাড়িয়েছি। সেখানে আমাদের ১৪ টা ইউনিয়ন চলছে। এই জন্য আমাদের টাকা পয়সার ব্যাপারে খানিকটা অসুবিধা হচ্ছে এবং পরের প্রশ্নটা এসেছে যে এইটা শিল্প প্রসারে ব্যহত করছে কি না? আমাদের প্রধান কাজ হল যে কোন ইউনিটগুলি প্রডাকশান করে তা মারকেটিং ভেল্ দেখা, বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন ইউনিট থেকে তারা টি এস আইর কাছে তারা যেমন ফার্ণিসার চায়, বিভিন্ন রকমের ষ্টিলের ইত্যাদি চার্য আমরা সেই চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন ইউনিটকে ভাগ করে ফেলি তারা তখন সরাসরি গিয়ে সেখানে তা সাপ্লাই দেয়। কাজেই সেখানে ও আমরা সাহায্য করি যাতে যেখানে ক্রেতা, যারা সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে বা অন্য কেউ তাদেরকে সরাসরি প্রডাকশান কিনে কোটি কোটি টাকা ইনভেষ্ট করে রাখা, এও কিন্তু অন্য ভাবে শিল্প প্রসারের পক্ষে বিপদজনক হয়ে দাঁড়াবে। সেই জন্য নিজে থেকে সাধ্যমত যে কাজটা যতটুকু করা যায় সে সাধ্যমত ততটুকু করছে, আমার মনে হয় এই তথ্য মাননীয় সদস্যের কাছে নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস:— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১২।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার:— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১২।

প্রশ্ন

১। কবে পর্যন্ত কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত কমলপুর-মরাছড়া-আমবাসা রাস্তা চালু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

২। ইহা কি সত্য যে ল্যাণ্ড অর্ডার-এর প্রশ্নে উক্ত রাস্তাটির কাজ ত্বরান্বিত করার একান্ত প্রয়োজন,

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উক্ত কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন করার জন্য কোনরূপ উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই রাস্তায় হাল্কা যান চলাচল করা যাবে বলে আশা করা যায়।

২। ইহা সত্য নহে। তবে সর্বসাধারণের প্রয়োজনে রাস্তাটির কাজ ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

৩। ১৯৮৭ সনের মার্চ মাসের মধ্যে এই রাস্তায় হাল্কা যান চলাচলের জন্য সব রকম প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে উক্ত রাস্তার কতটুকু রাস্তা ইট সোলিং সম্পন্ন করা যাবে ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই রাস্তাটাকে আমরা ৫টি ভাগে ভাগ করেছি। এটার লেংথ হচ্ছে প্রায় ২৫ মাইল। তার মধ্যে জিরো থেকে আপনার প্রথম অংশ যেটা সেটা ৪·৩৭২ কিলোমিটার কমলপুর সাইড থেকে। এটাকে আমরা ব্ল্যাক টপিং করেছি। বর্তমানে এস্টিমেইট ইত্যাদি করে সোলিং, মেটেলিং, ব্ল্যাক টপিং করছি। আর গ্রুপ নাম্বার ৫ যেটা আমবাসা সাইড থেকে সেটাকে আমরা সোলিং, মেটেলিং, ব্ল্যাক টপিং করছি। এগুলি শেষ হলে পরে বাকী মাস-খানেকের মধ্যে ৩টা গ্রুপে আমরা ইট সোলিং করব। এটা আমাদের এখন পরিকল্পনা।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— উক্ত রাস্তাটি খুব সেন্সেটিভ রাস্তা এই এলাকায়।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হয়ত জানেন যে টি, এন, ভি,উগ্রপন্থী কমলপুর মহকুমার বিশেষ করে ধলাই নদীর পূর্বপাড়ে বিভিন্ন গ্রামগুলিতে ঘোরাফেরা করে, খুনের ঘটনা করে অতি সহজে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে পারে। এই রাস্তাটী চলাফেরার অনুপযোগী থাকায় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে চলাচল বা সি, আর, পির পক্ষে বড় গাড়ী নিয়ে চলাচল করা সম্ভব হয় না এবং তার ফলে উগ্রপন্থীদের পক্ষে অতি সহজে বাংলাদেশে গিয়ে আশ্রয়নেওয়া সম্ভব হয়। কাজেই এটা বিবেচনা করে এই রাস্তার সোলিং, মেটেলিং-এর কাজটা তাড়াতাড়ি হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার:— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য জানেন যে এই রাস্তাটিকে ঠিক করার জন্য আমরা যথেষ্ট চেষ্টা ও উদ্যোগ প্রথম থেকে নিয়েছি। তবু ও কতগুলি অসুবিধা থাকায় এতদিন করা সম্ভব হয়নি। তবে এখন এস, পি, টি ব্রীজগুলি হয়েছে বিধায় কাজটা শুরু করা হবে। এই রাস্তাটিকে ৩টা গ্রুপে করার অর্থ এই ২৫ মাইল রাস্তা করতে হলে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা লাগবে। কিন্তু এই রাস্তায় সব সময়ে গাড়ী-ঘোড়া চলাচল করবেনা।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে উক্ত রাস্তার কাজ সম্পন্ন করতে হলে কমলপুর রাস্তায় একটি ব্রীজ করার প্রয়োজন। কাজেই এই ব্রীজ করার জন্য দপ্তর থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা, যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা অন্য প্রশ্ন। তবে এটা ঠিক সেখানে একটা সাসপেনশন ব্রীজ করার জন্য আমরা দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছি যাতে ভবিষ্যতে করা যায় এবং তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য, শ্রী তরণী মোহন সিনহা।

শ্রী তরণী মোহন সিনহা : - মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৪০।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার – ২৪০।

শ্রী সমর :—চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার — ২৪০।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে বর্তমানে সরকারীভাবে কয়টি দুগ্ধ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিক্রয় কেন্দ্র আছে, (স্থাপনের নাম সহ)

২। কোন কোন কেন্দ্রে গড়ে কত লিটার দুগ্ধ প্রতি মাসে বিক্রি করা হইয়া থাকে,

৩। সরকারীভাবে আরো দুগ্ধ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিক্রিয় কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে কিনা,

৪। থাকিলে কোথায় কোথায় ?

উত্তর

১। ত্রিপুরাতে সরকারীভাবে কেবলমাত্র রাধাকিশোরনগর ক্যাটল ফার্মের দুগ্ধ উৎপাদন হয়। এছাড়া সমবায় স্তরে ৭০ (সত্তর) টী দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি মারফত ডেয়ারীতে দুধ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। দুধ সংরক্ষণ ব্যবস্থা শুধুমাত্র আগরতলা ডেয়ারীতেই আছে।

২। রাধাকিশোরনগর ক্যাটল ফার্মের উৎপাদিত গড়ে প্রতিমাসে প্রায় ১০, ৫০০ লিঃ দুগ্ধ আগরতলা ডেয়ারীতে ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন-এর নিকট বিক্রয় হইয়া থাকে।

৩ এবং ৪। দুধ উৎপাদন ও সরকারের প্রয়োজনীয় উন্নয়নের লক্ষে আরও গো-উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশু দুগ্ধ সরবরাহের জন্য সাময়িকভাবে ধর্মনগর এবং কমলপুরে স্কিমডমিল্ক পাউডার সরকার নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রয় ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া সমবায় সমিতির মাধ্যমে উত্তর ত্রিপুরা দুগ্ধ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও

বিক্রয় কেন্দ্র খোলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় সমবায়ের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।

শ্রী তরনী মোহন সিংহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য নর্থ ত্রিপুরাতে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সমর চৌধুরী : মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ঠিক নর্থ ত্রিপুরাতে দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র নাই, তবে কুমারঘাটে চিডিং ইউনিট করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডেয়ারী ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন থেকে এটা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে যাতে উন্নত ধরনের চিডিং ইউনিট করা যায়। ভারত সরকারের নিদেশ আমরা পেয়েছি এবং তাতে এই অঞ্চলে উন্নত ধরনের গরু কিনে দুগ্ধ উৎপাদনের সমস্ত প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে নাইট্রোজেন প্ল্যান্ট্র করা হচ্ছে। আগামী ২-৪ মাসের মধ্যে আমরা এটা চালু করতে পারব বলে আশা করি।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলি লিখিত উত্তর এবং তারকা বিহীন প্রশ্ন-গুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES—"A" & "B")

মাননীয় সদস্যগণ, আমি আজ একটি 'অনাস্থা' প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় বিরোধী দল নেতা শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার, মাননীয় টি, ইউ, জে, এস, নেতা শ্রী শ্যামচরন ত্রিপুরা এবং মাননীয় নির্দল সদস্য শ্রী মনো-রঞ্জন মজুমদার। তাঁহারা যুগ্মভাবে এই নোটিশটি এনেছেন। আমি নোটিশটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করে সভার অনুমতি প্রার্থনা করতে অনুরোধ করছি।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার : Mr. Speaker Sir, I beg for leave

to move the following Motion expressing 'Want of Confidence against the Council of Ministers headed by Sri Nripen Chakraborty :—

"That the House expresses 'Want of Confidence' against the Council of Ministers headed by Sri Nripen Chakraborty."

মি: স্পীকার ঃ— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি সভার অনুমতির জন্য ভোট দিচ্ছি প্রস্তাবটি হলো :- "That the House expresses 'Want of Confidence" against the Council of Ministers headed by Sri Nripen Chakraborty."
যারা এই মোশান সমর্থন করেন তারা উঠে দাঁড়িয়ে সেখানে সমর্থন করুন। (বিরোধী দলের ১৪ জন সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে উহার সমর্থন করেন)

মিঃ স্পীকার : – এই মোশানটিকে ১৪ জন মেম্বার সমর্থন করেছেন। ত্রিপুরা বিধান সভার রুলস্ অব প্রসিডিউর এণ্ড কনডাক্ট্ অব বিজনেস এর ১০৫ নং ধারার (২) নং উপধারায় বলা হয়েছে যে হাউসের মোট সদস্য সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ অপেক্ষা বেশী সদস্য সমর্থন করলে মোশানটি গ্রান্টেড্ বলে গণ্য হবে। এখানে এই অনাস্থা প্রস্তাবটির পক্ষে হাউসের মোট সদস্য সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ অপেক্ষা বেশী সদস্য এটাকে সমর্থন করেছেন। তাই আমি এই মোশানের উপর আলোচনার জন্য সময় দিতে পারি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, যেহেতু এই মন্ত্রী সভার উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে সেহেতু এই মন্ত্রী সভার পদত্যাগ করা উচিত। তাই এই প্রস্তাবের উপর আজই আলোচনা শুরু করা হোক।

মি: স্পীকার : - তাহলে লেয়িং অব্ পেপারস্ অন্যান্য লেজিসলেটিভ এবং ফাইনেনসিয়াল বিজনেস উত্থাপন করার পর আমরা এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা শুরু করতে পারি।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাবের উপর আজকে আলোচনা শুরু না করে আগামী সোমবার আলোচনা শুরু করা হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন চাইছেন এবং যেহেতু এই সরকারের উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে সেহেতু এই সরকারের পক্ষে অন্য সরকারী বিজনেস পাশ করানো অসুবিধা হবে। তাই এ বিষয়ে আজকেই আলোচনা শুরু করতে হবে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকের বিজনেসে প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজোলিউসান রয়েছে। এটা আর এক শুক্রবার না হলে আলোচনা করা যাবে না। তাই আমি মনে করি আজকে এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা না করে আজকে প্রাইভেট মেমবারস্ রিজোলিউসান এর উপর আলোচনা করা হোক। এবং পরে আগামী সোমবার এই বিষয়ের উপর আলোচনা শুরু করা হোক।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রাইভেট মেমবারস্ রিজোলিউসানের উপর আগামী শুক্রবার আলোচনা করা হবে। প্রয়োজন হলে আমরা আরো দুই ঘন্টা সময় বাড়িয়ে দেব। কিন্তু এই অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আজকেই আলোনা করতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— এই প্রস্তাবের উপর ফিনানসিয়েল বিজনেস এর উত্থাপন করবার পর এবং প্রাইভেট মেমবারস্ রিজোলিউসানের পরিবর্তে এই নো "কনফিডিয়েন্স মোশানের" উপর আলোচনা শুরু করা হবে।

CONDOLENCE MOTION

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যগণকে জানাচ্ছি যে, এখন সভার পরবর্তী

কার্য্যসূচী হলো' ত্রিপুরা বিধান সভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত উপেন্দ্র কুমার রায়ের স্মৃতি তর্পন। আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরা বিধান সভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ উপেন্দ্র কুমার রায় দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করার পর গত ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৮৬ ইং সকাল ৮ টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বৎসর। তিনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ নোয়াখালি জেলা কালিকাপুরে (বর্তমান বাংলাদেশ) জন্মগ্রহণ করেন।

স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা উমাকান্ত একাডেমী হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঢাকা থেকে বি, এ, পাশ করার পর ১৯২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম, এ পাশ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় বৃত্তি ও পদক লাভ করেন। ১৯২২ সালে চাঁদপুরের অন্তর্গত চালিতাতলী হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে চাকুরী জীবন শুরু করেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে তিনি ত্রিপুরায় আসেন এবং মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ ইংরেজী বিষয়ের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। পরবর্তীকালে আসানসোল মনিমালা গার্ল্‌স কলেজে যোগদান করেন এবং পরিশেষে শিলচর জি, সি, কলেজে যোগ দেন ও সেখান থেকে অবসর গ্রহন করেন।

তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নীরব কর্মী ছিলেন। শেষ জীবনে কংগ্রেস আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি বিলোনীয়া কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পুনরায় ১৯৬২ সালে ঐ কেন্দ্র থেকেই নির্বাচিত হয়ে পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পরে ১৯৬৩ সালে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিসদ, ত্রিপুরা বিধান সভায় রূপান্তরিত হলে তিনি তার প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

তাঁর মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত আত্মীয় পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে প্রয়াত প্রাক্তন অধ্যক্ষের স্মৃতি প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(সভার সকল সদস্যগণ দু মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন।)

মিঃ স্পীকার :— ত্রিপুরা টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীদের হাতে নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আর একটি শোক প্রস্তাবনার পাঠ করছি। লিখিত প্রস্তাব আপনাদের হাতে আছে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাবটিতে খাসিয়া পুঞ্জীতে ৪ জন লেখা আছে। এখানে ৫ জন হবে। কারণ পরে একজন হাসপাতালে মারা যায়।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে আমি এটা ইনক্লুড করে নিচ্ছি। তা হলে এখানে ৫ জন হবে।

CONDOLENCE MOTION

গভীর দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে গত ১৩ই অক্টোবর কলমপুর মহকুমার রামরতন পাড়ায় ২ জন, ১১ই নভেম্বর খোয়াই মহকুমার ময়দান বাজারে ৪ জন, ১২ই নভেম্বর কমলপুর মহকুমার খাসিয়া পুঞ্জীতে ৫ জন, ১৩ই নভেম্বের বিলোনীয়া মহকুমার রাধাকিশোর গঞ্জে ৯ জন, ২২শে নভেম্বর সদর মহকুমার বোরাখায় ৪ জন, ৪ঠা ডিসেম্বর খোয়াই মহকুমার আখরা বাড়ীতে ১৩ জন এবং ২৮শে নভেম্বর কৈলাশহর মহকুমার গোবিন্দবাড়ীতে ২জন নিরীহ নাগরীক টি, এন, ভি সন্ত্রাস বাসীদের হাতে নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শিশু, নারী এবং বৃদ্ধরাও রয়েছেন।

ত্রিপুরা বিধান সভা নিহতদের স্মৃতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে।

ত্রিপুরা বিধানসভা জহ্লাদ টি, এন, ভি, বাহিনীর বিরুদ্ধে রাজ্যের সর্বত্র জনমত গড়ে তুলতে, এদেরকে সম্পূর্ণ ভাবে জনবিচ্ছিন্ন করতে এবং সর্বোপরি রাজ্যে শান্তি ও

সম্প্রীতি রক্ষা করতে সকল দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে আসতে উদার আহ্বান জানাচ্ছেন।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে ২ (দুই) মিনিট কাল দাঁড়িয়ে মৌন পালন করতে নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(মাননীয় সদস্যগণ দাঁড়িয়ে দুই মিনিট কাল মৌন পালন করেন।)

মি: স্পীকার :— ধন্যবাদ।

PRSENTATION AND ADOPTION OF REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

অধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় সদস্য বৃন্দ, সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ. বিবেচনা ও পাশ করা"।

বর্তমান অধিবেশনের ১৯শে ডিসেম্বর, শুক্রবার, ১৯৮৬ ইং থেকে ২৬শে ডিসেম্বর শুক্রবার ১৯৮৬ ইং পর্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য "বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভার বর্তমান অধিবেশনের ১৯শে ডিসেম্বর, শুক্রবার, ১৯৮৬ ইং থেকে ২৬শে ডিসেম্বর, শুক্রবার, ১৯৮৬ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য "বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

অধ্যক্ষ মহোদয় :— এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় :- মাননীয় মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত "।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— "বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত "।

(রিপোর্টটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়—বিপক্ষে কোন ভোট পড়েনি।)

অধ্যক্ষ মহাশয় :— অতএব রিপোর্টটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।
শুধু আজকের যে বিজনেস তার মধ্যে চেঞ্জ হবে যেটা সভা আগে ঠিক করেছে।

REFERENCE PERIOD

এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজকে একটা নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়ের নিকট থেকে। নোটিশটাতে আমি সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যেন দাঁড়িয়ে বিষয়টা উৎথাপন করেন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—"গত ১৩ই নভেম্বর, ১৯৮৬ ইং তারিখে বাইখোরা থানা অন্তর্গত রাধাকিশোর গঞ্জে সন্ত্রাসবাদী টি, এন, ভি, দের হাতে ৯ জন নিরীহ গ্রামবাসী নিহত হওয়া সম্পর্কে"।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— আমি সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি এখুনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তা হলে পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :- স্যার, আমি ২৩.শ ডিসেম্বর এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে পারব।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন যে আগামী ২৩শে ডিসেম্বর তিনি এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন।

আর একটি নোটিশ আমি পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখলের কাছ থেকে। নোটিশটিতে আমি সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল যেন দাঁড়িয়ে তাঁর নোটিশের বিষয় বস্তুটা উল্লেখ করেন।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—আন-এম্পলয়েড সাকসেসফুল স্টেনোগ্রাফার্স এসোসিয়েশান চাকুরীর দাবীতে গত ১৭ই নভেম্বর, ১৯৮৬ ইং তারিখ থেকে আমরণ অনশণ, ২১শে নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর লিখিত আশ্বাসের ভিত্তিতে অনশন প্রত্যাহার এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে"।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— আমি সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি তিনি এক্ষুনি বক্তব্য না রাখতে পারেন তা হলে পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এ সম্পর্কে আগামী ২২শে ডিসেম্বর আমার বক্তব্য রাখতে পারব।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ২২ তারিখে বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন।

আমি আর একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের কাছ থেকে। মাননীয় সদস্য যেন দাঁড়িয়ে তাঁর নোটিশের বিষয়টি উত্থাপন করেন। মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত। সুতরাং এটা ফলস্ করা যাচ্ছে।

CALLING ATTENTION

অধ্যক্ষ মহাশয় :— আজ আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহাশয়ের কাছ থেকে। মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহাশয় উপস্থিত আছেন তিনি তাঁর প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিলাম। আমি মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর তাঁর বক্তব্য রাখবার জন্য। যদি তিনি এক্ষুনি তাঁর বক্তব্য রাখতে না পারেন। তা হলে কবে তিনি রাখতে পারবেন আমাকে জানাবেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো —"গত ২৮-৯-৮৬ ইং উদয়পুর মহকুমার সদর বাড়িতে ৬ জন জমাতিয়া সম্প্রদায়ের যুবককে খুন করা সম্পর্কে"।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমি ২৪শে ডিসেম্বর এটার উত্তর দিতে পারব।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২৪শে ডিসেম্বর উত্তর দিবেন।

আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস মহাশয়ের কাছ থেকে। তিনি উপস্থিত আছেন। সুতরাং আমি তাঁর নোটিশটিকে সম্মতি দিলাম। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো —গত ১৩ই অক্টোবর কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত কুলাই গাঁও পঞ্চায়েতের রাম রতন পাড়ায় টি, এন, ভি উগ্রপন্থী কর্তৃক দুজন নিরীহ গ্রামবাসীকে নৃশংসভাবে খুন ও অন্য দুজনকে গুরুতর ভাবে আহত করা সম্পর্কে"।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমি এই সম্পর্কে ২৩শে ডিসেম্বর উত্তর দিতে পারব।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ২৩শে ডিসেম্বর এই সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের প্রস্তাব পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার মহোদয়ের কাছ থেকে। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। সুতরাং আমি তার প্রস্তাবটিতে সম্মতি দিলাম।

প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হলো —গত ৪ঠা ডিসেম্বর কল্যাণপুর থানাধীন আখড়াবাড়ী কলোনীতে টি, এন, ভি, খুনী বাহিনী কর্তৃক আক্রমণ ও তেরো জন নিরীহ গ্রাম-বাসী নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেন। যদি তিনি আজ বিবৃতি না দিতে পারেন তাহলে কবে তিনি দিতে পারবেন তা যেন আমাকে জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— আমি এই সম্পর্কে ২২শে ডিসেম্বর একটি বিবৃতি দিতে পারব ।

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সম্পর্কে আগামী ২২শে ডিসেম্বর একটি বিবৃতি দিতে পারবেন।

PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

LAYING OF ORDINANCE

অধ্যক্ষ মহাশয়-সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো —Laying of the Tripura Tea Companies (Taking over of Management of Certain Tea Units) Ordinance, 1986 (Tripura Ordinance No. 1 of 1986) promulgated by the Governor on the 10th November, 1986, as required under Clause (2) of Article 213 of the Constitution of India.

আমি মাননীয় শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি অর্ডিন্যান্সটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Anil Sarkar :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the Tripura Tea Companies (Taking over of Management of certain Units) Ordinance, 1986 (Tripura Ordinance No. 1. of 1986) promulgated by the Governor on the 10th November, 1986 as required under Clause (2) of Article 213 of the Constitution of India.

LAYING OF RUES

Mr. Speaker :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—Lying of the Tripura Narcotic Drugs Rules, 1986, as required under Sub-rule (3) of Rule 78 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985—আমি এখন মাননীয় রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভার সামনে পেশ করার জন্য ।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, যেহেতু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় সভায় অনুপস্থিত সেজন্য আপনার অনুমতি নিয়ে আমি রুলসটি সভায় পেশ করছি ।

Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the Tripura Narcotic Drugs Rules, 1986. as regiored imder Sud-role (3) of Tule 78 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

LAYING OF ANNUAL REPORT

Mr. Sperker :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল — Laying of the Thirteenth Annual Report of the Tripura Public Service Commission for the Year 1984-85, together with a memorandum

explaining, as respects the cases where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance, as reguired under Clause (2) of Article 323 of the Conisitution of India.

আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত রিপোর্টটির প্রতি লিপি সভায় পেশ করার জন্য।

Sri Nripen Chakraborty :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the Thirteenth Annual Report of the Tripura Public Service Commission for the year 1984-85 together with a Memorandum explaining, as respects the cases where the advice of the Commission has not accepted, the reasons for such non-acceptance. as required under clause (2) of Article 323 of the Constitution of India.

Mr. Speaker :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা অর্ডিন্যান্স ও রুলস্ এবং এ্যানুয়েল রিপোর্ট এর প্রতিলিপি 'নোটিশ অফিস' থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

LAYING OF REPLIES TO POSTPONED QUESTIONS ON THE TABLE OF THE HOUSE

(ANNEXURE—"C")

Mr Speaker :— সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হল—লেয়িং অব দি রিপ্লাইজ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানস। গত বিধান সভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রী সৈয়দ বাসিত আলী মহোদযের পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং * ৪০৯ এবং মাননীয় সদস্য তরণীমোহন সিংহা মহোদয়-এর আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২০-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় আইন বিভাগের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপণ্ড স্টার্ড * ৪০৯ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং *৪০৯ উত্তর পত্র সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন আমি মাননীয় শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে, অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২০ এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রী অনিল সরকার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পোষ্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২০এর উত্তর পত্র সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যগণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা পোষ্টপণ্ড স্টার্ড ও আনস্টার্ড কোয়েশ্চানগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

GOVERNMENT RESOLUTION

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্যাসূচী হল…'Government Resolution' রাজ্য সভা কর্ত্তৃক প্রেরীত ভারতের সংবিধানের চুয়ান্নতম সংশোধনী বিল, ১৯৮৬ ইং-এর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি রিজোলিউশান এনেছেন।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিজোলিউশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য। রিজোলিউশানটির বিষয় বস্তু হল –"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof proposed to be made by the Constitution (Fiftyfourth Amendment)

Bill, 1986, as passed by the two Houses of Parliament".

Sri Nripen Chakraborty :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রিজোলিউশানটি সভায় উত্থাপন করছি রিজোলিউশানটি হল —

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof proposed to be made by the Constitution (Fiftyforth Amendment) Bill, 1986, as passed by the two Houses of Parliament".

Mr. Speaker :— সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত সংবিধানের ৫৪ তম সংশোধনীটি বিলের প্রতিলিপি পূর্বেই আপনাদের নিকট পাঠান হয়েছে। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে লোকসভা এবং রাজ্যসভায় আলোচিত কার্যবিবরণী নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ASSENT TO BILLS

মি: স্পীকার :— সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত দুইটি বিলে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর সম্মতি দিয়েছেন। বিলগুলির নামের পার্শ্বেই আমি মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের সম্মতির তারিখ জানাচ্ছি।

ক্রমিক নং	বিলের নাম	সম্মতির তারিখ
1.	"The Tripura Agricultural Workers Bill. 1984 (Tripura Bill No. 9 of 1984".	10. 4. 1984. GOVERNOR

2. The Tripura Appropriation Bill, 1985 (Tripura Bill No. 4. of 1985)" — 17. 6. 1985. GOVERNOR

GOVERNMENT BILL

মি: স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল The Tripura Tea Companies (Taking Over of Management of Certain Tea Units) Bill, 1986 (Tripura Bill No. 9 of 1986)" উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করার জন্য।

শ্রী অনিল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, The Tripura Tea Companies (Taking Over of Management of Certain Tea Units) Bill, 1986 (Tripura Bill No. 9 of 1986)

এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি সভার অনুমতি চাইছি।

মি: স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি মোশানটি হল "The Tripura Tea Companies (Taking Over of Management of Certain Tea Units) Bill, 1986 (Tripura Bill No 9 of 1986)" এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(মোশানটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়, এবং বিলটি সভায় গৃহীত হয়)

PRESENTATION OF THE SUPPLEMENTARY

DEMANDS FOR GRANTS FOR 1986—87

মি: স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন।" এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয়কে অনুরোধ করছি ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সভার সামনে পেশ করছি।

মি: স্পীকার :— সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি 'নোটিশ অফিস' থেকে ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী' সম্বলিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য এবং যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর (ডিমাণ্ডস ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস ফর দি ইয়ার ১৯৮৬-৮৭) ছাটাই প্রস্তাবের (ছাট মোশানের) নোটিশ দিতে চান তাঁরা আগামী শনিবার, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৮৬ ইং বেলা ৫ ঘটিকার মধ্যে তাঁদের নোটিশ বিধান সভা সচিবালয়ে জমা দিতে পারবেন।

মি: স্পীকার :— এখন নো কনফিডেন্স মোশানের উপর আলোচনা।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এই আলোচনাটা আফটার রিসেস্ করতে চাই।

মি: স্পীকার :— যদি হাউস অনুমতি দেয়, তাহলে আফটার রিসেস্ করতে আমার কোন আপত্তি নেই।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— ঠিক আছে।

মি: স্পীকার :—আফটার রিসেস্ আলোচনা হবে। হাউস বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2-00 P.M.

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্য সর্ব্ব শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার, শ্যামাচরন ত্রিপুরা এবং মনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়গণ ত্রিপুরার বর্তমান সভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব এনেছেন। সভার প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য এই অনাস্থা জ্ঞাপকের উত্থাপনের জন্য সমর্থন করেছেন। এখন এই অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবের উপর আলোচনা শুরু হবে। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে উনার প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Sudhir Ranjan Majumder ;— Mr. Speaker Sir, I beg to state "That the House express want of confident" against the Council of Ministers headed by Shri Nripen Chakraborty.

মিঃ স্পীকার :— এখানে আমি একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের হাতে সর্বমোট ১৮০ মিনিট সময় আছে। তন্মধ্যে ট্রেজারী বেঞ্চ পাবে ১২০ মিনিট কংগ্রেস (আই) ৩৬ মিনিট, টি, ইউ, জে, এস, ১৫ মিনিট ইনডিপেণ্ড ৯ মিনিট। আলোচনা শুরু হবার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ-হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহন করবেন তাঁদের একটি নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবের উপর আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব এই সভায় এনেছি তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে এবং মুখ্যমন্ত্রীও গর্বের সঙ্গে বলবেন যে সম্প্রতি দুইটি উপনির্বাচনের মধ্যে দিয়ে মূলত যাচাই হয়ে গেছে এবং জনগণের সমর্থন তারা পেয়েছেন। সুতরাং, বিরোধী দলের এই অনাস্থা প্রস্তাব

জনগণের মতের সংগে কোন সঙ্গতি নেই এই কথাই তাঁরা বলবেন। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল এবং ত্রিপুরার মানুষ ও জানেন কিভাবে এই নির্বাচন সংঘটিত হয়েছে। এই দুইটা নির্বাচনে কোটি কোটি সরকারী অর্থ ব্যয়, নানা রকম সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং ভোটে কারচুপি করা হচ্ছে। এটাতো জনমতের রিফ্লেকশান নয়, এটা কারা-পশানের রিফ্লেকশান। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সংবিধানগত ভাবে যাঁদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল, তাঁদের কাছে আশা করেছিল যে তাঁরা ত্রিপুরা বাসীর জীবন, সম্পত্তি, ধন, মান-ইজ্জত, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করেন এবং সেটা রক্ষা করবেন বলেও এই মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেছিলেন ও প্রতিশ্রুতি ও দিয়েছিলেন। আজকের এই মন্ত্রীসভার আয়ুস্কাল ৯ বৎসর হয়েছে। এই ৯ বৎসরে কাল রাজত্বে ওরা কি বলতে পারবেন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কি অবস্থায় আছে এবং তাদের নিরাপত্তার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা এই সরকার করেছেন ? যদি কোন করতেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্য আজকে এমন পরিনতি হত না। উনারা অনেক কথাই বলছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ফৌজ দিচ্ছে না, সহযোগিতা করছেন না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই,—তাঁদের মনের কথা কি ? ত্রিপুরার মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া তাঁদের কোন ইচ্ছা আছে কি ? মোটেই না। মনের কথাটা হচ্ছে ত্রিপুরার মানুষকে ভীত সন্ত্রাস রাখা, সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা এবং এই করেই ক্ষমতা দখল করা ও ক্ষমতা কায়েম করা। সম্প্রতি যে কয়টা ঘটনা ঘটেছে, সেগুলিতে আমরা একটা জিনিষই দেখতে পাই, এই সরকারের লোকেরা গিয়ে বলছে—আমরা তোমাদেরকে ৫ হাজার টাকা করে দেব। যে সব জায়গায় ঘটনা ঘটেছে, সেখানে প্রচুর পরিমান নিরাপত্তা বাহিনী মজুত থাকা সত্বেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। একটা বুলেটও ব্যবহার করা হয়নি। কেন বুলেট ব্যবহার করা হয়নি ? বুলেট ছিল না, নাকি নিরাপত্তা বাহিনীর অভাব ছিল ? একটা জিনি-ষেরওতো অভাব ছিল না। আসল কথা হচ্ছে মানুষকে সন্ত্রাসের মধ্যে রেখে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা। নিরাপত্তা বাহিনীকে যদি সুষ্ঠু ভুমিকা পালন করতে দেওয়া হত তাহলে আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে টি, এন, ভির একটা ঘটনাও সংঘটিত করতে

পারত না। কিন্তু, তা না করে আজকে পুলিশ বাহিনীকে ডিমবেলাইজ করে দেওয়া হচ্ছে। ওরাইতো আপনাদের নির্বাচন পরিচালিত করেছে এবং ওদের পরিচালিত নির্বাচনেই আপনাদের জয় লাভ করে এই পুলিশ এসোসিয়েশান গঠন করেছেন। আজকে তাদেরকে কাজ করতে দেওয়া হয় না। শুরু থেকেই তাদের বিরুদ্ধে আপনারা চক্রান্ত করছেন, নানা ভাবে তাদেরকে হয়রানি করছেন বদলী করে, টারমিনেট করে। এ সম্পর্কে আমি বহু তথ্য দিতে পারতাম, কিন্তু স্বল্প সময়ের জন্য আমি তা দিতে পারছি না। আমি জিজ্ঞাসা করছি সমরেন্দ্র ভৌমিক যিনি পুলিশ এসোসিয়েশানের সেক্রেটারী তাকে কেন টারমিনেট করা হলো? তাদের একটাই মাত্র অপরাধ, তারা নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিল, এই সরকারের কথামত নয়; সুতরাং আজকে শুধু সাধারণ মানুষই মার খাচ্ছে না। আজকে আরক্ষা বাহিনীর লোকেরাও মার খাচ্ছে! তার জন্য দায়ী এই সরকার। আজকে যে সরকারকে আমরা কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়েছি সেটা শুধু বিধান সভার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব না, সারা ত্রিপুরার নিপীড়িত-নিষ্পেষিত তথা আপামর জনসাধারণের সামনে দাঁড় করাব। স্যার, আমি একটা ঘটনা বলছি সেটা হচ্ছে বোরাখার ঘটনা। আমি ব্যাক্তিগত ভাবে সেখানে গিয়েছিলাম এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এ সম্পর্কে অবহিত করেছিলাম। একটা মাত্র ঘর বাছাই করে, সেটা বোধ হয় জনৈক সরকারের ঘর হবে, সেখানে নির্বিচারে গুলি করে আগুন লাগানো হয়। কিন্তু তার গৃহ শ্মশান হলো কেন? কি ওদের লক্ষ্য? এই সরকারের পুলিশের মদতে, এই সরকারের দুইজন মন্ত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মদতে সেদিন তাদেরকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। তাদের উপস্থিতিতে ঘর ভিটাতে পুরিয়ে মারা হয়েছিল। উদ্দেশ্য উনাদের এখানে থাকতে দেওয়া হবেনা। তোমরা এখান থেকে চলে যাও, তা না হলে তোমাদের ঘর শ্মশান হবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে এইখানে যে দুইটা মানবগোষ্ঠি আছে জাতি-উপজাতি তাদের মধ্যে সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করার জন্য তাদের এই প্রচেষ্টা। আমি এই সভায় স্মরন করিয়ে দিতে চাই আমাদের ভূমিকা কি ছিল তখন যখন বাংলাদেশ থেকে ছিন্নমূল বাঙালীর এদেশে এসেছিলেন। সেদিন আপনাদের ভূমিকা ছিল তাদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন। তারা যাতে এখানে না আসতে পারে তার জন্য তাদের ভূমিকা ছিল এই। আজকের যে

ঘটনা একই উদ্দেশ্য। ১৯৮০ সনে যে দাঙ্গা হয়েছিল তারও একই উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য একই কিন্তু প্রক্রিয়াটা ছিল ভিন্ন। একই উদ্দেশ্যে, এক জায়গা থেকে উৎপত্তি। তার ফল, তার আকার বিভিন্ন হতে পারে। ১৯৮০ সালের দাঙ্গার একই উদ্দেশ্য। এখানে দাঙ্গা কারা করল, কিভাবে হল, এতগুলি লোক গৃহহারা হল। একটাই লক্ষ্য জাতি উপজাতির সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করা, একটা মানব গোষ্ঠীকে এখান থেকে উৎখাত করা পরিকল্পিতভাবে। আজকে উগ্রপন্থী ঘটনার পেছনে একই লক্ষ্য রয়ে গেছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম, আপনি তো বলছেন তাদের সংগে বিদেশীর সম্পর্ক রয়েছে, ওরা স্বাধীন ত্রিপুরা করতে চায়। উনি তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করছেন না, বেআইনী ঘোষনা করছেন না তাদের কার্যকলাপকে। একটা যুক্তি আসতে পারে, যুক্তি দেওয়া হয়েছে। ওদের নিষিদ্ধ করা হলে নাকি সমস্ত আদিবাসীদের, সমস্ত ট্রাই-বেলদের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। বলছেন যে, সেখানে যদি এই উগ্রপন্থীরা বিভিন্ন জায়গায় বাস করে, তারা চাঁদা আদায় করে, সেই চাঁদার রসিদকে অবলম্বন করে সেখানে তাদের উপর হামলা হতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনি পদত্যাগ করছেন না কেন? আপনার তো এই গদীতে থাকার কোন অধিকার নেই। সত্যিই যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে. আর এই ঘটনা যদি আপনাদের জন্য থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন? তাদের নিষিদ্ধ ঘোষনা করা দরকার। আসল কথা টি. এন. ভির কাজে সহায়তা করাই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য। টি, এন, ভির কার্য-কলাপ চলুক, সন্ত্রাস বিরাজ করুক, তবেই আমরা শাসনে থাকতে পারব। গণতন্ত্র থাকবেনা, ভোটের প্রশ্ন উঠবেনা। সাধারণ মানুষের যেখানে নিরাপত্তা নেই, ভোটের প্রশ্ন সেখানে আসে কি করে? কেউ কি নিরাপত্তাহীনতার ভিতরে সঠিকভাবে নিজের মতামত দিতে পারে? তারই ফসল ওরা কুড়িয়ে নিচ্ছেন। সেটা করে ওরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান। কিন্তু আমরা যারা এইটা আমরা চাইনা। আমরা যারা জন-প্রতিনিধি আমরা চাই প্রতিটা মানুষ যে কোন রাজনৈতিক দলের হোক, যেকোন সম্প্রদায় হোক, তাদের যাতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে না হয়। প্রত্যেকটা মানুষ যাতে নিরাপত্তা নিয়ে বাস করতে পারে। এই সরকার যার ন্যূনতম নিরাপত্তা দিতে পারে না. সেখানে তাদের সরকার হিসাবে রাখার কোন অর্থ আছে কি?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার আর কতক্ষন সময় লাগবে ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমার :— আর ৫-৭ মিনিট লাগবে।

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা আর ৫ মিনিট।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— আমরা চেয়েছিলাম যে, এখানে ইনসারজেন্সি চলছে, আমি রাজনৈতিক প্রশ্নে বলছিনা, এখানকার পুলিশের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেই বলছি, এইটা দমন করতে হলে, ইনসারজেন্সি হতে মানুষকে রক্ষা করতে হলে এইখানে এই ব্যাপারে যারা পারদর্শী, যারা অভিজ্ঞ তারাই সেটা করতে পারেন। গণতন্ত্রের উপর কোন হস্তক্ষেপ হয়না। এইটা গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে হয়। যেটা অন্য রাজ্যে, বিভিন্ন জায়গায় এইটাকে মোকাবিলা করা হচ্ছে, আলোচনা চলছে, রাজনৈতিক সমাধানও চলছে। কিন্তু সংগে সংগে মোকাবিলা করার জন্য সেই উপদ্রুত অঞ্চল আইন বলবৎ করা এবং সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করে সেই কাজ তারাই একমাত্র করতে পারেন। কিন্তু এটাও তারা প্রয়োগ করতে মত দিচ্ছেনা। অর্থাৎ নিরাপত্তাহীনতা থাকুক। এই অবস্থায় সন্ত্রাস বিরাজ করুক। আমরা শাসন কায়েম করতে পারব, আমরা শাসন করতে চাই। আরও অনেক প্রশ্ন দুর্নীতির প্রশ্ন সারা রাজ্য দুর্নীতিতে পরিনত হয়ে গেছে। গণতন্ত্র কোথাও নেই। সারা রাজ্যে কারাগারে পরিনত হয়েছে। মাঝে মাঝে বলি স্যার, আমাদের কিছু জেলে নিন। কিন্তু ওদের আর নেওয়ার প্রশ্ন উঠেনা। দরকার নেই। সারা রাজ্যটাই কারাগারে পরিনত হয়েছে। এইখানে কোন গণতন্ত্র নেই, নিরাপত্তা নেই। জেলে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আবার দেখা যায় অনেক রাজনৈতিক দলের কর্মীকে মিথ্যা মামলায় তাকে হয়রানি করা হচ্ছে। বহু জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে গরীব ভূমিহীনদের। গতকাল এইরকম একটা ঘটনা ছিল, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংগে আলোচনা করে সেটাকে রোধ করেছি। কিছুদিন আগে হয়েছে সেই ক্যাম্পের বাজারে, অরুন্ধতীনগরে। তাদের ঘরবাড়ী ফেলে দেওয়া হয়েছে পুলিশ নিয়ে, আপনী উগ্রপন্থী দমন করতে একটা পুলিশ পারেন না, একটা সি, আর, পি, পারেন না। কিন্তু বিরোধীদের উচ্ছেদ করতে, বিরোধীদের আন্দোলনকে দমন করতে পুলিশ দেওয়া হয়। আমরা ৮ তারিখ যুব কংগ্রেস বন্ধ ডেকেছিলাম। ওরাও বন্ধ ডাকে। সেটা কি রকম বন্ধ জানিনা। সরকারী অফিসে তালা থকে, স্কুলে তালা থাকে।

কিন্তু আমরা যখন বন্ধ ডাকলাম, মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ নির্দেশ দিয়ে দিল, তার লোকদের, এই সমস্ত তথ্য আমাদের কাছে আছে, কংগ্রেস কর্মীদের উপর গুলি চালাতে হবে। বেছে বেছে তার মনোনীত সেই সমস্ত পুলিশ অফিসারদের সেখানে নিয়োগ করা হয়েছে। তার ক্যাডারদের বোমা নিয়ে সেখানে উপস্থিত রাখা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ হয়ত সেখানে সিচ্যুয়েশান চেয়েছিল, সেই সিচ্যুয়েশান করতে আমরা দেইনি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার জন্য গোঁসা করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার ডেইলী দেশের কথা যার অ্যাডিটরিয়েল কলাম তার বাড়ীতে বসে লেখা হয় তাতে ৯-১০ তারিখে দেখা যায় পুলিশকে এক হাত নিয়েছেন। তার অর্থ, তারা কেন তার কথামত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের উপর, কংগ্রেস কর্মীদের উপর গুলি চালান হল না।

এই সমস্ত তথ্য আমাদের কাছে আছে যে, গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই হচ্ছে ওনার গনতন্ত্র, এই হচ্ছে ওনার উগ্রপন্থী দমন। সুতরাং আজকে এই সমস্ত কারনে আমাদের গনতন্ত্র বিপন্ন, মানুষের জীবন, সম্পত্তি ও তার নিরাপত্তা আজকে বিপন্ন এই সরকারের হাতে। এই সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এই অবস্থা এনেছেন এবং এনে এখানে পৌঁছিয়েছেন। সুতরাং আজকে এখানে যাতে আমাদের যে অনাস্থা প্রস্তাব, আমি জানি অনেক সদস্য এখানে আছেন মাননীয় সদস্যরা রয়েছেন তাদের বিবেক আছে আমি মনে করি। তাদের সেই বিবেকের কাছে আবেদন করছি যে তারা যেন দলীয় চিন্তা ধারার উর্দ্ধে উঠে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের নিরাপত্তার কথা ভাববেন, নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভাববেন। নির্বাচনে দাঁড়ানোর আগে দুই বিধায়ক আমি কোন দল বলছি না একজন বিধায়কের মামলাতো হলই না, মামলাই তুলে নেওয়া হল। সুতরাং আমাদের ও আপনাদের সকলের নিরাপত্তার প্রশ্নে আজকে এই সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব আপনারা তাকে সমর্থন করবেন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার :– মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার জনগনের পক্ষে সাত দফা অভিযোগ এনেছি এবং এই অভিযোগের

ভিত্তিতে এবং এই অভিযোগকে মাথায় নিয়ে এখনই এই মুহুর্তে পদত্যাগ করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন বাবুকে অনুরোধ করছি। আমার সাত দফা অভিযোগ খুব সংক্ষিপ্ত, জন জীবনে তারা নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন, উন্নয়নেয় কাজ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন, এই সরকার দুর্নীতিগ্রস্থ, এই সরকার দল বাজীতে ওস্তাদ, এই সরকার কর্মচারীর স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন, এই সরকার বেকার সমস্যার সমাধানে সম্পুর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, এবং এই সরকার প্রধান মন্ত্রীর নয়া ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়নে সম্পুর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, জন জীবনে নিরাপত্তার প্রশ্ন যখন আসে তখন এখানে একটা মাত্র বক্তব্য থাকে সেটা হল টি, এন, ভি যাদেরকে নৃপেনবাবুরা লালন পালন করছেন তাদের কথা মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে এইটা বলেছেন যে ত্রিপুরাতে মাত্র ১৫০ জনের মত উগ্রপন্থী আছে এবং একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। ১৯৮২ সালের পর থেকে, ত্রিপুরার নিরীহ মানুষকে তারা খুন করছে, পাহাড়ী-বাঙ্গালী উভয় অংশের মানুষকে তারা খুন করছে, অথচ সরকার নির্বিকার, কেবল মাত্র বলছেন তারা রাজনৈতিক সমাধান চান, সৈন্য দিয়ে মিলিটারী দিয়ে এর সমাধান করতে চান না। ১৫০ জন উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ১৬ হাজার প্যারা মিলিটারী ত্রিপুরাতে রয়েছেন এর পরেও যদি সংখ্যাটা কম হয়, এর পরেও যদি তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করা সম্ভব না হয় আমার মনে হয় কখনও কোন দিন এইটা আর সম্ভবপর হবে না। আসলে সম্ভবপর হবে না তা নয়, তারা করতে চান না বলেই হচ্ছে না প্যারা মিলিটারী, সি আর পি. বি এস এফ, টি এস আর তাদের প্রতি এবং তাদের কর্তব্য সব কিছুর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা রেখেই আমি এই কথা বলতে পারি যে তাদের যদি সঠিকভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হত তাহলে এই উগ্রপন্থী মোকাবিলা করা কোন ব্যাপার নয়। কোন সমস্যাই নয়, কেউ তারা এইটা চান না, তারা চান উগ্রপন্থীদের জিয়িয়ে রেখে বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্ত নাগরিক হত্যাকাণ্ড ঘটুক এবং কংগ্রেস, টি ইউ জে এসকে দোষ রূপ করে বাঙ্গালী-পাহাড়ী উভয় অংশের মানুষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হউক এবং একটা রাজনৈতিক ফয়দা তারা লুটবেন, তারা নির্বাচনে এই ফায়দার জোরে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবেন এইটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন সমাবেশ যে এখানে যদি

ডিষ্টার্ভ এরিয়া ঘোষনা করা হয় এবং মিলিটারী যদি নামানো হয় তাহলে পরে উপজাতী যুবকরা ক্ষেপে যাবে এবং বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, কেননা মিলিটারীরা অত্যাচার করবে। আমি তো জানি মিলিটারীরা ভারতীয় মিলিটারী এবং তাদের ব্যবহার খুব ভাল, দেখেছি বিভিন্ন স্থানে একমাত্র ইন্টিগ্রেশান রক্ষার কাজে তাদের মত এত একস্‌পার্ট আর কোন শক্তি নাই। কাজেই মিলিটারীর প্রতি এই যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব পোষন করা এইটা সত্যিই দুঃখজনক। এই ধরনের চিন্তাধারা শুধু দুঃখজনকই নয়, এইটা যদি ঠিকও হত তাহলে একটা কথা ছিল এবং আমরা দেখেছি এখানে পুলিশের হাতে যেভাবে উপজাতি যুবকরা নির্যাতিত হচ্ছে, সাধারণ মানুষ যে ভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে সেটা কোন অংশেরই কম নয়। বরংচ বলতে পারি আজকে মিলিটারীরা আসলে আর একটু কম হত, পুলিশ যেভাবে অত্যাচার করছেন তার কোন সীমা পরিসীমা নাই। আমার কনষ্টিটিয়েনসি শান্তির বাজারে দেবীপুর বলে একটা গাঁওসভা আছে, সেখানে উগ্রপন্থীরা মানে সেই এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে আছে গত দুই বছর ধরে এবং প্রতি বছরই লক্ষ লক্ষ টাকা তারা কালেকশান্‌ করছে। এবারও প্রত্যেককে সেখানে পাহাড়ী বাঙ্গালী উভয় অংশের মানুষকে তারা নোটিশ দিয়েছে চাঁদা দেওয়ার জন্য, কিন্তু সরকার কি করছে? সেখানে এই ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে রাধাকিশোর গঞ্জ ঘটনার পরে এই রকম একটা সেনসেটিভ জায়গাতে সেখান থেকে সি আর পি ক্যাম্প তুলে নেওয়া হল এবং উগ্রপন্থীরা সেখানে অবাধে বিচরণ করছে। গত ৭ই ডিসেম্বর দেবীপুরের প্রধান বৃক্ষরাম রিয়াং তিনি শান্তির বাজার পুলিশ আউট পোষ্টে এসে খবর দিলেন যে, ওখানে উগ্রপন্থী আছে আপনারা আসুন, পুলিশ গেলেন খুব যত্নের সহিত, যেইমাত্র সেই জায়গাতে পৌছলেন তখন সেখানে আর গেলেন না, বললেন 'ও আছে, এখানে আছে, ঠিক আছে পরে দেখব' আর কি ফিরে আসল। এই যে অবস্থা, কাজেই এখানে ১৫ হাজার ১৬ হাজার পুলিশের সংখ্যা নয়, এইটা ১৫ লক্ষ কি ১৬ লক্ষ যদি পুলিশ করা হয় তাহলেও আমার মনে হয় এই সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু পুলিশকে প্রশাসন থেকে বলে দেওয়া হয়েছে, যে তোমরা উগ্রপন্থীদের সঙ্গে মোকাবিলা করো না, তারা যেভাবে খুশী চাঁদা তুলুক, যা খুশী তারা করুক। স্যার এই রাধাকিশোর গঞ্জ ঘটনায় ১৩ তারিখ সেখানে নিহত হলেন ৯ জন বাঙ্গালী যারা, সবাই ছিলেন কংগ্রেস, এই পরিবারটাই ছিল কংগ্রেস এবং তাদের যে জীবিত প্রতিনিধি হরিনারায়ন দাস শিক্ষক তিনি এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এসে বগাফা আউট পোষ্টে খবর দিলেন,

সেখানে এই ঘটনার জায়গা থেকে পুলিশ ক্যাম্প-এর দূরত্ব ৭০০ থেকে ৮০০ মিটার। এক কিলোমিটার নয়। এই ৭০০ থেকে ৮০০ মিটার দূরে পুলিশের যেতে দেড় ঘণ্টা সময় লেগেছে, তারা দেড় ঘণ্টা পর সেখানে যান।

সেখানে একজন শান্তি রিয়াং উনি সি. পি এম করেন, আরেকজন মুসলিম এবং আরেকজন রিয়াং তার ৩ জনকে সঙ্গে নিয়ে গেল এবং পুলিশ বলল আগে গিয়ে দেখত উগ্রপন্থী আছে কিনা। তখন তারা বলল আপনাদের কাছে বন্ধুক আছে আগে আপনারা যান। পুলিশ বলল আরে তোরা গিয়ে আগে দেখে আসনা পরে আমরা বন্দুক নিয়ে দেখব আরকি। এই হচ্ছে পরিস্থিতি। কিন্তু পরে সমস্ত নিরীহ ট্রাইবেলদের উপর অত্যাচার হয়েছে। যেখানে ঘটনা আডেন্টিফাইড যে টি, এন, ভি, র লোকেরা করেছে সেখানে এভাবে নিরীহ জনসাধারণকে মারধোর করার কি প্রয়োজন ছিল। কেউ যদি সহযোগিতা করে তাহলে ভয়েও ত করতে পারে আবার কারোর ভেষ্টেড ইন্টারেষ্ট থাকতে পারে, সে সি, পি, এম, হতে পারে আবার কংগ্রেস হতে পারে। রাইবাড়ীর রাধাকিশোরগঞ্জের ঘটনার পরে খলেরাই রিয়াংয়ের বাড়ীতে তারা খাওয়া দাওয়া করে এবং হাতে ৪২ টি চিঠি দেয় লক্ষীছড়াতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সে সি, পি, এম, কিন্তু সি, পি, এম বলে আমরা তাকে দোষারোপ করছিনা, কারণ সে ভয়েও ত করতে পারে। আমাদের কথা হল যারা এসব ঘটনা করে তাদেরকে এরেষ্ট করা হউক কিন্তু কেন সাধারণ লোককে হয়রানি করা হবে ? দেবীপুর গাঁও-সভায় সি, আর পিরা টং ঘর পুড়ে দিয়েছে কারণ তারা জানে না হোয়াট ইজ টং ঘর। তারা টং ঘর দেখলে মনে করে এটা উগ্রপন্থীদের তৈরী। কাজেই তারা গিয়ে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেরকম বাবুরাম রিয়াং, অজমনি রিয়াং, প্রসন্ন রিয়াং, শরৎ রিয়াং, খম্পই রিয়াং, সূর্যমনি রিয়াং প্রভৃতির সমস্ত টং ঘর তারা পুড়ে দিয়েছে এমনকি তাদের খামার বাড়ীও তারা পুড়ে ছাই করে দিয়েছে। তৈছামা, বাগমা, মনু বংকুলে পুলিশ যা করেছে কোন সভ্য মানুষ সমর্থন করতে পারেনা। বিনা কারণে সেখানকার লোকদের এনে তারা মারধোর করেছে। সে রকম ৩-১২-৮৬ ইং তারিখে মাগরুমের নলিনী মোহন ত্রিপুরা, রাজারাম রিয়াং, জন্দিরাই রিয়াং পিতা তিনজই রিয়াংকে পুলিশ এমন অমানুষিকভাবে মারধোর করেছে যে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। পুলিশ যে কোন লোককে ইণ্টারোগেইট করতে পারে কিন্তু এভাবে মারধোর করতে পারেনা।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কিছু সংক্ষেপে করুন।

শ্রী শ্যামাচর ত্রিপুরা ঃ— এটা খুব দুঃখ জনক স্যার।

মিঃ স্পীকারঃ— সময় ত ঘন্টা অর্থাৎ ১৮০ মিনিট এবং সেখানে ৬০ মিঃও ১২০ মিনিট করে ভাগ করা হয়েছে।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— সময়টা অর্ধেক অর্ধেক করা হয়নি কেন সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে ? সে রকমই ত হয়।

মি :স্পীকার :— অনেক সময় আলোচনার মাধ্যমে হতে পারে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— মনমোহন ত্রিপুরা, আমাদের বিভাগীয় কেশীয়ার, সেদিন তার বাড়ীতে গিডে পুলিশ মদ খেল, তাকে মারধোর করল এবং শেষে একটা হাত ঘড়ি, ১টা ২ ব্যাটারি টর্চ লাইট ও ২টা পাছড়া ছিনিয়ে আনল। উগ্রপন্থী সন্দেহে বাগমায় ১০/১২ জনকে বিনা কারণে এরেষ্ট করে আনা হল। ১৪ তারিখে উত্তর মংকুলের মেঘনাদ চৌধুরী, পিতা প্রফুল্ল ত্রিপুরা, চালিতা মংকুলের ও ঝরঝরি খামার থেকে ১২ জনকে এরেষ্ট করে আনা হল। তৈসামার বারেন্দ্র ত্রিপুরাকে বিনা কারণে এরেষ্ট করা হল। এভাবে উগ্রপন্থী সমস্যা কোনদিন সমাধান হবে না। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন এরজন্য ক্রাশ মেন্টালিটি দায়ী। তিনি বলছেন এটার রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে। আমি মনে করি আগে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। তারপরে মিমাংসা করবেন না চুক্তি করবেন তাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই কিন্তু আমরা চাই নিরাপত্তা। এটা খুব দুঃখজনক যে এভাবে কম সময় দিয়ে দিয়ে আপনারা মজা লুটেছেন। দুর্নীতি সম্পর্কে দুয়েকটা কথা না বললে হয়না। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যেসব দুর্নীতি হচ্ছে তারজন্য সরকার বলছেন, আমরা ভিজিল্যান্স বসিয়েছি কিন্তু একটা লোককেও ত শাস্তি দেওয়া হচ্ছেনা। তৈসামা ধর্মনগর কাঞ্চনপুর গাঁওসভার অন্তর্গত ১০ লক্ষ টাকার একটি ফিশারি স্কীম গতবার সেখানে শুরু হয়েছিল এবং সেখানকার পঞ্চায়েত সেক্রেটারী প্রত্যেকের কাছ থেকে ৭ হাজার টাকা করে ঘুষ নিয়েছে। এটা আমার অভিযোগ নয় এটা সেখানকার সি. পি. এম এর সক্রিয় সদস্যের। যারফলে বি. ডি ও সাহেবকে এনকোয়ারী করতে হয়েছে। কমপ্রোমাইজ হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে, টাকা ফেরৎ দিতে হয়েছে আবার

অনেক ক্ষেত্রে দেওয়া হয়নি। এটা ত্রিপুরাতে দুরারোগ্য রোগে পরিণত হয়েছে। একমাত্র নৃপেনবাবু তাদেরকে মদত দিচ্ছেন। ওনার মদতে এসব দুর্নীতিবাজরা সুযোগ পাচ্ছেন। নির্বাচনে যেসব দুর্নীতি হয়েছে তার সীমা নাই। আমরা জানি খৃষ্টীয়ান পাদ্রীরা কখনও রাজনীতি করেন না, কিন্তু এবারে দেখলাম দশরথবাবুর দেওছড়া মিটিংয়ে লাসিয়ামা ডার্লং প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে বলল যে, শাসক দল তাদেরকে প্রচুর টাকা পয়সা দিয়েছে এবং তারজন্য তারা এসব করছে। উন্নয়নকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা, কর্মচারীদের স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, এ. ডি. সির প্রশাসনকে ইনএকটিভ করা, এসব কারণে আমরা এই সরকারকে অভিযুক্ত করছি এবং সেজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই মুহুর্তে পদত্যাগ করার জন্য আমি দাবী রাখছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের এই অনাস্থা প্রস্তাবের পর ঝড় বিধ্বস্ত নাবিক যেভাবে দিশা হারায় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সে অবস্থা হয়েছে। তাই উনি একদিকে বলছেন টি, এন, ভির সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধান করনে চান আরেক দিকে বলছেন সমঝোতা করতে চান এটা সমাধান করার জন্য।

অপর দিকে লটারী ঘোষনা করে দিয়েছেন যে, বিজয় রাংখলকে জীবিত অথবা মৃত ধরে দিতে পারলে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এই বামফ্রন্ট সরকার জুনের দাঙ্গার কিছুদিন আগে বিজয় রাংখলের সঙ্গে তাদের শলা পরামর্শ হয়। আর আজকে এই ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের চিন্তা ধারনাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যেই লটারী ঘোষণা করেছেন যে, বিজয় রাংখলকে জীবিত অথবা মৃত ধরে দিতে পারলে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আর এই লটারীর টাকাটা ও তাদের প্রাপ্য। কারন উনাদের সঙ্গে তো টি, এন, ভি, দের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। কারন আজকে আমরা দেখতে পাই যে, এই টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীরা ত্রিপুরার পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যেভাবে অবাধে বিচরণ করতে পারছে সেটা একমাত্র উনাদের দলের লোকেরাই ভালভাবে জানেন।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই যে, টি, এন, ভি এদের রাজনৈতিক পরিচয় কি?

এরা ত্রিপুরার কোন অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্বরা করছে যে, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এই টি, এন, ভি দের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সমাধান করতে চান। ত্রিপুরার কোন অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব তারা করছেন যে, যে তাদের সঙ্গে সরকারকে আলোচনায় বসতে হবে। তাদের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই রাজনৈতিক সমাধানের রূপটা কি? এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন দিনই কোন প্রেস রিলিজে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে দেননি। কি সমাধান তারা চান? পরোক্ষে আমরা দেখতে পাই যে, বিনন্দ জমাতিয়ার লোক এবং বিজয় রাংখলের লোকেরা ওরা আত্মসমর্পন করছে কার কাছে, মখ্যমন্ত্রীর কাছে। খগেন্দ্র জমাতিয়া এ, ডি, সি, সদস্য উনি আত্মসমর্পন করেছিলেন কার কাছে? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। অর্থাৎ যখন এই উগ্রপন্থীরা কেবল মাত্র উনাদের দলে যোগ দেবার উদ্দেশ্যেই আত্ম-সমর্পন করবে তখনই এর সমাধান হবে। এরফলে ত্রিপুরার কিছু বিভ্রান্ত উপজতি যুবককে উগ্রপন্থী হতে সাহায্য করবে নাকি?

মাননীয় স্পীকার স্যার, যে, আমি ডেপ্লয়মেন্ট করতে উনারা দ্বিধা করছেন। উত্তর ত্রিপুরায় আমরা দেখেছি যেখানে আর্মি রয়েছে, যে অঞ্চলটাকে উপদ্রুত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে মানুষ আজ শান্তিতে বাস করছেন, তারা সুখে আছেন। সেখানে কোন গোলমাল নেই। আর এখানে আর্মি আসার কথা বলা হলে উনারা বলেন যে, না আর্মি এলে এখানে আদিবাসীদের উপর অত্যাচার হবে। এইসব কথা বলে ত্রিপুরার আদিবাসীদের মনে আর্মিদের সম্পর্কে একটা বিরোধ সৃষ্টি করছেন। এই ভারতবর্ষের যে আর্মি, দেশের সার্বভৌমত্বতা রক্ষা করার জন্য অতন্দ্র প্রহরী, যাদের জীবনের ত্যাগে আমরা পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত এবং যাদের সম্পর্কে আমরা গর্ব বোধ করি তাদের সম্পর্কে আজকে আদিবাসীদের মনে একটা কুচিন্তা কুভাবনা তারা সৃষ্টি করে চলছেন। এটা কি জাতীয় সংহতির বিপর্জয়ের পক্ষে নয়? আমার প্রশ্ন এই ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে, আর্মি না দেবার পেছনে কি উনারা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন না? এটা কি তাদের দুরভিসন্ধিমূলক মনোভাব নয়?

মিঃ স্পীকার স্যার :— একটা কথা বলতে চাই যে, নকসালপন্থী যারা তাদের তো একটা রাজনৈতিক চিন্তা ধারা আছে, একটা আদর্শ রয়েছে। হয়তো তাদের চিন্তা ধারার সঙ্গে বা আদর্শের সঙ্গে আমাদের চিন্তা ধারার বা আদর্শের কোন মিল না

হতে পারে, কিন্তু তারা তো একটা রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে আছেন। সেই নকসাল পন্থীদের ধর্মনগরে হড়ুয়াতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ অত্যন্ত নৃসংশভাবে গুলি করে হত্যা করতে পারে, আর যাদের কোন রাজনৈতিক আদর্শ নেই তাদের বেলায় এটা করতে পারছেন না। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, কোথায় তাদের, দুর্বলতা রয়েছে ? আজকে এখানে আমি অবশ্য নকসালদের পক্ষে বক্তব্য রাখছিনা কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে, যাদের কোন মতাদর্শ নেই তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করতে পারব, তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক গাঁটছড়া বাঁধতে পারব আর যাদের একটা মতাদর্শ রয়েছে, হতে পারে আমাদের সঙ্গে তাদের মতের তামিল রয়েছে, তাদের আমরা নৃসংশভাবে খুন করতে পারব। এই যদি হয় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি ভঙ্গী তাহলে এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলতে হবে।

মিঃ স্পীকার স্যার গত ১৩ই অক্টোবর থেকে সমগ্র ত্রিপুরায় একটা ভয়ংকর দিন গেছে। গত ১৩ই অক্টোবর; ১১, ১২, এবং ২২শে নভেম্বর ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে খুন খারাপি সংঘটিত হয়েছে, তারপর গত ৮ঠা এবং ৫ই ডিসেম্বর, ত্রিপুরায় খুন খারাপি হয়েছে। তাহলে ত্রিপুরার কোন অংশের মানুষ সুখে শান্তিতে আছে-তাই বলুন ? ত্রিপুরার জনসাধারনের জীবন, ও ধন প্রাণরক্ষার জন্য ব্যর্থ হওয়ায় আমরা অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করছি। এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, উত্তর প্রদেশের সামান্য একটি ডাকাতদলকে দমন করতে ব্যর্থ হওয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন। একজন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক ক্ষমতাবান লোক, যার গণতন্ত্রে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস বা আস্থা আছে, মর্য্যাদা বোধ আছে, তিনি সাধারণ একটি ডাকাত দলকে দমন করতে ব্যর্থ হওয়ার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কি সে সাহস আছে ? উনার কি হিম্মত আছে, উনি কি দেখাতে পারেন যে, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের জীবন-মরনের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে তিনি কি পদত্যাগ করতে পারেন ? তাই আজকে এই বিধান সভায় ত্রিপুরার জনসাধারনের রক্ষায়, ত্রিপুরার সকল নারী পুরুষের নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থ হবার জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী এনেছি। আপনারাও সবাই এই দাবীর সমর্থনে মতামত পোষণ করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার।

শ্রী মানিক সরকার :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর

রঞ্জন মজুমদার, শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা, এবং শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার মহাশয় কর্তৃক বামফ্রন্ট মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে আমি তার সম্পূর্ণ রূপে বিরোধীতা করছি এই কারণে যে, এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে যে সকল বিষয়বস্তুর অবতারনা এই তিনজন বক্তা করবার চেষ্টা করেছেন সেটা আসলে ভিত্তিহীন এবং আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে এই কথা দিয়েই উনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

উনারা যে দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সেই দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে গত ২৩শে নভেম্বর, ত্রিপুরার যে দুটি আসনে গুরুত্বপূর্ণ উপনির্বাচন হয়ে গেল সেখানে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে এই জোট ভোট প্রার্থী হয়েছিলেন। এবং আজকে তারা এখানে এই বাম-ফ্রন্ট্র এর বিরুদ্ধে যে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছেন ঠিক সেই কথাগুলিই তারা ঐ দুটি উপনির্বাচনে বলবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ঐ দুটি আসনের উপনির্বাচনে ভোটের মধ্য দিয়ে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের ভাবনা চিন্তার বহিঃপ্রকাশ, প্রতি-ফলন ঘটেছে এবং এটাই প্রমানিত হয়েছে কারা জনগণের দ্বারা স্বীকৃত, কাদের প্রতি জনগণের আস্থা নেই এবং কাদের প্রতি জনগণের আস্থা আছে। আসলে এই অনাস্থা প্রস্তাব তাদের হতাশা থেকে থেকে উত্থাপিত হয়েছে, তাদের জনবিচ্ছিন্নতা থেকে উত্থাপিত হয়েছে। আজকে তাদের নিজেদের দল তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে যাচ্ছে। আর ভেঙ্গে যাচ্ছে বলেই কংগ্রেস (আই)র মত একটি সর্বভারতীয় দল আজকে একটি আঞ্চলিক দলের সঙ্গে সমঝোতা করে নিজেদের জোর বাড়াবার, শক্তি সঞ্চয় করতে হয়। আর উপজাতি যুব সমিতি যাদের লালনা সাধনা করছে বলে ঘোষিত করেছিল আজকে তাদের দলের সেই সমস্ত সমর্থকদের রাখতে হিমসিম খাচ্ছে। তাদের দল আজকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা কর-বার জন্যে আজকে তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। আর তাদের জন্মলগ্নে তারা যাদের বিরুদ্ধাচারন করেছিল আজকে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা সেই দলের মতাদর্শকে মাথায় তোলে নাচছে। এর কোনটাই ত্রিপুরার মানুষ কোন দিনই সমর্থন করেন নি। অতীতের বিভিন্ন নির্বাচনে যেমন মানুষের এই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে আজকে এই দুটি নিবাচনেও পরিস্কার ভাবে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। আমি আর বেশী বলতে চাইনা। কারন সময় খুবই কম।

মূল আলোচনা করতে গিয়ে এখানে যে বিষয়বস্তু তারা তোলে ধরেছেন সেটা

ভাঙ্গা রেকর্ডের মত। আমরা ৮০ জুনের দাঙ্গার পর থেকেই এটা শুনে আসছি। বিশেষ বরে আমরা লক্ষ্য করছি, গত দুটি উপনির্বাচনে তারা বামফ্রন্টের মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করে আসছেন, টি, এন, ভিকে বেআইনী ঘোষণা করবার জন্য দাবী করে আসছেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার টি, এন, ভি, কে বেআইনী ঘোষণা করছেন না বলে, ত্রিপুরাকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করছেন না বলে, ত্রিপুরাতে মিলিটারী নামাচ্ছেন না বলেই তারা অভিযোগ করে বামফ্রন্ট্র মন্ত্রীসভার পদত্যগ দাবী করছেন।

আমি বা আমরা পাল্‌টা অভিযোগ করি অভিযোগ তেলিয়ামুড় এবং করমছড়া নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধ যে মানুষ করেছেন সেটা কি ? ত্রিপুরা রাজ্যে ৮৮০ কিলোমিটারের প্রশ্ন নয়। চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরার ২০০ কিলোমিটার বর্ডারকে সীল-আপ করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার দাবী জানানো হচ্ছে। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন তাঁর সংগে দেখা করতে। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর সময় হল না। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ অশীতিপর মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সংগে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আপনা উৎসবে কোন নাচনেওয়ালী নাচবে তার উদ্বোধন করার জন্য সময় পান। বুটা সিং এর সংগে তিনি দেখা করেন এবং অন্তত ৫ কিলোমিটার পর পর যাতে বর্ডার সীল আপ করার জন্য চৌকি বসানোর ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য বি, এস, এফ, পাঠাতে তাঁকে অনুরোধ করেছেন। আজকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে প্রাদেশিক সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি অশান্ত কাজেই, তিনি বললেন আর তো ফোর্স দিতে পারছিনা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তা হলে অন্যভাবে আমাদের সাহায্য করুন। দুই ব্যাটেলিয়ান আসাম রাইফেল দিন। বললেন, তাও আমরা দিতে পারছি না। বিরোধী দলের সদস্যরা আমাদের সংগে এক মত। আসাম রাইফেলের ২২টা ব্যাটেলিয়ান উত্তর পূর্বাঞ্চলে আছে। মাননীয় সদস্য বলছেন, ১৪ ব্যাটেলিয়ান আছে। কিন্তু ২২টা ব্যাটেলিয়ান তো উত্তর পূর্বাঞ্চলেই আছে। সেখানে কেন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না ? আমরা যে স্টেট রাইফেলস করলাম তাদের তো ৩০৩ রাইফেল দিয়ে সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। একটা সারপ্রাইজ এলিমেন্ট আছে। অ্যাম্বুশ করে আক্রমণ করছে। তার জন্য অস্ত্র দিল। বলছেন দেখি, প্রধান মন্ত্রী কী সাথে বাত চিত্ করে নেব। তার একটা হোমগার্ড বাহিনী করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। যে ব্যাটেলিয়ানটা করা হল তার জন্য পারমিশান আনতে

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে। এটা নিয়ে কতটা জল ঘোলা করা হবে আমরা জানি না।

এক বছর আগে সার্কের সম্মেলন হয়। সেখানে চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়, শান্তি বাহিনী নিয়ে আলোচনা হয়, শ্রী লংকার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়। ভাল কথা আলোচনা হোক। কিন্তু সেই সংগে ত্রিপুরার টি, এন, ভি, নিয়ে কেন আলোচনা হবে না? সমস্ত তথ্য দেওয়া আছে। ফটো ইত্যাদি দেওয়া আছে। সেটা কেন আলোচনা হয় না? আবার এ বছর বাঙ্গালোরেসার্ক-এর সম্মেলন হয়ে গেল। সেখানে আমরা লক্ষ্য করলাম শ্রী লংকার রাষ্ট্রপতিকে অ্যাডভান্স ডেকে আনা হয়েছে যে আপনার সংগে আমরা তামিল সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করব। তা হলে টি, এন, ভি, সমস্যার সমাধানের জন্য কেন আলোচনা করা হল না? তা হলে কেন বামফ্রণ্ট সরকার টি, এন, ভি, সমস্যার সমাধান চান না বলা হয়? এটা কি বাস্তব কথা হল? কিছুদিন আগে আমরা সবাই মিলিত হয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর সংগে। সেখানে সবাই রাজী হয়েছেন এটাকে মিলিতভাবে মোকাবিলা করতে হবে বলে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিদেশী শক্তি মদত দিয়ে যাচ্ছে এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে ঘটা করে এটা করা হচ্ছে। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করতে হবে। বলছেন, বামফ্রন্ট সরকার তাদের সাহায্য করছেন রাজনৈতিক স্বার্থে। এই যে টি, এন, ভি এর হাতে খুন হচ্ছে, তারা কারা? উপজাতি যুব সমিতির কেউ খুন হননি। কংগ্রেসের কিছু নিরীহ মানুষ খুন হয়েছে। সব চেয়ে বেশী যারা খুন হযেছে তার বামপন্থী। আর কিছু বনকর্মী, বি, এস, এফ, সি, আর, পি, এফ,-এর কর্মী।

সুতরাং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি কেউ বলে বামফ্রন্ট সরকার টি, এন, ভি, সমস্যার সমাধান চান না তা হলে এটা কি ধরণের কথা আমি তো বুঝি না। তেলিয়ামুড়া এবং করমছড়ার ভোটে এটা প্রমাণিত হয়েছে। নির্বাচনের পর থেকে দুবার জিতেছে। কিন্তু এর আগে ৫০ শতাংশের বেশী ভোট বামফ্রন্ট পায়নি। এবার কত ভোট পেয়েছে? ২৭০০ ভোটের ব্যবধানে জিতেছে। তা হলে প্রশ্নটা কি? প্রশ্নটা হচ্ছে মানুষের চেতনা। জলকে আগুন বলে যদি বুঝানো হয় তা হলে কিছুদিন বোঝানো যায়। সব সময় বুঝানো যায় না। আইন শৃঙ্খলার কথা বলছেন। ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর জীবনের নিরাপত্তা নেই। ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করতে গেছেন প্রধান মন্ত্রী। এবং সেখানে আমি দেখেছি পার্লামেন্ট থেকে যখন বেরিয়ে যান তখন অনেক গুলি গাড়ী বেরিয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, অনেকগুলি গাড়ী কেন বেরুলো? ব্যাপারটা কি? উত্তর হলো আমাদের প্রধান মন্ত্রী সকালে যে গাড়ী চড়েন, বিকালে সেই গাড়ী চড়েন না।

এরা কারা? এরা শুধু শুধু জোয়ান মরদই নয়

এদের পলিটিক্যাল ইন্টিগ্রীটিও যাচাই করা হয়। খুব ভাল কথা। এদের জন্য যে পোষাক তৈরী করা হয় সেই পোষাক দিল্লীতে নয় কলিকাতা নয় সেই পোষাক বোম্বাইতে বিশেষ একজন দর্জির কাছ থেকে তৈরী করা হয়। এবং যাকে দিয়ে সেই পোষাক তৈরী করা হয় তাকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয় কেউ যেন জানতে না পারে তার কাছ থেকে সেই পোষাক তৈরী করা হচ্ছে। তবু দেখা গেল যে, সেই পোষাক দিল্লীতে পাঠাবার সময় ১০০টি পোষাক হাওয়া হয়ে গেছে। আর তারা প্রধান মন্ত্রীকে একটি সার্কেল দিয়ে নয় ৩/৪ টি সার্কেল দিয়ে ঘেরাও করে রাখে। তার পরও দেখা গেল গত ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী যাঁকে আপনারা জাতির জনক বলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন পুরোধা। সেই মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে তাঁর চিতার উপর পুষ্পার্ঘ্য দেওয়ার জন্য যাওয়ার সময় ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে ৩/ ৪টি গুলি ছোড়া হল খোদ দিল্লীর বুকে। সেখানেই এই অবস্থা আর আপনারা এখানে দাবী তুলছেন যে, এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করতে হবে। রাষ্ট্রপতির শাসনটা চালাবে কারা' পাঞ্জাবের পুলিশ প্রধান রিবেইরো তিনি যেখানে থাকেন সেটা আগরতলার সেন্ট্রাল জেলের মত রক্ষিত। সেই রকম একটা জায়গায় উনি তাঁর মন্ত্রীকে নিয়ে প্রাতভ্রমন করছিলেন — কারন তিনি বাইরে যেতে পারতেন না— তার ভিতর একটি জীপে করে এসে সন্ত্রাসবাদীরা নায়কের মত দেওয়াল টপকে গুলি ছুড়ে বেড়িয়ে যায়। উনি পুলিশের অফিসার, হামাগুড়ি দিয়ে বেঁচে যান কিন্তু তাঁর মন্ত্রীর গায়ে গুলি লাগে, তিনি আহত হন। আর জেনারেল বৈদ্য—ভারতের অবসর প্রাপ্ত সেনাপতি, বহু যুদ্ধ তিনি জয় করেছেন সেই কৃতী সন্তানকে গুলি করে মারা হল। খালিস্তানী শুধু পাঞ্জাবেই নয় খালিস্তানী আজ দিল্লীতে, খালিস্তানী আজ মহারাষ্ট্রেও গিয়েছে। মিলিটারী ব্যারাকে যেখান থেকে ঢুকতে এবং বের হতে একটা মশা মাছিকেও হিসাব দিয়ে বের হতে হয় সেইখানে জেনারেল বৈদ্যকে খুন হতে হয়। আর এখানে বলা হচ্ছে নিরাপত্তার কথা। ত্রিপুরায় নিরাপত্তা নাই, নিরাপত্তা ভারতবর্ষের কোথায় আছে? কই আমরাতো বলছি না প্রধান মন্ত্রী আপনি পদত্যাগ করুন। আমি আমাদের মাননীয় সদস্য সুধীর বাবুর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই যে, ময়দানে চলুন, জনগনের কাছে চলুন সেই খানেই আমাদের পরীক্ষা হবে। একবার আমাদের পরীক্ষা হয়েছে তেলিয়ামুড়ায় আর বড়মছড়ায়, আবার সামনে পঞ্চায়েত উপনির্বাচন আসছে। আমরা প্রস্তুত, আমরা পরীক্ষা দিতে রাজী সেখানেই আমাদের পরীক্ষা হবে। সেখানেই ত্রিপুরার জন-সাধারন চিহ্নিত করবে কে তাদের শত্রু আর কে তাদের মিত্র। তাই আমি অনুরোধ করছি যে, এই অনাস্থা প্রস্তাব আপনারা প্রত্যাহার করে নিন। এটাকে কেউ সমর্থন করে না, আমি করি না বামপন্থী ফ্রন্ট সমর্থন করে না। এটা সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই আনা হয়েছে। এই প্রস্তাব আনা যুক্তিহীনা। এই বলে আমি

আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডে : স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই সভায় বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য সুধীর মজুমদার মহোদয় যে অনাস্থা সূচক প্রস্তাব এনেছেন রাজ্য সরকার তথা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে এটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, আজকের এই প্রস্তাব এটা শুধু এই সভার প্রস্তাবই নয় এটা হচ্ছে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ্য মানুষের অনাস্থা-সূচক প্রস্তাব। কারণ আমরা মনে করি এই যে সরকার আজকে ত্রিপুরার মধ্যে খুন সন্ত্রাস চালিয়ে মানুষের রক্ত দিয়ে হোলি খেলছে সেটা ত্রিপুরার মানুষ মেনে নিতে পারছে না। তাই আজকে এই সরকারের গদিতে থাকার কোন অধিকার নেই। মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, আজকে টি, এন, ভি, সারা ত্রিপুরায় খুন সন্ত্রাস চালাচ্ছে, চারিদিকে চুরি ডাকাতি চলছে আর এই সরকার বলছে যে এটা রাজ্য সরকারের আওতার বাইরে, এটা বন্ধ করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের নয়। তাহলে মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ এই সরকারকে তাদের মঙ্গলের জন্য তাদের জীবন সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব এই সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আজকে ত্রিপুরার জনসাধারনের সেই আস্থা যদি এই সরকার রক্ষা করতে না পারেন তাহলে আজকে এই সরকারের গদিতে থাকার কোন অধিকার নেই। ত্রিপুরার জনসাধারনকে রক্ষার জন্য এই সরকারের আজ কি ভূমিকা আছে? স্যার, এই সম্পর্কে আমি ক'টি তথ্য তুলে ধরতে চাই। কিছুদিন আগে আমরা পি, টি, আই,র রিপোর্টে দেখতে পাই যে টি, এন, ভি, থেকে প্রায় ২০ হাজার নোটিশ ছাড়া হয়েছে ত্রিপুরার মানুষের কাছে তাদের চাঁদার টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্য। এটা শুধু পি, টি, আই,র রিপোর্টের নয় সর্ব ভারতীয় পত্র-পত্রিকাতে এটা দেখা গিয়েছে। যে এই টি, এন, ভি, সরকার ত্রিপুরার জনসাধারনের কাছে ২০ হাজার নোটিশ ছেড়েছে। এটা আপনাদের চোখে না পরলেও আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নজরে পরেছে। তিনি ত্রিপুরার সাংবাদিকদের হুশিয়ারী দিয়ে বলছেন যে আপনারা এই সব ভূল তথ্য পরিবেশন করবেন না, আপনারা আপনাদের পত্র পত্রিকায় সঠিক তথ্য পরিবেশন করুন। এখন সেই সব নোটিশে—এক একটি নোটিশে ৫/৬ জনের নামের তালিকা আছে তাহলে আমরা যদি হিসাব করি তাহলে ২০ হাজার নোটিশে প্রায় এক লাখ লোকের নামে নোটিশ ছাড়া হয়েছে। এবং প্রতিটি লোককে যদি ৩ হাজার করে টাকা দিতে হয়—অবশ্য তারা ১০ হাজার ১৫ হাজার করে ও টাকা ধরে থাকেন। যদি ৩ হাজরে করেও টাকা প্রতিটি মানুষকে দিতে হয় তাহলে ৩০ কোটি টাকা এই টি, এন, ভির

হাতে তুলে দিতে হবে। স্যার, আমরা ১০/১৫ বছর আগে কংগ্রেস সরকারের আমলে ত্রিপুরার বাজেটে ৩০/৩৫ কোটি টাকা ধরা হত। আর আজকে এই টি, এন, ভি, সরকারের হাতে ৩০ কোটী টাকা চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ. এটা আমার কথা নয় ওরা বলছে এবং পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে যে, টি, এন, ভি, সরকার। তাহলে মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার,ত্রিপুরায় আজকে পাশাপাশি দুইটী সরকার ট্যাক্স আদায় করছে। আজকে রাজ্য সরকার এই টি, এন, ভি, সরকারের সঙ্গে সমহারে ত্রিপুরার জনসাধারনের কাছ থেকে বন্টন করে নিচ্ছে। স্যার, আজকে আমাদের অবাক লাগে— আমি বেশী দিন আগের কথায় যাচ্ছি না। গত ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরায় খুন হয়েছে ৮৫ জন। সেই সংখ্যাটা যদি আমরা ঘণ্টার সংগে হিসাব করি তাহলে ত্রিপুরায় প্রতি ২২ ঘণ্টায় এক জন করে মানুষ খুন হচ্ছে। এই হচ্ছে আজকে ত্রিপুরার অবস্থা কিছুক্ষণ আগে আমাদের মাননীয় সদস্য মানিক সরকার ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে ত্রিপুরার নিরাপত্তার তুলনা করেছিলেন। কিন্তু আজকে আমরা ত্রিপুরায় কি দেখতে পাই ? আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যখন গাড়ী দিয়ে যান তখন গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে—তারা বলে যে কে গেল ?

আমরা দেখি, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন যান তখন ঐ জন প্রতিনিধির গমন পথে আমাদের জনগণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, ভাবে কে গেল। আর এখানে প্রধানমন্ত্রীর আসা যাওয়ার কথা আলোচনা হচ্ছে। গত শনিবার আমি যখন অমরপুর যাই, তখন দেখি, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী অনিল সরকার মহাশয়ের গাড়ীতে কোন ফ্ল্যাগ লাগানো নেই। আমি ভেবেছি, আই, জি, পি. যাচ্ছেন। পরে দেখলাম, বড়মুড়া, আঠারমুড়া পার হয়ে গাড়ীতে ফ্ল্যাগ লাগানো হল। এখানে লাগানো সম্ভব নয়। কারণ, এখানে আর একটা সরকার বাস করে এবং তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে সমঝোতা হয়েছে। তাহলে, ত্রিপুরা রাজ্যে বসে মিজোরামের কথা কেন আলোচনা হচ্ছে? হতে পারে সেখানে কংগ্রেস সরকার। আপনারা কি এই ত্রিপুরা রাজ্যকে আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মনিপুর বানাতে চান ? আপনারা কেন বামফ্রন্ট সরকার এখানে আছেন ? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যে সি, পি, এম, তথা বামফ্রন্ট সরকার টি, এন, ভি, কে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ মদত দিচ্ছে। গত কয়েক দিন আগে স্টেটম্যান পত্রিকায় আমাদের তিন নাম্বার মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য হিসাবে বের হয়েছে যে, টি, এন, ভি, পুলিশের যোগসাজসে কাজ করে চলেছে"। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম দেখে যে, আজ পর্যন্ত একটি কলামও প্রতিবাদ নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী টি, এন, ভি. র উপদেষ্টা হয়েছেন। আপনার উপদেশ নিয়ে তারা ত্রিপুরা রাজ্যে খুন করে চলেছে। তাই, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ দাবী করছে" এই সরকার জন জীবন রক্ষা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, এবং এই রাজ্যে কোন আইন শৃঙ্খলা নেই, কাজেই এই সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে বলা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য মানিক

সরকার মহোদয় বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। আমি বুঝতে পারি না, যে সরকারের আমলে দিনে ২ জন খুন হচ্ছে সেখানে আইন শৃঙ্খলা বজায় থাকে কি করে? খুন করাই কি নীতি? এটাই কি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নমুনা? আমি বুঝতে পারছি না তাই বলছি, এই সরকার পুলিশের উপর নির্ভর না করে তাদের দাণ্ডা বাহিনীর উপর নির্ভর করে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে কায়েমী-স্বার্থ কায়েম করতে চাইছে। কাজেই এই সরকারের প্রতি যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রীওজহর সাহা ঃ- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী দল কর্তৃক অনীত রাজ্য সরকারের আইন শৃঙ্খলার অবনতি, ব্যর্থতা এবং রাজ্য প্রশাসনের যে দুর্নীতি, এতসব কারনে যে অনাস্থা প্রস্তাব এই হাউসে এসেছে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাব যারা তুলেছেন তাঁরা এই প্রস্তাবের মধ্যে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই সব আলোচনা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে গিয়ে শাসক দলের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য মাণিক বাবু যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা শুধু হাস্য করই নয়, তাঁর যুক্তির মাধ্যমে বুঝা গেছে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা আগামী দিনে আরো বেশী বিপদজনক। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত এলাকাগুলি সীল করার কথা হচ্ছে। আরো বেশী সংখ্যক বি, এস, এফ, ও সি, আর, পি, দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। আমি বলতে চাই, বর্ত্তমানে ত্রিপুরার রাজ্যে ২৪ হাজার পুলিশ, সি, আর, পি, বি, এস, ও টি, এস, আর আছে। সম্প্রতি আরো তিন ব্যাটেলিয়ন আসছে বলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তারাও আসতে শুরু করেছে। রাজ্যের মধ্যে সি, আর, পি, পুলিশ, বি, এস, এফ, ও টি, এস, আর, হচ্ছে ২৭, ৬০০ মত এই রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের জন্য নিরাপত্তা পর্য্যাপ্ত নয় কি? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার; আসল কথা হচ্ছে, টি, এন, ভি, কে মোকাবিলা করার জন্য রাজনীতি চলছে। গত ৪ঠা ডিসেম্বর দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশ হয়েছে। অবশ্য আমরা চাই, যারা বিপথ গামী হয়েছিলেন তারা সুন্দর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির কাজে সহায়তা করুন। কিন্তু খবরে দেখা গেছে, ঐ যারা আত্মসমর্পন করেছিল তারাই আবার রাতের অন্ধকারে রাজ্যের উগ্রপন্থী তৎপরতাকে আরো তীব্র গতিতে এগিয়ে নিয়ে খুন করছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। স্যার, ৪ঠা ডিসেম্বরের কাগজে প্রকাশ হয়েছে, অমরপুরের কমিউনিষ্ট অফিসের সামনে টি, আর টি, ১১৬৬ গাড়ী নিয়ে ঐ আত্মসর্পনকারীরা যাওয়ার পথে পার্টি অফিসের সামনে একজনের পকেট থেকে কাগজ পড়ে যায়। একজন লোক তা পেয়ে থানায় জমা দিয়ে, বলে ওটা কোথায় কি ভাবে পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, এত লিখা ছিল চাঁদা দেওয়ার জন্য দাবী। কিন্তু জানাজানি হওয়া সত্বেও কোন ব্যবস্থাই পুলিশ থেকে গ্রহণ করা হয়নি, কিংবা, আত্মসমর্পনকারীরা উগ্রপন্থীদের এই চিঠি কোথায় পেয়েছিল তারও কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা

হয়নি। আজ পর্য্যন্তও এই ঘটনাটা কোন তদন্ত পুলিশ থেকে করা হয়নি। অমরপুরের পাহাড়পুর গাঁও প্রধান অনিল চন্দ্র রিয়াং শাসক দলের লোক। উনি কুরমা ছড়ার উপজাতি যুব সমিতি সমর্থিত প্রধান শ্রী আনন্দ রিয়াংকে উগ্রপন্থীদের চাঁদা চেয়ে লেখা চিঠি দিয়েছেন, পশ্চিম তুলুমার টি, ইউ, জে, এস, সমর্থিত প্রধান প্রেমচন্দ্র রিয়াংকে টি, এন, ভি,-এর চিঠি পৌঁছে দিয়েছেন, পূর্ব তুলুমার শাসক দলের প্রধান বীর কুমার রিয়াং চিঠি পৌঁছে দিয়েছেন। পুলিশকে সে কথা বলাও হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। কিংবা জিজ্ঞাসাও করা হয়নি এই চিঠি কোথা থেকে পেয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে আমি আর কিছু বলছি না। এই প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। শাসক দলের মদতে এই টি, এন, ভি, র উগ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি এই যে, রাজ্য প্রশাসনের দুর্নীতি সেই দুর্নীতির কথা এখানে আমি বলছি। রাজ্য লটারী কেলেংকারী স্পপর্কে বলছি। তৎকালীন অর্থ সচিব বিমান দেবরায় এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যোগ-সাজসে লক্ষ লক্ষ টাকার কেলেংকারী হয়েছে। আজকে এর তদন্ত রিরোর্ট বের হয় না। বের না হবার কারণ হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর গায়েও আচড় লাগবে। উনির রেহাই পাবেন না কেলেংকারী থেকে। বিধায়ক পরিমল সাহার হত্যার তদন্ত কমিশন হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত রিপোর্ট হলো না। অথচ সরকারী কোষাগার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়ে গেছে। বিধায়ক গৌতম দত্তের মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— আপনি আর কতক্ষণ সময় নেবেন? আপনার সময় তো শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, আমি দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করছি। স্যার, কোন তদন্ত রিপোর্টই প্রকাশ হয় না। কেন না, মন্ত্রী সভার সদস্যরাও তো জড়িত থাকেন। সুতরাং সেগুলি চাপা দিয়ে রাখা হল, রিপোর্ট করা হলো না। স্যরে, আরেকটা কলংক হচ্ছে-বিহার রাজ্য থেকে আরক সাপ্লাই। সব পত্রিকায় এই খবর বেড়িয়েছে যে শাসক দলের কর্মীদের কয়েক লক্ষ টাকা পাইয়ে দেবার জন্য তাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। তারপর স্যার, অমরপুরে বর্ত্তমান বি. ডি. ও-র বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে বহু দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। বি. ডি. ও হয়ে তিনি দেড় বৎসরের মধ্যে আগরতলায় সারকিট হাউসের কাছে ৫ লক্ষ টাকা খরচ করে নিজের বাড়ী তৈরী করেছেন। সরকারী গেজেটেড অফিসারদেরকে সম্পত্তির হিসাব দিতে হয়, কিন্তু তিনি যদি ক্যাডার হন তাহলে তাকে হিসাব দিতে হবে না। এই বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর শাসকদলীয় ক্যাডার অফিসারদের হিসাব দিতে হয় না। আজকে এই সরকার কর্মচারীদের ডি. এ টাকা বঞ্চিত করে ঐ টাকায় নিজেদের দলীয় অফিস তৈরী করছেন। সুতরাং আজকে এই সরকারকে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ ক্ষমতার রাখতে চায় না। সুতরাং ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই সরকারকে পদত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করছি এবং ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি এই অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোগ দিয়ে এই সরকারকে পদত্যাগ করতে সাহায্য করুন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে এই প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী **বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা** :—মি: স্পীকার স্যার, আজকে বিরোধী দলগুলি কর্তৃক যে অনাস্থা প্রস্তাব হাউসে আনা হয়েছে, সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। বিরোধী দলের সদস্যগন এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রেখেছেন। মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে নিরাপত্তা নাই। আমরা জাতীয় সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে মানুষের অধিকার, তথা গনতন্ত্রকে এতদিন ধরে রক্ষা করে চলে আসছি। যারা সাম্রাজ্যবাদীর দালাল হিসাবে কাজ করে আসছেন তাদের গনতন্ত্র সম্পর্কে সচেতনতা থাকবার কথা নয়। আজকে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে ত্রিপুরা রাজ্যে ও কংগ্রেস (আই) একটার পর একটা নির্বাচনে হারছেন। শেষ পর্যন্ত উনাদের অস্তিত্ব থাকবে কি থাকবে না এই নিয়ে নিজেরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। আমাদের এখানে নিরাপত্তার বাহিনী থাকা সত্বেও উনারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। উনারা এখানে ৭ দফার হিসাব দিয়েছেন, কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস প্রতিটি মেম্বারের ২৪/ ২৫ দফার কম হবে না যারা সমস্ত মানুষের অধিকার হরন করেছেন। আজকে উনাদের পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে। এখানে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন। যে বামফ্রন্ট সরকার উন্নয়নের ব্যর্থ। কিভাবে আমরা ব্যর্থ। কেউ বলেছেন বামফ্রন্ট সরকার টাকা অপচয় করেছেন। আমরা যত টাকা আসে সেই টাকা দিয়ে স্কুল ঘর করি আর উনারা সেগুলি পুড়িয়ে দিচ্ছেন। আমরা টাকা অপব্যয় করছি। অপব্যয়তো ওনারাই করছেন। টাকা যদি আমাদের সেই রকম থাকত তাহলে ছনের ঘরের পরিবর্তে বিল্ডিং করতাম। টাকা অপব্যয়ের জন্য উনারাই প্রধানতঃ দায়ী। তারপর খুনের হিসাব যদি আমরা করি তাহলে দেখব স্বাধীনতার পর থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে উনারা খুন করেছেন। জেলের ভেতরে খুনী করেছেন, জেলের বাইরে খুন করেছেন, প্রকাশ্য রাস্তায় বোমাবাজী করেছেন। দাঙ্গাবাজ, খুনী হচ্ছে এই দল। আবার ৭ দফা নিয়ে উনারা কথা বলছেন। তারা সারা জীবন ধরে কাঠ গড়ায় আছেন বলের আজকে নিজেদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নাই। ত্রিপুরার গনতন্ত্র সচেতন মানুষ সুখে-শান্তিতে এই রাজ্যে বসবাস করতে চায়। তার জন্যই বিগত দুইটি নির্বাচনে তার বামফ্রন্টকে জয়ী করেছে। যারা গনতন্ত্রের অবমাননা করে চলেছে তাদেরকে তারা হটিয়ে দিয়েছে। আজকে উনাদের উপর পাল্টা অনাস্থা প্রস্তাব আসছে বলেই নিজেরা নিরাপদ বোধ করেছেন না। যারা গনতন্ত্রকে হত্যা করে আসছে, জনগনের অধিকার হরণ করে চলেছে আজকে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। ইষ্টার্ন জোনের দিকে লক্ষ্য করুন, দেখবেন কংগ্রেস (আই) দল কোন রাজ্যেই নাই মিজোরামে কংগ্রেসকে হটিয়ে দিয়ে লালডেঙ্গা ক্ষমতা দখল করে বসে আছেন। আসামে শুধু ক্ষমতা দখল করে বসে আছে। ভারতবর্ষে প্রতিটি প্রদেশ থেকে আজকে আস্তে আস্তে কংগ্রেস হটে যাচ্ছে। সেটাই হচ্ছে তাদের উপর অনাস্থা। ভিয়েৎনামেরযুদ্ধের সময় আমরা ভাগলপুর জেলে ছিলাম তখন আমরা পত্রিকায় দেখলাম যে সেখান থেকে একটা পরিবার পালিয়ে এসেছে। কারন সেখানে সমস্ত কিছু রাষ্ট্রায়ত্ব কর হচ্ছে। শ্রমিক চেতনা যেদিন বাড়বে সেদিন শ্রমিক-সংগ্রাম পুরাপুরি চলবে। আপনারাই খুন-সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছেন, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ যারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন তারা কোনদিন আপনাদেরকে রেহাই দেবে না মাননীয় সদস্য সুধীর মজুমদার ঠিকই বলেছেন যে উনারা কারাগারে আছেন। ভারতবর্ষের কারাগার আপনাদের জন্য। সেই কারাগার থেকে কি করে পালাতে হয় সেটা নিশ্চয়ই আগামী দিনে আপ-

নারাই ধার্য্য করবেন। আমার বক্তব্যকে আর দীর্ঘায়িত না করে আজকে হাউসে যে প্রস্তাবটি এসেছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ— কংগ্রেস (আই) দলের আরও ৪ জন বক্তার নাম রয়েছে, কিন্তু আপনাদের আর সময় রয়েছে ১১ মিনিট। মহারাণী বিভুদেবী যখন স্পেশালী লিখেছেন তাঁকেই আমি বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

Maharani Bibhu Kumari Devi :— Mr. Speaker sir, I support the Motin of No-Confideace expressed by my colleagues Sir, it is a well known fact that the commitment of any government which is in power is to provide security of life and property. This is a fundamental expression which follows suit with your right to livelyhood. But the government has repeatedly failed. In the last Assembly Session Mr. Manik Sarker had raised nicely a Motion-Right to the call bock But that is the right of any civilised policy. In the last 3 months we find T.N.V. extremists have raided again and again in the state and right from Sreerampur where 14 people were kilied foutishly they were bayoneted on 29th of August, 1986. It was followed by Karnwamunipara on the 13th September Killing of 2 non Tribals and at Ramratanpara on 12 th October which was a day of Vijaya Dashami. The, this raid followed a very sinister pattern. On 11th of November at Braamaidan of khwai where 4 non tribals were killed. On the 12th November at Khasiapunji in North Tripura and again on the next day i. e. on the 13th November, 9 non tribals were murdered at Radhakishoregnj in South Tripura and on 22nd November at Burakha 4 peoples including a woman and a child were killed. Again 2 Jawans of Boarder Road orgahisahy were kilied at Govindbari which is near Bangladesh and Mizoram. on 5th December, the latest, is another very memorable day Mr. Speaker Sir, for this T. N. V backed government, 13 people all non-tribals were killed at Akhrabari at Khowai which is the heart and soul of the Marxist leadership as both the chief Minister and the Deputy chief Minister h ibd from there. Another pattern of killing is very routine If evey time there is killing there is a bundh which suffers the poor labourers. Rickshaw Wala who earns his livelyhood by plying his rickshwa everyday So. we denied their right to livelyhood and

after every killing the Chief Minister blames the Congress (I) and T.U.J.S. Now 4 points must be clarified in support of this.

No Confidence Motion in the eyes of the Government and the judicial all are equal. Nripen Babu have mastered enough evident about any collaborater of the T.N.V. Because he has a CID, he has a special branch he has a Central para military force, he has his Police. But he blames the Centre in all the times for inadequate despatch of para military forces. But does he not want one police per person ? We have 7 CRPF battalion, 6 BSF, 1 specially for counter insurgency, 1 Assam Rifle Battalion, 1 Tripura State Rifle Battalion for anti-extremists operation, this is for your information Sir. Besides, the state Police Battalion is exclusively under the Chief Minister.

Sir, Let me remind this Government that the men behind the machine are important, not the machine behind the people. Here, that the Chief Minister has everything in his power. Does he not know how to use it properly ? It is not our point. So, I am confident that Mr. Chakraborty has failed to control extremists problem. Therefore, he should resign. He has been proved to be an incapable administrator. The basic requirements of life and security is not that. I know he has been a master of agitator all his life. Now, he should do like other Congressmen who has resigned from the Chief Ministership when they failed to ensure life and order in their States. But our Chief Minister would not do that. I do want to ask him again, because I think he should gracefully retire from power. Secondly, what interests me else that this raids of the extreamists are comming from the communists strong hold of Khowai which started in the 1950, which spear-headed the communists movement in the state. People comming from other States, from West Bengal, were spearheaded of these

communist party. We should be ashamed to hear how in our Deputy Chief Minister's resign, how could then T:N.V. penitrate into as those resign he is called Raja Dasharatha, I am hearing it for the first time.

A very interesting case of Border dispute, I would say is going on between Ramchandraghat and Promodenagar. It is completely an appeasing policy. Dasharath Babu has said in "Desher Katha" that there should not be policy of appeasement and my Chief Minister said it is a political problem. It should be solved politically. This is very funny. Between the two, one should be followed. Mr. Chakraborty wants political solution. Therefore, he is having a honey-moon with Rangkhal, Debbrata Kaloi, Binanda Jamatia and all the lot and this is inner party conflict Dasharath Raja has no left tribal organisation. We, the people in Tripura, are going to suffer. Then there is another matter called the Chinese tortured method. There is a man in your party now, Darshan Reang of Gandacherra. He was beaten black & blue until he became a collaborator in support of the Government. If you have power you can do lot of things. I think this is one of the things they have done. "Amara Bangali" in the same way is being quashed to join the Marxist Party. Now Mr. Speaker Sir, our Chief Minister said that in T.N.V. forces there are only 150 people. They have no base in the tribals. Then now is it that they are giving us, I hear, 20 thousand of notices to people to pay taxes ? Then he has no right to stay. For what does he stay ? To protect us, to protect you and to protect the people of the State. Now only with the local collaborators, with the hand in globes, with the people here, with the Government, only then they have came to issue this chits. May I ask 3 basic questions. And that are :

(1) Why was Bijoy Rangkhal let off from Kanchanpur when

the case was hanging on his head ? (2) Why was no enquiry set up after his disappearence from Kamalacherra residence in August, 1982 ? and (3) Why was no action was taken against the M.L.A. of Kamalpur who according to Chuni Kaloi in a judicial confession said that he had paid him 1? thousands rupees. Recently in the "Statesman" also there is a report when the police wanted to capture the T.N.V. the certain Ministers said "Do not go on arresting them. We are having talks with them." This is the case. Mr. Speaker Sir, that is a one act play with one allegation that Central Government is giving no help, no forces, the Congress (I) and the T.U.J.S. are the main culprits, is stagged every time. Then you arrest them. You are free to prosecute them. Yet, you find there is no responsibility coming from the side of the Government. He wants to mislead the people of the state and then he says that the Indian army is not fit to do it, it alienated the tribals. Have not the tribals already been alienated if you go into it. Many people here in this house will not like to that of the tribals and the non-tribals problem. Because they do not have the depth of it because they do not have an open mind. I have the courage Sir, because I feel we have certain historical duties also by family particularly in head. We have Muslims here, we have Hindus here, we have tribals here, we have also non-tribals here. But we have no heart-feeling. Every non tribal and tribal opens his mouth and opens his mind to speak. Mr. Chief Minister is a brave patron of Millitant Communism here like his leader Mao-se-Tung. He was the one who brought this Millitant Communism into India. China has brought this Millitant Communism into India. It is not Indian based Communism. The Samdarang Chu valley which is in Arunachal.

Mr. Speaker :— Please make it short.

Maharani Bibhu Kumari Debi :— In Samdarang chu valley where the Chinese have penetrated not a single remark has been made by your party. Whatever may be, the main thing is that our country should not suffer. Mr. Speaker Sir, I am an Indian first. (by showing a newspaper) You may have a look. There "China wants to make Border concession." What do they mean by concession ? Why are my friends in the opposition keeping quiet ? Do they tell the foreign power "get out, India is a country, you shall not interfere in the internal affairs. "You may not talk Mr. Das, because you cannot understand the complexity of history. You want that our country should be ruled again by the Chinese which we do not want and I am sure that people of this country, the people of Tripura will never like to be Gulams. Thank you Mr. Speaker Sir, this is my final assessment of this Government and I feel it should resign, because it is shameless and has no regard for the life and security of the people. I express with my collegues no confidence in this Minitsstry.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার, শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার যে নো-কনফিডেন্স মোশান উৎথাপন করেছেন এইটা হঠাৎ করে প্রথমে বুঝতে সময় লেগেছে। এইটার কারণ খোঁজতে গিয়ে কয়েকটা কথা আমার মনে পড়েছে। আমরা দেখেছি যে আসলে নো-কনফিডেন্স মোশানের একটা উদ্দেশ্য আছে। আমরা দেখেছি আসাম রাজ্যে ঐখানকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে কোনঠাসা করেছে লালডেঙ্গা তিনি যখন জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন তাকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে ইংলণ্ডের নাগরিকত্ব গ্রহন করতে দেওয়া হয়েছে। ইংলণ্ডে তিনি বৃটিশের নাগরিকত্ব গ্রহন করেছেন, তখন ও দেখেছি এই অঞ্চলে অস্থিরতা সৃষ্টি করার জন্য তাদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছেন শ্রীমান রাজীব গান্ধী তিনি তাকে ধরে এনে ওখানে মুখ্যমন্ত্রী করে দিয়েছেন। আমরা দেখেছি সেই জন্য যখন ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার তার বলিষ্ঠ নীতির জোরে এই বিচ্ছিন্নতার আন্দোলনকে প্রায় কোনঠাসা করেছেন ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ যখন তাদের কোনঠাসা করে এনেছে,

যখন আন্দোলনকারীরা আত্ম সমর্পণের সমস্ত প্রক্রিয়া চলছে, যখন সমস্ত মানুষ এদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তখন দেখলাম হঠাৎ করে তারা মরিয়া হয়ে এখানে একটা আক্রমন চালাচ্ছে। ঠিক সেই সময়তে যে সময় দরকার ছিল এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তারা যেমন শেষ কামড় দিতে চায়, তারা যেমন এখানে একটা ঘটনা সৃষ্টি করে তাদের ঐ সেন্ট্রাল কোলাবোরেটার শ্রীমান রাজীব গান্ধীর নজর কাড়তে চায় তার হাত দিয়ে এখানে একটা কিছু করতে চায়, এই সকল উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে যখন ত্রিপুরা রাজ্যে ওরাও একটা সর্ব্বশেষ অস্থিরতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করছে তখন এখানে সবচেয়ে বেশী দরকার ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বলেন যে আমরা দায়িত্ব-শীল রাজনীতি করি, কিছুক্ষন আগে আমাদের মাননীয় সদস্য এখানে যে ভূমিকা পালন করলেন যে আই এম ফাষ্ট ইণ্ডিয়ান, এই যদি হয়ে থাকে তার দায়িত্ববোধ এবং তিনি যদি মনে করে থাকেন ত্রিপুরা রাজ্যের জাতী উপজাতির সম্প্রীতি রক্ষা করা আমার সব চেয়ে বড় দায়িত্ব, ত্রিপুরা রাজ্যে যে উগ্রপন্থা চলছে তার বিরুদ্ধে মোকাবেলা করাই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব, তার দল যদি এই কথা মনে করে, তাহলে পরে আজকে তাদের সব চেয়ে বেশী দরকার ছিল রাজ্য সরকারকে সহায়তা করা, যে সরকার রাজনীতিগতভাবে লড়ছে, ত্রিপুরার বীর জনগণ লড়ছে এর মোকাবিলা করার জন্য। যখন এরা দুর্বল হচ্ছে এবং ত্রিপুরার সব কিছুকে ভাঙ্গতে চাইছে এই যখন তাদের প্রক্রিয়া তখন তাদের সব চেয়ে বেশী দরকার ছিল এই সরকারকে সহায়তা করা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে। ত্রিপুরা রাজ্যের গনতান্ত্রিক শক্তি আজকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে রুখছে তাদের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে তাদেরকে সহায়তা করা উচিৎ ছিল। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি তারা সেখানে সহায়তা না করে বরঞ্চ এই টি, এন, ভি, যারা ত্রিপুরা রাজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে তাদের জানান দিতে চায় যে, তোমাদের শক্তি যেমন জঙ্গলে আছে তোমরা যেমন বন্দুক ধরে আছ, তোমরা একা নও, তোমরা আগরতলার পত্রিকা অফিসে আছ তোমরা বিধান সভার ভিতরে আছ, তোমরা কংগ্রেস অফিসে আছ, তোমরা টি, ইউ, জে, এস, অফিসে আছ, সুতরাং তোমরা নির্ভয়ে এগিয়ে যাও। আজকে ঠিক এই জানানটা দেওয়ার জন্যই মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার, মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ও মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার আজকে এই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন, এতে তাদেরকে দায়িত্বশীল বলে আমার মনে হয় না এবং তাদের দায়িত্ব-হীনতারই পরিচয় তারা এই দুইটা উপনির্বাচনে দিয়েছেন। যেটা মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু গেয়ে গিয়েছেন একটু আগে, এই নির্বাচনের মাধ্যমে ত্রিপুরার মানুষ কি ভাবছেন সেটা খুব পরি-স্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের এই সব কথা এখানে শোভা পায় না এবং তাদের কার্য্যকরনে যা বেরিয়ে আসছে তা দেশ প্রেমিকের ভূমিকা না, যারা দেশদ্রোহী, যারা দেশের শক্তিকে দুর্বল করতে যায়, যারা গনতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চায় তাদের একমাত্র

লক্ষ্য হচ্ছে এইটা এবং সেই কারণে তারা এইটা করছে। আমি বুঝতে পারছি না মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন বাবু তিনি একটা প্রশ্ন এনেছেন যে, টি, এন' ভিদের রাজনৈতিক পরিচয় কি ? প্রথম অবস্থায় এইটা বুঝা যায় না। খুব সঙ্গত প্রশ্ন, ওনার যেমন কোন রাজনৈতিক পরিচয় নাই এদেরও তেমনি কোন রাজনৈতিক পরিচয় নাই, না ঘরে, না ঘাটে, অথচ মনোরঞ্জন বাবুর কার্য্যকলাপে দেখছি যে, তিনি ঘরেও আছেন আবার ঘাটেও আছেন, তলে তলে আছেন। তাই মনোরঞ্জন বাবুকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, তিনি যে অবস্থায় আছেন, ওরাও ঠিক সেই অবস্থায় আছেন, ঘরেও আছেন ঘাটেও আছেন, বাহিরে হচ্ছে ঘরেও নাই ঘাটেও নাই, আসলে সব জায়গাতেই আছেন এই হচ্ছে তাদের মুখ্য কোলাবোরেটার। খুব অবাক কাণ্ড এই প্রশ্নটা তিনি কি করে এখানে উৎথাপন করেন ? তিনি বলেছেন এই যে টি,এন,ভিরা আছে যারা সারা রাজ্যে ঘোরাফেরা করছে চাঁদা আদায় করার জন্য চিঠি দিয়ে বেড়াচ্ছে, আমার একটা প্রশ্ন শুধু এখানে যে, আমরা তো বলছি যে এইটা পুলিশের রিপোর্ট, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টে যারা আছেন তাদের কাছে ও এই রিপোর্ট টি,এন,ভির কি শক্তি আছে, টি,এন, ভির কোলাবোরেটার যদি ত্রিপুরা রাজ্যে না থাকে, তাদের এজেন্ট যদি ত্রিপুরা রাজ্যে না থাকে তাহলে 'দৈনিক সংবাদের' কাছে তাদের আনাগোনার খবরতো এসে পৌঁছায়না, তাদের এতগুলি বাড়ীতে যাওযার শক্তি নাই, কি করে তারা এতগুলি বাড়ীতে চিঠিপত্র সাপ্লাই দেন ? আজকে তারা এখানে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন, তারাই সেই ভূমিকাটা গ্রহন করেছেন পাহাড়ে বন্দরে গ্রামেগঞ্জে সব জায়গায, না হলে কি করে যেতে পারে এতগুলি বাড়ীতে তারা ? এইটাতো সম্ভব না, তাদের এত লোক নাই এবং সেই জন্যই সুধীর বাবুদের কাছে আমরা আবেদন রাখছি, বিরোধী পক্ষে যারা আছেন তাদের কাছে আমরা আবেদন রাখছি যে, এই সব সাহায্যগুলি ছেড়ে দিন, যদি টি,এন,ভি, সমস্যার মোকাবিলা করতে চান, যদি উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান, যদি ত্রিপুরা রাজ্যের জাতী উপজাতির ঐক্যকে রক্ষা করতে চান, যদি ত্রিপুরা রাজ্যকে রক্ষা করতে চান। তাহলে পরে আর যাই করুন না কেন তাদেরকে সহায়তা করা ছেড়ে দিন, তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ান। আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা বলেছেন যে অনিলবাবু ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আসা যাওয়ার সময় ফ্ল্যাগ না লাগিয়ে আসেন গোপনে, ওনার লজ্জা করে না ? ওনার আসন ছেড়ে দেওয়া উচিৎ, এখানে একটা প্রশ্ন আমি করতে চাই যে, যদি ত্রিপুরার মন্ত্রীদের মন্ত্রীরা এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা রাস্তায় চলতে না পারে এই মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা পাহাড়ে বন্দরে চলেন কি করে ? তার কোন সিকিউরিটির দরকার হয় না, অন্য কিছু দরকার হয় না, টি,এন,ভির ঘাটিতে তিনি কি করে যান ? এর পরও কি বুঝতে হবে যে কারা হচ্ছে টি,এন, ভির কোলাবোরেটার ত্রিপুরা রাজ্যে ? আমি মাননীয় সদস্য জহর সাহাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই

যেখানে পুলিশ বাহিনী যেতে পারে না ঐ অমরপুরের বিভিন্ন পাহাড়ে সেখানে তারা রাতের পর রাত ঘুরে বেড়ায়, মিটিং করেন কি করে তাদের সঙ্গে ? এর পরও কি বুঝতে হবে যে তাদের কোলাবোরেটার কারা ? স্যার, এইটা আজকে পরিস্কার হয়ে গেছে আজকে ত্রিপুরার মানুষ কেন ঐ করমছড়া ও তেলিয়ামুড়াতে যেখানে কংগ্রেস (ই)-র ঘাটি ও উপজাতি যুবসমিতির ঘাটি ছিল কয়েক মাসের ব্যবধানে কেন এই রকম হল ? মানুষকে ধোকা দেওয়া যায় না, মানুষ আজকে দেখছে কারা জাতি উপজাতির ঐক্যকে ভাঙ্গতে চায় কারা টি,এন, ভিকে সহাযতা করছে, কারা সন্ত্রাসকে জিইয়ে রাখতে চাইছে ? তারই জন্য এদের ওখানে আজ কবর রচনা করেছে, এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কণ্ঠস্বর। এখানে তাদের শক্তি ছিল তবু পারল না, তাই তারা আজকে বাঁচতে চাইছে, তাদের বন্ধুদের জানান দিতে চাইছে আমি তাদের কাছে আবেদন রাখব যে ত্রিপুরার যদি মঙ্গল চান, ত্রিপুরার যদি উন্নতি চান তাহলে এই রাস্তা ছেড়ে দিন এই দেশদ্রোহীতার রাস্তা ছাড়ুন মানুষ খুন করছে যারা তাদের সঙ্গ ছেড়ে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মানুষ যারা আছেন যারা জীবন দিচ্ছেন, যারা রক্ত দিচ্ছেন তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, এই সব রাস্তা ছেড়ে দিন। তার জন্য আমি এই অনুরোধ বিরোধী পক্ষের কাছে রাখব যে, ওরা যা করছেন তা বিচ্ছিন্নতাবাদী টি,এন,ভিকে সহায়তা করা হচ্ছে এই সহায়তার ভূমিকায় আর যাবেন না, না হলে ত্রিপুরার গনতান্ত্রিক মানুষ আপনাদেরকে শাস্তি দেবে, তার জন্য আমি বলব এইটা প্রত্যাহার করে নিন যে অনাস্থা প্রস্তাব আজকে এনেছেন এবং সরকারকে সহায়তা করুন, এই আহ্বান রেখে ওদের এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধীদলের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার, শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ও শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার যে অনাস্থা প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেটার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের অনাস্থা প্রস্তাব সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং সেটা তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। তারা বলছে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে উগ্রপন্থী সমস্যা সেটাকে নাকি ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার জিইয়ে রেখেছে। কিন্তু আমরা ত জানি যে, এই বিজয় রাংখলকে কে সৃষ্টি করেছিল এবং এই বিজয় রাংখল কাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিল। শ্রীমতি বিভু দেবী কি অস্বীকার করতে পারবেন যে তিনি টি,ইউ,জে, এসের দৈত্ব সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন নি ?

মহারাণী বিভু কুমারী দেবী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আই অবজেক্ট দিজ। হি ইজ মিসলিডিং দ্যা ত্রিপুরা পিপল। আই হেভ রিসিভড দিজ ইনভাইটেশন ফ্রোম দেম ফর সোসিয়েল ফাংশন নট ফর পলিটিকেল ফাংশন। আপনি বললে আপনার বাড়ীতেও আমি যেতে পারি।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস ঃ— তারাও আজকে স্বীকার করেছেন কারা টি এন.ভি দেরকে খবর দেয়। কারা ট্যাক্স আদায় করে সেই চিটাগাং-এ পাঠিয়ে দেয়। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে খুন-সন্ত্রাস হচ্ছে তার জন্য টি.ইউ জে.এস ও কংগ্রেস (ই) দায়ী। আজকে আমরা দেখছি টি.ইউ জে.এস এর যে টি.এস.এফ সংগঠন তারা ইনার লাইন রাজ্যে দাবি করছে। তাদের মধ্যে আজকে আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদী শ্লোগান শুনতে পাচ্ছি। আজকে তারাই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। কিন্তু এর আগে জনগণের রায় হয়ে গেছে তেলিয়ামুড়া নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আবার তাদের আস্থা বামফ্রন্টের উপর আছে এই রায় দিয়েছে। আজকে তাই তারা দেখছে তাদের পায়ের তলার মাটি ক্রমশঃ তাদের পা থেকে সরে যাচ্ছে আর সেই জন্য তারা এই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। সাম্রাজ্যবাদের যে চর তারা এই অনাস্থা প্রস্তাপ এনেছে। বিরোধীদলের সদস্যরা এর প্রতিনিধিত্ব করছে। আজকে আমরা জাতীয় সম্প্রীতির জন্য চেষ্টা করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ১৪ তারিখ সর্ব্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন সকলের সহযোগিতার জন্য। কিন্তু সেই সর্ব্বদলীয় বৈঠক থেকে বেরিয়ে তারা এসব অভিযোগ করছেন। তাহলে কারা ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করছেন? কাদের মধ্য দিয়ে এই টি, এন, ভি, এরাজ্যে খুন খারাপি করছে। তারা বলছেন ১৯৮০ সনের দাঙ্গা নাকি বামফ্রন্ট সৃষ্টি করছে। দাঙ্গায় আগে টি,ইউ,জে,এস, ও কংগ্রেস (ই) আঁতাত করে এই জাতি উপজাতির মৈত্রী বিনষ্ট করেছে। কংগ্রেস (ই) ও টি. ইউ, জে, এসের যে গোপন চুক্তি তারজন্য এই দাঙ্গা সৃষ্টি হয়েছিল। দাঙ্গার পরে জাতি-উপজাতির মৈত্রী যখন বিনষ্ট তখন তারা তাদের সেবা শুশ্রূষা না করে চীৎকার করেছিল রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। যখন বিপন্ন মানুষের সাথে দাঁড়ান উচিত ছিল তা না করে রাষ্ট্রপতি শাসন চাই বলে তারা চিৎকার করেছে। প্রতি মুহূর্তে তারা জাতি-উপজাতির সম্প্রীতি নষ্ট করছে। আজকে আবার তারা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। যে ১৪ জন সদস্য এই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। যে সরকার জনগণের আস্থা নিয়ে সরকারে আছে সে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা মানে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার সমিল। আমি আশা করি তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে এবং তারা তাদের অনাস্থা প্রস্তাব ফিরিয়ে নেবে। আমি মনে করি দেশ এবং জাতি সবচেয়ে বড়।

মিঃ স্পীকার ঃ— সংক্ষেপ করুন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ— মিঃ স্পীকার আমাকে আর ২ মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ— ২ মিনিট ? আচ্ছা।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ— আমি মনে করি যে, আজকে এই যে, টি, এন, ভি, সমস্যা, এটা শুধু এই রাজ্যের সমস্যা নয়, এটা সমগ্র দেশের একটি জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যাকে মোকাবিলা করবার জন্যে ত্রিপুরার বামফ্রণ্ট সরকার তার সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। এবং এই বামফ্রণ্ট সরকারের সঙ্গে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। কারণ আজকে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে দেশের তথা সমগ্র জাতীর স্বার্থ রক্ষা করা।

আজকে এই মুহুর্তে একটা কবিতার লাইন মনে পড়ছে। এটি লিখেছেন সংগ্রামী কবি ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

'দেশ বড় না দল বড়,
দল বড় না নেতা বড় ?'

আজকে কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এস, এদের কাছে দেশ এবং জাতি বড় নয়। এদের কাছে বড় হয়েছে যে নেতা হবেন, যে দলের নেতৃত্ব পাবেন সেই বড়। দেশের সমস্যা, জাতীর সমস্যা তাদের কাছে বড় প্রশ্ন নয়। বড় প্রশ্ন তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি। কাজেই এই যে, অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে এটা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত এবং ত্রিপুরার ১১ লক্ষ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। কাজেই এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সুধীর বাবু আরো তিনজনকে বলার সুযোগ দেবার জন্যে সময় দিতে যে নোটিশ দিয়েছিলেন কিন্তু আমার কাছে আর কোন সময় নেই। তবে ট্রেজারী বেঞ্চের সময় থেকে যদি তারা কিছু সময় দেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা আর সময় দিতে পারব না। কারণ মাননীয় ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার বলবেন, আমাকেও দু-চার

মিনিট বলতে হবে। কাজেই এই যে, ৮/১০ দফা চার্জসিট দেওয়া হয়েছে, আমাদের অন্ততঃ প্রতিটি ক্ষেত্রে দু' একটি লাইন বললেও অনেক সময় লাগবে। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে বলেছেন আর তার জবাব যদি দেওয়ার সময় আমাদের দেওয়া না হয় তবে আমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে। বেশী কঠোর কথা বলতে চাইনা তবে আমাদের প্রতি এটা অন্যায় করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে। সময় আর দেওয়া যাবে না। এবার এই আলোচনায় অংশ নেবেন মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব।

শ্রী দশরথ দেব : মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে যুগভাবে এই সরকারের উপর যে অনাস্থা প্রস্তাব উথ্থাপিত করা হয়েছে, সর্বপ্রথমে আমি এই অনাস্থা প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি।

বিরোধীরা যেমন বলেছেন যে, জনগণের স্বার্থের খাতিরে, এই বামফ্রন্ট সরকার যেন পদত্যাগ করেন তেমনি আমরা এই কথা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, ত্রিপুরার ২৩ লক্ষ মানুষের স্বার্থের জন্য এই সরকারকে আরো অনেক দিন টিকে থাকতে হবে। কারণ এই সরকারই ত্রিপুরায় প্রথম গনতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে, ত্রিপুরার কৃষক, শ্রমিক এবং মেহনতী মানুষ এই সরকারের কাছ থেকে অনেক উপকার পাচ্ছেন এবং এই সরকারের উপরে তাদের আস্থা সবচেয়ে বেশী রয়েছে।

প্রথমতঃ এইটা বুঝতে হবে যখন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ নতুন করে এই বামফ্রন্ট সরকারের উপর তাদের আস্থা আবার স্থাপন করেছেন দু-দুটি উপনির্বাচনের মধ্য দিয়ে। তখন অত্যন্ত হতাশাগ্রস্থ, জনবিচ্ছিন্ন দুটি রাজনৈতিক দল তাদের প্রত্যেকেরেই প্রার্থী দারুনভাবে পরাজিত হয়েছেন তারা নিজেদের হতাশাগ্রস্থ কিছু যে সমর্থক এখনো আছে তাদের একটু মোরেলাইজ করার জন্য এই অনাস্থা প্রস্তাবের নামে এখানে একটা কিছু বক্তব্য রাখার চেষ্টা তারা করেছেন। এই বক্তব্যের মধ্যে সারবত্তা বলে কিছুই নেই। নতুনত্ব বলে কিছুই নেই। তাই এই বিরোধীদের ভূমিকা গ্রহন করবার পর-তারা বারবার একই কথা উচ্চারণ করেছেন। কাজেই জবাব দেবার মত বেশী কিছু নেই। এইটা হচ্ছে তাদের নো ট্রাস্টের মূল কথা।

সুধীর বাবুরা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে, এই টি, এন, ভি, একটিভিস্টরা একটা বিশেষ এথনিক গ্রুপকে আঘাত করার জন্য চেষ্টা করছে। আজকে এটা আপনারা উপলব্দি করেছেন। আজকে আমাদের লেডি মেমবার এখানে বসে আছেন। তাঁর তো স্পষ্ট জানা আছে তিনি সোস্যাল ফাংকসনের নামে সেই তৈতুতে উপজাতি কনফারেন্স এ জয়েন করেছিলেন। তিনি তাকে সোস্যাল ফাংকসান বলতে পারেন কিন্তু এটা একটা পলিটিক্যাল পার্টির কনফারেন্স এবং সেই কনফারেন্সে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ১৯৪৯ সালের পর যারা ত্রিপুরাতে এসেছেন তারা বিদেশী এবং তাদের তাড়িয়ে দেওয়া দিতে হবে এবং তারপরেই হয়ে গেল ৮০-র জুনের দাঙ্গা এবং এই দাঙ্গার পর যখন ওরা দেখল যে, বিদেশীদের তাড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না তখন আর একটি সিদ্ধান্ত নেন।

সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে যে, টি, এন, ভি, এর ফাদার হুড হচ্ছে টি, ইউ, জে, এস, এবং মাদার হুড বসে আছেন এখানে যিনি আশীর্ব্বাদ করেছিলেন সেই তৈতু সম্মেলনে। সুধীর বাবুর এটা আরো আগেই জানা উচিত ছিল যে, এই টি, এন, ভি, যে একটা এথনিক গ্রুপকে কোলাকোলি করবার জন্যে হয়নি। এবং এই বিপদ বুঝতে পেরেছি বলে সরকার অর্থাৎ বামফ্রন্ট দল বরাবরই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে আবেদন রেখেছে যে, আমাদের এথনিক, এমিটি, কমিউন্যাল হারমনি অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বা হারমনি এইগুলি শক্তিশালী করলে পরে আমরা ত্রিপুরাকে অখণ্ড রাখতে পারব না এবং ত্রিপুরাকে অখণ্ড রাখার জন্যে আমাদের লড়াই করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার বা আমরা মানুষের চোখের জল নিয়ে রাজনীতি করে না। ত্রিপুরার মধ্যে যখন ৮০ সালে জুনে দাঙ্গা হলো তখন বরং সুধীর বাবুরাই ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে তাদের দলের লোকেরা রাজনীতি করেছিলেন বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করবার জন্যে, রাষ্ট্রপতির শাসন চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনারা একটুও চোখের জল ফেলেননি, বা কত দ্রুত ত্রিপুরার এই দাঙ্গাকে থামানো যায়, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীও জাতিগোষ্ঠির মধ্যে যে চিড় ধরেছিল যাকে বন্ধ করার জন্যে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে তাদের কত তাড়াতাড়ি নিজেদের

বাড়িঘরে ফেরত পাঠানো যায় সে ধরণের একটি কথাও তাদের মুখে উচ্চারিত হয়নি। বরং তারা ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে প্রচার করেছিলেন যেন এই সরকারকে উৎখাত করা হয়। টি, এন, ভি, যখন মানুষ খুন করে তখন ট্রাইবেল খুন হয়, নন-ট্রাইবেল খুন হয় এতে নতুন করে বলার কিছু নেই। এটা একটা ঘটনার পর সুধীর বাবুরা কি ভূমিকা নিয়েছেন টি, ইউ, জে, এস, এর কি ভূমিকা রয়েছে? তাদের ভূমিকা টি, এন, ভি, কে দমন করা নয়, টি, এন, ভি,-র এই অপকর্মের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার বিক্ষুব্ধ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের মোকাবিলা করার জন্য তাদের কোন আবেদন থাকেনা, আবেদন থাকে মিলিটারী শাসন, আবেদন থাকে অন্যান্য ধরণের উস্কানী। আবেদন থাকে টি, এন, ভি, দের গুলিতে যেসব হতভাগারা মারা গেল তাদের মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি করা। তাই গত ৪ঠা ডিসেম্বর আখরাবাড়িতে যে ১৩ জন নিহত হলেন টি, এন, ভি, ঘাতকদের হাতে, আমি সেখানে গিয়েছিলাম। গিয়ে কি শুনেছি? সেখানকার লোকেরা আমার কাছে রিপোর্ট করলেন যে সুধীরবাবুর সমর্থক বলে পরিচিত ১০-১৫ জন যুবক এই ১৩টি মৃতদেহ দাবী করেন এবং বলেন আমরা এই মৃতদেহ নিয়ে কল্যানপুরে যাব, তেলিয়ামুড়া যাব -- মিছিল করব। কিন্তু সুধীরবাবুদের দুর্ভাগ্য যে, এই মৃতদেহ নিয়ে তারা আর মিছিল করতে পারেন নাই। নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজন যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারা তাদের বললেন যে, আমাদের যা হবার হয়ে গেছে, আমাদের দুর্ভাগ্য নিয়ে আপনারা আর রাজনীতি করবেন না। আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মৃতদেহ আমরা এখানেই দাহ করব। সুধীরবাবু খবর নিয়ে দেখতে পারেন যে, এই ধরণের রাজনীতি শেখাচ্ছেন আপনাদের দলের সমর্থকদের।

তারপর এই হত্যা কাণ্ডের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করেছি, ত্রিপুরা বন্ধের মাধ্যমে। কিন্তু সুধীর বাবুর দলও ত্রিপুরা বন্ধ ডেকেছিলেন প্রতিবাদ জানাতে, দুঃখ প্রকাশ করতে। কিন্তু এই নিহত ১৩ জন ব্যক্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ প্রকাশের নমুনা কি? পকেটে বোমা নিয়ে সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং এর সামনে বোমা ফেলে, মন্ত্রীর বাড়ীর সামনে বোমা ফেলে—এই হলো তাদের দুঃখ প্রকাশের নমুনা। নোংরা রাজ-

নীতির নমুনা। এর জবাব সুধীর বাবুকে দিতে হবে। আজকে ত্রিপুরার মানুষের কাছে। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, আমরা শোকাহত। এই, যে অনেক অমূল্য জীবনগুলি নষ্ট হয়ে গেল, আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, এই অমূল্য জীবনগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন এবং এর জন্য বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে যে রাজনৈতিক দলগুলি বিধানসভার প্রতিনিধি রয়েছেন তাদের সংগে আমরা বৈঠক করেছি। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে টি, এন, ভি, যে সমস্ত ঘটনা ঘটাচ্ছে, এটা কোন রাজনৈতিক দলের নয়, এটা জাতীয় সমস্যা। এই জাতীয় সমস্যার সমধান আমরা একক ভাবে করতে চাই না। আমরা সমস্ত মানুষের সহযোগিতা চাই যাতে এফেক্টিভলী এই টি, এন, ভি, আক্রমনের মোকাবিলা করতে পারি। কিন্তু সুধীর বাবুরা যে পথের কথা ভাবছেন আমরা মনে করি না সেটা পথ। এই সম্মেলনে টি, ইউ,জে,এস, এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা আমাদের সঙ্গে একমত যে এটাকে মোকাবিলা করার জন্য যে ফোর্স সেটা আমাদের নেই, সেটা আমরা চাই। একমাত্র উপায় হচ্ছে উনারা চান ডিষ্টারর্ড এরিয়া ঘোষণা করে মিলিটারীর হাতে ক্ষমতা তুলে দাও এবং টি,এন,ভিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হোক। এই দুইটি পদক্ষেপে এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আমরা মনে করি না। এতে আরও বেশী জটিল আকার ধারণ করতে পারে সমস্যাটা। পাঞ্জাবে কি মিলিটারী ফোর্সের অভাব আছে? সমস্ত ফোর্স গ্যাপলাইকরার পরেও পাঞ্জাবের পরিস্থিতি খুব বেশী উন্নতি হয় নি। প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে লঙেগায়ালের যে চুক্তি হয়েছে তার মধ্যে একটা চুক্তি যদি কার্যকরী করতেন-চণ্ডীগড়কে হস্তান্তর করা তা হলে হয়ত মীসাংসার পথে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হত। হরিয়ানা আপত্তি করেছে। মিনিষ্টারকে বরখাস্ত করে কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাজেই সুধীর বাবুদের কংগ্রেস ভারতবর্ষে একটা ক্রাইসিস সৃষ্টি করেছে। সমগ্র ভারতবর্ষে মিলিটারী কি কম আছে? নাগাল্যাণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীর কাছে প্রকাশ্যে দরবার করেছেন যে আমার এখান থেকে ডিষ্টারর্ড এরিয়া তুলে নাও। আমাকে ডীল করতে দেওয়া হোক নাগাল্যাণ্ডের সমস্যার সমাধানের জন্য ২০ বছর তাদের কিভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে? এবং মনিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মিলিটারী আর নয়। আমার সিভিল পুলিসের হাতে মোকাবিলা করার সুযোগ দিন। যে সব রাজ্যে কংগ্রেসী রাজত্ব আছে তারা নিজেরা অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারছেন ডিস্টারর্ড এরিয়া ঘোষণা করে এই সমস্যার সমাধান করার পথ নয়। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মার্শাল ল এর অভিজ্ঞতা আছে। দেড়টি বছর খোয়াইয়ে মার্শাল ল চালু ছিল। আমরা চাই গনতন্ত্র আমরা মিলিটারীর হাতে ক্ষমতা দিতে চাই না। আধা সামরিক শাসন চালু হওয়ার মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক বিষয়টাকে সামরিক শাসকদের হাতে তুলে দেওয়া। একবার যদি সেটা দেওয়া হয় তা হলে সহজে ফেরত আসে না। আমরা দেখেছি বাংলাদেশে, আমরা দেখেছি পাকিস্তানে। ভারতবর্ষের

ছোট ছোট জায়গাতে সেই বক্তের টেষ্ট করতে দেওয়াটা কি ঠিক হবে? আমরা রাজনৈতিক-ভাবে তাদের আইসোলেটেড করছি এবং অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভলী তাদের বাহবা দিতে হবে। আমরা এটা করছি।

তারপর আমরা এই কথা বলতে পারি ব্যান করে কোন রাজনৈতিক দলকে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। ব্যান করলে সেই রাজনৈতিক দলের সমর্থক হিসাবে জনগণের উপর যে অত্যাচার হবে তাতে বহু টি, এন, ভি, তৈরী হবে। ব্যান করে কোন রাজনৈতিক দলকে শেষ করা যায় না। এই ভারতবর্ষে যে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে ব্যান করা হয়েছে তার ৪/৫ গুণ শক্তি নিয়ে তারা এসে দাঁড়িয়েছে। এই যে টি, ইউ, জে, এস, বসে আছে তাঁদের প্রথম শ্লোগানটা কি? ১৯৬৭ সালে যখন জন্ম হয়েছিল, তাদের শ্লোগান ছিল শুধু ট্রাইবেল। (এ ভয়েস আপনিই তো জন্ম দিয়েছেন) ওরা আজকে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে আগের মত কথা বলতে পারেন না, ওরা আজকে পিওর ট্রাইবেল ষ্টেটের কথা বলতে পারেন না। তাহলে তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ভুম হয়ে যাবে। শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন খৃষ্টানরা কোনদিন রাজনীতি করে না। কোথায় পেলেন এটা? এই পৃথিবীতে কত খৃষ্টান? খৃষ্টানরা রাজনীতি করে। খৃষ্টান এবং খৃষ্টান মিশনারী, এই দুটো পার্থক্য শ্যামা বাবুদের বুঝা উচিত টি, ইউ, জে, এস, ডার্লিং-দের ভাল ভোট তারা পেত। এবার তারা ডুমড় সেখানে। যত ডার্লিং খৃষ্টান ভিলেজগুলি হয়েছে, প্রতিটি সেন্টারে এবার ১০ পারসেন্টও পায় নাই।

খৃষ্টান বন্ধুরা এই বামফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন করার পুরস্কারও ওরা পেয়েছেন। ভোটের রেজাল্ট যেদিন বেরোল করমছড়া কেন্দ্রের এদিকে ডার্লিংরা বিজয় উৎসব করছেন আর ওদিকে ওদের স্কুল ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কারা করেছেন জানি না। যারা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন ওদেরও হাত আছে কি না কে বলবে। আর একটা অনুরোধ করব টি, এন, ভি, মানুষ খুন করে উনারা বলবেন কেন টি, এন, ভি, কে ধাওয়া করা হয় না কেন কম্বিং অপারেশন করা হয় না। আবার অপরদিকে উনারা এই খুন সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঘেরাও করছেন রাস্তা রোক আন্দোলন করছেন। কারণ এইসব করতে গেলে আমাদের আর্মফোর্সকে কনসেণ্ট্রেড করতে হয়। সেগুলি যাতে আমরা না করতে পারি সেজন্য এইসব করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য সুধীর বাবুর নিশ্চয় জানা আছে গত কংগ্রেস আমলে আমাদের পক্ষ থেকে ক'টি বোমা ফাটান হয়েছিল, ক'টি থানা ঘেরাও হয়েছিল। আমাদের তো সব দিকেই রক্ষা করতে হয়। আমাদের শহরের মানুষকে তাদের সম্পত্তিও আমাদের রক্ষা করতে হয়। আর শ্যামা বাবুদের ভূমিকাও আমরা দেখছি। পুলিশ যখন টি, এন, ভি, সন্দেহ করে কাউকে গ্রেফতার করে সরকারের পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া আছে, বিনা অপরাধে যেন কাউকে ধরে না রাখা হয়। কারণ আমরা এই নীতির টোট্যালী বিরোধী। আর আমরা বলেও

দিয়েছি যে, যদি কারও বিরুদ্ধে প্রাইমাফেসী এষ্টাবিলিশ না হয় তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু কিছু কিছু মানুষকে আমাদের গ্রেফতার করতে হয় কলাবরেটার নই এই কথা ঠিক নয় কলাবরেটার আছে কেউ না কেউ। আর একটা কথা আমাদের মাননীয় চীফ মিনিষ্টার বলেছেন যে, ওদের সংখ্যা দেড়শও হতে পারে। যদি সন্দেহ করে কাউকে গ্রেফতার করা হয় তাহলে ওরা ওদের নারী বাহিনী পুলিশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবেন ওদের যাতে ছেড়ে দেওয়া হয় সেজন্য থানা ঘেরাও করা হয়। ওদের ভরসা হয়ে থাকে তোমাদের আমরা ধরতে দেব না। কারণ আমরা তোমাদের নুন খাই আমরা তোমাদের গ্রেফতার করতে দেব না। কাজেই এইসব বিষয়গুলি আজকে আমাদের বুঝতে হবে। আমি অবাক হয়ে গেলাম আমাদের মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া একটা কথা বলেছেন যে, পি, ডব্লিও, ডি, অফিসে কেন আমরা আসাম রাইফেলস রাখলাম। পি, ডাবলিও, ডি, অফিসে আমরা নূতন করে খুলতে পারছি না। সেখানে আসাম রাইফেলস সেখানে আছে—আমরা পি, ডাবলিও, ডি, মিনিষ্টারকে জানিয়েছি এই কথা তিনি আমাদের জানিয়েছেন। সেখানে আসাম রাইফেলস রেখেছি টেম্পরারিলী এই সব ঘটনার মোকাবিলা করার জন্য। আপত্তি উঠেছে সেখানেই—আসাম রাইফেলস কেন সেখানে থাকবে। গত জুনের দাঙ্গার পর স্কুলগুলিতে বি, এস, এফ, আছে একটা কথাও সেজন্য উচ্চারিত হয়নি। কারণ আমরা নূতন ঘর দিতে পারছি না। উদের আমরা পুরাপুরি সরিয়ে দিতে পারি না কারণ আরমড ফোর্স দরকার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আসাম রাইফেলসকে কেন পি, ডাবলিও, ডি, অফিসে রাখা হয়েছে আমি কথা বলি নাই। আমি শুধু বলেছি সেখানে পি, ডাবলিও, ডির সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে আছে। সেখানকার এক্জিকিউটিভ ইনজিনিয়ারকে জিজ্ঞাস করেছিলাম তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে আমি সি, পি, এম,র কথা মানতে বাধ্য সি, পি, এম, আমাকে কাজ বন্ধ রাখতে বলেছেন। এইটাই আমি তুলে ধরেছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীদশরথ দেব :— শ্রী জমাতিয়া যদি এই কথা বলে থাকেন তাহলে ভাল কথা। কিন্তু সেখানে আসাম রাইফেলস ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্যই সেখানে রাখা হয়েছে এবং সেখানে তারা থাকবে পি, ডাবলিও, ডি, মিনিষ্টার আমাকে বলেছেন (ইন্টারাপশান) উদের ভীষণ লাগছে এখন। এটা দরকার। আর মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু ত্রিপুরার বেকার সমস্যা সম্পর্কে বলেছেন। এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে আমরা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে টাকার জন্য

প্রস্তাব পাঠাই তখন উনারা তার বিরোধীতা করেন। ওরা কি লক্ষ্য করেছেন যে, আমরা যখন ত্রিপুরা রাজ্যে ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট স্থাপন করার জন্য প্রস্তাব পাঠাই কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। সেটাকে রাজস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটা ত্রিপুরায় হলে এই বছর ১০ হাজার বেকারের চাকরী হত। রাজস্থানে গ্যাস নাই অপরদিকে আমাদের ত্রিপুরায় গ্যাস আছে এখানে গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা হতে পারে। এবং এই কারখানা ত্রিপুরায় স্থাপিত হলে আগামী ১০ বছরে আমরা ৫০ হাজার বেকারের কর্মসংস্থান করতে পারতাম। কিন্তু সেজন্য উদের কোন আপত্তি আছে—একটা কথা বলেছেন এই সম্পর্কে টি, ইউ, জি, এস,র পক্ষ থেকে বা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে? একটা কথাও বলা হয় নাই। শুধু মুখে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার কথা বললেই হবে না। উনারা আসলে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান চায় না। উনারা শুধু মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য রাজনীতি করে যাচ্ছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকে উদের চিনে ফেলেছেন। আজকে এই সব কথা বলে উনারা আজ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে মনভিজ্য করতে পারবেন না। ত্রিপুরার জনগণের আমাদের উপর আস্থা আছে তার প্রমাণ দুইটা উপনির্ব্বাচনে দিয়েছেন। কাজেই আমরা পদত্যাগ করছি না। আমরা থাকব। ত্রিপুরার রাজ্যের মানুষ আমাদের ভোট দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে আমরা আপনাদের চাই। কাজেই আমি সুধীর বাবুকে অনুরোধ করবো যে আপনি আপনার এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিন কারণ এই প্রস্তাব অর্থহীন। কাজেই এই প্রস্তাবে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আশা করেছিলাম এই খুন যখন বাড়ছে তখন বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতারা জানতে চাইবেন বামফ্রন্ট সরকার এই জন্য কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন। কারণ দায়িত্বশীল দলের নেতাদের তাই করা উচিত (ইন্টারাপশান) আনপ্রিসিডেন্টেড কারণ লিডার অব দি হাউস যখন কিছু বলেন (ইন্টারাপশান) অনেক বার বলা হয়েছে দুটো ভোট হয়ে গেছে সেখানে দেখতে পেয়েছেন। সামনে আবার ভোট আসছে আমরা যাচ্ছি ভোটারদের সামনে সেখানে দেখতে পাবেন। (ইন্টারাপশান) আমি সব কাগজ পড়েছি এবং আপনাদের কাগজও পড়েছি কোথাও দেখলাম না যে রিগিং হয়েছে ভোট ঠিক ভাবে হয় নি। শতকরা ৭৫/৭৫ ভাগ ভোট কাস্টিং হয়েছে (ইন্টারাপশান)

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমি চেলেঞ্জ করতে পারি (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— আমি কাপড়ের কথা বলছি, আমি লেংটির কথা বলি নাই।

আজকে আমাদের প্রধান মন্ত্রীর কথাই আমি বলছি। পাঞ্জাবে তো তিনি এই নীতি গ্রহণ করছেন না? কয়েক দিন আগে অনাস্থা-সূচক ভোট পাঞ্জাব বিধান সভার আনা হলে সেখানে তো কংগ্রেস (আই) তা মানেন নি? আপনারা যদি বলেন— বিরোধী দলের নেতারা কংগ্রেস (আই) দলের নেতারা যে, আমরা প্রধানমন্ত্রীকে মানিনা, আমরাই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী; তাহলে আমাদের বলার কিছুই নেই। যদি তাঁকে মানতে হয়, প্রধানমন্ত্রীর অ্যাক্সট্রিমিষ্ট সম্পর্কে যে নীতি আছে তা যদি মানতে হয়, তাঁর ভিউস যদি মানতে হয়, তাহলে বলতে হয় এটা কথা ঠিক নয়। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই খারাপ হবার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, এটা। পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য দেশ অনেক আছে যাদের ভয়েস এখানে শুনা যাচ্ছে। ভয়েস অব এমেরিকা, বিলেতে, কানাডাতে তাঁরা ভারতের শত্রুতা করছেন। পাকিস্তান আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। যাদের নিয়ে আমরা সার্ক করছি, সেই পাকিস্তানে অ্যাকমট্রিমিষ্টদের ঘাটি হয়েছে। সেখানে ৫ হাজার শিখ যুবক ট্রেনিং নিচ্ছে। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে ভারতবর্ষের দেশ-ভক্তদের উদ্বিগ্ন হবার কারণ আছে। সেখানে কোন দল মতের প্রশ্ন নয়, সেখানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিপন্ন। কাজেই এই প্রশ্নে রাজীব গান্ধীর পাশে অন্য পার্টিও আছে। একটা দল— যে মাইনরিটি হয়ে গেছে সেই দলের মুখ্যমন্ত্রীর পেঁছনে প্রধানমন্ত্রী দাঁড়াচ্ছেন। বলছেন তুমি খালিস্তানের বিরুদ্ধে ফাইট করো, আমি তোমার সঙ্গে আছি। এখানে অবস্থা তা নয়। আপনারা না থাকলেও আমরা থাকব। কিন্তু আপনাদের নীতি কি?

(ভয়েস অব মহারানী বিভু কুমারী দেবী ঃ—ইনসাল্লা)

পশ্চিমবঙ্গের সরকার সব দলের লোকদের নিয়ে বৈঠক করলেন। সেখানে কংগ্রেস (আই) কি ভূমিকা নিয়েছিল? তখনতো প্রধানমন্ত্রী গোর্খাল্যাণ্ডের উপর কোন মন্তব্য করেন নি। এক বাক্যে প্রস্তাব করা হলো, গোর্খাল্যাণ্ড এন্টি ন্যাশনেল। পশ্চিমবঙ্গকে ভাগ করতে দেওয়া হবে না। আজকেও তো অধিকাংশ কংগ্রেস (আই) গোর্খাল্যাণ্ডের বিরোধীতা করছে। এটা দলের প্রশ্ন নয়, এটা দেশ-ভক্তির প্রশ্ন। কোন কোন লোক আছেন, তাদের মাতৃভূমি, পিতৃভূমি এখান নয়, তাদের কথা আলাদা। এই জিনিষটি আমাদের বুঝতে হবে। আমি লক্ষ্য করেছি, কংগ্রেস (আই) টি, ইউ, জে, এস, টি, এস, এফ, এর পকেটে আস্তে আস্তে ঢুকে গেছে।

(ভয়েস অব মহারাণী বিভু কুমারী দেবী :— তাই?)

তাঁদের স্বাধীন সত্বা চলে যাচ্ছে। স্যার, টি, ইউ, জে, এস, এবং টি, এস, এফ, এর

ভূমিকা কি? আমি এখানে একটি বৈঠকে রিপোর্ট মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এর অনুমতি নিয়ে উপস্থিত করছি। একটি যুক্ত মিটিং হলো ১ নাম্বার হোস্টেলে গত ২৬-৯-৮৬. ইং তারিখে। উপস্থিত কারা ছিলেন? এস, সি, ত্রিপুরা, বুদ্ধ দেববর্মা, নগেন্দ্র জমাতিয়া, স্যার, আমি শুধু এম, এল, এ-দের কথা এখানে বলছি। রতি মোহন জমাতিয়া, দিবা চন্দ্র রাংখল।

বাইরের লোকের আমার দরকার নেই, অত্যন্ত দায়িত্বশীল লোক আছেন। টি, এস, এফ-এর নেতারা আছেন। তাঁদের নাম আপনারা চাইলে আমি পড়ে শুনাতে পারি।

(ভয়েস অব শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— শুনান না)

নাম চান? নাম হচ্ছে, সূর্য দেববর্মা, কুসুম দেববর্মা।

(ভয়েস অব শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—এরা সবাই টি. ইউ. জে. এস. সমর্থিত)

এই মিটিংয়ে প্রস্তাব হয়েছে ফিফটি পারসেন্ট রিজার্ভেশন অব অ্যাসেম্বলী সীট, ইনার, লাইন পারমিট, স পোর্ট অব আসাম একর্ড। মাননীয় সদস্য শ্রী ত্রিপুরা সব শুনে টুনে বললেন, সবই ঠিক আছে তবে এখনই আনা ঠিক হবে না। তাহলে টি. এন. ভি. এর সাথে তফাৎ কি? এই মিটিংয়ের পর আলোচনা করে ওরা দিল্লী চলে গেছেন।

(ভয়েস অব নগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমাদের কাছে বৈঠকের রিপোর্ট আসলনা, কিন্তু আপনারা পেয়ে গেলেন। আশ্চর্য তো?)

প্রতি ১৫ই অক্টোবর টি. এন. ভি. স্বাধীনতা দিবস পালন করে। আমাদের পুলিশ-কে সতর্ক করে দিতে হয় সে দিন কোথায় খুন খারাপি হবে বলে। এই স্বাধীনতা দিবসের প্রতিটি জায়গায় টি. এস. এফ উপস্থিত থাকে। কিন্তু কি করে? তাদের দাবী, এবং ওদের দাবী এক হয় কি করে? আমাদের ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার দশরথ দেব বলেছেন, পুলিশের কাছে যে রিসিট এসেছে বা নোটিশ এসেছে বিচিত্র সব রসিদ, বিচিত্র সব নোটিশ। চমৎকার হাতের লেখা। টি. এন. ভি. ইংরাজীতে এত সুন্দর লিখতে পারে?

(ভয়েস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :—আপনি বানিয়ে দিয়েছেন)

ওদের কর্মচারীদের মধ্যে ফ্যাকটরী রয়েছে। এই ফ্যাকটরী আমরা বের করবই। আতংকিত হবার কোন কারণই নেই। তার নাম হচ্ছে, ট্রাইবেল ন্যাশনেল ভলান্টিয়ার, এখন নাম হচ্ছে, ত্রিপুরা ন্যাশনেল ভলান্টিয়ার।

এই প্রথম দুখানি ছাপানো রসিদ আমার হাতে এল, আর বাকী রসিদ সব হাতে লেখা। স্যার, আমি কিছু কাগজ দেখাতে পারি যা সবই অফিসের কাগজ-টাইপিং পেপার। আমি মাননীয় সদস্যদের বলছি যারা নোটিশ পেয়েছেন তাঁরা কাগজটা পরীক্ষা করে দেখবেন

আমার কথা সত্য কিনা ? কোথা থেকে আসে এই কাগজ ? কারা বিলি করে ? তাদেরও নামের লিষ্ট আমার কাছে আছে। বিভিন্ন জায়গায় শ্রী ··· ···, দিয়ে ওদের বলছে নাম এবং সংখ্যাটা আপনারা বসিয়ে দেবেন। এই ট্রাইবেলরা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছে। বাঙ্গালী কয়জন টাকা দিয়েছে ? বাঙ্গালীদের নোটিশ দেওয়া সহজ, কিন্তু টাকা আদায় করা কঠিন। এক একজন ট্রাইবেল জুমিয়াকে সর্বশান্ত করে দিচ্ছে। জুমিয়া প্রধানকে বলছে ১ হাজার টাকা দিতে। ৫/৭ জন লোক যদি রাইফেল নিয়ে এসে জুমিয়া প্রধানকে বলে টাকা দিতে তাহলে তিনি না দিয়ে বাঁচবেন কেমন করে ? তাকে কে পাহাড়া দেবে ? পাহাড়া দেওয়া কি সম্ভব ? মিঃ স্পীকার স্যার, দুর্নীতি সম্পর্কে যে সব কথা বলা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আমি কোন আমলই দিচ্ছি না। "দৈনিক সংবাদের" পাঠশালাতে ৩০০ বা তার উপর হবে সরকারি তরফে প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হয়েছে। তারা সরকার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নেয়, কিন্তু একটা প্রতিবাদ-পত্রও ছাপায় না। এটা কি পত্রিকা ? এই পত্রিকার কোন ডেফিনেশানই করা যায় না। স্যার, এখানে যে-সমস্ত প্যারা মিলিটারী ফোরসেস্ এবং রাজ্য সরকারের হাতে যে সমস্ত ফোর্সেস আছে তাকে আমরা ইনএডিকোয়েট বলি। তার অর্থ এই নয় যে সমস্যাকে বাড়িয়ে ফেনিয়ে দেখা উচিৎ হবে। মানুষের মনের মধ্যে প্যানিক ক্রিয়েট করা উচিৎ হবে না যা পত্রিকার একটা অংশ বিশেষ করেন। টি, ইউ, জে, এসের একজন এম, এল, এ, বলেছেন যে, ১ লক্ষের মত নোটিশ ছাড়া হয়েছে। কোথা থেকে জানলেন খবরটা ? সংবাদ পত্র থেকে ? বিভিন্ন জায়গায় চুরি ডাকাতি যদি হয়, তবে সেটা করেছে টি, এন, ভি, আর টি, এন, ভি, হলে ফ্রন্ট পেজ নিউজ। এবং এতে সংবাদিকদের পয়সা বেড়ে গেল' দেখ টি, এন, ভি সম্পর্কে কি রকম সংবাদ সংগ্রহ করেছি। স্যার, আমি দেখাতে চাই যে টি, এন, ভি, আক্রমন ক্রমশই কমছে। ১৯৮৩ ইং সালে ৫৩ টি ঘটনা ঘটেছে, ১৯৮৪ ইং সালে এটা বেড়ে ৬৭, তারপর এটা ড্রাস্টিক্যালী কমে হল ২৫ এবং এই বৎসর ইনসিডেন্স হচ্ছে ২৫ টি। কেন এ রকম হল ? যে মুহূর্তে লালডেঙ্গার সঙ্গে চুক্তি হল, সেই মুহূর্তে টি, এন, ভি নেতাদের মনে একটা বিশ্বাস হলো এবার আমাদের ডাকবে। যেমন করে ঘিসিং বসে আছেন কবে প্রধান মন্ত্রী আসবেন, উনাদের সঙ্গে আপোষ আলোচনা করবেন। লালডেঙ্গা -কংগ্রেস (আই) নেতৃত্বের চুক্তির পর বিজয় রাংখল ও এই আশা পোষণ করেন যে স্পেকটেকুলার কিছু করতে হবে। ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার ঠিক বলেছেন যে, হতাশার ব্যাপার। হতাশা থেকে চরম একটা শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু কাকে শাস্তি দিচ্ছে ? ওদের শ্লোগান হচ্ছে খালিস্তান করব, বিভিন্ন জায়গায় স্বাধীন ত্রিপুরা করব। কেউ বিশ্বাস করবে যে স্বাধীন ত্রিপুরা হবে ? কোন ট্রাইবেল বিশ্বাস করবে না। বামফ্রন্ট সরকারকে হঠাতে হবে। যে কেউ আসুক বামফ্রন্ট সরকারকে

হঠাতে পারবে না। আমার মনে পড়েছে যে, শ্রী ত্রিপুরা একটা চিঠি দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে যে, আমরা তোমার জন্য এত করলাম, বামফ্রণ্ট ট্রাইবেলদের জন্য এত করেছে, তথাপি বামফ্রণ্ট সরকারকে সমর্থন না করে তোমার পদসেবা করছি, তবুও তুমি আমাদের নিচ্ছ না। এর চেয়ে পরিষ্কার স্বীকৃতি আর কিছু হতে পারে? ট্রাইবেলদের জন্য বামফ্রণ্ট সরকার যা করেছে। ৩০ বৎসরের কংগ্রেসী ইতিহাসে তা নেই। এটা বুঝতে হবে যে ট্রাইবেলদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলেই ওদের আজকে এই অবস্থা। ট্রাইবেলদের উপর ওর ভাল প্রভাব ছিল। কিন্তু যখন ট্রাইবেলরা মনে করতে আরম্ভ করল যে, আমাদের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তখন থেকেই তাদের এই অবস্থা। এইতো সেদিন মিটিং-এ ছাত্ররা টাকার হিসাব চেয়েছে। কাজেই বিশ্বাসঘাতকতা করে বেশীদিন নিজেদের দলের উপর প্রভাব রক্ষা করতে পারা যায় না। স্যার আমাদের টোটাল ফোর্স হচ্ছে ১৫টা ব্যাটালিয়ান বি, এস, এফ, সি, আর, পি, এফ, আসাম রাইফেলস এবং আর, এ, সি,। ১টা টি, এস, আর এবং ২টা টি, এ, পি, গতকাল ডাইরেক্টর জেনারেল অব আসাম রাইফেলস এসেছিলেন। আমি বলেছি আসাম রাইফেলস আমি জানি ২১/২২টা আছে, উনি বললেন ১৮টা আসাম রাইফেলস আছে, আরো ৩টা আমরা খুলছি। ৩/৪টা ষ্টেটে ১৮টা আসাম রাইফেল আছে।

আমার কাছে বলা হচ্ছে যে, তোমার রাজ্য সবচেয়ে উপদ্রুত। এই এলাকাটি শান্ত হয়ে গেছে। শুধু ত্রিপুরাটা আমাদের হেডেক। কিন্তু যেখানে সেখানে ১টা আর যেখানে হেডেক নাই, অর্থাৎ মাথা ব্যাথা নাই সেখানে ১৭টা। এই অর্থটা কি? যখন জিজ্ঞাস করলাম তখন চুপ করে রয়েছে। আপনারাত দিল্লীকে বলতে পারেন আসাম রাইফেল পাঠানোর জন্য। আমরা বিরোধী দলের নেতার সাথে যেতে রাজী আছি। এইজন্য বলছি যখন বিরোধী দলের নেতা আমাকে বলছেন—

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার মাননীয় সদস্য আপনি ডিষ্টার্ব করবেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখছে আপনি বসে বসে শুনুন না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে সিরিয়াস জিনিস আলোচনা হচ্ছে। মানুষের জীবন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এটাকে ডিষ্টার্ব করা হচ্ছে। মানুষ বাইরে মরছে আপনি এখানে ডিষ্টার্ব করছেন? মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে ১৮টা এখানে আসাম রাইফেলস ব্যাটা-লিয়ান আছে যদি বিরোধী দলের নেতা আমার সঙ্গে যেতে চান আমি রাজি আছি। সি, আর, পি, এফ,ত আরবান এরিয়াতে অভ্যস্ত। এইটাত তার ডিসক্রেডিট নয়। কোন জায়গায় রায়ট হলে, ডিষ্টরবেন্স দেখা দিলে সি, আর, পি, এফ, যায়। কিন্তু আসাম

রাইফেলস সে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করে না, জীপের জন্য অপেক্ষা করে না, সঙ্গে সঙ্গে ছুটবে। তাদের সিস্টেম হচ্ছে আরমি অপারেশন যেভাবে করে, প্রত্যেকটা বাড়ী, প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা রাস্তাঘাট তাদের মুখস্ত থাকে। তারা এই ব্যাপারে ট্রেইণ্ড। কাজেই এই জিনিসটা বুঝতে হবে। কেন্দ্র আমাদের বঞ্চনা করছে। যাকে আমাদে এখানে পাঠানো উচিত তাকে পাঠানো হচ্ছে না। ডিপ্লয়মেন্টের কথা বলা হয়েছে। কাকে ডিপ্লয়মেন্ট করব? সন্ধ্যার পর যারা বেরোয় তাদের ডিপ্লয়মেন্ট করব? এই কথাটা মাননীয় সদস্যদের চিন্তা করা দরকার। আমি শীঘ্রই যাব। এইটা চিন্তা করা উচিত, এই এরিয়াতে একথা মনে করা ভুল হবে যে এরিয়ার সমস্ত এক্সট্রিমিষ্ট দূর হয়ে গেছে। আর্মির সঙ্গে ক্ল্যাশ হচ্ছে নাগাল্যাণ্ড, মনিপুর, মিজোরামে। এখন শান্ত। এইটুকু রাজ্যের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটছে। আরমির সঙ্গে ক্ল্যাশ হচ্ছে। আমার কাছে অফিসিয়েল সোর্সে খবর আছে নাগাল্যাণ্ড কিছু করতে পারছে না। দ্যাট ইজ নট দেয়ার ফল্ট। যেখানে বার্মিজ ১২০০ আরমি আছে আমার ১৫০ লোককে যদি পুলিশ মোকাবিলা না করতে পারে, এই ধরনের সোফিসটিকেইটেড আরমি রয়েছে যে ট্রেণ্ড হয়েছে বাংলাদেশ... ....

(ডিষ্টারবেন্স)

এইজন্য বলছি যে আসাম রাইফেলস যদি আমরা পাই তাহলে আমরা ডিপ্লয়মেন্ট করতে পারি। মাননীয় সদস্য নগেনবাবু ভালভাবেই জানেন এই হাউসে ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ দি টি, এন, ভি, ধনঞ্জয় রিয়াং চিঠি যখন পড়লাম, কি ওয়াজ সিটিং দেয়ার, উনিও প্রেজেন্ট ছিলেন. চিঠিটা পড়ার সাথে সাথে আপনাদের সাথে ঝগড়া টগড়া যা ছিল সব মিটে গেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমিত বলছি চিঠিটা প্লেইস করুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমি সেদিনই প্লেইস করতে চেয়েছি। এটা সন্দেহের অপেক্ষা রাখেনা যে এদের সহযোগিতা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিভিন্ন ধরনের এরা পাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বন্ধের কথা বলা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের হাতে আর ১ মিনিট সময় আছে। ডিসপ্রোজেল করার জন্য যে সময় লাগবে সেই সময়টাই নিয়ে নেব ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমার আর ৫ মিনিট সময় লাগবে।

মিঃ স্পীকার:— ডিজপোজেল করার জন্য যতটা সময় লাগবে, আবার রাইট অফ রিপ্লাই আছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী :— যে বন্ধের ডাক দিয়েছে তার বিরুদ্ধে ৩টা খুনের মামলা আছে।

রাজ্যের কংগ্রেস (আই) সভাপতি সেদিন পালালেন। তিনি বুঝেছেন সেদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। আনার পাল যে মার্ডার কেইসের আসামী। সভাপতি চলে গিয়ে ইজ্জত বাঁচিয়েছেন। রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী সেদিন ইউথ সেকসানে একটা বক্তব্য রাখলেন। তোমাদের আদর্শ যুবক হতে হবে, ভারতের ঐতিহ্য জানতে হবে। আমাদের ট্র্যাডিশান, কংগ্রেসের ট্র্যাডিশান সম্বন্ধে জানতে হবে। আজকে মানিক চক্রবর্ত্তী তার হাতে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ, আশু তার হাতে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ, এরা কার ঐতিহ্য বহন করছে? কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ আজ কোথায় নেমেছে?

স্যার, সময় যেহেতু শেষ হয়ে গেছে, আমি বলছি যে সব রকমের দলমতের লোককে আমরা চাই, যে ধরনের বৈঠক আমরা করেছিলাম বিরোধী দলের নেতার সাজেশনে, আরও বৈঠক আমরা করতে চাই। ওদের বক্তব্য ওরা জনসাধারনের মধ্যে রাখুন, এই ব্যাপারে আমরা কোন হস্তক্ষেপ করব না এবং যে ব্যাপারে আমরা ঐক্যমত হয়েছি যে টি, এন, ভির, মোকাবেলা করতে হলে সমস্ত রকমের ষ্টেপগুলি আমাদেরকে নিতে হবে, কতগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিয়ে করতে হবে, আর কতগুলি আমাদের নিতে হবে। আমি আশা করব কংগ্রেস (ই), টি, ইউ, জে-এস ও নির্দল এবং যে কেউ এই কর্মসূচী রূপায়নে আমাদের সরকারকে সাহায্য করবে, এইটা পলিটিক্যাল ফাইট। পলিটিক্যাল ফাইটে আমরা আমাদের কৃতিত্ব সমগ্র ভারতবর্ষের লোকের সামনে উপস্থিত করতে পেরেছি। প্রায় ৩০০টি ছেলে টি পি এল, ওর, ৫১ জন টি,এন,ভির, ছেলে তারা আমাদের দিকে এসেছেনে, বাংলাদেশের ক্যাম্পতে বিদ্রোহ করে এসেছেন। নাগরাজ কলই সাতটা অস্ত্র নিয়ে এক্সট্রিমিষ্টকে খুন করে এসেছেন, সাব্রুমের রূপচাঁদ ক্যাম্পের মধ্যে বিদ্রোহ করে দুইটা রাইফেল নিয়ে চলে এসেছেন, বিমল ত্রিপুরা ক্যাম্পের ভিতর থেকে রাইফেল নিয়ে এখানে চলে এসেছেন, এগুলি নজীরবিহীন ঘটনা। আমি এইটা বলতে পারি যে, নাগরাজের মত ছেলে ভারতে আজকে পর্য্যন্ত এক্সট্রিমিষ্ট মোভমেন্টের ইতিহাসে নাই, যে একা সাতটা অস্ত্র নিয়ে এক্সট্রিমিষ্টদেরকে খতম করে এখানে আনতে পারে। কাজেই টি, এন, ভিকে, খতম করার ইচ্ছার কোন অভাব নাই, তার অর্থ এই নয় যে আমরা তাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বাত্মক ভাবে প্রতিরোধ চালিয়ে না যাব। ৫-১১-৮৬ তারিখের একটা চিঠি কাল আমার হাতে এসে, চিঠিখানা লিখেছেন আমার অফিসের ঠিকানায়, টি, এন, ভির, নেতা মিঃ কে কলই, তারিখ ৫-১১-৮৬। মিঃ স্পীকার স্যার, সমস্ত চিঠিটা পড়বার সময় নাই চার পৃষ্ঠার চিঠি শেষটুকু আমি শুধু পড়ে শুনাচ্ছি। আমাকে এড্রেস করে লেখা, ডেপুটি, সি, এমকে ও এর ভিতরে আসামীর কাটগোড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— চিঠিটা লে করুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— হ্যাঁ, লে করে দিচ্ছি (ANNEXURE—'D')। আসুন কে কাকে হঠাতে পারি, কে কাকে ধ্বংস করতে পারি, সম্মুক সমরে আপন আপন ফল পাওয়া যাবে, যুদ্ধের কথা পাকাপাকি হয়ে সম্মুক সমরে দেখা হবে আশা করি। আজ এই পর্য্যন্তই বন্দুকের অভিবাদন জানাই।" টি, এন, ভির, লেখা ফর মি, ফর ডেপুটি সি এম ইন দা নেইম বাট টু অল রিপোটার অফ্ লেপফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট। কেন আমরা বন্দুকের পাহাড়া দিচ্ছি এইটা বুঝতে বাকী থাকে না, বিরোধী দলের নেতারা যদি বলেন আপনারা শহীদ হয়ে যান আমাদের সুবিধা হবে, আপনাদের পদত্যাগ করতে হবে না, এমনিতেই পদত্যাগ হয়ে যাবে। এই ঘটনার জন্য আমি চাই বা না চাই, জনসাধারনের মানে তারা আমাদের উপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেই দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা যতটুকু থাকনা কেন অ মবা চেষ্টা চালিয়ে যাব, টি, এন, ভিকে ত্রিপুরার মাটি থেকে হটাতে আমরা বদ্ধ পরিকর এই বলে আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা কবছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মোভর দা মোশান এস এ রাইট অফ্ রিপ্লাই। আপনার রাইট অফ রিপ্লাই আছে এখানে, সংক্ষেপে বলুন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের যে অনাস্থা প্রস্তাব এই মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে মানে বামফ্রণ্ট মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে তার সমর্থনে আমাদের বিরোধীতরফ থেকে যে সমস্ত বক্তব্য রাখা হয়েছে এবং যে সমস্ত প্রত্যাশা করেছিলাম যে শাসকদল তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে, তিনি তা পূরণ করেন নি, তিনি শুধু কতগুলি মামুলী কথা বলেছেন, কতগুলি কুৎসা প্রয়োগ করেছেন দলীয় ও ব্যক্তিগতভাবে। আমরা যা দেখছি এই সরকার হযত তার রাজনীতির জন্য সে সমস্ত কথা বলেছেন, তার দলের স্বার্থের কথা তিনি চিন্তা করছেন, কিন্তু তাতে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থ ও নিরাপত্তার যে প্রশ্ন সেই নিরাপত্তা রক্ষার যে সমস্ত বক্তব্য এখানে রাখা হয়েছে সেটা কোন সদ্ উত্তর আমরা পাইনি। সত্যিই যদি আমরা সদুত্তর পেতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রস্তাব তুলে নিতাম। এখানে সর্বদলীয় বৈঠকের কথা বলা হয়েছে, সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কতগুলি প্রস্তাব রেখেছিলেন সেই প্রস্তাবগুলি আমাদের সমর্থনের প্রশ্নে ছিল কতগুলি শর্ত্ত সাপেক্ষ। আমরা বলেছি আপনার এই প্রস্তাব ৯ বছর ধরে আমরা শুনে আসছি এই সমস্ত ব্যবস্থার কথা, এইগুলি ন্যাগেটিভ। যদি না আমাদের এখানে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষনা না করা হয়, আবমির হাতে দায়িত্ব না দেওয়া হয় এবং টি, এন, ভিদের, নিষিদ্ধ ঘোষনা না করা হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা চেয়েছি

তিনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, বলতে পারেন তিনি তার সীমিত শক্তি, এইটা স্বীকার করলেও এইটা বলা চলে যে, সেই সীমিত শক্তিও এই রাজ্যে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটছে তাতে প্রয়োগ করা হয়নি, তার পেছনে রাজনীতি ছিল। এখানে আমি দুই একটা কথা বলছি, এখানে ভোটের ব্যবধানের কথা বলা হয়েছে, এইটা অনুমানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ভোট সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যদি স্মরন থাকে বা পত্রিকায় যদি তিনি দেখে থাকেন, আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি এখানে কারচুপী হয়েছে কি তেলিয়ামুড়ায় কি করমছড়ায় ভোটের নামে সেখানে প্রহসন হয়েছে। কোটি কোটি টাকা সেখানে খরচ হয়েছে। আমি বলছি আমার হাতে যদি সরকার থাকত আর এইভাবে যদি আমরা টাকা খরচ করতাম সরকারী তর্থ বা যে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন, যে সমস্ত কথা বলেছেন এবং প্রচার করেছেন যে, আমাদেরকে ভোট না দিলেও আমরা তো ক্ষমতায় থাকব এখানে জিতি আর না জিতি তোমাদের দেখে নেব, এই সমস্ত কথা এবং বক্তব্য ছিল সেখানে, আর এই সমস্ত কারণেই ব্যবধানের কারণ হয়েছে। সেটা ভোট নয় বা তার দ্বারা জনসাধারনের স্বাধীন চিন্তার কোন প্রকাশ পেয়েছে এই কথা বলা যায় না। মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এই বিধান সভায় তিনি বলেছিলেন, কতগুলি প্রতিশ্রুতিতে তিনি বলেছিলেন, শ্রীরামপুরের ঘটনায় যে সমস্ত পুলিশ অফিসার জড়িত তাদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু সেটা হয়নি এবং সেটা হবে না তা ছাড়াও কিছু দিন আগের ঘটনা এই সরকারের সঙ্গে সরকারের নীতি নিয়ে তদানিনতন চীফ সেক্রেটারী ডাঃ অনিমেষ রায়তার সঙ্গে এই সরকারের সঙ্গে নীতি গ্রহন ও সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং নীতি কার্য্যে রুপ দেওয়া নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীর যখন মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন তখন তিনি কতগুলি ঘোষণা দিয়েছিলেন কিন্তু পরে সেগুলি বাতিল হয়েছে। সেখানে স্বীকার করা হয়েছিল যে ত্রিপুরার উন্নতির জন্য যে-সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল তা নেওয়া হয়নি। অথচ এখানে শুধু বলা হচ্ছে নাগালেণ্ড ও মনিপুর নিয়ে। আমরা ত বলছিলনা যে এখানে উপদ্রুপ অঞ্চল থাকুক। আমরা বলছি টি, এন, ভি, যাতে জাতীয় মূল স্রোতের সঙ্গে মিশার জন্য ফিরে আসে এবং এই দেশকে তাদের নিজের দেশ বলে মেনে নেয়। আর তাই যদি হয় তাহলে আমরা বলছিনা না যে, এখানে আর্মি সর্বক্ষণ থাকুক। দাঙ্গার সময় এখানে যখন উপদ্রুত অঞ্চল ছিল তখন প্রতিটি ব্যপারে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে, আমরা পরামর্শ দিয়েছি এবং আলোচনা করেছি। কোথাও ভুল বোঝা বুঝি হলে তা দূর হয়েছে। আরমা কাঁদা ছোড়াছুড়ি চাই না। এখানে টি, ইউ, জে, এসের কথা বলা হচ্ছে, কংগ্রেসের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু টি, ইউ, জে-এস, একটি দল আবার কংগ্রেসই (ই) আরেকটি দল। কাজেই সমস্ত কিছুতে সবাই যে একমত সেটা হয়না। তথাপি কতগুলি ক্ষেত্রে উভয় দল। জাতি-উপজাতির স্বার্থে যে কাজ করে আসছে তার ভাল ফসল

আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু শাসক দল আজকে আমরা দেখছি টি. এন. ভি. কে তাদের কাজে লাগাচ্ছে। তাই আজকে যদি টি. এন. ভি কে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয় তাহলে তাদের কাজ হবেনা, তাই তাদের ভয়। বিজয় রাংখলের সঙ্গে ত তাদের ৩/৪ বার কথা হয়েছে-দাঙ্গার আগে ও পরে, এই টি. এন. ভি. গঠনের আগে। তাকে বহু কিছু দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল সে একদিন চলে গেল।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য আলোচনা শেষ করুন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদারঃ— আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের মুখ্যমন্ত্রী, কাজেই তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ত ওনার। আমরা যখন কোন প্রব্লেমে পড়ি তখন ওনার কাছে যাই। কিন্তু সে ব্যাপারে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সে সম্পর্কে কোন বক্তব্য নাই। কোন কাদা ছোড়াছুড়ি আমরা চাইনা। তবু কেন মহারাণী সম্পর্কে এসব বলা হচ্ছে? যে কেউ যে কোন জায়গায় যেতে পারে। তিনি একটি দলের কর্মী ও সমর্থক। কাজেই দল যখন তাঁকে যে কর্মসূচী দেয় তিনি তা নিযে অগ্রসর হন। ২য় প্রশ্ন হচ্ছে, জাতি উপজাতি সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলছেন আমাদেরকে কেন্দ্রের কাছে এই ব্যাপারে আলোচনা করতে, কিন্তু এটা ত দীর্ঘ দিনের ব্যাপার এবং দীর্ঘদিন ধরে তিনি এটা বলে আসছেন কেন্দ্র করবে। আমরা বলতে চাই কেন্দ্র যদি করে তাহলে আপনারা রয়েছেন কেন? কেন্দ্রের যা করার তা ত কেন্দ্র করছে। কিন্তু মূল দায়িত্ব ত আপনাদের। কিন্তু আপনাদের দায়িত্ব আপনারা পালন করতে অক্ষম। কাজেই এই মন্ত্রীসভার প্রতি আমাদের বিশ্বাস নাই।

মিঃ স্পীকারঃ— আমি এখন বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার, শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ও শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার কর্তৃক যুগ্মভাবে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব ভোটে দিচ্ছি। (ভোটে অনাস্থা প্রস্তাবটি বাতিল হল।)

এই সভা আগামী ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৮৬ ইং বেলা ১১ টা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted

Question. No : 28 (STARRED).

Name of Member : Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state.

১। রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন চা-বাগানগুলির অবিকৃত জমির মালিকানা এখন পর্য্যন্ত সমবায়

সমিতিগুলি পেয়েছেন কি না ;

২। ইহা কি সত্য যে লোধুয়া চা বাগানের জমির মালিকানা এখনও সমিতি পায় নাই ;

৩। ইহা কি সত্য যে উক্ত জমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত ব্যপারে হাইকোর্টে একটি মামলা চলছে।

৪। সত্য হলে সরকার শ্রমিকদের পক্ষে এই মামলা পরিচালনার জন্য কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

উত্তর

১। রাজ্যের দুটি সমবায় চা বাগানের জমির মালিকানা হস্তান্তরিত হয়েছে ;

২। হাঁা ;

৩। হ্যাঁ;

৪। সরকার মামলা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং মামলা ত্বরান্বিত করার জন্য কোর্টে দরখাস্ত দাখিল করেছেন।

Admitted Starred Question No—39

Name of M.L.A. :— Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D be pleased to state :—

প্রশ্ন :— ১। ধর্মনগর মহকুমার বড়গুল এস, বি,স্কুল হইতে ফুলবাড়ী বড় মসজীদ ভায়া জালাইবাড়ী জে, বি, স্কুল পর্যন্ত রাস্তাটির সংস্কারের দায়িত্ব বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে পূর্ত্ত-দপ্তর কর্ত্তৃক গ্রহণ করা হবে কিনা ?

উত্তর :— ১। পূর্ত্তদপ্তর কর্ত্তৃক এই রাস্তা গ্রহণ করার কোন সিদ্ধান্ত এখনও গ্রহণ করা হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO (44)

Name of the M.L.A. :— শ্রী ফৈজুর রহমম।

Will the Minister Incharge of Animal Husbandry Department be pleased to state—

QUESTION	প্রশ্ন

১। পানিসাগর ব্লকের ইছা ইলালছড় পশুচিকিৎসালয় কেন্দ্রটির গৃহ নির্মান এবং মহেষপুর বাজারে, জালাইবাড়ী বাজারে, কালাছড়া বাজারে পশু চিকিৎসালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা

সরকারের আছে কি না ?

২। না থাকিলে তার কারণ ?

ANSWER : উত্তর MINISTER INCHARGE SHRI SAMAR CHOUDHURI

১ নং এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তর :—

ইচা ইলালছড়া ভেটেবিনারী ফাস্ট এইড সেটারের গৃহটি আগুনে ভস্মীভূত হওয়ার পর তা ভাড়া বাড়ীতে আছে। অন্যান্য উল্লিখিত গ্রামগুলিতে বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই। নিকটবর্তী স্থানে চিকিৎসা কেন্দ্র থাকায় অগ্রাধিকার বিবেচনা করা যায় নাই।

Name of Member : Sri Nagendra Jamatia

Admitted Starred Question No. : 55

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। অম্পি এলাকার একজন ছড়া এন, আই, স্কীমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে কি না, এবং

২। না করা হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, অম্পি এলাকার একজন ছড়া এন, আই, স্কীমে অর্থাৎ পাম্প হাউসে ১৯৮৬ ইং সনের আগষ্ট মাসে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে।

২। উপরের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTIONS NO. : 65.

Name of M.L.A. : Sri Monoranjan Mazumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

(ক) প্রশ্ন : বিলোনীয়া শহর সংলগ্ন মুহুরী নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি না, —

(ক) উত্তর : হ্যাঁ।

(খ) প্রশ্ন : নেওয়া হয়ে থাকলে কবে নাগাদ এই সেতুটি নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(খ) উত্তর : কাজটি ইতি মধ্যেই শুরু হয়েছে এবং মার্চ, ১৯৮৯ এর মধ্যে শেষ হইবে

বলিযা আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.: 68

Name of M.L.A.: Sri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be please to state:

প্রশ্ন ঃ ১। উত্তর ত্রিপুরা দামছড়ায় লঙ্গাই নদীর উপর পাকা ব্রীজ নির্মাণের কাজ কবে পর্য্যন্ত শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর ঃ ১। উক্ত কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০/১২/৮৬। দরপত্র গৃহীত হওয়ার আগে ঐ কাজ কবে শুরু হবে বলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ঃ ২। উক্ত ব্রীজ নির্মাণ বাবদ মোট কত টাকা ব্যয় হবে?

উত্তর ঃ ২। উক্ত কাজের জন্য ৬৬, ৪৭, ১০০.০০ টাকার এষ্টিমেট মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 69 (৬৯)

Name of the M.L.A. :— শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

Will the Minister In-charge of Animal Husbandry Deptt. be pleased to state.

QUESTION	প্রশ্ন

১) ধর্মনগর বিভাগের কোন কোন গ্রামে ভেটেনারী সেন্টার রয়েছে।

২) ধর্মনগরের উরাংবস্তী (দক্ষিন পদ্মবিল) এবং চাঁনপুরে (বিলথৈ গ্রামে) ভেটেনারী সেন্টার স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

ANSWER : উত্তর Minister In-charge SHRI SAMAR CHOUDHURY

১। ধমনগর বিভাগের নিম্নোক্ত গ্রামগুলিতে ভেটেনারী সেন্টার রয়েছে—

(ক) ভেটেনারী হাসপাতাল— ধর্মগনর

(খ) ভেটেনারী ডিস্পেন্সারী— দশদা, পানিসাগর, কাঞ্চনপুর।

(গ) ভেটেনারী ফার্ষ্ট এইড সেন্টার— ইচ্চা ইলালছড়া, তিলথৈ, পদ্মবিল, দেওযানপাশা, কামেশ্বর, রাজনগর, কৃত্তিবাজার,

দামছড়া, মাড়মারা, খেদাছড়া, লালবুড়ি, ভাংমুন, দক্ষিন পদ্মবিল, কাড়াইছড়া, এবং জয়শ্রী।

(ঘ) ভেটেনারী ষ্টকম্যান সাব-সেন্টার— ব্রজেন্দ্রনগর, বাগপাশা, উপ্তাখালি, জলেবাসা, হাপলংছড়া, রাঘনা, কদমতলা, প্রেমতলা, চান্দপুর, পেচারথল, আনন্দবাজার, শান্তি-পুর, সাতনালা, এবং ধনীছড়া।

(ঙ) আরটিফিসিয়্যাল ইনসেমিনেশন সেন্টার— ধর্মনগর।

(চ) ডিষ্টিক্ট পোলট্রি ফার্ম— পানিসাগর এবং নবীনছড়া পিগারী ইউনিট।

২) ধর্মনগরের উরাংবস্তী (দক্ষিন পদ্মবিল)-এ একটি ভেটেনারী ফার্ষ্ট এইড সেন্টার চালু রয়েছে। চান্দপুর (বিলথৈগ্রাম)-এ কোন সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা আপাতত নাই।

Admitted Starred Question No.—71

Name of M.L.A. Sri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন :— ১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত লাটিয়াছড়া গাঁও সভার অধীনে ফকিরমুড়া হইতে গোলাঘাটি যাওয়ার রাস্তায় মঙ্গাইপাড়ার সম্মুখস্থ লাটিয়াছড়া ও চিকনছড়ার সংগমস্থলের নিকটে সেতু নির্ম্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর :— ১। হ্যাঁ।

প্রশ্ন :— ২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত তথায় সেতু নির্ম্মানের কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর :— ২। চিকনছড়া পর্য্যন্ত রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হলে তথায় সেতু নির্ম্মাণের কাজ হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 72

Name of Member :— SRI BUDDHA DEB BARMA, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Agriculture Department be please to State--

১। টাকারজলা জম্পুইজলা সাব-ব্লক অন্তর্গত গাবদি গাঁওসভার অধীনে গাবর্দি বাজারে এবং বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত গোলাঘাটি গাঁওসভার শিক্ষিত বেকারদের জন্য গোলাঘাটি বাজারে দোকানের জন্য ষ্টল নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি না থাকে তার কারণ ?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURY)

১। উল্লেখিত বাজারগুলিতে স্বতন্ত্র ভাবে বেকারদের জন্য ষ্টল করার পরিকল্পনা নাই।

২। কৃষি বিভাগ শুধুমাত্র উৎপাদক বিক্রেতাদের সুবিধার্থে বাজারে শেড্ ঘর, গুদাম, স্টল ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ করিয়া থাকে। উৎপাদক বিক্রেতাদের মধ্যে বেকারদের অন্তর্ভূক্তির কোন বাঁধা নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. : 87

Name of Member : Sri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to State :

১। সরকার কি অবগত আছেন বর্তমানে মেলাঘর বাজারটিতে ব্যবসায়ীরা ঘরের অভাবে অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

২। অবগত থাকিলে উপরোক্ত বাজারটিকে আরো সম্প্রসারণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩। থাকিলে কবে নাগাদ ঐ কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

৪। নলছড় বাজারে একটি নিউ মার্কেট তৈরী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

ANSWER
MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE
(SRI BADAL CHOUDHURY)

১। অবগত আছেন।

২। হ্যাঁ, আছে।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরিত প্রস্তাবটির অনুমোদন ও কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলেই উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

৪। বর্তমানে পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 90

Name of Member :— Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে চৌমুহনী গাঁওসভা, কেমতলী গাঁওসভা ও লক্ষীডেফাতে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও তথায় জনসাধারনের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে না,

২। সত্য হলে উক্ত ব্যাপারে সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কি না?

উত্তর

১। না, চৌমুহনী গাঁওসভা, কেমতলী গাঁওসভা ও লক্ষণডেফাতে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আবেদনক্রমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে।

২। উপরের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 92

Name of M.L.A. .—Sri Monoranjan Mazumder.

Will the Hon'bie Minister-in-charge of the Public works Department be pleased to state :-

১। প্রশ্ন ঃ— নলছড় বিধানসভার অন্তর্গত বটতলি থেকে ফুল ভনারায়ণ হয়ে যে রাস্তাটি তক্মা পাড়া পর্যন্ত গিয়েছে সে রাস্তাটির কাজ আরম্ভ করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর ঃ— হ্যাঁ, রাস্তাটি উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

Name of Member :— Shri Jawhar Saha
Admitted Starred Question No. 94.
Will the Hon'ble Minister-in-charge
Power Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কতজন মাধ্যমিক বা তদূর্ধ পাশ করা লোক দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যুৎ বিভাগে খালাসী পদে কাজে নিয়োজিত আছেন।

২। কোন কোন নিয়মনীতির ভিত্তিতে উক্ত খালাসীদের যোগ্যতা অনুযায়ী করনিক বা সমতুল্য পদে নিয়োজিত করা হয়ে থাকে,

৩। ১৯৭৯ সালে কতজন মাধ্যমিক বা তদূর্ধ পাশ করা খালাসীকে কোন কোন নিয়মনীতির ভিত্তিতে করণিক বা সমতুল্য পদে নিয়োগ করা হয়েছিল ?

৪। বিদ্যুৎ দপ্তরে শূন্য পদ থাকা সত্বেও ঐ সকল খালাসীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করণিক ও অন্যান্য শূন্য পদে নিয়োজিত না করার কারণ ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন।

৪। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. – 113

Name of Member : Shri Taranimohan Sinha

Will the Hon'ble Minister In-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

১ নং প্রশ্ন ঃ— ত্রিপুরা রাজ্যে এ পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগে কত হেক্টর জমিতে নারিকেল চাষ করা হয়েছে, তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

২ নং প্রশ্ন ঃ— নারিকেল চাষ সম্প্রসারণ করার জন্য আগামী আর্থিক বৎসরে আরো কত হেক্টর জমিতে নারিকেল চাষ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Answer

Minister In-chaage of Agriculture
(Sri Badal Choudhuri)

১ নং উঃ— ত্রিপুরা রাজ্যে এ পর্যান্ত সরকারী উদ্যোগে যে পরিমাণ জমিতে নারিকেল চাষ করা হয়েছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এইরূপ—

বিভাগ	জমির পরিমাণ (হেক্টরে)
ধর্মনগর	৫·৮০
কৈলাশহর	৪·৪৫
কমলপুর	০·১০
খোয়াই	২৫·২০
সদর	৫০·৪২
সোনামুড়া	২·১৫
উদয়পুর	১·৮৫
বিলোনীয়া	১০৮·২৮
সাব্রুম	০·৭৪
অমরপুর	২২·৫০
	মোট ঃ— ২২১·৪৯ হেক্টর।

২ নং উঃ -- আগামী আর্থিক বৎসরে সরকারী উদ্যোগে আরো ২০০ হেক্টার জমিতে নারিকেল চাষ সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No—116

Name of member :—Sri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be please to state :—

১। ইহা কি সত্য ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিটি গাঁও পঞ্চায়েতে একটি করে ভি, এল, ডব্লিউ সেন্টার

খোলার সিদ্ধান্ত বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছেন ;

২। যদি সত্য হয় তবে উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য দপ্তরের পক্ষ থেকে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে ;

৩। কমলপুর ব্লকে বর্তমান আর্থিক বৎসরে কয়টি ভি, এল, ডব্লিউ সেন্টার খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে এবং তাহা কবে পর্য্যন্ত খোলা সম্ভব হবে ?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURI)

১। হ্যাঁ

Yes

২। প্রয়োজনীয় সংখ্যক V. L. W. এরপোষ্ট সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং তাহাদের নিয়োগ এবং প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

৩। নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ শেষ হইলেই ২টি V. L. W. কেন্দ্র খোলা হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 138

Name of M.L.A. :--Sri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be please to state—

প্রশ্ন :— ১। অমরপুরের চেলাগাং মুখ থেকে উত্তর চেলাগাং এর বাঙ্গালী সমতল পাড়া পর্য্যন্ত রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের উপযোগী করে তোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

উত্তর :— ১। হ্যাঁ।

প্রশ্ন :— ২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তাটির গাড়ী চলাচলের উপযোগী করে তোলা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর :— ২। ১৯৮৭-৮৮ ইং সনের মধ্যে গাড়ী চলাচলের উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রশ্ন :— ৩। ইহা কি সত্য অমরপুর নূতন বাজার রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে গাড়ী চলাচলের অনুপযোগী অবস্থায় পড়ে আছে ?

উত্তর :— ৩। উক্ত রাস্তা কখনও গাড়ী চলাচলের অনুপযোগী হয় নাই। তবে সংস্কারের প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন :— ৪। কবে নাগাদ এই রাস্তাটি সংস্কার করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর :— ৪। রাস্তাটির সংস্কারের কাজ চলিতেছে।

(Questions & Answers)

ADMITTED STARRED QUESTION NO. : 140

Name of member :-- Sri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to state--

১। উদয়পুর মুড়াপারা বাজার, ধ্বজনগর Industrial Estate বাজার, গর্জনমুড়া বাজার আমতলী প্রভৃতি বাজারগুলিতে শেড্ নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। জামজুরি বাজার extension করার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

৩। থাকিলে কবে নাগাদ-এ প্রস্তাব কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURY)

১। এই রকম কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নাই ।

২। আপাততঃ নাই ।

৩। প্রশ্ন উঠে না ।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 149

Name of Member :— Sri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Science, Technology and Environment Department be pleased to state –

প্রশ্ন ঃ ১। সরকার অবগত আছেন কি রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে বড় বড় দিঘী এবং পুষ্করিণীর জল, গাড়ীর ডিজেল, পুড়া মবিল—গাড়ী ধোয়ার ফলে, অবাধ ব্যবহারের ফলে দূষিত হয়ে পড়েছে।

উত্তর ঃ হঁ্যা

২। অবগত থাকিলে এর প্রতিকারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

জল দূষণ রোধে সরকার আগরতলা পৌরসভা ও নোটিফাইড এরিয়া কমিটি কর্তৃপক্ষের সহায়তায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করেছেন।

ক) বড় বড় দীঘি ও পুষ্করিণীর চারিদিকে কাঁটা তারের বেড়া দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ও বৃক্ষ রোপণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

খ) বিজ্ঞানের মাধ্যমে জনসাধারণকে জল দূষণ সম্বন্ধে সচেতন করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 165

Name of M.L.A. . Sri Samir Deb Sarker

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to State.

(ক) **প্রশ্ন ঃ**-- খোয়াই শহরের মহারাজগঞ্জ বাজার (খোয়াই নদীর বাঁধ) থেকে সিঙ্গিছড়া ভায়া পূর্ণিমা এস, বি, স্কুল পর্যন্ত রাস্তাটি বর্তমান আর্থিক বৎসরে উন্নয়ণ করার কথা সরকার বিবেচনা করবেন কিনা, এবং

(ক) **উত্তর ঃ**—এরূপ একটি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

(খ) **প্রশ্ন ঃ**— করলে কবে নাগাদ উহার কাজ শুরু করা যাবে ?

(খ) **উত্তর ঃ**— প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে আগামী ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বর্ষে কাজটি হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 173

Name of M.L.A. : Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to State :

১। (ক) **প্রশ্ন ঃ** ইহা কি সত্য যে, খোয়াই মহকুমার সুভাষ পার্ক বাজারে সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে জে, এ, বি, ক্লাব পর্যন্ত পাকা নালা করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন ?

১। (ক) **উত্তর ঃ** হঁ্যা।

(খ) প্রশ্ন ঃ— সত্য হলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

(খ) উত্তর ঃ— কাজের অনুমোদন পাওয়ার পর বর্তমান আর্থিক বর্ষের শেষ ভাগে কাজটি শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 130

Name of Member : Sri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বগাফা ব্লক অন্তর্গত নারাইফাং, মনাইথর, বাইখোরা বাজার সংলগ্ন মগপাড়ায়, দেবীপুর, দুর্পা, তুইরুমা প্রভৃতি ট্রাইবেল গ্রামে বর্তমান আর্থিক বছরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। (ক) নারাইফাং একটি সেন্সাসভুক্ত গ্রাম এবং বৈদ্যুতিকৃত।

(খ) দেবীপুর একটি সেন্সাসভুক্ত গ্রাম এবং বৈদ্যুতিকৃত।

(গ) বাইখোরা বাজার সংলগ্ন (মগপাড়ায়) কথা বলা হইয়াছে সেখানে নিম্নলিখিত সেন্সাসভুক্ত গ্রামগুলি বৈদ্যুতিকৃত।

(১) মগপাড়া।
(২) কংগিয়ামগপাড়া।
(৩) ওয়াং মগপাড়া।
(৪) কুশারঘাট।
(৫) ওগা মগপাড়া।

এছাড়া মনাইথর, দুর্পা ও তুইকমা নামে যে সকল গ্রামের উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি সেন্সাসভুক্ত গ্রাম নয়। ফলে এগুলি সম্প্রসারণ কার্য্যের আওতাভুক্ত।

Admitted Starred Question No.—194

Name of M.L.A. : Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১। প্রশ্ন ঃ— খোয়াই বিভাগের দুর্গম অঞ্চল বলে পরিচিত মহারাণীপুর, ঘিলাতলী, দুর্গাপুর, শান্তিনগর, প্রমোদনগর, পূর্ব্বরাজনগর, চাম্পাহাওর এলাকার রাস্তাগুলি কবে পর্য্যন্ত যানবাহন চলাচলের উপযোগী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

১। উত্তর :— মহারাণীপুর, ঘিলাতলী, প্রমোদনগর, পূর্ব্বরাজনগর, চাম্পাহাওর এই অঞ্চলগুলিকে বিভিন্ন সলিং করা রাস্তার মাধ্যমে প্রধান সড়কগুলির সাথে যথা— তেলিয়ামুড়া-খোয়াই রাস্তা ও আসাম-আগরতলা রাস্তার সহিত যুক্ত করা হয়েছে। দুর্গাপুর, শান্তিনগর অঞ্চলগুলিকেও ইট সলিং করা রাস্তার দ্বারা যুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No.—200

Name of M. L. A. Sri Kali Kumar Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P.W.D. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া খোয়াই রোড এর চাকিতাবাড়ী (লালটিলা, হইতে মান্দাইবাজার পর্য্যন্ত (ভায়া বিধু মাষ্টার পাড়া) রাস্তা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

উত্তর

১। আপাততঃ উক্ত রাস্তাটি হাতে নেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই।

প্রশ্ন

২। যদি থাকে কবে নাগাদ উহা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়,

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION No —205

Name of MLA :— Sri Rasik Lal Roy,

Will the Hon'ble Minister-in charge of the public works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার বেজীমারা থেকে উরমাই ও বেজীমারা থেকে গরুরবান্দ এই রাস্তা দুইটির নির্মান কার্য্য কবে নাগাদ শেষ করা সম্ভব হবে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে উপরোক্ত রাস্তা দুইটির নির্মান কার্য্য শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION No.—206

Name of MLA :— Sri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the public works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ক) ইন্দুরিয়া থেকে পচারমারঘাট ভায়া বড়পাথারী রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে পূর্ত্তদপ্তরকে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। ক) ইন্দুরিয়া থেকে পচারমারঘাট রাস্তাটি পূর্ত্তবিভাগের আওতাধীন নহে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে পূর্ত্তদপ্তরকে এই রাস্তা অথবা এই রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরের কোন প্রস্তাব নাই। তবে এই রাস্তার উপর ৫টি S.P.T. bridge এবং কিছু Spun Pipe Culvert তৈরী করার দায়িত্ব পূর্ত্তদপ্তরকে দেওয়া হয়েছিল।

Admitted Starred Question No.—197

Name of member :— Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর ব্লকের অন্তর্গত সাতনালা, বড়হল্লা, লক্ষিপুর, দশদা, রবিদাস কারবারি প্রভৃতি গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। থাকিলে কবে নাগাদ উপরোক্ত গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ক) কাঞ্চনপুর ব্লকের অন্তর্গত সাতনালা গ্রামটি ১৯৮১ ইং সনে বৈদ্যুতিকৃত।

খ) "বড়হল্লা" নামে কোন গ্রামের উল্লেখ নেই তবে "বড়হলদি" নামে একটি কোড্ ভুক্ত গ্রাম আছে। ঐ গ্রামটিও ১৯৮১ ইং সনে বৈদ্যুতিকৃত।

গ) "লক্ষিপুর" গ্রামটি ১৯৮২ ইং সনে বৈদ্যুতিকৃত।

ঘ) "দশদা" নামে কোন সেন্সাসভুক্ত গ্রাম নেই, ফলে ইহা সম্প্রসারন কার্য্যের আওতাভুক্ত। "দশদা বাজার নামে একটি সেন্সাসভুক্ত গ্রাম আছে এবং উহা বৈদ্যুতিকৃত।

৬) রবিদাস করিবারি পাড়া (কোড নং ৩৩৬) গ্রামটি বৈদ্যুতিকরনের জন্য এ বৎসরের কর্মসূচীতে গৃহীত হয়েছে।

২। উপরের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No.—198

Name of the MLA :— শ্রীকালি কুমার দেববর্মা।

Will the Minister incharge of Animal Husbandry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত তুঙ্কি বাজারে অবস্থিত গো-প্রজনন কেন্দ্রটিতে ডাক্তার নাই এবং তথায় প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রের অভাব বিদ্যমান,

২। সত্য হলে তার কারণ ?

ANSWER

MINISTER INCHARGE SHRI SAMAR CHOUDHURY

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর :—

তুঙ্কিবাজারে প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মী অন্যত্র বদলী হওয়ায় মোহরছড়া কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মী সাময়িকভাবে তুঙ্কিবাজার কেন্দ্রের দায়িত্বে আছে এবং সে সপ্তাহে দুই দিন ঐ কেন্দ্রে চিকিৎসাদি করে থাকে। শীঘ্রই ষ্টক সুপারভাইজার ঐ কেন্দ্রে পোষ্টিং হবেন।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

প্রশ্ন

খ) যদি দেওয়া হয়ে থাকে উক্ত রাস্তার কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে, এবং—

উত্তর

খ) পাঁচটি ব্রীজের মধ্যে চারটির কাজ শেষ হয়েছে এবং ৫ম ব্রীজটির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন

গ) যদি না হয়ে থাকে তার কারন ?

উত্তর

গ) ১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION No.—225

Name of MLA :— Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the public works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত মোহনপুরে একটি ডাক বাংলো নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের নিকট আছে কিনা,

উত্তর

১। পূর্তদপ্তরের হাতে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

প্রশ্ন

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ আশা করা যায়, এবং—

উত্তর

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন

৩। যদি না থাকে তবে তাহার কারন ?

৩। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION No.—227

Name of Member :— Shir Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত বিজয়নগর গাঁও সভার উত্তর বিজয়নগরে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ আশা করা যায় ? এবং

৩। যদি না থাকে তবে তাহার কারন ?

উত্তর

১। উত্তর বিজয়নগরে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারনের জন্য আপাততঃ কোন প্রস্তাব নেই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

৩। সম্প্রসারন খাতে কোন বরাদ্দ না থাকায় সম্প্রসারনের কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ADMITTED STARRED QUESTION No.—236

Name of MLA :— Sri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ময়ূরমুখ থেকে পাইথলা হয়ে বীরচন্দ্র রাস্তাটির কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে এবং

১। রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ১৪·২০ কি, মি, তন্মধ্যে সম্পূর্ণ রাস্তা সোলিং করা হয়েছে, ১২·২০ কি. মি, মেটালিং এবং ৮·২০ কি, মি, Surface Painting করা হয়েছে।

প্রশ্ন

২। উক্ত রাস্তাটি কবে পর্য্যন্ত গাড়ী চলাচলের উপযোগী হবে বলে আশা করা যায় ?

২। ১৯৮৭ ইং সনের জুলাই মাসের মধ্যে ঐ রাস্তাটি সবরকম গাড়ী চলাচলের উপযোগী হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No.—241

Name of the MLA :— শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

Will the Minister-in-charge of Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট কয়টি Stockman Centre খোলার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন,

২। ইহা কি সত্য যে কমলপুর ব্লকে ১৯৮৫ ৮৬ ইং সনের মঞ্জুরীকৃত Stockman Centre গুলো অদ্যাবধি খোলা হয় নি,

৩। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ ?

ANSWER

MINISTER INCHARGE SHRI SAMAR CHOUDHURY

১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ)টি Vety. First Aid Centre খোলার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

২ এবং ৩ প্রশ্নের উত্তর—

১৯৮৫-৮৬ বৎসরে রাজ্যে কোন নূতন First Aid Centre—খোলা হয় নাই। Stockman training programme শেষ হলেই নূতন Vety. First Aid Centre—খোলার সময় কমলপুর ব্লক এলাকাকেও বিবেচনায় আনা হবে। পূর্ব্বের মঞ্জুরীকৃত সকল স্থানেই Vety. First Aid Centre চালু আছে।

Admitted Starred Question No.—249

Name of MLA :— Sri Gopal Ch. Das,

Will the Minister in charge of the public works Department be pleased to state :—

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

প্রশ্ন

খ) যদি দেওয়া হয়ে থাকে উক্ত রাস্তার কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে, এবং—

উত্তর

খ) পাঁচটি ব্রীজের মধ্যে চারটির কাজ শেষ হয়েছে এবং ৫ম ব্রীজটির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন

গ) যদি না হয়ে থাকে তার কারন ?

উত্তর

গ) ১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION No.—225

Name of MLA :— Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the public works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত মোহনপুরে একটি ডাক বাংলো নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের নিকট আছে কিনা,

উত্তর

১। পূর্ত্তদপ্তরের হাতে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

প্রশ্ন

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ আশা করা যায়, এবং—

উত্তর

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন

৩। যদি না থাকে তবে তাহার কারন ?

উত্তর

৩। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION No.—227

Name of Member :— Shir Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত বিজয়নগর গাঁও সভার উত্তর বিজয়নগরে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ আশা করা যায় ? এবং

৩। যদি না থাকে তবে তাহার কারন ?

উত্তর

১। উত্তর বিজয়নগরে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারনের জন্য আপাততঃ কোন প্রস্তাব নেই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

৩। সম্প্রসারন খাতে কোন বরাদ্দ না থাকায় সম্প্রসারনের কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ADMITTED STARRED QUESTION No.—236

Name of MLA :— Sri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ময়ূরমুখ থেকে পাইথলা হয়ে বীরচন্দ্র রাস্তাটির কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে এবং

উত্তর

১। রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ১৪'২০ কি, মি, তন্মধ্যে সম্পূর্ণ রাস্তা সোলিং করা হয়েছে, ১২'২০ কি, মি, মেটালিং এবং ৮'২০ কি, মি, Surface Painting করা হয়েছে।

প্রশ্ন

২। উক্ত রাস্তাটি কবে পর্য্যন্ত গাড়ী চলাচলের উপযোগী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

২। ১৯৮৭ ইং সনের জুলাই মাসের মধ্যে ঐ রাস্তাটি সবরকম গাড়ী চলাচলের উপযোগী হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No.—241

Name of the MLA :— শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

Will the Minister-in-charge of Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট কয়টি Stockman Centre খোলার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন,

২। ইহা কি সত্য যে কমলপুর ব্লকে ১৯৮৫ ৮৬ ইং সনের মঞ্জুরীকৃত Stockman Centre গুলো অদ্যাবধি খোলা হয় নি,

৩। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ ?

ANSWER

MINISTER INCHARGE SHRI SAMAR CHOUDHURY

১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ)টি Vety. First Aid Centre খোলার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

২ এবং ৩ প্রশ্নের উত্তর—

১৯৮৫-৮৬ বৎসরে রাজ্যে কোন নূতন First Aid Centre—খোলা হয় নাই। Stockman training programme শেষ হলেই নূতন Vety. First Aid Centre—খোলার সময় কমলপুর ব্লক এলাকাকেও বিবেচনায় আনা হবে। পূর্ব্বের মঞ্জুরীকৃত সকল স্থানেই Vety. First Aid Centre চালু আছে।

Admitted Starred Question No.—249

Name of MLA :— Sri Gopal Ch. Das,

Will the Minister in charge of the public works Department be pleased to state :—

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

প্রশ্ন

১। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উদয়পুর সদর মোকামঘাটে একটি ঝুলন্ত ব্রীজ নির্মান করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করবেন কিনা, এবং

২। অনুরূপভাবে গোমতী নদীর উপর গকুলপুর ঘাটে কিল্লা রোডের সংগে সরাসরি যোগাযোগের জন্য একটি ব্রীজ বা ঝুলন্ত ব্রীজ নির্মানের ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

উত্তর

২। আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

১। আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted Starred Question No.—252

Name of Member :— Sri Diba Chandra Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

QUESTION

১। ত্রিপুরার আমবাসা বাজারে মার্কেট শেড্ তৈরী করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ;

২। যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা কার্যকারী হবে বলে আশা করা যায় এবং

৩। কোন পরিকল্পনা না থাকিলে তাহার কারণ ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHAGE OF AGRICULTURE

(SRI BADAL CHOUDHURY)

১। হ্যাঁ আছে।

২। প্রয়োজনীয় প্রজেক্ট রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় অনুমোদন ও আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেলে শেড্ তৈরীর কাজ শুরু করা যাইতে পারে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION No.—253

Name of Member :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

QUESTION

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী পাওয়ার টিলার ভাড়া কেন্দ্রের সংখ্যা কত এবং এ সকল কেন্দ্রে মোট কতটি পাওয়ার টিলার আছে ;

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে আরো কতটি এরূপ কেন্দ্র খোলার কথা সরকার বিবেচনা করছেন এবং

৩। খোয়াই ব্লক-র চেবরী কৃষি সেক্টর অন্তর্গত সোনাতোলা গ্রামে কোন পাওয়ার টিলার ভাড়া কেন্দ্র খোলা হবে কিনা ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE

(SRI BADAL CHOUDHURY)

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

১। ত্রিপুরা রাজ্যে পাওয়ার টিলার ভাড়া কেন্দ্রের সংখ্যা ৩১টি ও পাওয়ার টিলারের সংখ্যা ১১৪টি।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ৯টি পাওয়ার টিলার ভাড়া কেন্দ্র খোলার লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য হইয়াছে।

৩। হবে।

ADMITTED STARRED QUESTION No.—261

Name of Member :— Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Penchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে এখনও অনেক গাঁও পঞ্চায়েতের অফিস ঘর তৈরী করা হয় নাই ?

খ) সত্য হইলে এইরূপ পঞ্চায়েতের সংখ্যা কত এবং তার কারণ।

উত্তর

ক) ও খ) সমস্ত গাঁও পঞ্চায়েতেই পঞ্চায়েত অফিসঘর নির্মানের জন্য দপ্তর থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। তবে প্রয়োজনীয় জায়গার অভাবে, তৈরী ঘর প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত কারনে, প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে ও নাশকতা মুলক কার্য্যজনিত কারনে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে ১৪১টি পঞ্চায়েতে কোন অফিস ঘর নাই।

প্রশ্ন

গ) উক্ত পঞ্চায়েতের অফিসঘর নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না?

উত্তর

গ) হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No.—264

Name of MLA :— Sri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। লালসিংমুড়া গাঁও সভাধীন বাথানমুড়া হতে শিখরিয়া যাওয়ার যে temporary সাঁকো আছে, সে সাঁকোটিকে কাঠের সেতু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। যদি থাকে তবে কতদিনের মধ্যে হবে বলে আশা করা যায়.

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। মার্চ, ১৯৮৭-র মধ্যে কাজটি হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION No.—267

Name of MLA :— Sri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

উত্তর

১। বিশালগড় হইতে লালসিংমুড়া পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়াছে তাহা Metalling and Carpetting-এর কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

প্রশ্ন

২। আপাততঃ এরূপ কোনও পরিকল্পনা নেই।

Admitted Starred Question No.—268.

Name of MLA :— Sri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান আথিক বৎসরে বিশালগড় বাজারের রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বের ড্রেনটির সংস্কার ও পশ্চিম পার্শে ড্রেইন নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। বিশালগড় থানার নিকটবর্ত্তী ও দক্ষিণ বাজারের (near Gramin Bank) যে সমস্ত নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল জমে থাকে তাহা নিস্কাশনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। এরূপ কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে হাতে নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। এরূপ কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে হাতে নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION No.—284

Name of MLA :— Sri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন ঃ

১। বর্তমান বৎসরে (১৯৮৬ ইং) সরকারী বাস ভবনের (govt. Quarter) জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা কত, (বিভিন্ন টাইপ-এর কোয়ার্টার-এর জন্য আলাদা আলাদা হিসাব)।

২। উক্ত আবেদনকারীদের মধ্যে এখন পর্যান্ত (২৬শে নভেম্বর ১৯৮৬) বিভিন্ন টাইপ-এর কোয়ার্টার কতজনকে বিলি করা হয়েছে, এবং—

৩। সরকারী কোয়ার্টার বিলির নিয়মনীতি কি ? (সংক্ষিপ্ত বিবরন)।

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No.—285

Name of Member :— Sri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

QUESTION

১। অমরপুর মহকুমার কলোয়া বাজার ও পঞ্চরতন বাজারের বাজার শেড তৈরী করার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত শেড্ নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE

(SRI BADAL CHOUDHURY)

১। পঞ্চরতনে আছে তবে জলেয়াতে নাই।

২। পঞ্চরতন বাজারের কাজ চলতি আর্থিক বছরে শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

ANNEXURE—"B"

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No.—5

Name of Member :— Sri Kali Kr. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৮৬ ৮৭ ইং আর্থিক বৎসরে আউস ও আমণ ফসলের সময় প্রখর খরাতে কত পরিমান জমির ফসল নষ্ট হইয়াছে (কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ঃ

২। খরার পরিপ্রেক্ষিতে আমন ফসলের চাষ অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কম হয়েছে কিনা, এবং

৩। যদি কম হয়ে থাকে কত একর জমিতে কম চাষ হয়েছে— (কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE

(SRI BADAL CHOUDHURY)

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বৎসরে আউস ফসলের সময় প্রখর খরাতে যে পরিমাণ জমির ফসল নষ্ট হইয়াছে তাহার কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

	কৃষি মহকুমার নাম—	ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ (হেক্টর হিসাবে)
১।	পানিসাগর—	৬২৫৯
২।	কাঞ্চনপুর—	২৩০০
৩।	কুমারঘাট—	৬১৭৫
৪।	ছামনু—	২৭০০
৫।	সালেমা—	৩৫৭০
৬।	খোয়াই—	২১২৭
৭।	তেলিয়ামুড়া—	৫৬১৪
৮।	জিরানিয়া—	৪৪৮০
৯।	মোহনপুর—	৪৩২৬
১০।	বিশালগড়—	২৭১১
১১।	মেলাঘর—	২৫৮৩
১২।	উদয়পুর—	৪২১২
১৩।	অমরপুর—	২০৮০
১৪।	গণ্ডাছড়া—	৪৮৬
১৫।	বগাফা—	১৮২৫
১৬।	রাজনগর—	২৩৪৫
১৭।	সাতচাঁদ—	১১৪৪
		৫৪৯৩৭

খরার পরিস্থিতিতে আমণ চাষ বিলম্বিত হয়েছিল। তবে পরবর্তী সময়ে আবহাওয়ার উন্নতিতে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION No —11

Name of Member :— Sri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayet Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১ গত ১৯৮৫-৮৬ ইং এবং ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে দূর্গাপূজার প্রাক্কালে ধূতি, শাড়ী ও পাছড়ার বিনিময়ে কাঞ্চনপুর ব্লকের কোন কোন গাঁও পঞ্চায়েতে মোট কতজন শ্রমিক কাজ করেছিল ?

২। ঐ সময়ে যারা কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে কতজন শ্রমিক কোন কোন পঞ্চায়েতে এখনও চাউল অথবা কাপড় পাননি তার হিসাব এবং

৩। এখন পর্যন্ত তা না পাওয়ার কারন ?

উত্তর

১। গত ১৯৮৫-৮৬ ইং এবং ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে দূর্গাপূজার প্রাক্কালে ধূতি, শাড়ী ও পাছড়ার বিনিময়ে যথাক্রমে ৯১৬৭ জন এবং ১০৫৬৪ জন শ্রমিক কাঞ্চনপুর ব্লকের গাঁও পঞ্চায়েত গুলিতে কাজ করিয়াছেন ।

গাঁও পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

ক্রমিক নং	গাঁও পঞ্চায়েতের নাম	১৯৮৫-৮৬ ইং সনে ধূতি, শাড়ী পাছড়ার বিনিময়ে কাজের মোট শ্রমিক	১৯৮৬ ৮৭ ইং সনে ধূতি, শাড়ী ও পাছড়ার বিনিময়ে কাজের মোট শ্রমিক সংখ্যা।
১	২	৩	৪
১।	চণ্ডীপুর	১৮৬	২০৯

১	২	৩	৪
২।	জমারায় পাড়া	১৩৮	১৬১
৩।	মনু ছৈলেংটা	১৬১	১৮৪
৪।	শান্তিপুর	১২২	১৫৫
৫।	দক্ষিণ দশদা	২৪১	২৬৪
৬।	কান্চনছড়া	১৬৭	২০১
৭।	সাবেয়াল	১৭৭	২০০
৮।	ভাংমূন	১৪৪	১৬৭
৯।	রাহুমছড়া	১৬৬	১৮৯
১০।	পশ্চিম মূনপৈ	১৯২	২১৫
১১।	কালাপানি	২১৩	৩১৭
১২।	কালাগাং	১৫১	১৭৪
১৩।	ছৈতছামা	৩৮৩	৪০৬
১৪।	শিবনগর	১৯৬	২১৯
১৫।	ডাইনছড়া	২০৯	২৩২
১৬।	নবীনছড়া	২০৫	২১৮
১৭।	উত্তর ধনীছড়া	২৭৯	৩০৭
১৮।	পেচারথল	২৯৩	৩১৬
১৯।	দামছড়া আর. এফ	১৬০	১৮৩
২০।	কাছারীছড়া	১৫৯	১৮২
২১।	গছিরামপাড়া	২২২	২৪৫
২২।	খেদাছড়া	২৭৯	৩৬০
২৩।	দামছড়া	২২৯	২৫২
২৪।	আনন্দসাগর	২৮১	৩০০
২৫।	কানচনপুর	৪৫৬	৪৭৯
২৬।	বাগাইছড়া	১৮০	২০০
২৭।	ভাণ্ডারীমা	৩৪৮	৪৫৫
২৮।	তাংসাং	১৫৬	১৭৯
২৯।	আন্ধারছড়া	২২৯	২৫২

৩০।	পশ্চিম সাতনালা	২২৬	২৪৯
৩১।	পিপলাছড়া	১৯৭	৩০৪
৩২।	দশমনিপাড়া	১৯০	২১৩
৩৩।	দক্ষিণ মাছমাড়া	১৭৪	১৯৭
৩৪।	দক্ষিণ ধনীছড়া	১১৬	১৪০
৩৫।	পূর্ব সাতনালা	২২৬	৩৩৩
৩৬।	উত্তর লালজুরী	১২৬	১৪৯
৩৭।	উত্তর দশদা	৩৩৮	৩৫৬
৩৮।	কংইছড়া	১৫৯	১৮২
৩৯।	দক্ষিণ লালজুড়ী	১৯৮	২১৬
৪০।	উজান মাছমারা	২৯৮	৩২১
৪১।	নালকাটা	২১৭	২৪০
৪২।	উত্তর মাছমারা	৪১০	৪০০
		৯১৭৬	১০৫৬৪

২। খেদাছড়া গাঁও পঞ্চায়েতে ২৪৯ জন শ্রমিক ১৯৮৫-৮৬ ইং সনের কাজের বিনিময়ে চাউল পান নাই।

৩। গাঁও পঞ্চায়েত কর্তৃক চাউলের মূল্য পুরাভাবে জমা না দেওয়ায় চাউল পাওয়া যায় নাই। জানা যায় যে পঞ্চায়েত কর্তৃক চাউলের জন্য বকেয়া টাকা জমা দেওয়ার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Un-Starred Question No.—12.

Name of MLA :— Sri Jahar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে কতটি এস. পি. টি. ব্রীজ মেরামত করা হয়েছে, (পূর্তবিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২। উক্ত সময়ের মধ্যে কতটি এস. পি. টি. ব্রীজকে একাধিকবার মেরামত করতে হয়েছে, (পূর্ত বিভাগের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

৩। ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে এস. পি. টি. ব্রীজগুলি সারাই ও মেরামত করতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে।

উত্তর

১। ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের এস পি. টি ব্রীজ মেরামতের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

	পূর্তবিভাগের নাম	১৯৮৪-১৯৮৫	১৯৮৫-৮৬
১।	সাউদার্ন ডিভিসন নং ১	১১৩	৮৫
২।	সাউদার্ন ডিভিসন নং ২	১৬৮	১৩৮
৩।	অমরপুর ডিভিসন—	৭৪	৩৬
৪।	তেলিয়ামুড়া ডিভিসন—	৯৮	৭২
৫।	আগরতলা ডিভিসন নং—১	১	১
৬।	আগরতলা ডিভিসন নং—২	৭১	৪২
৭।	আগরতলা ডিভিসন নং—৪	৩১	৪১
৮।	আমবাসা ডিভিসন—	৩০	২১
৯।	নর্দান ডিভিসন—	১৮৯	১৯৯
১০।	কুমারঘাট ডিভিসন—	৫৫	২১
১১।	কাঞ্চনপুর ডিভিসন—	৩৮	১৮

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

২। উক্ত সময়ের মধ্যে একাধিকবার ব্রীজ মেরামতের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

১।	নর্দান ডিভিসন—	২৮
২।	কুমারঘাট ডিভিসন—	২০
৩।	আমবাসা—	১৬
৪।	তেলিয়ামুড়া ডিভিসন —	১৫
৫।	আগরতলা ডিভিসন —	৪৭
৬।	অমরপুর ডিভিসন—	১১
		৯৭

৩।

		১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	মোট
				(লক্ষ হিসাবে)
১।	নর্দান ডিভিসন	২০.৫০	১১.৫	৩১.৯৫
২।	কুমারঘাট ডিভিসন	৬০.৩০	২৯ ৪৭	৮৯.৭৭
৩	আমবাসা ডিভিসন	২৮.৫০	১৪,৮৩	৪৩ ৩৩
৪।	কাঞ্চনপুর ডিভিসন	২৭.২২	১৬.০০	৪৩.২২
৫।	তেলিয়ামুড়া ডিভিসন	১৪.৮৬	১১.৯৪	২৬.৮০
৬।	আগরতলা ডিভিসন-১	০'২১	০.২৮	০.৪৯
৭।	আগরতলা ডিভিসন-২	১৬ ৬৭	১১.১৪	২৭.৮১
৮।	আগরতলা ডিভিসন-৪	১৫.৮৫	১১.৫৯	২৭.৪৪
৯।	সাউদার্ন ডিভিসন নং-১১	১৯ ৬১	১৮.৫৩	৩৮.১৪
১০।	সাউদার্ন ডিভিসন নং-২	২৭ ৯১	১৯.১৫	৪৭.০৬
১১।	অমরপুর ডিভিসন	১৮ ২৭	৭ ৩৫	২৫ ৬২

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 22

Name of MLA :— RUDRESWAR DAS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যে Foot bridge এবং এস. পি টি. ব্রীজ নির্মাণের জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে,
(ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত সেতু নির্মাণ কাজের জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে,

উত্তর

১। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে Foot bridge S P.T. bridge নির্মাণের জন্য মঞ্জুরীকৃত টাকার হিসাব ব্লক ভিত্তিক নিয়ে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	এস. পি. টি. ব্রীজ	ফুট ব্রীজ
১। বিশালগড ব্লক	৩,১০,০৫০·০০	৫,৩৪,০০০
২। জিরানিয়া "	৯ ৬৬,৬০০·০০	—
৩। মোহনপুর "	১০,০০,০০০·০০	—
৪। অমরপুর "	৪,১০,০০০·০০	৩৫,০০০·০০
৫। তেলিয়ামুড়া "	৩০,০০০·০০	—
৬। খোয়াই "	৩৫,০০০·০০	—
৭। মেলাঘর "	২০,০০০·০০	—
৮। মাতাবাড়ী "	১১.০০০·০০	—
৯। বগাফা "	১,৫০,০০০·০০	—
১০। সাতচাঁন্দ "	১১,১৪,৪৫০·০০	—
১১। ডুম্বুরনগর "	৭০,০০০·০০	—
১২ সেলেমা "	১,০০,০০০·০০	—

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

১৩।	কাঞ্চনপুর ব্লক	৬,৩০,৫৫৭·০০	২,০০·০০
১৪।	কুমারঘাট "	৪,৪২,৯১২·০০	—
১৫।	পানিসাগর "	৬,৭৮,৭৫৭·০০	—
১৬।	ছামনু "	১,০০·০০০	—

২। উক্ত সেতু নির্মাণ কাজের জন্য বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী এ্যাষ্টিমেটের ভিত্তিতে দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং সাধারনতঃ সর্বনিম্ন দরপত্রের ভিত্তিতে কাজ দেওয়া হয়

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 24

Name of MLA :— SRI TARAINI MOHAN SINHA.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের অধীনে ১৯৭৮ ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ ইং জুন মাস পর্যন্ত কত কিলোমিটার রাস্তা তৈরী করা হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২। এর মধ্যে কত কিঃ মিঃ রাস্তা সলিং করা হয়েছে এবং কত কিঃ মিঃ রাস্তা সলিং করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব), এবং—

৩। যে সব রাস্তায় সলিং করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেই রাস্তাগুলির সলিং কার্য্য কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO 29

Name of Member :— SRI SUBODH CH. DAS.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্যের বিভিন্ন কৃষি ফার্মে বর্তমানে মোট কত সংখ্যক নিয়মিত ও অনিয়মিত শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন ;

২ এর মধ্যে কাঞ্চনপুরের তৈছামা, নবীনছড়া কৃষি ফার্মে এবং পানিসাগর ব্লকের চোরাইবাড়ী ও পানিসাগর কৃষি ফার্মে নিযুক্ত নিয়মিত ও অনিয়মিত শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

৩। উক্ত চারিটি কৃষি ফার্মে নিযুক্ত অনিয়মিত শ্রমিকগণ কোন সাল থেকে কার্যে নিযুক্ত রয়েছেন (ফার্ম ভিত্তিক হিসাব) ?

ANSWER

MINSTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURY)

১। মোট ২০০ জন স্থায়ী শ্রমিক এবং ২০০ জন অস্থায়ী শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন

২। মোট ৪৯ জন স্থায়ী শ্রমিক এবং ৪৬ জন অস্থায়ী শ্রমিক।

৩। উক্ত ৪টি ফার্মে অনিয়মিত শ্রমিকগণ যে সন হইতে কাজ করিতেছেন তাহার ফার্ম ভিত্তিক নিম্নরূপ :—

ফার্মের নাম :—	অনিয়মিত শ্রমিকের সংখ্যা	যে সন হইতে কাজ করিতেছে
ক) তৈছামা কলোন্তান	৪ জন	১৯৮০ ইং
	৫ "	১৯৮১ ইং
	৬ "	১৯৮১ ইং
	১৫	

PAPERS LAID ON THE TABLE

খ) নবীনছড়া কৃষি ফার্ম	১ জন	১৯৮১ ইং
	১ "	১৯৮২ ইং
	২	

গ) পানিসাগর ফলোদ্যান	৭ জন	১৯৭৫ ইং
	৫ ,,	১৯৭৭ ,,
	৩ ,,	১৯৭৯ ,,
	২ ,,	১৯৮০ ,,
	৪ ,,	১৯৮১ ,,
	২ ,,	১৯৮২ ,,
	২৩ জন	

ঘ) চোরাইবাড়ী কৃষি ফার্ম	১ জন	১৯৬১ ইং
	১ ,,	১৯৭৭ ,,
	১ ,,	১৯৭৯ ,,
	৩ ,,	১৯৮০ ,,
	৬ জন	

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No.—48

Name of Member :— Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কোন কোন গাঁও সভায় নূতন বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারনের পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

উত্তর

১। গাঁওসভা ভিত্তিক তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়, তবে ব্লক ভিত্তিক বিশদ বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

ব্লকের নাম :—	গ্রামের সংখ্যা :—
১। মোহনপুর—	১১টি
২। জিরানীয়া—	১৬টি
৩। খোয়াই—	৯টি
৪। তেলিয়ামুড়া—	১২টি
৫। বিশালগড়—	১৯টি
৬। মেলাঘর—	৪টি
৭। মাতাবাড়ী—	১৪টি
৮। অমরপুর—	১৩টি
৯। ডম্বুরনগর—	৫টি
১০। বগাফা—	১১টি
১১। রাজনগর—	৮টি
১২। কাঞ্চনপুর—	১১টি
১৩। পানিসাগর—	১টি
১৪। কুমারঘাট—	৮টি
১৫। ছামনু—	১০টি
১৬। সালেমা—	১৩টি
	মোট ১৬৫টি.

ADMITTED UNSTARRED QUESTION No.—94

Name of Member :— Sri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট চা বাগানের সংখ্যা কত (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ;

২। তন্মধ্যে কতগুলি চা বাগান মালিক ও কতগুলি চা-বাগান শ্রমিক কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩। ইহা কি সত্য মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত ফটিকছড়া চা-বাগানের শ্রমিকরা দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের মজুরী পাইতেছেনা ;

৪। যদি সত্য হয় তাহার কারণ ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৫৪টি চা-বাগান আছে ; ব্লক ভিত্তিক হিসাব নীচে দেয়া হল ঃ—

ব্লকের নাম	চা-বাগানের সংখ্যা
ক) মোহনপুর	১৮টি
খ) বিশালগড়	৩ ,,
গ) জিরানীয়া	১ ,,
ঘ) খোয়াই	১ ,,
ঙ) তেলিয়ামুড়া	১ ,,
চ) সাতচাঁন্দ	২ ,,
ছ) রাজনগর	১ ,,
জ) কুমারঘাট	১৪ ,,
ঝ) সালেমা	৫ ,
ঞ) কাঞ্চনপুর	১ ,,
ট) পানিসাগর	[illegible] ,,
	৫৪ টি

২। ৫৪টি চা-বাগানের মধ্যে বেসরকারী মালিকাধীন—৩৭টি শ্রমিক সমবায় ভিত্তিক—৮টি এবং ত্রিপুরা চা-উন্নয়ন নিগমের পরিচালনাধীন—৯টি। ব্লক ভিত্তিক হিসাব পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল :—

পরিচালকের নাম	মোহনপুর	বিশালগড়	জিরানীয়া	খোয়াই	তেলিয়ামুড়া	সাতচান্দ	রাজনগর	কুমারঘাট	সালেমা	কাঞ্চনপুর	পানিসাগর	মোট
১। বেসরকারী মালীকাধীন	১১	২	১	—	১	—	—	১৩	২	—	৭	৩৭
২। শ্রমিক সমবায় ভিত্তিক	১	—	—	—	—	২	১	১	৩	—	—	৮
৩। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম	৬	১	—	১	—	—	—	—	—	১	—	৯
মোট :—	১৮	৩	১	১	১	২	১	১৪	৫	১	৭	৫৪

৩। রাজ্যের অন্যান্য রুগ্ন চা বাগান সহ ফটিকছড়া চা বাগান পরিচালনার নিমিত্ত এক—Ordinance বলে ত্রিপুরা সরকার অধিগ্রহণ করেন এবং গত 13/11/86 তারিখ থেকে ঐ বাগান পরিচালনার দায়িত্ব ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম এর নিকট ন্যস্ত হয়। ঐ বাগানের পূর্ব্বতন কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের মজুরী রীতিমত না দেওয়ায় সরকার কর্তৃক এর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার অন্যতম কারণ। গত 13/11/86 তারিখ থেকে উক্ত বাগানের শ্রমিকরা—নিয়মিত তাদের মজুরী পাইতেছেন।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No—50.

Name of MLA :— SRI SUBODH CHANDRA DAS.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগে নয়াগাং থেকে জলাবাসা পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য পূর্ত্তদপ্তর কোন কোন রেভেনিউ মৌজার ভূমি একোয়ারের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন ;

২। এই ব্যাপারে কয়টি মৌজার অন্তর্ভুক্ত ভূমি একোয়ার হয়েছে ; এবং

৩। কোন কোন মৌজায় এখন পর্য্যন্ত একোয়ার হয়নি।

উত্তর

১। উপরোক্ত রাস্তায় বোয়া, জলবাসা, এবং দক্ষিণ পদ্মবিল মৌজার ভূমি একোয়ারের প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছে।

২। জলাবাসা মৌজা এবং দক্ষিণ পদ্মবিল মৌজায় অন্তর্ভুক্ত ভূমির ক্ষতিপূরণ বাবত ১৪,১৪৭.৫০ এবং ৬০৪৯.০০ টাকা ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান কালেক্টার এর নিকট প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত উল্লেখিত মৌজার অন্তর্ভুক্ত কোন ভূমি সীমানা চিহ্নিত করে রেভেনিউ দপ্তর কর্তৃক পূর্ত্তদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয় নাই
বোয়া মৌজার অন্তর্ভুক্ত ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোন প্রস্তাব ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান কালেক্টার এর নিকট হইতে এখনও পাওয়া যায় নাই।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No.—52

Name of Member :— Sri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উদয়পুর মহকুমার নিম্নলিখিত জায়গায় এখনও পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করা হয় নাই,

ক) মুড়াপাড়ার শ্রীশচীন্দ্র দাসের বাড়ী থেকে জামজুরি পর্য্যন্ত,

খ) গকুলনগর বাজার থেকে ধ্বজনগর ইনডাস্ট্রিয়াল এসটেট পর্য্যন্ত,

গ) গোয়াল গাঁও থেকে ছাতারিয়া মসজিদ পর্য্যন্ত,

ঘ) শালগড়া বাজার থেকে টেপানিয়া গ্রাম পর্য্যন্ত,

ঙ) টেপানিয়া কলোনীতে,

চ) শালগড়া মুড়া অনিল রায়ের বাড়ী পর্য্যন্ত,

ছ) গর্জনমুড়া পূর্ব্ব পাড়ায়,

জ) গর্জনমুড়া বাজার থেকে নতুকলা পর্য্যন্ত,

ঝ) জামজুরি পঞ্চায়েতের গাংফিরা,

ঞ) রাজারবাগ ১নং রাস্তায়,

২। সত্য হলে তার কারন এবং কবে পর্য্যন্ত উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ক) হ্যাঁ। উল্লেখিত এলাকাটি "মুড়াপাড়া" (কোড নং ৬৯) সেন্সাসভুক্ত গ্রামের অন্তর্ভুক্ত এবং গ্রামটি বৈদ্যুতিকৃত, ফলে এইটি সম্প্রসারন কার্য্যের আওতাভুক্ত।

খ) হ্যাঁ। উল্লেখিত এলাকাটি "ধ্বজনগর" সেন্সাসভুক্ত গ্রামের অন্তর্ভুক্ত এবং গ্রামটি বৈদ্যুতিকৃত, ফলে এইটি সম্প্রসারন কার্য্যের আওতাভুক্ত।

গ) হ্যাঁ। উল্লেখিত এলাকাটি "গোলগাঁও" এবং "ছাতারিয়া" সেন্সাসভুক্ত গ্রামের অন্তর্ভুক্ত এবং উভয় গ্রামই বৈদ্যুতিকৃত, ফলে এইটি সম্প্রসারণ কার্য্যের আওতাভুক্ত।

ঘ) হ্যাঁ। উল্লেখিত এলাকাটি "শালঘড়া বাজার" (কোড নং ১৬৩) এবং "টেপানিয়া" (কোড নং—১৬১) সেন্সাসভুক্ত গ্রামের অন্তর্ভুক্ত এবং উভয় গ্রামই বৈদ্যুতিকৃত, ফলে এইটি সম্প্রসারন কার্য্যের আওতাভুক্ত।

ঙ) "টেপানিয়া কলোনী" (কোড নং ১৬১) বৈদ্যুতিকৃত।

চ) হ্যাঁ। উল্লেখিত এলাকাটি "শালঘড়া" (কোড নং ১৬২) সেন্সাসভুক্ত গ্রামের অন্তর্ভুক্ত এবং গ্রামটি বৈদ্যুতিকৃত, ফলে এইটি সম্প্রসারন কার্য্যের আওতাভুক্ত।

ছ) হ্যাঁ। উল্লেখিত এলাকাটি "গর্জনমুড়া" (কোড নং—১৬৪) সেনসাসভুক্ত গ্রামের অন্তর্ভুক্ত এবং গ্রামটি বৈদ্যুতিকৃত, ফলে এইটি সম্প্রসারন কার্য্যের আওতাভুক্ত।

জ) হ্যাঁ। উল্লেখিত এলাকাটি "গর্জনমুড়া" (কোড নং—১৬৪) সেনসাসভুক্ত গ্রামের অন্তর্ভুক্ত এবং গ্রামটি বৈদ্যুতিকৃত, ফলে এইটি সম্প্রসারন কার্য্যের আওতাভুক্ত।

ঝ) জামজুরি পঞ্চায়েতের গাংফিরা বৈদ্যুতিকৃত।

ঞ) ক) ১। উল্লেখিত এলাকাটি "রাজারবাগ" (কোড নং ৬২) সেন্সাসভুক্ত গ্রামের অন্তর্গত এবং গ্রামটি বৈদ্যুতিকৃত, ফলে এইটি সম্প্রসারন কার্য্যের আওতা-ভুক্ত।

২। সম্প্রসারন খাতে অর্থ বরাদ্দ না থাকায় নির্দিষ্ট সময়সীমা বলা সম্ভব নয়।

Admitted Un-Starred Question No.—55.

Name of Member :— Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Indusrtries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট Rice Mill এর সংখ্যা কত (নাম, স্থান সহ বিভাগ ভিত্তিক হিসাব);

২। ইহা কি সত্য যে ১৯৮৩ সালের ১লা মে হইতে ১৯৮৬ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিদ্যুৎ সংকটের দরুন মিল মালিকগণ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

৩। সত্য হইলে উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত মালিকগণকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে কি না;

৪। না দেওয়া হইলে তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কি না?

উত্তর

১, ২, ৩,৪) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No.—57

Name of Member :— Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

QUESTION

১। কৈলাসহর মহকুমার কুমারঘাট ব্লকের অন্তর্গত কোন কোন গাঁওসভায় কি পরিমাণ জমির ফসল বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE
(SRI BADAL CHOUDHURY)

উত্তর

১। বিগত বন্যায় কৈলাসহর মহকুমার কুমারঘাট ব্লকের অন্তর্গত যে সমস্ত গাঁওসভায় ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তার জমির পরিমাণ এইরূপ :—

গাঁওসভার নাম—	ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ (হেক্টরে)
১। রাঙ্গুটি—	২০০.০০
২। লাটিয়াপুর—	১০৭.৫০
৩। তিলগাঁও—	২২৩.৫০
৪। ইরাণী—	১৩৮.০০
৫। শ্রীনাথপুর—	৮৭.৫০
৬। লক্ষীপুর—	১৪০.০০
৭। ইছবপুর—	৩৯.০০

৮।	গলদরপুর—	৭ ০০
৯।	দেঁওয়াছড়া—	৩০.০০
১০।	কৈলাসহর নোটিফাইড এরিয়া—	১২ ০০
১১।	ভগবাননগর—	১২.০০
১২।	উনকোটী—	২৩ ০০
১৩।	জলাই—	১৮ ০০
১৪।	কাউলী কাওড়া—	৭০ ০০
১৫।	বিলাসপুর—	১০৫ ০০
১৬।	ফুলতলী—	৪৩.০০
১৭।	ঝাড়ুলতলী—	৫৮.০০
১৮।	ছনতৈল—	৯৬.০০
১৯।	শ্রীরামপুর—	৭৩.৫০
২০।	সমরুর পুর—	৭০.০০
২১।	দক্ষিণ উনকোটী—	২৪.০০
২২।	সোনাইমুড়ি—	৩৭ ০০
২৩।	জগন্নাথপুর—	২৪ ৫০
২৪।	কৃষ্ণনগর—	৩৭.৫০
২৫।	দুধপুর	৬৬.৫০
২৬।	কাঞ্চনবাড়ী—	১৮.০০
২৭।	ফটিকরায়—	২৭.৫০
২৮।	পূর্ব্ব রাতাছড়া—	৩১ ৫০
২৯।	গকুলনগর—	৯.০০

মোট—১৮৩১.৫০

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No.—58

Name of the Member :— Sri Monorajan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ইং সনের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্প তৈরী করার জন্য সরকার মোট কত জনকে আর্থিক অনুদান দিয়েছেন ;

২। উক্ত অনুদান প্রাপকদের মধ্যে কতজন কি কি ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলেছেন ?
(বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৮৩ ইং সনের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৬ইং সনের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত সেণ্ট্রাল ইনভেষ্টমেণ্ট সাবসিডি স্কিমে ১৯৫ জন এবং ষ্টেট প্যাকেজ স্কীমে মোট ১৯৪ জন শিল্পোদ্যোগীকে সরকার থেকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে এবং আর্থিক অনুদান যথাক্রমে ৪৮'৮৩ লক্ষ এবং ১৮'৭ লক্ষ টাকা।

২। উক্ত অনুদান প্রাপকরা যে সব শিল্প গড়ে তুলেছেন তার স্কীমওয়ারী হিসাব নীচে দেয়া হল :—

১। ছাপাখানা— ১৮টি
২। ধান ভাঙ্গার কারখানা— ৩৪ ,,
৩ বিদ্যুৎবাহী তার— ১ ,,
৪। এলুমিনিয়াম— ৯ ,,
৫। মেরামতি কারখানা— ১৪ ,,
৬ উল বোনা— ১ ,,
৭। তূলা পাঁজা— ২ ,,
৮। গ্রীল তৈরী— ৪ ,,
৯। ফল সংরক্ষণ— ১ ,,

১০। ইটভাট্টা— ২ ,,

১১। বরফ তৈরী— ৪ ,,

১২। ফটোষ্টাট— ১১ ,,

১৩। হোটেল— ১ ,,

১৪। ষ্টীলের আসবাব— ১ ,,

১৫। কাঠ চেরাই কারখানা— ২০ ,,

১৬। রাবারের জিনিষ— ৩ ,,

১৭। বিস্কুট তৈরীর কারখানা— ১৯ ,,

১৮। তৈলকল— ৫ ,,

১৯। হাঁস, মুরগী পালন কেন্দ্র— ১ ,,

২০। সিমেন্ট কারখানা— ৬ ,,

২১। গাড়ীর চাকা মেরামত— ৭ ,,

২২। হিমঘর— ২ ,,

২৩। লোহার পেরেক— ৪ ,,

২৪। মোম কারখানা— ২ ,,

২৫। নাইলনের সূতা ও দড়ি— ১ ,,

২৬। লোহা ঢালাই— ১ ,,

২৭। সিমিনিটিং— ১ ,,

২৮ প্লাইউড— ২ ,,

২৯। নার্সিংহোম— ২ ,,

৩০। টালির কারখানা— ১ ,,

৩১। পাটকল— ১ ,,

৩২। প্রসাধন দ্রব্য— ১ ,,

৩৩। ফটোর ফ্রেম— ১ ,,

৩৪। File cover— ১ ,,

৩৫। চটের থলে— ২ ,,

৩৬। চা পাতা তৈরী কারখানা— ৮ ,, ৪ ,,

৩৭। ঔষধ— ৪ ,,

১৯৫

<u>ষ্টেট প্যাকেজ স্কীম</u>

১। ষ্টীলের আসবাবপত্র এবং গ্রীল তৈরীর কারখানা— ১৩টি

২। ঔষধ তৈরীর কারখানা— ৩টি

৩।	স, মিল—	৩টি
৪।	রাইস অয়েল ও ফ্লাওয়ার মিল—	১৩টি
৫।	কাঠের আসবাব পত্র তৈরীর কারখানা—	৬টি
৬।	ইট তৈরীর কারখানা—	১২টি
৭।	ফটোষ্টেট ইউনিট—	১টি
৮।	ফ্লাই উড তৈরীর কারখানা—	২টি
৯।	আইস ক্রিম তৈরীর কারখানা—	২টি
১০।	কোল্ড ষ্টোরেজ—	১টি
১১।	স্পান পাইপ, সিমেন্ট গ্রীল ও পোল তৈরীর কারখানা—	৫টি
১২।	চা-বাগান—	৩টি
১৩।	সিট্রোনীলা তৈরী কারখানা—	১টি
১৪।	এলুমিনিয়ামের বাসন পত্র—	৪টি
১৫।	জুট মিল—	১টি
১৬।	ষ্টেনলেস ষ্টীলের বাসন পত্র—	১টি
১৭।	চর্মজাত শিল্প—	১টি
১৮।	বই বাঁধানো এবং খাতা তৈরী—	৩টি
১৯।	চটের তৈরী থলি—	১ ,,
২০।	টেইলারিং এবং পোষাক তৈরী—	২ ,,
২১।	প্লাই উড তৈরী—	২ ,,
২২	ট্রান্সফরমার তৈরী—	১ ,,

২৩।	বিদ্যুৎবাহী তার তৈরী—	১ ,,
২৪।	পলিথিন পাইপ তৈরী—	১ ,,
২৫।	পেরেক তৈরীর কারখানা—	৩ ,,
২৬।	ঢালাই লোহার সরঞ্জাম—	১ ,,
২৭।	নাইলন দড়ি তৈরী—	১ ,,
২৮।	রাবার জাত শিল্প—	২ ,,
২৯।	প্লাষ্টিক প্রোডাকটস্—	৩ ,,
৩০।	প্রসাধন এবং রাসায়নিক দ্রব্য—	৩ ,,
৩১	হস্ত শিল্প—	২ ,,
৩২।	খেলার সরঞ্জাম তৈরী—	১ ,,
৩৩।	হাঁস মুরগীর খাদ্য তৈরী—	১ ,,
৩৪।	মেরামাত কারখানা—	১৬টি
		১০৪টি

ANNEXRE—"C"

Admitted Starred Question No.—409 (Postponed)

Name of Member :— Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের লিগ্যাল এইড্ কমিটির সভা কতবার বসেছে ? (মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২। উক্ত কমিটির মাধ্যমে বর্ত্তমান আর্থিক বছরে কতজনকে মোট কত টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের লিগ্যাল এইড্ কমিটি গুলির কর্তৃক অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা মহকুমা ভিত্তিক নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

১। সদর··· ৪ বার ২। খোয়াই ·· ৩ বার ৩। সোনামুড়া ·· কোন সভা নাই। ৪। উদয়পুর ·· ঐ ৫। বিলোনীয়া ·· ঐ ৬। অমরপুর ·· ঐ ৭। সাব্রুম · ৩ বার ৮। কৈলাশহর · ২ বার ৯। ধর্মনগর ·· ২ বার ১০। কমলপুর · ৪ বার

২। ২ নং প্রশ্নোত্তর উক্ত কমিটিগুলির মাধ্যমে বর্ত্তমান আর্থিক বছরে কতজনকে মোট কত টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১। সদর ·· ··· ৭ জন অনুমোদিত	পেমেন্ট হয় নাই।
২। খোয়াই ·· ··· ২৫ জন	৯,০০০ টাকা
৩। সোনামুড়া·· ··· ··· ···নাই	নাই
৪ উদয়পুর · ··· ··· ··· নাই	নাই
৫। অমরপুর ·· ··· ··· ·· নাই	নাই
৬। বিলোনীয়া ·· ·· ··· নাই	নাই
৭। সাব্রুম ··· ··· ·· ··· নাই	নাই
৮। কৈলাশহর ·· ··· ·· নাই	নাই
৯। ধর্মনগর ··· ··· ·· ৮৮ জন	১০,০০০ টাঃ
১০। কমলপুর ··· ··· ৬৬ জন	৮,৫৫০ টাঃ

ADMITTED UNSTARRED QUESTION No.—20

Name of Member :— Sri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

১। ১৯৮০ ইং হইতে ১৯৮৫ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত ইটের ভাট্টার সংখ্যা কত ছিল (বছর ভিত্তিক হিসাব) ;

২। উক্ত সময়ে ইটের ভাট্টাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কত (ত্রিপুরা ও অন্যান্য রাজ্য হইতে আগত শ্রমিকের পৃথক পৃথক হিসাব) এবং

৩। উক্ত সময়ে সরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত প্রতিটি ইটের ভাট্টায় ইট উৎপাদনের পরিমাণ কত ছিল (বছর ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর :

১। বিগত ১৯৮০ ইং থেকে ১৯৮৫ ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত ইট ভাট্টা সমূহের বছর ভিত্তিক সংখ্যা নীচে দেয়া হল :—

বৎসর	সরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত	বে-সরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত
১৯৮০	৩ টি	৬৮ টী
১৯৮১	৮ ,,	৮২ ,,
১৯৮২	১৪ ,,	১০২ ,,
১৯৮৩	১৪ ,,	৯৬ ,,
১৯৮৪	১৫ ,,	৯৭ ,,
১৯৮৫	১৪ ,,	১০৯ ,,

২। ১৯৮০ ইং থেকে ১৯৮৫ ইং সন পর্য্যন্ত রাজ্যের ইট ভাট্টাগুলোতে ত্রিপুরা ও অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত শ্রমিকদের পৃথক পৃথক হিসেব নীচে দেয়া হল :—

স্থানীয় শ্রমিকের সংখ্যা	বহিরাগত শ্রমিকের সংখ্যা
৪০,০২২ জন	৪০,৭৫৮ জন

৩। ১৯৮০ ইং থেকে ১৯৮৫ ইং পর্য্যন্ত সরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত ইট ভাট্টা-গুলোতে উৎপাদনের ভাট্টাওয়ারী ও বছর ভিত্তিক হিসাব নীচে দেয়া হল :—

(লক্ষ হিসেবে)

ভাট্টার নাম ও সংখ্যা		উৎপাদন					
		১৯৮০	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৩	১৯৮৪	১৯৮৫
জিরানীয়া	(২টী)	৫৪	৪৪	৫৭	৪৬	২৮	১৭.৫
আধাযান্ত্রিক ইট ভাট্টা	(১ ,,)	—	—	—	—	—	৭
ইচার বিল	(২৭ ,,)	২৭	২০	২৯	২১	২২	১৩
রামচন্দ্রঘাট	(১ ,,)	—	১১	৩১	২৫	২৬	৮
ডালাক	(২ ,,)	—	২৭	৫২	৪২	২২	১৩
নপুয়া	(১ ,,)	—	১৩	২৭	—	—	—
চিনিবাগান	(১ ,,)	—	৮	১৪	১১	—	—
হরিণা	(১ ,,)	—	—	১৩	—	—	—
মোহরছড়া	(১ ,,)	—	—	১৯	২০	—	—
জয়নগর	(১ ,,)	—	—	২৩	২৩	২০	—
ময়নামা	(২ ,,)	—	—	২৮	৩৫	২৮	—
কাঞ্চনপুর	(১ ,,)	—	—	১১	১১	১৫	৭.৫
কুমারঘাট	(১ ,,)	—	—	—	—	—	১৪

ANNEXURE—"D"

GOVERNMENT OF PEOPLES' REPUBLIC
OF TRIPURA. (TNV).

To
Mr. Nripendra Chakraborty,
C.M. of India's Colonial state
of Tripura. (Agartala (W). Tripura,)

Dt. 5.11.86/

Sir,

Kha Khlaiyo simii chotwtwiyo phanu kaham tong jana. Nini (blue conspiracy) no nugwi hambai (thanks) mari Kha. TNV. ni family ni members borog rog no torture tai jailn chobma kaisa bini bisingo bari kaham lam. Chono maya ba bura thamchi bera na jaga mayaui, maireng khegnai no maya/paiya ni gundag khognai no rom kha. Sikog, robber, butcher rog ba nung ba nini family ni jotto si ble. Mwkhwi de mnnwi twi? Sag bukur slai phanw bwkha slai maya, bo swngsar ni raida si. Nwng tamo muchu, thwya sani Paithag (Indian) rog ni trwi (blood) kuluma nayna de? Ongya Andaman hapongo nini phayong ni gandar ni simalungo de ragma mwthag nai? Tripura chankh-a-tongkha, thwyna tai simalung le Kwthar Tripura hah-o nini sumsog borog ni bagwiya. Nini swila rog ni thwymung rog nay na khlai Calcutta thhangwi mokol jai khlai snamwi phay di. "Khalistan Jinddabad." "Komolpurer ui Jubokti kuthai sikhlen ei slugan"? Ke tad›r prerona disse, poth dekhasse, asroi u khaidyo disse Tripura pahar jongole ei slugan tulte? Bari de uana kha, Kwmamkha? Mr. Chakraborty nwng Hindhus ongya de? Pogwi de thhang kha, "Mohabarotho ni kok"? Sumsog gnang (night) Orjun no sumsog ni sema rina choba rwlaima hahthayo "Ama Gonga" Sagphang bacchaui cherai Bobruboh‹n no buphano hwthar na silai (arms) ysphar phayma. Komolpur ni nini kena sikla Tripura ni twi ha, buphang- uaphang, nogpar tai borom gnang bongso rog ni thwynai rog ni phla kwthar rog ni khorang tai banai bai nw srwngsama mankha. Nwng ba nogni borog de phrwng huwi kha ka? Uansogma krwi bura nini 'swngsar ni senengma sigsal lam ni ongsloya khlai tai lamma tong glak.W kok mwito narwg di.

T.N.V. rog ni samung bari belai de muktwi maya ong. maichah-uiog habya de ? Nini Gusti chihni bahrung, mai, rang rog kwbang manna ble, nog tangwi dugan riui ranguaraio rang rog thumpaiya ni bisiigo elictrinie chati-nogba rog manwng khamachahkha ble tabwswg. Bwi ni manwi no segna, khogna robbery khlay nana thhang thano bo nogphang bai romjag nai bujagnai ulta yag tisa khlai ba bwthar jag nai boba swngsar ni raida.

Nini samung tamo daide man ? Mwngsaya samung ni sema lachagwi sring khlai thong thai. Tretajug ni kokrem (history) "Ramayono" ni (actor) Ramchondron ni yar (kiching) rakhos jati ni uakebeng kena (betrayer) Bibison raja Rabono no butharna khamrena no samungo phunangwi Longka ni raja ulo (Ram ni) gulam ongwi machahkha. Tai aroni sogphay kha chini gandero Nobad shiraidulla ni senapoti Mirjafor ni sago. W beram sitra ni (germ) yong no Nripen. Dosoroth ni sag kebelo dai riphay kha. Jatini uakebeng (betrayer) rog ni omora nw nogphang (master) tongo, Master ni bohrogjekhlai phanw kok ma khnao. Hai-ya-khlai Hai ni bagwi no political kok bai bohrog no (politicalog) swila hinjago. Swi kwbwi le nogbhang ni kok narwgma ni mai-mwi tai joaro sag utharma ni bising ni kisa mwihan rog (phonsa-phonwi) rija go, Political dog rog khlay kisa achogthay kuchu o achog rijago, tai kok tatal saui berai rijago. Master ni kok t-wi kok naya khlai rwkhlai jagnai. Modernity of business bohrog ni modelling no mang snamma hai (political ni modelling) bu kwbang nugiag kha. Hai ni bagwi nw political jag jaga berat (national integration) snamna khlaina kok kabam kaham rog tatal pirla-ima nai di. Politlcal modelling hamya

khlai bohrog ni Tripurao (sorgo) mi tongmung painai.

Swngsare (Virtue) potrepot tongo, bono karwi bo mwniso ni kaisa (humanity tai humanitarian) manwi tongo. Tai bu tongo humane hnwi kaisa manwi. Nini kuchu srwngsama high education ni degree o- ronw samungo nang-kha.bwi ni hah, nog, rang segwi bwino machahya o khakwkham ni twima swklwgna. Bodla nini jati no chohni segwi tongthog-chahthog riui "Ramkrisno

poromoqoongse" ni slai si nwng ba uanjwi ni ualsa bai "God" ong kha. Tripura ni bugra rog lakh lakh ni mokol o mwgtwi riyog rima ni sema kokrem (history) nono tai nini gusti no yakar naya. Tripura ni rajakhor thwi pai salsa sujag na kok tongo. Piri piri Tripura ni kokrem (history) ni raida kepleya tabo jora.

Swngsar ni raidao ani achwi pwila nukhung khana loge loge sadu ulo beragi tai thwyna salsa (90 bisi no borog) obugohon naui (Christian) ongwi aikhlai mukmlang kha. Nohrog ni New Delhi kh-orogsa police inspector (btibery) no goseya hai phano bwi phan bai khlangma no rungte rungte bisio (bank plance) 10,000/- ten thousand ongma no high Court o salsa rang yadharwi (servica ni resignation) khlay kabuma ulo tai kubun ni jagao bono borom riui tame ni offer rikha sai de man ? Botwi nw tai khorogsa M.A. degree manjag bigra no samungo phwnangwi bini yar (kiching) (smuggler) bobai chaya lam twi saichin saichin rang ajema lamo ongkharima, ulo (Court) o thhangwi bini samung tangma no goseui, pini thanglam bina bai Magistrate borom riui kaham service no offer kikha. Tamo ni saide man ? Humanity tai integration no bukum bai berai kok kwtwi sama ongkha tatal, bono (points) tikhlai political stick snamna le nwng

Bgri rwng kha, swngsare (viture) ong kha tai kaisa political instrument. Bo la-m twi nw uanjwi rog mane bethrog Tripura no monog mani. Hai ni bagwi bwi nw (virtue) ni samung no nini b rima, bo manwi chibni are sal ha-i kwchwong ong jag. Nini seleng onukul thakur (tagore) ni samungni prophet bu chwng siu.
"Tripura te gie jongol kete chasa bad koro.
Adibasider sathe bibahobondo ne abddo koro."

Nini (conspiracy very perfect) hai ni bagwi nw nwng nini jati ni mwtai. Occupancy of Tridura ni kwnwi conspiracy tongma chwng siu. Kaisa ong kha India Delhi ni (The occupancy of Tripura conpiracy) abono conspiracy of Delhi. Tai kaisa ong kha west B-angol ni (the occupancy of Tripura conspiraey) abono conspiracy of Calcutta. Delhi ni conspirator ni leader Mr. Neheru tai Calcutta ni conspirator ni leader Mr. Juti Bose

Tripura no monog na India. kharwi Tripura hui phay tong nai British bai warrant tikhlai jag rog no samungo phwangwi, Tripura no India bai dama (hamrima) chwng sijag, Tripuris rog ŋo bwthar na instrument (India) ni ongma bai tabo nohrog ni tongthogma. Muchuma, snugsoma skal kolob jag ni nohrog humanity kumajag kha. Lachiya de bihiya bomwkhang bai bwini hah-o tongwi chono ulta samungsitra tangnai rog jati hamkrai ni samung derari nai rog hnwi saui Man ? Nini hah de kha chong ? India ni yogsama choba khlai nai rog no bahai khulum, tai chihni hah ni choba khlai nai rog no samung sitra tang nai sarag ? "Lube pap pape mritu," sai de man ? Nini bwkha ba skal humanity ni khaitor (sing) krisapha nw krmi. Kok krwi chob di chihni nog ni borog rog no nini swila (dog) rog no order (standing) riui. Tripura ni (wheel of the history) keno bu yakar naya.

Phay di sabono sabo khari. sabono sabo skomor man chobao si jar ni jar sema man nai. Chopa ni kathwma kwrag ongwi chobao malai nai kha khlaiw. Tini aswg nw. Silai bai chibai.

T. N. V long live.

Sd/ Mr. K. Koloi. (TNV)
Capital, Sinlung.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY
ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura, on the 22nd December, 1986, Monday; at 11-00 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 10 (Ten) Ministers, the Deputy Speaker and 40 Members.

QESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য গনের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগনের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে-কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিবেন। মাননীয় শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার-১

প্রশ্ন-১। অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত ডুম্বুর নগর ব্লকের ব্লকের হরিপুর, কৃষ্ণপুর ও লক্ষ্মীপুর গ্রামে গভীর নলকূপ বসিয়ে কৃষি জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর ঃ আপাততঃ নাই।

প্রশ্ন-২। যদি থাকে তবে তাহা কবে পর্য্যন্ত বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর ঃ প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসেনা।

প্রশ্ন-৩। না থাকিলে পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি না ?

উত্তর ঃ প্রাথমিক অনুসন্ধানের পরই এ সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে।

শ্রী নকুল দাস ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ডুম্বুরনগর যে ব্লক তার মধ্যে সবটাই টিলা জমি। সমতল ভূমি খুবই কম। এই তিনটি গ্রামেইযা কিছু সমতল জমি রয়েছে। কিন্তু আজপর্যন্ত এই সমতল জমিতে জল সেচের কোন ব্যবস্থা হয়নি। এই ডুম্বুরনগর ব্লক হচ্ছে সব চাইতে একটি ব্যাকওয়ার্ড ব্লক সব দিক দিয়ে এই ব্লকটি পিছিয়ে রয়েছে। কাজেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গভীর নলকূপ না করলে বা সেখানে লিফ্‌ট টিউবওয়েল এর ব্যবস্থা না করলে চলবে না। এ অবস্থায় প্রায়রিটি ভিত্তিতে সেখানে এই ধরনের জলসেচের ব্যবস্থা যাতে করা যায় তার জন্যে কোন পরিকল্পনা বা চিন্তা ভাবনা সরকার করছেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, ইতিমধ্যে তিনটি মোবাইল স্কীম আমরা রেডি করেছি। একটা লক্ষ্মীপুর গাঁওসভার অন্তর্গত কৃষ্ণপুরের জন্য তবে এটা রেডি ফর কমিশন, আমরা তিনটা রেডি করছি, একটা রইস্যাবাড়ির জন্য এবং আরেকটা গণ্ডাছড়ার জন্যে। মেসিন বসানো হয়ে গেছে। এখনে পাম্প অপারেটর রিক্রুট হয়ে গেলে সেটার কাজ চালু করে দেওয়া যাবে।

নকুল দাস ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখন এই ব্লকের অন্তর্গত নদীর জল একেবারে কমে গেছে। এই অবস্থায় এই যে মোবাইল স্কীম নেওয়া হয়েছে সেটা আদৌ কার্যকরী হবে কি না তাতে আমার ডাউট রয়েছে। সুতরাং এই স্কীমগুলি নতুনভাবে পর্যালোচনা করে করে সেখানে বোট না দিয়ে অন্ততঃ পক্ষে সেখানে কয়েকটি ডিপ টিউবওয়েল অথবা লিফ্‌ট টিউবওয়েল বসিয়ে জায়গাতে যাতে কৃষকদের সুবিধা করা যায় সেভাবে এই ডিপ টিউবওয়েল এবং লিফ্‌ট টিউব-ওয়েল যাতে জায়গাতে বসানো যায় তার জন্যে কোন চিন্তাভাবনা সরকার করছেন কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, এখন পর্যন্ত যে পলিসি তাতে আমরা মোবাইল স্কীম ঠিক করেছি। এছাড়া কোন পারমানেন্ট স্কীম কোন জায়গায় করা যায় কিনা সেটা আমরা পরিক্ষা করে দেখব।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা : মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে কৃষ্ণপুর, ফরিদপুর এই জম্পুই নগর ব্লকের এলাকাতে আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে, এই গ্রামগুলিতে ৪ টি নৌকা জলসেচের জন্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই নৌকা দ্বারা কেবলমাত্র বর্ষাকালে জল সরবরাহ করা যায়। আর বর্ষাকালে তো জলসেচের প্রয়োজন হয়না। জলসেচের প্রয়োজন এখন। আমি বার বার এই হাউসে প্রশ্ন করেছিলাম যে, আমার কনসটিটিউন্সি এলাকার মধ্যে এই গ্রামগুলিতে যাতে শুকনা সময়েও জলসেচ ব্যবস্থা করা যায় সে-জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করতে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে গ্রামগুলিতে জল সেচের কোন ব্যবস্থা হচ্ছেনা। এই এলাকা বিরোধী দলের এলাকা বলে কি এই কাজটি হচ্ছে না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী এলাকা বলে আমাদের কোন এলাকা আছে বলে আমার জানা নেই। সব জায়গায়ই সব দলের লোকেরা আছেন। পারমানেন্ট স্কীম করতে গেলে যে ইলেকট্রিক্যাল এক্সপানসন দরকার, অর্থাৎ থ্রি ফেজ লাইনছাড়া কোন ইরিগেশন চালু করা যায়না এবং সেসমস্ত অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জলাশয়ের উপরে মোবাইল স্কীম চালু করেছি। এই মোবাইল স্কীম শুধু যে এই জায়গায় চালু করা হচ্ছে তা অন্যান্য জায়গায়ও সেটা চালু করা হচ্ছে। ফরিদপুর সাইদেও আমরা সেটা চালু করছি। এটা আপাততঃ আমরা করছি পরে কোন পারমানেন্ট স্কীম করা যায় কি না তার কোন স্কোপ আছে কি না সেটা আমরা পরীক্ষা করে দেখব।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধেশ্বর দাস (অনুপস্থিত)
মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস (অনুপস্থিত)
মাননীয় সদস্য শ্রী সেন প্রসাদ মলসই।

শ্রী সেন প্রসাদ মলসই : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ২৪

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ২৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ১৯৭১ ইং হইতে ১৯৮৬ ইং সনের অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ হইতে বহুলোক বেআইনীভাবে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করেছে ;

২। ইহাও কি সত্য এই সমস্ত অনুপ্রবেশকারী ব্যাক্তিদের মধ্যে অনেকে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেছে, এবং

৩। সত্য হইলে এই সমগ্র অনুপ্রবেশকারীদের ত্রিপুরা থেকে বহিস্কারের ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা করছেন কি না ?

উত্তর

১। ১৯৭১ ইং সন হইতে ৩১-১০-৮৬ সন পর্য্যন্ত ৬০, ২১০ জন অনু প্রবেশকারী ধরা পড়িয়াছে এবং মোবাইল টাস্ক ফোর্স ও জেলা পুলিশ কর্তৃক বহিস্কৃত হইয়াছে।

২। এতদ সম্পর্কে কোন সংবাদ সরকারের জানা নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী লেনপ্রসাদ মালাসই : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে যে প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে, তারমধ্যে আমি বুঝতে পারছিনা (৩) নং প্রশ্ন তো আমি দিইনি, (১) এবং (২) নং প্রশ্নগুলির ঠিক আছে। এর আগেও গত সেসন আমার একটি প্রশ্ন অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে। আমি তখন প্রশ্ন করেছিলাম যে, কাঞ্চনপুরের এ, ডি, সি, এলাকাতে যে উপনগরী স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল—— ——

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য, আপনি সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান করুন।

শ্রী লেন প্রসাদ মলসই : তখন আমার (১) নং কোয়েশ্চান ঠিক ছিল কিন্তু পরের টি আমি দিই নি। যাহোক এখানে অনেক প্রমান আছে যে, যারা বাংলাদেশ থেকে বে-আইনী ভাবে অনুপ্রবেশ করছে। তারা সিটিজেনসিপ করছে এবং স্থায়ীভাবে জমি নিয়ে বসবাস করছে এবং চাকুরী নেওয়ার জন্যও চেষ্টা করছে। এইতো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি বলেছি যে আমাদের একটা মোবাইল টাস্ক ফোর্স (বাহিনীর মত) সংগঠিত করেছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন কোন কোন সময়ে একজন দুই জন করে; কোন কোন সময়ে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশ থেকে নাগরিক ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করে। চাকমা এবং অন্যান্য যারা বাংলাদেশী অন্তত তিনটা সময়ে তারা ব্যাপকভাবে ত্রিপুরাতে অনুপ্রবেশ করেছে। আমরা তাদের বের করে দিতে সমর্থ হয়েছি। বর্তমানে যারা রয়েছে ত্রিপুরাতে বাংলাদেশী, আমরা আশা করছি তাদেরও বের করে দিতে সক্ষম হব। সে সম্পর্কে বাংলাদেশের; সংগে আলাপ আলোচনা চলছে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন বা জানবার জন্য আগ্রহী, সেটা হচ্ছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাগরীত্ব লাভ করেছে কিনা এবং চাকরী বাকরী এবং জমি জমার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছেন কিনা। বাংলাদেশের কেউ যদি নাগরীকত্ব আইন অনুসারে নাগরীকত্ব পেয়ে থাকে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কোন কারণ নেই, কিন্তু যদি বে-আইনী ভাবে কেউ থেকে থাকে, মাননীয় সদস্যরা তাদের সম্পর্কে তথ্য দিতে পারলে, তারা যদি বাংলাদেশী প্রমাণ হয়, তাহলে তাদের বহিস্কৃত করে দিতে পারি। তারা নাগরীকত্ব পেয়ে থাকলেও সেটা বাতিল হয়ে যাবে। সম্পত্তি করে থাকলে সেই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাবে, চাকরীতে নিযুক্ত হয়ে থাকলে সেই চাকরীও বাতিল করা যাবে। মাননীয় সদস্যরা জানেন কে নাগরিক, কে নাগরিক নয়। কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব দানের বিষয়টি নিজের হাতে নিয়েছেন এবং আগামী দিনে রাজ্য সরকারের সহায়তায় তাঁরা এই দায়িত্ব পালন করবেন।

শ্রী জওহর সাহা :— কিছু কিছু বাংলাদেশী লোক বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে নাগরিকত্ব পায় টাকা পয়সা দিয়ে। সেটা সম্ভবত ফল্স সার্টিফিকেট হতে পারে। এই ধরনের সিটিজেনসিপ ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে রাজ্য সরকার ওয়াকিবহাল আছেন কিনা এবং সেটা যদি থাকেন তাহলে কতজন এরকম লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— এই তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রী রসিক লাল রায় :— সোনামুড়া মহকুমার রাঙ্গাপুরে ৪/৫ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আগত কয়েক শ' লোক নাগরিকত্ব এবং ভোটার লিষ্টে নাম তুলে বসবাস করছে। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— এই তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তীঃ— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদারঃ — মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭।

প্রশ্ন

১) খোয়াই বিভাগের সর্বংছড়ার ডাইভারশন সকীমটির কাজ কবে পর্যন্ত শেষ হবে বলে আশা করা যায়, এবং

২) উক্ত ডাইভারশান সকীমের মাধ্যমে কি পরিমান জমি জলসেচের আওতায় আসবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) ছড়ার দক্ষিণ দিকে আরও একটি চ্যানেল করে দক্ষিণ দিকের মাঠকে সেচের আওতায় আনার ব্যাবস্থা করবেন কিনা ?

উত্তর

১) ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক বছরের মধ্যে কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

২) ৭২ হেক্টার জমি জলসেচের আওতায় আনা যাবে।

৩) উক্ত কাজ শেষ হবার পর পর্যাপ্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তীঃ— এই সকীম চার বৎসর আগে সুরু হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত শেষ না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদারঃ— এটা আরম্ভ করার পরে কনট্রাকটার মাঝখানে কাজ ছেড়ে দিলেন এবং যে ডিজাইনটা আমরা করেছিলাম সেটাও চেঞ্জ করতে হয়েছে। এই সমস্ত কারণে কাজটা বিলম্বিত হচ্ছে। তবে এখন পুরোদমে কাজ চলছে। আমরা আশা করছি এই বৎসরেই কাজটি শেষ করতে পারব।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তীঃ— চ্যানেলের কাজটা হচ্ছেনা। এটাও চলবে কিনা এবং ছড়ার উত্তর এবং দক্ষিণ পার-দুইটাই একসংগে করবেন কিনা ?

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদারঃ— দক্ষিন পারে জল কতটুকু অ্যাভেলেবল হয়, উহের পারটা কাবার করে করা যাবে কিনা সেটা পরিক্ষা করতে হবে। সাইমলটেনিয়াসলী যদি করা যায় তা হলে অসুবিধা হ্য়া জমিজমা কিছু অ্যাকোয়ার করতে হবে। সেটা আমরা দেখছি।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী কালীকুমার দেববর্মা।

শ্রী কালীকুমার দেববর্মাঃ— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০২।

শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরাঃ—মাননীয় অদক্ষ্য মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০২।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে প্রিমিটিভ গ্রুপ ভুক্ত পরিবারের সংখ্যা কত ?

২) ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বৎসরে এ' গ্রুপ এর কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) রাজ্যে বর্তমানে প্রিমিটিভ গ্রুপ ভুক্ত পরিবারের সংখ্যা ১৫,৭৭৫।

২) ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসর প্রিমিটিভ গ্রুপ ভুক্ত ১,১৫০টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

শ্রী কালিকুমার দেববর্মাঃ— এই প্রিমিটিভ গ্রুপকে কোন্ কোন্ স্কীমে কোন্ কোন্ সাব ডিভিশনে কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরাঃ— কোন্ কোন্ সাবডিভিশনে, এটাতো এখানে নেই। আলাদা প্রশ্ন করলে সেটার উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাসঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা কোন্ কোন্ কমিউনিটি ট্রাইবেলদের এই প্রিমিটিভ গ্রুপের আওতায় আনা হয়েছে ?

শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরাঃ— ত্রিপুরার সাব-প্ল্যান এলাকায় অনুমান ৭,৫৭৫ টি এবং সাব-প্ল্যান অন্তর্ভুক্ত এলাকায় অনুমান ৮ হাজারটি রিয়াং পরিবার আছে। উপরোক্ত সাবপ্ল্যান এলাকার রিয়াং

পরিবারদের আর্থিক পুনর্বাসনের জন্য ত্রিপুরা সরকার একটি প্রকল্প ১৯৮০-৮৪ ইং সন হতে কার্যকরী করে আসছেন। ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে মোট ৪০০টি পরিবার, ১৯৮৪-৮৫ ইং সনে ৭৬৫টি পরিবার, ১৯৮৫-৮৬ ইং সনে ১,০৮৪টি পরিবার এবং ১৯৮৬-৮৬ ইং সনে ১৯৬৫ টি পরিবার, মোট ১৯১৯টি পরিবারকে আদিম জনগোষ্ঠীর আওতায় পরিকল্পনার আনা হয়েছে এবং তাদের পুনর্বাসনের কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়া চলতি আর্থিক বৎসরে উত্তু সাব-প্ল্যান এলাকার ১০০টি নন্—রিয়াং উপজাতি পরিবারের পুনর্বাসনের কাজ হাতে নেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরাঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে ১৯৮৩ সালে পি, জি, পি, স্কীমে দেবীপুরে যে পুর্ণবাসন নেওয়া হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং ডিপার্টমেন্টটী বাতিল করা হয়েছে ? জানা থাকলে কেন সেই স্কীমটা বাতিল করা হল ?

শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা — বিষয়টা এই প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত এটা নয়। স্যার এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রসিক লাল রায়

শ্রী রসিক লাল রায় :— কোয়েশ্চান নং ৩৬

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ৩৬

প্রশ্ন	উত্তর
১. সোনামুড়া বিভাগের বৃদ্ধিজলা গাঁওসভার পোয়াংবাড়ী ডিপ ইরিগেশান স্কীমটির কাজ কবে নাগাদ শেষ করা সম্ভব হবে ?	উক্ত সংকীমটি ১৯৮৬-৮৭ সালের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে পরিকল্পনাটি তৈরীর পর্যায়ে আছে। আর্থিক অনুমোদনের পর ইহার রূপায়নের কাজ শীঘ্র আরম্ভ হবে।
২. ইহা কি সত্য উক্ত স্কীমটির জন্য নির্দিষ্ট স্থান পরি—	ইহা সত্য নহে।

QUESTIONS & ANSWERS

বর্তন করে বর্তমানে অন্যত্র

বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে;

৩, সত্য হলে তার কারণ ? এ প্রশ্ন আসেনা।

শ্রী মানিকলাল রায় :— মাননীয় মহাশয়েং এই স্কীমের জন্য কিছুদিন আগে আপস্ট্রীমে বসানোর জন্য একটা স্থান ঠিক করা হয়, কিন্তু পরে সেটাকে পরিবর্তন করে ডাউনস্ট্রীমে বসানোর জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবং এজন্য কিছু গন্ডোগোল হয়েছে তার জন্য বেনিফিশারীর সংখ্যা কম হবে বলে এখন সেই স্কীমে রূপায়নের জন্য যদি ডাউনস্ট্রীমের স্থানটিই ঠিক করা হয় তাহলে আপস্ট্রীমের জমিগুলির মালিকেরা বেনিফিটেড হবে না, এই কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানা আছে কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার — স্যার, এটা আপস্ট্রীম কি ডাউন স্ট্রীম সেটা বলতে পারবনা তবে সেই স্থানটি নির্বাচন করার জন্য যে ইঞ্জিনিয়ার গিয়েছিলেন তিনি সংস্থানীয় গ্রামবাসীদের সংগে আলোচনা করেই সংস্থানটি নির্বাচন করা হয়।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, সবাই মিলে ঠিক করা হয়েছে এই কথা ঠিক নয়। একজন অফিসার গিয়েছিলেন এবং তার সংগে সেখানকার প্রাক্তন বিধায়ক সুবল বাবু গিয়ে বাই ফোর্স সেই স্থানটি ঠিক করে এই কথা ঠিক কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার আমি আগেই বলেছি যে সেখানে ইঞ্জিনিয়ার গিয়ে সেখানকার গ্রামবাসীদের সংগে আলোচনা করেই ঠিক করা হয়।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেহেতু সরকার এই স্কীমটার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করবেন সেজন্য দলীয় স্বার্থ —সিদ্ধির জন্য যেন এটাকে ব্যবহার না করা হয় সেদিকে দৃষ্টি দেবেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, বামফ্রন্ট সরকার এই সই ব্যাপারে দলবাজীর উর্ধে থেকেই সব সময় কাজ করবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান

শ্রী ফয়জুর রহমান :— রেফারেন্স নং ৪৭

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ৪৭

প্রশ্ন	উত্তর
১. রাজ্যে যে সমস্ত ইরিগেশান স্কীম বছরের পর বছর অচল অবস্থায় আছে সেইগুলিকে চালু করার কি কি পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন ?	যে সমস্ত ইরিগেশান স্কীম অচল অবস্থায় আছে সেইগুলিকে চালু করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যথাঃ— (ক) নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নূতন করে স্থান নির্বাচন ও আনুসংগিক সকল কাজ আবার নূতন ভাবে করুন।— (খ) নদীর ভাংগনের ফলে নূতন করে জায়গায় পাম্প্ হাউস তৈরী ও পাম্প মেশিন ইত্যাদি স্থানান্তর করুন। (গ) অকেজো গভীর নলকূপের ক্ষেত্রে নূতন ভাবে নলকূপ খনন ও পাম্প মেশিন বসানো।

শ্রী ফজলুর রহমান :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমরা লক্ষ্য করেছি ধর্মনগরে ৩টা ইরিগেশান স্কীম দীর্ঘদীন যাবত অচল হয়ে পড়ে আছে এছাড়া বিভিন্ন সাব-ডিভিশানে কিছু কিছু স্কীম অচল হয়ে আছে সেগুলি আবার চালু করার জন্য সরকার ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এখানে আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে দেখা যায় যে ১১টি স্কীম দীর্ঘদিন যাবত অচল হয়ে আছে। তার মধ্যে কৈলাশহরে ৬টা আর বাকী ৫টা বিভিন্ন সাবডিভিশানে আছে। সেগুলি চালু করতে আমাদের কিছুদিন সময় লাগবে। এছাড়া বিভিন্ন ব্লকে আরও কিছু কিছু স্কীম সাময়িক ভাবে অচল আছে এর সংখ্যা ১৬। সেগুলিও মেরামত ইত্যাদি করে চালু করতে ডিপার্টমেন্ট থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বর্ষার পর শুকনা সময়ে এই সব ইরিগেশান স্কীমের বৈদ্যুতিক লাইনগুলি ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত মেরামত করার জন্য প্রায়ই বন্ধ থাকে আর বাকী যে সময়টুকু থাকে মেসিন চালু করার জন্য তাতে সেগুলি অচল থাকার মতই এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে মাননীয় সদস্য যদি পার্টিকুলারলী কোন জায়গা সম্পর্কে কিছু জানা থাকে, জানালে আমি সেই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখব আর পাম্প অপারেটারদের ক্ষেত্রে—সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা যদি এক্সট্রা ওয়ার্ক করে তাহলে তাদের ওভার-টাইম এলাউন্স দেওয়া হবে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ডিপ-টিউব ওয়েল অচল পড়ে আছে ত্রিপুরার ভিবিন্ন অঞ্চলে আণ্ডার গ্রাউণ্ড লেভেল সার্ভে করা হয়েছে কি না বা করার ইচ্ছা আছে কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন এই ব্যাপারে আমাদের কোন তথ্য নাই। আমাদের এই স্কীমগুলি অচল হয়ে থাকার জন্য এটাও একটা কারণ সেন্ট্রাল বোর্ড যে তথ্য সরবরাহ করার কথা— পার্শিয়ালী করা হয়েছে, সম্পূর্ণ রিপোর্ট আমরা পাই নাই। আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়াটার সম্পর্কে সঠিক তথ্য আমাদের হাতে না আসলে ডিপ টিউব-ওয়েলগুলির সার্ভিস আমরা ঠিক ভাবে পাব না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেব নাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেব নাথ :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার— ৫২।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার— ৫২।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৫২ ।

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে অনিয়মিত সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কত (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব);

২। ঐ অনিয়মিত কর্মচারীদিগকে নিয়মিত করনের জন্য সরকার কি কি নিয়ম নীতি অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বর্তমানে মোট ৩৩৩৮ জন অনিয়মিত কর্মচারী আছেন দপ্তর-ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় প্রদত্ত হইল।

২। সরকারের ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট মেহা নং এফ ১০ (১, ফিন (জি) । ৮০ তারিখ ৩১ ১ ৮০ মোতাবেক যে সকল অনিয়মিত কর্মচারী ৫ বৎসর (তপঃ জাতি ও তপঃ উপজাতির ক্ষেত্রে ৩ বৎসর) কর্মরত আছেন তাদেরকে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী শূন্যপদে নিয়মিত করা হয়ে থাকে ;

সরকার শীঘ্রই ৮৪৫জন কন্টিনজেন্ট ও মাষ্টার রোল কর্মীকে নিয়মিত পদে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করিয়াছেন।

সরকার আরও সিদ্ধান্ত নিয়াছেন যে, ৬৬৭টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করিয়া উক্ত কন্টিনজেন্ট ও মাষ্টার রোল কর্মীদের নিয়মিত ভাবে নিযুক্ত করা হইবে

সঙ্গীয় তালিকা

Sl. No'	Name of Department	Number of irreqular employees
(1)	(2)	(3)
1.	Vigilance Organisation	4
2.	State Planning Machinery	I
3.	Tribal Rehabilitation Plantation & PGP	3
4.	Directorate of Fire Service	9
5.	Prison Directorate	2
6.	Tripura Public Service Commission	1
7.	Asstt. Transport Commissioner	2
8.	Commissioner of Taxes	8

QUESTIONS & ANSWERS

9.	Panchayat Raj Department	3
10	Animal Hasbandry Department	338
11,	District Magistrate & Collector (North)	8
12.	Fisheries Department	13
13.	Directorate of Land Records	366
14.	Employment Servics & Manpower Planrng	1
15.	District and Session Judge (South)	4
16.	District Magistrate & Collector (West)	14
17.	Directorate of Social Education	59
18.	Law Departmenl	2
19.	Factories & Boilers Organ.	82
20.	Inspector of General of Police	2
21.	Dist. Rural Dev. Agency [North]	12
22.	Controler of Weights and Measures.	6
23.	Printing and Stationery Department	22
24.	Public Works Department	
25.	District Magistrate and Collector [South]	306
26.	District Registrar [South]	50
27.	District and Session Judge.	1
28.	Directorate of Higher Education	4
29.	Chief Conservator of Forests	1
30.	Public works department [I. F. C.]	116
31.	Statistics Department	13
32.	District and Session Judge [North]	885
33.	Public Relation and Tourism	4
34.	T. R. T. C.	2
35.	Directorate of walfare for Sch. Tribes.	58
36.	Food and Civil Supplies department	36
37,	Directorate of Co-operation	87
38,	Directorate of Social Education	16
39,	Secretariate Administration Deptt,	13

40.	Chief Engineer [Electrical]	138
41.	Evaluation Organisation	59
42.	Inquiring Authority	132
43.	Agriculture Department	2
44.	Director of Research	878
45.	Health Department	1
46.	Industries Department	116

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, বর্তমানে যে হারে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে অনিয়মিত কর্মীরা যে টাকা বেতন পান তাতে তাদের পক্ষে জানা খুবই মুশকিল ? সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের নিয়মিত করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকার থেকে নেওয়া হয়েছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— যে-সমস্ত কাজ স্থায়ী ধরনের সে-গুলির জন্য নিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ করা হয়ে থাকে। আর কতকগুলি কাজ আছে অস্থায়ী ধরনের। সেসব জায়গায় অনিয়মিত কর্মচারী নেওয়া হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য এই সমস্ত কর্মচারী যাদের বিশেষ কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে গ্রহণ করার নীতি সরকার নিয়েছেন। সাধারণত ৫ বছর কাজ করার পর রেগুলার হিসাবে মনোনীত হবার সুযোগ আসে এবং সরকার চেষ্টা করছেন ৫ বছর কাজ করার পর সেই সব কর্মচারীকে নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ-পত্র দেওয়ার।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, ৫ বছর কাজ করলে পর নিয়মিত করা হয় ! অর্থাৎ নিয়মিত হবার জোনে আসে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এর ফলে কতজন কর্মচারী নিয়মিত হয়েছেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমাদের আমলে কতজন নিয়মিত হয়েছে তার হিসাব দেওয়া খুবই মুশকিল। কেননা, আমরা সরকারে আসার পরে হাজার হাজার কর্মচারী রেগুলার হয়েছেন। প্রায় ৬। ৭ হাজার হবে। সেখানে আমি যাচ্ছিনা। আমার বক্তব্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার কোন কর্মচারীকেই আর নিয়োগ করতে নিষেধ করেছেন। বরং ছাঁটাই করার দিকে আমাদের উৎসাহিত করেছেন. সেখানে আমরা তাদের নিষেধ মানতে পারছি না এই জন্য। ১ লক্ষ বেকার এখানে রয়েছে। সেই জন্য অস্থায়ী হলেও বিভিন্ন কাজে তাদের আমরা নিচ্ছি।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, ৫ বছর চাকুরী করলে নিয়মিত করা হয়, তপঃ জাতি ও তপঃ উপজাতির ক্ষেত্রে ৩ বছর। কিন্তু আমি জানি, ১০ থেকে ১২ বছর কাজ করার পরও নিয়মিত হচ্ছেন না। এর ঘটনা স্যার, অমরপুরের এস. ডি. ও ও ব্লক অফিসের। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এদের নিয়মিত করা হবে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— দুঃখের বিষয় মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সঠিক প্রশ্নও বুঝেন নি, এবং তার জবাবও বুঝেননি। কাজেই উনার প্রশ্নের জবাব দেওয়া মুশকিল। আমরা সবসময়ই নিয়মিত করে যাচ্ছি। তবে কবে করব তার নির্দিষ্ট সময় জানানো সম্ভব নয়। আমরা গত মিটিংয়ে এ ব্যাপারে যে প্রস্তাব নিয়েছি, তাই এখানে জানালাম। পোষ্ট আমাদের যা আছে তাকে তো নিয়োগ করবই তার বাইরেও অতিরিক্ত পোষ্ট ক্রিয়েট করছি ৫৬৭টি, যাতে আরো বেশী নিয়মিত করা যায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— কোয়েশ্চান নাম্বার — ৫৮।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার — ৫৮।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নম্বার ৫৮।

প্রশ্ন

১। অম্পি এলাকায় তেমুতই নগরাই এবং বৈদু শিংগাজুং-এ পানীয় জল সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ বসানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। থাকিলে এর জন্য প্রয়োজনীয় জরীপ করা হয়েছে কি ;

৩ হয়ে থাকলে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, প্রস্তাবটি বিবেচনাধীন আছে।

২। প্রয়োজনীয় জরীপ ও অনুসন্ধানের কাজ শুরু করা হইয়াছে।

৩। জরীপ ও অনুসন্ধানের কাজ শেষ হওয়ার পরেই এ ব্যাপারে কিছু বলা সম্ভব হইতে পারে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে উত্তর দিয়েছেন তা খুবই স্পষ্ট এবং সত্য। সত্যি জরীপ করা হয়নি। তবে এই জরীপ রাজনৈতিক কারণে করা হয় নি যার জন্য বিবরণ দিতে পারছেন না। তারই জন্য বলছেন সরকারের বিবেচনাধীন আছে। জরীপ না করে তা কার্যকরী করবেন কি ভাবে? আর যদি কার্যকরী করতেই হয় তাহলে জরীপের কাজে কেন বাধা দেওয়া হচ্ছে তার খোঁজ নেবেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে জানা যায় জরীপের কাজ চলছে। মাননীয় সদস্য যে দুইটি জায়গার কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে যাতে অ্যাকসেপ্টেড করে ঐখানে দিতে পারব কিনা তা দেখব। আমরা যে কোন জায়গার ডীপ টিউবওয়েল দিতে পারিনা। ভারত সরকারের এ ব্যাপারে নির্দেশ আছে। আগে আমরা শ্যালো টিউব-ওয়েল দিতাম কিন্তু বর্তমানে বলা হচ্ছে মার্ক টু টিউবওয়েল দেওয়ার জন্য।

এবং আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে যে এগুলি ভিলেজের জন্য আপনারা পাইপ ওয়াটার দেবেন আর বাকী সমস্ত মার্ক- ২। এই দুইটা জায়গায় যদি অম্পি এবং তৈদুতে এ্যাগ্রিকালচার যে যে স্কীম আছে সেখানে থেকে জলের সুবিধা করা যায়, জলের যদি প্রেসার থাকে তাহলে আমরা দেখব, অন্যথায় আমাদের মার্ক— ২ টিউবওয়েলের কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে তৈদুর বিশালগড় পর্যন্ত কাভার করা যায় তার জন্য পাইপ লাইনও টানা হয়েছে, যদিও জলে কুলায় না, এটা ইঞ্জিনিয়াররাও স্বীকার করছেন। আর অম্পির সেন্টার-এ পাঠানো যাবেনা। কারণ, ওটার দূরত্ব ৫ কিঃ মিঃ -এর মত এবং এই সাবার্টিং এরিয়াতে ৪০০ মত ভিলেজার আছে। বাজার গুলিতে আপনারা জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। অথচ এটা একটা বিরাট এলাকা যেন সেখানে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়না। সেখানে প্রায় সময়ই উদরাময়, আন্ত্রিক রোগ সবসময়ই ব্যাপক আকার ধারন করে জল নাই বললেই। একটা মাত্র কুপ, একটা মাত্র টিউব ওয়েল, তাও সব সময় পাহারা দিয়ে রাখতে হয় এগুলি নষ্ট হয়ে যায় বলে। মার্ক - ২ দিয়ে এই এরিয়াটা কাভার করা যাবে না। সুতরাং এই সমস্ত বিরাট বসতি এলাকাগুলিতে ডিপ টিউব ওয়েল—এর মাধ্যমে জল সরবরাহের আন্তরিক প্রচেষ্টা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমি বলেছি যে কোন জাগাতেই রিগ নিয়ে যাওয়া যায় না এপ্রোচ রোডের জন্য। সব আইসোলেটেড পকেটগুলি আমরা পাইপ টেনে কাভার করতে পারবনা। গভার্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার আমাদের প্রতি নির্দেশ আছে। আমাদের সেনসাস ভিলেজ আছে ৪৭২৭ টি।

QUESTIONS & ANSWERS

তার মধ্যে আমরা ওয়ান ফোর্থ পাইপ ওয়াটার দেব। পাইপ ওয়াটার স্কীম করতে এক একটাতে খরচ পরে প্রায় ৮। ১০ লক্ষ টাকার মত। যে সমস্ত এরিয়া কাভার করা যায় না সেগুলিতে মার্ক ২ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, আমি বলেছি যে এটা রাস্তার উপরেই, ওখানে একটা হাইস্কুলও আছে এবং আসাম রাইফেল-এর একটা হেড কোয়াটারও হতে যাচ্ছে এছাড়া ওখানে ৪০০ মত পরিবার আছে। সেখানে গাড়ী যাবে না এমন কোন প্রশ্ন নেই। আম্পি থেকে পাইপটেনে নিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। ওখানে আন্ত্রিক রোগে প্রতি বছর শ খানেক রোগী মারা যায়, দারুন ভাবে লোকে সাফার করে। সুতরাং এই সমস্ত কথা চিন্তা করে এটা ঐ এলাকাটিতে দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— স্যার, মূলে প্রশ্নের জবাবে আমি বলছি যে, আমরা দেখছি। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছি এটা সম্ভব কিনা।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— কোয়েশ্চান নং ৬৩ স্যার।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— কোয়েশ্চান নং ৬৩ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৮০ ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সরকারী গেজেটেড ও নন গেজেটেড কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ গিয়েছে।

২) তন্মধ্যে কতজনের বিরুদ্ধে তদন্তের আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং উক্ত আদেশে ফলাফল অনুযায়ী কতজন দোষী সাব্যস্ত হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৮০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৫৭৭ জন গেজেটেড ও ৬৭১ জন নন্ গেজেটেড কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

২) সব কয়জনের বিরুদ্ধেই তদন্তের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তদন্তের অনুযায়ী ১৪১ জন দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সকল গেজেটেড ও নন গেজেটেড কর্মচারীর দুর্নীতির অভিযোগ দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এ পর্যান্ত কত জনের কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— শাস্তি হচ্ছে সতর্কীকরন ভঁৎসনা, পদোন্নোতি স্থগিত, বৃদ্ধি সাময়িক ভাবে বন্ধ করা, বেতন নিম্নস্তরে নামানো, চাকুরী থেকে ছাটাই করা থেকে ক্ষতি আদায় করা, বেতন থেকে ক্ষতি আদায় ও তৎসহ বাৎসরিক বৃদ্ধি স্থগিত ।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সকল দুর্নীতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের কোষাগার থেকে কত লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব ।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কিছু সংখ্যক কর্মচারীর বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছে । যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছে এবং যাদেরকে নির্দোষ বলে রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের অনেকেরই বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে । তদন্ত করতে গিয়ে কিছুটা কারচুপি করা হয়েছে এবং যারা অভিযোগ এনেছিলেন তাদের অজ্ঞাত-সারেই তদন্ত হয়েছে, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— এটা মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অনুমান ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা ।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— স্যার, আজকের প্রশ্নোত্তর পর্বে আমার একটা প্রশ্ন নং ৬৮ ইনক্লুডেড । সুতরাং এখন আমার টার্ন ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অরেলে আপনার নাম নেই, আনস্টার্ড কোয়েশ্চানের জন্য আপনার নাম আছে ।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার:— কোয়েশ্চান নং স্যার ।

১) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত গোলাঘাটি গাঁও সভার অধীনে দক্ষিন গোলাঘাটিতে কৃষকদের জল সেচের স্বার্থে উক্ত এলাকার গভীর নলকূপ স্থাপন করার সরকারের কোন

QUESTIONS & ANSWERS

পরিকল্পনা আছে কি ?

৩) যদি না থাকে তবে তার কারন কি ?

উত্তর

১) আপাততঃ নাই ।

২) সীমিত আর্থিক সঙ্গতি হেতু ত্রিপুরার সব স্থানে একই সংগে সেচ্ প্রকল্প হাতে নেওয়া সম্ভব নয় ।

শ্রী *বুদ্ধ দেববর্মা* :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দক্ষিণ গোলাঘাটি সিপাহী জলা ১৯৮৬-৮৭ সালে ধরা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী *বৈদ্যনাথ মজুমদার* :— স্যার, আমি আগেই বলেছি আপাততঃ নাই । তার মানেই হচ্ছে সিডিউলে নাই । তবে, মাননীয় সদস্য যেহেতু সিডিউলে রয়েছে কিনা জানতে চেয়েছেন, সেইহেতু আমি এটা পরীক্ষা করে দেখব ।

শ্রী *বুদ্ধ দেববর্মা* :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সিডিউলে দেখা যায় যে দক্ষিন গোলাঘাটি সিপাহী-জলা নাম আছে ! যদি তাই থাকে তাহলে কেন এটা হাতে নেওয়া হল না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী *বৈদ্যনাথ মজুমদার* :— স্প্যাসালী সিপাহী জলাকে মীন করেছে । এখন আমার হাতে সিডিউলটা নাই, তবে আমি পরীক্ষা করে দেখব ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী নারায়ন দাস ।

শ্রী *নারায়ন দাস* :— কোয়েশ্চান নং ৮৮ স্যার ।

শ্রী *বৈদ্যনাথ মজুমদার* :— কোয়েশ্চান নং ৮৮ স্যার ।

প্রশ্ন

১ । সোনামুড়া বিভাগে বড়দোয়াল-গাঁও নতার কাচি নদীর উভয় পার্শ্বের জমিগুলিতে জল

সেচের ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ।

২। থাকলে, কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, কাঁচি নদীর বাম পার্শ্বের জন্য আছে ।

২। বর্ত্তমানে পরিকল্পনাটি এষ্টিমেট তৈয়ারীর পর্য্যায়ে আছে । আর্থিক অনুমোদনের পর রূপায়নের কাজ শীঘ্র হাতে নেওয়া হবে ।

শ্রী নারায়ন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কাঁচি নদীর উত্তর পার্শ্বে ৮০-৮১-৮২ কয়েক বৎসর একাধারে এম, আই, এফ, সির এস, ডি, ও, এখানকার বি. ডি, সি-র প্রধানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেখানে কৃষকদের জলসেচের জন্য একটি মেশিন দেওয়া হয়েছিল। বিগত ২ বৎসর যাবত এইখান থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এইটার কারনটা কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন তাতে মনে হচ্ছে টেম্পোরারী ডিজেল পাম্প । কাঁচি নদীর ডানপাশে একটা স্কীম অলরেডী আছে অর্থাৎ রানিং । এখন মাননীয় সদস্য যে স্কীমের কথা বলেন কাঁচি নদীর বাম পার্শ্বে স্কীম তৈরী হচ্ছে, অ্যাসটিমেট তৈরী হচ্ছে, আমরা আর্থিক মঞ্জুরী পেলে পরে তৈরী করব ।

শ্রী নারায়ন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার যতদিন পর্য্যন্ত লিফ্ট ইরিগেশান স্কীমের ব্যাপারটা আরম্ভ না হয় টেম্পোরারী কোন মেশিন দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— জেনারেলী আমরা এইটা দেইনা । কারন আমরা ডিজেল স্কীম কনভার্ট করে ইলেকট্রিক স্কীম করছি । অ্যাকচুয়েলী পজিশানটা বলতে পারবনা । তবে এখন আমরা দেখছি আমাদের বাম তীরের এইটা তাড়াতাড়ি সুরু করতে পারি কিনা । খবর না নিয়ে বলতে পারিনা । স্পেয়ার মেশিন জেনারেলী থাকেনা । খবর না নিয়ে বলতে পারবনা ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস ।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০৭ ।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০৭ ।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, উদয়পুরে গোমতী নদীর উত্তর পারে গকুলপুর থেকে লালগড়া পর্যন্ত এবং স্লুইস গেইট থেকে পালাটানা এম, আই, এফ, সি. অফিস পর্যন্ত বন্যা নিরোধক বাঁধ তৈরীর জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে ;

২। সত্য হইলে উক্ত নির্মান কার্য এখনও বাস্তবায়িত না হওয়ার কারন কি, ?

৩। ইহা কি সত্য ১৯৮৩ সালের আগষ্ট মাসের বিধ্বংসী বন্যার পর উদয়পুর সুভাষ চৌমুহনী থেকে জামজুরী স্লুইস গেইট পর্যন্ত বন্যা নিরোধক বাঁধ তৈরী করার জন্য একটি প্রাথমিক ইনভেষ্টিগেশান এবং সার্ভে করা হয়েছিল ;

৪। সত্য হইলে কবে নাগাদ ঐ সব পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

বামতীরে পালাটানা থেকে জামজুরি ও দক্ষিন তীরে লালগড়া থেকে গকুলপুর পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনা আছে।

২। পরিকল্পনা দুইটি টেকনিক্যাল এডভাইজারি কমিটি দ্বারা অনুমোদিত না হওয়ার এখনও ব্যয়অনুমোদনের ব্যবস্থা করা যায়নি। এইটা প্লেইস করেছিলাম কিন্তু টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসারী কমিটি এখনও পাশ করেনি।

৩। হাঁ।

৪। টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসারি কমিটির অনুমোদন আর্থিক ব্যয়ানুমোদন ও জমি অধিগ্রহনের কাজ শেষ হলেই যথাসময়ের কাজ আরম্ভ করা যাবে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা যে প্রতি বৎসর বন্যার এই নদীর উত্তর তীরে যেখানে যারা চাষী, যারা গ্রামবাসী প্রতি বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ? কাজেই মাননীয় মন্ত্রী জানালেন টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসারী কমিটির অনুমোদন পাওয়া যায়নি, এইটা পুনরায় এখানকার অবস্থার গুরুত্ব কথা পুনরায় বিবেচনা করে সেই অ্যাডভাইসারী কমিটির কাছে পেশ করা হবে কিনা এবং প্রয়োজনীয় যে কাজ সেটা করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসারীর নেক্সট মিটিং-এ আমরা উপস্থিত করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— আনষ্টারর্ড কোয়েশ্চান নং ১৬৩

মিঃ স্পীকার :— আনষ্টারর্ড কোয়েশ্চান নং ১৬৩

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— আনষ্টারর্ড কোয়েশ্চান নং ১৬৩

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর মহকুমার কমলাছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের কমলাছড়া গ্রামের চতুর্দিকে বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করার জন্য অনেক বৎসর আগেই সংশ্লিষ্ট দপ্তর হইতে সার্ভে করা হয়েছিল ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে উক্ত সার্ভের ফলাফল কি এবং ;

৩। উক্ত গ্রামের উপজাতি কৃষকদের স্বার্থে অতি সত্বর ঐ এলাকায় জলসেচের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?

উত্তর

১। এ কথা ঠিক নয়।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। এ প্রস্তাব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যাইতে পারে।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর ব্লকের কমলাছড়া গাঁও পঞ্চায়েতে কমলাছড়া গ্রামটি ১৯৭১ সনে স্থাপিত হয়। তখন এই হাউসে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা ছিল এবং এইটা সার্ভে করা হয়েছিল জলসেচের প্রকল্পের আওতায় আনা যায় কিনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইটা যখন বাস্তবে করতে আসল সংশ্লিষ্ট দপ্তর তার কোন ইমপর্টেন্স দেয়নি। যার জন্য এই গ্রামটি তখন থেকে ডিপ্রাইভড হয়ে আছে। গ্রামের ছড়াটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছে, জমিগুলি শুকনো অবস্থায় আছে ফসল উৎপাদন হয়না। তার জন্য উপজাতি কৃষকদের স্বার্থে এইটা জলসেচের

QUESTIONS & ANSWERS

কোন পরিকল্পনা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খতিয়ে দেখবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী *বৈদ্যনাথ মজুমদার* ঃ— জলসেচের ব্যবস্থা করা যাবে কিনা এই প্রতিশ্রুতি আমি এখন দিতে পারছিনা। তবে মাননীয় সদস্য যখন দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন আমরা খোঁজ খবর নিয়ে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী *সমীর দেব সরকার* ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬৯।

মিঃ স্পীকার ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬৯।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই শহরে সুপার মার্কেট তৈরীর জন্য সুভাষ পার্কস্থিত পুলিশ আউট পোষ্ট স্থানান্তরিত করনের জন্য টি, আর টি, সি অফিস সংলগ্ন স্থানটি নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল,

২। সত্য হলে উক্ত ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ? , এবং কবে নাগাদ উক্ত স্থানান্তরিতের কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। নব নির্বাচিত স্থানে গৃহ নির্মানের ব্যবস্থা হইতেছে। গৃহ নির্মান সম্পূর্ণ হলেই আউট পোষ্টটি স্থানান্তরিত করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী *শ্যামাচরণ ত্রিপুরা* ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৮১।

মিঃ স্পীকার ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৮১।

শ্রী *দশরথ দেব* ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৮১।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে এস টি. কর্পোরেশন থেকে সর্বমোট কত টাকা ঋনদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে

২। তন্মধ্যে ৩০। ৯। ৮৬ ইং পর্যন্ত কতজনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৮৬-৮৭ সমবায় বৎসরে এস. টি, কর্পোরেশন থেকে বিভিন্ন ব্যাংক এর সহায়তায় এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় ঋণ ও ভর্তুকী বাবদ ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ্য ২৫ হাজার টাকা সাহায্য দেবার লক্ষ্য মাত্রা কর্পোরেশনের পরিচালক পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

২। ১৯৮৬-৮৭ সমবায় বৎসরে (১লা জুলাই, ১৯৮৬ থেকে) ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে কর্পোরেশনের প্রান্তিক অর্থ ধন সাহায্য প্রদান কর্মসূচীতে মোট ৯৩৬ জনকে ধান দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES- "A" & "B")।

REFARENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা মহোদয়ের নিকট থেকে একটা নোটিশ আমি পেয়েছি এবং মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল সাহা মহোদয় তিনি যেন দাঁড়িয়ে বিষয়টি উল্লেখ করেন।

শ্রী ভানু লাল সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয়টি হলো, "সম্প্রতি সদর দক্ষিণ অঞ্চলে উপজাতি গ্রামগুলিতে সশস্ত্র ডাকাতের ফলে গবাদি পশু সহ ধন সম্পত্তি লুট সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদকে অনুরোধ করছি এই বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ না পারেন তা জানাবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২৪শে ডিসেম্বর এই হাউসের সামনে একটি বিবৃতি দিতে পারব।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৪শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে আর একটি নোটিশ আমি পেয়েছি এবং এইটা উত্থাপন করার অনুমতি আমি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয় যেন দাঁড়িয়ে তার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

শ্রী মানিক সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স-এর বিষয়টি হচ্ছে "সরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে পাওনা মহার্ঘ্যভাতা অবিলম্বে দেওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ে উনার বক্তব্য রাখতে পারেন, যদি আজ না পারেন তাহলে কবে রাখবেন তা জানাবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি আগামী ২৩শে ডিসেম্বর হাউসের সামনে একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৩শে ডিসেম্বর একটা বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট আর একটি নোটিশ আমি পেয়েছি এবং এইটা উত্থাপন করার অনুমতি আমি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় যেন দাঁড়িয়ে ওনার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

শ্রী *নগেন্দ্র জমাতিয়া* :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১১ই নভেম্বর, ১৯৮৬ ইং কৈলাশহর মহকুমার লালজুড়িতে দুস্কৃতকারীদের হাতে পাঁচজন নৃসংশভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে।

শ্রী *নৃপেন চক্রবর্তী* :— আমি আগামী ২৬শে ডিসেম্বর হাউসের সামনে একটি বিবৃতি দিতে পারব।

শ্রী *স্পীকার* :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ২৬ শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেবেন। গত ১৬.১২.৮৬ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত একটি বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হলো :— আম

এমপ্লয়েড সাকসেসফুল স্টেনোগ্রাফার্স এসোসিয়েশান চাকুরীর দাবীতে গত ১৭ই নভেম্বর, ১৯৮৬ ইং তারিখ থেকে আমরণ অনশন, ২১ শে নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর লিখিত আশ্বাসের ভিত্তিতে অনশন প্রত্যাহার এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুত পরিস্থিতি সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, জুনিয়র স্টেনোগ্রাফারদের একটা প্যানেল ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন রাজ্য সরকারের সামনে উপস্থিত করেন। সেই প্যানেলটা রাজ্য সরকার গ্রহণ করতে পারেন নি, তার পরবর্তী সময়ে টি পি. এস. সি-রক ৬০ জন প্রার্থীর একটা নূতন প্যানেল সরকারের সামনে উপস্থিত করার জন্য অনুরোধ করেন। এইটা এখনও ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন এর বিবেচনাধীন আছে। ১৭, ১১, ৮৬ তারিখ যারা সাকসেসফুল স্টেনোগ্রাফার অর্থাৎ যাদের নাম প্যানেলে ছিল তারা অনশন শুরু করেন এবং পরে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতিতে তারা অনশন ভঙ্গ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর তাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, যেহেতু যারা আন সাকসেসফুল তাদের পক্ষ থেকে শ্রীমতি মজুমদার হাইকোর্টের সামনে একটা আবেদন রেখেছেন, তার শুনানী ও তার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন, হাইকোর্টে যে কোন সিদ্ধান্ত হবে রাজ্য সরকার তা মেনে নেবেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল শ্রীমতি মজুমদার তার আবেদনটি প্রত্যাহার করে নিলেন, আর হাইকোর্ট তাদের সিদ্ধান্ত দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়টির উপর আমি একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই আপনার অনুমতি নিয়ে। ১৯৭৭ সালের, ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট স্টেনোগ্রাফারস্ সার্ভিস রুলস্' এ স্টেনোগ্রাফারদের যে চারটি গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে তাতে জুনিয়র স্টেনোগ্রাফারদের তৃতীয় শ্রেণীর নন্-গেজেটেড শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। ঐ রুলের ১৩ ধারা অনুসারে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কম্‌পিটিটিভ্ একজামিনেশনের ভিত্তিতে সরাসরিভাবে নিয়োগের (ডাইরেক্ট রিক্রুটমেণ্ট) ব্যবস্থা আছে। সংবিধান অনুযায়ী এই ব্যবস্থা আছে যে, কমিশন নিয়োগকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থীদের প্রাপ্ত নাম্বারের পুরো লিষ্ট নিজেদের কোন মন্তব্য না করে পাঠাবেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ নাম্বারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদে (পোষ্ট) প্রার্থীদের নিয়োগপত্র দেবেন। এই সকল নিয়ম-কানুন মোতাবেক ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস্ কমিশনকে স্টেনোগ্রাফার পদের জন্য প্রার্থীদের যে সকল পরীক্ষার ভিত্তিতে প্যানেলে তৈরী করার কথা, তার মধ্যে দুটি পেপার, অর্থাৎ, টাইপ রাইটিং ও ষ্টেনোগ্রাফিতে কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ নাম্বার পাওয়া বাধ্যতামূলক। ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস্ কমিশনকে ১৩ নং রুলের ১ নং উপধারা অনুসারে শুধু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (কম্‌পিটিটিভ্ একজামিনেশন) নেবারই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তার বেশী কিছু নয়। ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস্ এই নিয়মদ্বারা পরিচালিত।

REFERENCE PERIOD

একথা মনে রাখতে হবে যে, যদিও পাবলিক সার্ভিস কমিশন সংবিধানেরই একটি সৃষ্ঠ সংগঠন এবং ইহা স্বাধীনভাবেই কাজ করেন, তারা সংবিধান-সম্মত কোন আইন, বিধি অথবা প্রচলিত রেগুলেশন অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তারা আইনের শাসন মানতে বাধ্য।

স্টেনোগ্রাফার পদের জন্য প্রার্থীদের পরীক্ষা নেবার দায়িত্ব ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে দেয়া হয়। তারা ৩২১ জন প্রার্থীকে পাশ বলে চিহ্নিত করেন, এবং তার মধ্যে ৩১৩ জন টাইপ রাইটিং ও স্টেনোগ্রাফি পরীক্ষা দেন।

স্টেনোগ্রাফারদের পরীক্ষা সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় কিছু সমালোচনা হয়। তার ভিত্তিতে স্টেনোগ্রাফি পরীক্ষা বাতিল করা না হলেও পুনরায় গ্রহন করা হয়। পরীক্ষার্থীদের বলা হয় যে তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহন করতেও পারেন, নাও করতে পারেন সেটা তাদের ইচ্ছা। এরপরে, টাইপ রাইটিং ও স্টেনোগ্রাফিতে ৭০ জনকে উত্তীর্ণ (পাশ) বলে চিহ্নিত করা হয়। এবং তার থেকে ২৩টি নামের একটি প্যানেল রাজ্য সরকারের নিকট পাঠান।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, কমিশন বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক প্রার্থীর তাদের নাম্বারসহ নাম পাঠান নাই টাইপ রাইটিং ও স্টেনোগ্রাফি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে কে কত নাম্বার পাইয়াছে তা বিচার্য বিষয় নয়।

বিচার্য বিষয় টাইপ রাইটিং ও স্টেনোগ্রাফিতে তাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক নম্বর পাওয়া। বর্তমান ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে স্টেনোগ্রাফি পরীক্ষাটি বাতিল করা হয় নাই অথচ পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে এবং পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বসার অপশন দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আগেকার পরীক্ষার ফল তারা যদি মেনে নেন তবে পরবর্তী পরীক্ষায় তারা বসতেও পারেন, নাও পারেন। তার অর্থ হল-একই পরীক্ষার জন্য বিচারের দুটি মান গ্রহন করা, একই মান গ্রহন করে পরীক্ষার ফল বিচার না করা। এটা আইন ও বিধি সম্মত নয়।

প্যানেলে এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে জানান যে এই প্যানেল তাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তারা স্টেনোগ্রাফারদের ৬০ জনের একটি নূতন প্যানেল তৈরী করার জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে অনুরোধ করেন। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণা একটি ছাত্রী কমিশনের সিদ্ধান্তকে চেলেঞ্জ করে গোহাটি হাই কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু পরে তিনি মামলাটি প্রত্যাহার করে নেন। ত্রিপুরা সরকার আশা

করছেন যে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন তাদের আগেকার সিদ্ধান্তের ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে অনতিবিলম্বে জুনিয়র স্টেনোগ্রাফারদের ৬০ জনের একটি নতুন প্যানেল তৈরী করার জন্য পুনরায় পরীক্ষা নেবেন এবং সেই নতুন প্যানেল রাজ্য সরকারের নিকট পাঠাবেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, পাবলিক সার্ভিস কমিশন সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন এটা একটি সাংবিধানিক কমিশন যার উপর রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন হস্তক্ষেপ থাকবেনা। অথচ আমরা দেখছি সরকার সরাসরি তাদের এক্তিয়ারের উপর হস্তক্ষেপ করছেন। যারা আন্দোলন করেছিল, যারা অনশন করেছিল এই ব্যাপারে তাদেরকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে, এই ব্যাপারে গোহাটি হাইকোর্টে একটি মামলা হয়ে গেছে অত এব যতক্ষণ পর্যন্ত মামলার নিষ্পত্তি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন সাকসেসফুল স্টেনোগ্রাফাররা অপেক্ষা করেন। এই হাউজের সামনেও তিনি সেটা স্বীকার করেছেন। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাই যে প্রথমতঃ তিনি টি, পি. এস সির কাজে হস্তক্ষেপ করছেন কিনা? দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সুধীর মজুমদার যদি আমার বিবৃতি লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে শুনেছেন যে আমি বলেছি যে টি পি. এস সি র উপর রাজ্য সরকারের কোন কর্তৃত্ব থাকতে পারেনা তবে তাকে ভারতের সংবিধান মানতে হবে, ভারতের আইন মানতে হবে। আইনের বিধি মানতে হবে। যদি কোন পাবলিক সার্ভিস কমিশন না মানে তাহলে রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার আছে তাদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করার। এটা কোন ডিকটেটর না। সংবিধানের বাহিরে তাকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। আমার বিবৃতিতে রয়েছে যে তারা আইন মানেনি, তারা সংবিধান মানেনি, তারা সেগুলি লঙ্ঘন করেছে। কাজেই আমরা এটা মানতে পারিনা। প্রথমতঃ ওরা যখন আমার কাছে এসেছে তখন তাদেরকে বলা হয়েছে যে টি পি. এস, সির সিদ্ধান্ত অবৈধ এবং সেটা টি, পি, এস সি, কে জানানো হয়েছে। যারা এসেছেন তারা সাকসেসফুল হউন আর আনসাকসেসফুল হউন তাদেরকে বলা হয়েছে যে এই সিদ্ধান্ত আইন-সম্মত হয়নি, বিধি সম্মত হয়নি, কাজেই আমরা তাদেরকে নতুন প্যানেল তৈরী করার জন্য অনুরোধ করেছি। অত এব প্রতিশ্রুতি যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা ঠিকই আছে। তৃতীয়তঃ কেইসটি হাই কোর্টে গেছে। যাদের গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নাই

REFERENCE PERIOD

তারা বলতে পারেন যে হাই কোর্টে রায় যা হউক না কেন আমরা যা করছি তা করব। কিন্তু আমরা সে রাস্তায় যাইনি। আমরা বলেছি অপেক্ষা করুন হাই কোর্টের রায় যা হবে আমরা তা মেনে নেব। আমরা হাই কোর্টের বিরুদ্ধে এপিলে যাবনা। এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। হাই কোর্ট রায় দিলনা কেন? হাই কোর্ট ত বলতে পারত যে, বে-আইনী কাজ করেছ তোমরা অতএব তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার কর। হাই কোর্টের এক্তিয়ার ছিল। যেহেতু হাই কোর্ট তার ক্ষমতা প্রয়োগ করেনি সেজন্য বুঝতে হবে যে, আমরা আইন সঙ্গত কাজ করেছি এবং সেটাই আমাদের করতে হবে। কোন রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন যা করছে সরকার তা মেনে নিচ্ছে. এই ঘটনা ঘটেনি, ঘটতে পারে না, যদি না সে সিদ্ধান্ত আইন সম্মত না হয়, সংবিধান সম্মত না হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— পয়েণ্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে সাকসেসফুল স্টেনোগ্রাফারদের ২৩ জনের একটি প্যানেল কমিশন রেজাণ্ট পাবলিশ করে সাবমিট করেছেন। তিনি এও বলেছেন যে কমিশন যে প্যানেল সাবমিট করেছে সেটা আইন-সম্মত হয়নি বলে রাজ্য সরকার তা একসেপ্ট করতে পারিনি যদি তাই হয় সম্ভবতঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকার কমিশনের কাছে একটি লিখিত পত্র দিয়েছে এবং সে পত্রের জবাব ১০-১-৮৬ কমিশনের চেয়ারম্যান দিয়েছে কিন্তু সে চিঠির রিপ্লাই রাজ্য সরকার এখনও দেন নাই তার কারণ কি? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে, কমিশনের সিদ্ধান্ত সংবিধানের বাহিরে বলে গ্রহণ করতে পারেননি, কিন্তু এটা বৈধ হবে কি ভাবে সে ব্যাপারে কমিশনকে এডভাইজ রাজ্য সরকার দিতে পারেন কি? পারলে সরকার এতদিন এডভাইজ দেননি কেন? সাকসেসফুল স্টেনোগ্রাফার যারা পরীক্ষায় পাশ করেছেন তাদের জন্য এত দিন চেপে রাখা হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিধায়কদের মত দায়িত্বশীল যারা তাদের আইন কানুনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা দরকার। একজন এল, তাকে উস্কানি দিলাম যে হাংগার স্ট্রাইকে বস আমাদের কংগ্রেস ভবনের সামনে জায়গা আছে, এটা দায়িত্ব জ্ঞানের পরিচয় নয়। যেটা আমরা বলেছি যে, এটা আইন সম্মত নয়, বিধি সম্মত নয়। টি পি. এস. সি. অফিসের কোন কেরাণী এদের গোপন তথ্য দিয়েছে তার উপরে আমি জবাব দিতে পারছিনা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, এই সাকসেসফুল স্টেনোগ্রাফারস্ এর একটা প্যানেল টি পি, এস, সি করে পাঠিয়েছেন, কিন্তু রাজ্য সরকার এই প্যানেলকে বে-আইনী ঘোষনা করে দিয়ে টি, পি, এস, কে আবার নতুন করে পরীক্ষা নিয়ে একটি প্যানেল পাঠাতে বলেছেন। কিন্তু টি, পি, এস, সি, একটি অটোনোমাস বডি, এই টি, পি' এস, সি, যে প্যানেল তৈরী করে পাঠিয়েছে সেটিকে বাতিল করার কোন এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— পুরোপুরি এক্তিয়ার রয়েছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সুপারিশ না মানতে পারেন। কিন্তু টি পি, এস, সি, এর কর্তৃক যে প্যানেল তৈরী করা হয় সেটা বাতিল করার কোন এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের আছে কিনা ? দ্বিতীয়তঃ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, গৌহাটী হাইকোর্ট কেন তাদের জাজমেন্ট দিল না ? এখানে এটা পরিষ্কার যে পিটিশনার শ্রীমতি নমিতা মজুমদার (বর্মন) এই কেসটা উইথড্র করার জন্য একটা এপ্লিকেশন করেন এবং রাজ্য সরকার থেকে এই জাইড্রেল যেন আন-কনডিসনাল হয় সে জন্য আবেদন করেছিলেন কোর্ট থেকে একরডিংলি দিস সাবমিশন এণ্ড প্রেয়ার অব্ মিঃ কে, এন, ভট্টাচার্য্য ইজ্ এক্সেপ্টেড্ এণ্ড দি রিট পিটিশন ইজ ডিসমিসড্ উইথ্ দ্যা লিবার্টি এজ প্রেড্ ফর। কাজেই এখানে হাইকোর্ট কেন রায় দিলনা এই প্রশ্ন এখানে উঠেনা। পিটিশনার নিজেই তার দরখাস্ত উঠিয়ে নিয়েছেন। কাজেই হাইকোর্টের এখানে রায় দেওয়ার প্রশ্ন উঠেনা। এবং কেন এটা করা হয়েছে ? কারণ গভার্ণমেন্ট-এর এপয়েন্টমেন্ট এণ্ড সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর, ৮৬ তারিখে বলা হয়েছিল যে, আমরা টি, পি, এস, সি, র এই যে প্যানেল পাঠিয়েছে সেটাকে গ্রহন করতে পারিনা। কারণ এখানে দুইবার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এরপর আবার ১৮ ১১ ৮৬ তারিখে পত্র নং এফ ২৭ (১৮)। জি, এম, । ৮৬ তারিখে গভার্ণমেন্ট অব্ ত্রিপুরার এপয়েন্টমেন্ট এণ্ড সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট থেকে এইখানে বলা হয়েছে—

' I am directed to refer to the correspandence in response to your letter No. 87 (5) - IPSC (II) dated, 10. 11. 86 and to state that Appointment and Services Department letter of even numver dated 26. 9 86 may be treated inoperative till decision of the Hon'ble High Court, Gauhati in Writ case No. 110 of 1986 filed by Smti. Namita Majumder (Barman).,

REFERENCE PERIOD

অর্থাৎ আগে যে চিঠিটা দিয়েছিলাম গৌহাটি হাইকোর্টের রায় না হওয়া পর্যন্ত সেটা বাতিল বলে গন্য করতে হবে এবং সেটা ইনঅপারেটিভ থাকবে। কাজেই সরকার দুইবার দুই রকম কথা বলেছেন। একবার বলেছেন, দুই বার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এই প্যানেলে ডিফেক্ট রয়েছে, কাজেই এটা আমরা গ্রহন করতে পারিনা। কিন্তু পরে যখন এই ডিফেক্টগুলি ফাইণ্ড আউট করে গভার্ণমেন্ট এর কাছে টি, পি, এস সি. পাঠালো তখন গভার্ণমেন্ট থেকে বলা হয়েছে যে, ঠিক আগের আগে আমরা যে প্যানেলগুলি পাঠিয়েছিলাম সেগুলি ইনঅপারেটিভ থাকবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতি নমিতা মজুমদার (বর্মন) তার নিজের কেসটি উইথড্র করে নেন। কাজেই টি, পি, এস. সি যে প্যানেল পাঠিয়েছিল সেটা স্টাণ্ড করলো। এখন গভার্ণমেন্ট ইচ্ছা করলে সেটা মানতে পারেন, ইচ্ছা করলে সেটা মানতে নাও পারেন। কিন্তু টি. পি, এস, সি, বে আইনি, টি পি. এস সি অ-সংবিধানসম্মত সেটা বলতে পারেননা। এ সম্পর্কে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য শুনতে চাই।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা এখানে একথা বলিছি যে, এটা বেআইনী। টি, পি. এস. সি. কে কেউ বে আইনী কাজ করতে দেয়নি। সংবিধান সম্মত কাজ করার অধিকার তাদের রয়েছে। যদি আপনারা এতে কিছু মনে করে থাকেন তবে আপনারা কোর্টে যেতে পারেন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসন স্যার, টি, পি, এস সি.-র উপর কোন চাপ সৃষ্টি করতে পারেন না। টি, পি এস, সি, র বেআইনী কাজ করার অধিকার নেই। শুধু টি. পি এস, সি, কেন বেআইনী করার অধিকার রাজ্য সরকারেরও নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আমি আর আপনাকে সময় দিতে পারছিনা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— না স্যার, আমাকে কমপ্লিট করতে দিন। আমি তো কখনো বলিনি যে, টি, পি, এস, সি. অন্যায় কাজ করুক।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— হ্যাঁ আপনি বলেছেন। টি, পি. এস, সি, বেআইনী কাজ করুক আর রাজ্য সরকার সেটা মেনে নিক সে কথাই আপনি বলেছেন।

শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা :— না, আমি এ ধরনের কোন কথা বলিনি। আপনি সব সময়েই উল্টাপাল্টা কথা বলেন। শুধু বলতে চেয়েছি যে টি, পি, এস, সি, যে পরীক্ষা নিয়েছেন সেটাকে রাজ্য সরকার ইল্লিগ্যাল বলতে পারেন কিনা ? কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সে সম্পর্কে কোন জবাব দেননি। আপনি যদি না জানান, তবে আপনি অনশনকারীদের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেন ? আপনি তাদের যে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা ভঙ্গ করেছেন, এর জবাব আপনাকে দিতে হবে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— আপনারা এভাবে কিছু যুবকদের উস্কানী দিচ্ছেন।

শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা:— আপনারা আইনের কথা বলুন। এখানে উস্কানীর কোন প্রশ্নই উঠেনা। আপনারা কিছু বেকার ছেলেদের নিয়ে রাজনীতি করছেন। এর জবাব আপনাকে দিতে হবে। আপনি তাদের কাছে দেওয়া লিখিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন কোন আইনে এর জবাব চাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা সকলে শান্ত হোন, বসুন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়, তিনি এখন আছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

গত ১১-১১-৮৬ ইং খোয়াই মহকুমার বড়মরদাস বাজারে টি এন, ভি, উগ্রপন্থীদের দ্বারা চারজনকে নৃসংশভাবে খুন ও একজনকে আহত করা সম্পর্কে।

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এখনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা যেন অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এ বিষয়ের উপর আগামী ২৫ শে ডিসেম্বর ৮৬ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৬-১২-৮৬ ইং তারিখে এ বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা মহোদয়ের কাছ থেকে আজ আমি একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো --" ২২শে নভেম্বর জিরানীয়া যোরাখা বাজারে টি এন, ভি উগ্রপন্থী দ্বারা নৃশংস ভাবে ৪ জনকে খুন করা সম্পর্কে "। মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত। সুতরাং এটা ফলসূন্য।

মাননীয় সদস্য শ্রী গুরনীমোহন সিন্হা আজ তার একটি নোটিশ দিয়েছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—কৈলাশহর বিভাগে ছাউমনু থানা এলাকাধীন গত ২৮শে নভেম্বর রাত্র প্রায় ১১টার গোবিন্দ বাড়ি গ্রীফ ক্যানেপ উগ্রপন্থীর আক্রমনের ২ জন নিহত ও কয়েক জন আহত হওয়া সম্পর্কে "মাননীয় সদস্য শ্রী সিন্হা উপস্থিত আছেন। সুতরাং আমি তাঁর নোটিশটিতে সম্মত দিলাম। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই নোটিশের উপর একটি বিবৃতি দিতে। যদি তিনি আজকে না পারেন তবে তিনি কবে দিতে পারবেন সেটা আমাকে জানাবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এটার উপর আগামী ২৪শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এর উপর আগামী ২৪শে ডিসেম্বর একটা বিবৃতি দেবেন।

মাননীয় সদস্য সমীর দেব সরকারের আজ একটা দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে রাজী হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিবৃতিটির বিষয়বস্তু হলো —

"গত ৪ঠা ডিসেম্বর কল্যাণপুর থানাধীন আখড়াবাড়ী কলোনীতে টি, এন. ভি, খুনী বাহিনী কর্তৃক আক্রমন ও তেরোজন নিরীহ গ্রামবাসী নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, নোটিশের জবাবে আমার বক্তব্য হলো —

গত ৪-১২-৮৬ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কল্যাণপুর থানাধীন আখড়াবাড়ী গ্রামের শ্রী সুধীর দাসের বাড়ীতে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। সন্ধ্যা অনুমান ৭-৪৫ মিঃ সময় ১০ ১২ জনের একটি উপজাতি দুষ্কৃতকারী দল স্টেনগান, রাইফেল ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এ' বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে লোকজনদের উপর এলোপাথারী গুলি ছুঁড়তে থাকে। গুলির আঘাতে তের জন ঘটনা স্থলে মারা যান। মৃত ব্যক্তিদের নাম ঃ—

১। শ্রীমতী প্রিয়বালা গিরি।
২ শ্রীপ্রাণ বল্লভ গিরি।
৩। শ্রী শতকর চৌধুরী।
৪। শ্রী সুধীর দাস।
৫। শ্রী সুরেন্দ্র দাস।
৬। শ্রী সুবল দাস।
৭। শ্রী অশোক চৌধুরী।
৮। শ্রী চন্দন ভদ্র
৯। শ্রীযতীন্দ্র বর্মন।
১০। শ্রী সুশীল দাস।
১১। রসময় দাস।
১২। শ্রীমতী সোনাবাসী দাস।
১৩। শ্রী সমরেন্দ্র বর্মা।

শ্রী পরমানন্দ গিরি এই ঘটনায় আহত হন।

দুষ্কৃতিকারীগণ নির্বিচারে গুলীলীলা চালাইয়া শ্রী সুধীর দাসের বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া যায়। উক্ত আগুনে বাড়ীর সব ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় এবং অধিকাংশ মৃতদেহগুলি অগ্নিদগ্ধ হইয়া যায়।

আহত শ্রী পরমানন্দ গিরির অভিযুগমূলে গত ৫-১২-৮৬ ইং তারিখ কল্যানপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮। ১৪৯। ৩০২। ৪৩৬ ধারায় ও অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় ২ (১২) ৮৬ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করিয়া পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন। তদন্তকালে পুলিশ গত ৫-১২-৮৬ ইং তারিখ নিম্নলিখিত পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন।

১। শ্রী উত্তম দেববর্মা, সাং দুলিয়া বাড়ী।

CALLING ATTENTION

২। শ্রী খগেন্দ্র দেববর্মা, সাং এ'।

৩। শ্রী মঙ্গল দেববর্মা, সাং এ

৪। শ্রী প্রদন্ন দেববর্মা, সাং আখড়া বাড়ী কলোনী।

৫। শ্রী সুধন্য দেববর্মা, সাং ফাল্গুনী চৌধুরী পাড়া।

পুলিশ গত ৬-১২-৮৬ তারিখ শ্রী দৈপষা দেববর্মা (সাং হাজারী বাড়ীকে গ্রেপ্তার করেন ধৃত ব্যক্তিদের খোয়াই আদালতে প্রেরণ করা হয়। তাহারা বর্তমানে জেল হাজতে আছেন। দুষ্কৃতিকারীগণ কোন প্রকার ধনসম্পত্তি লুঠ করে নাই। আহত শ্রী পরমানন্দ গিরি চিকিৎসান্তে হাসপাতাল হইতে ছাড়া পান। নিহত প্রত্যেক ব্যক্তির পরিবারকে ২৫ পাঁচ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। নিহত পরিবারের উপযুক্ত একজনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হবে। ঘটনাটির জোর তদন্ত চলিতেছে। তল্লাশী অভিযান ও অব্যাহত আছে।

শ্রী সমীরদেব সরকার :— ঘটনার দিন খগেন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে উগ্রপন্থীরা ছিল এবং সেখানে খাওয়া দাওয়া করে এবং পরে তারা এ'দিনই এই ঘটনা করে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— এই সব তথ্য এখন হাউসের সামনে উপস্থিত করা যায়না। কারণ ঘটনার তদন্ত চলছে।

শ্রী সমীরদেব সরকার :— যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তারা সবাই টি. ইউ. জে. এস. এর সক্রিয় কর্মী. এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানা আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— আমার কাছে তথ্য নেই।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— এ' এলাকায় যার আক্রান্ত হয়েছে তাদের পরিবারকে গ্রাম বাসীর শিবিরে নিয়ে আসে এবং স্থানীয় কংগ্রেস (আই)- এর কর্মীরা অবিনাশ দাশকে আক্রমণ করে। গোবাকগাঁটিলায় তার দোকান আছে. সেই দোকান আছে. সেই দোকানও পুড়িয়ে দিয়েছে এবং ট্রাইবেল নন্ ট্রাইবেলের মধ্য একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানা আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— এটা দুঃখজনক যে এতবড় একটা ঘটনার পর যারা উত্তেজনার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন ট্রাইবেল এবং বাঙ্গালীর মধ্যে উত্তেজনা প্রশমণের কাজ করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে এই উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, এইসব ঘটনা আমাদের ট্রাইবেল বাঙ্গালীর সম্প্রীতি যেটা আমরা আশি সনের পর থেকে শক্তিশালী করছি অনেক উস্কানী সত্বেও যেটা দাঙ্গার আকার ধারণ করতে পারেনি, এই অবিনাশ দাসও সেই কাজই করেছিলেন। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে বিভিন্ন জায়গায় হত্যা কাণ্ডের পর যাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি না হয় তার জন্য বিরোধী পক্ষ থেকে আমরা সহযোগিতা পাইনি। তাদেরও এই কাজে যোগদান করা উচিত। অবশ্য গ্রামের সাধারণ মানুষ সরকার পক্ষ কে, বিরোধী পক্ষকে সেটা দেখেন না। অধিকাংশ জায়গাতেই তারা সরকারের সংগে সহযোগিতা করেছেন। ত্রিপুরায় যাতে আর একটা দাঙ্গার পরিস্থিতি না পৌছে তার আগেই আমি সব দলমত নির্বিশেষের মানুষকে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানাচ্ছি। এই ঘটনার আসল আসামী কারা, সহায়ক ভূমিকা কারা পালন করেছেন এই সম্পর্কে হাউসে এখুনি তথ্য পরিবেশন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় যেহেতু একটা বড় রকমের হত্যা কাণ্ড এটা, সেজন্য দুষ্কৃতকারীদের সরকার ধরার চেষ্টা করছেন।

Maharani Bibu Kumari Debi. Point of clarification, Sir, (1) Is it not a fact that the allegation made that the TNV extremists took shelter in the houses of C P. I. (M) workers ? (2) If it is not a fact what action are being taken against the persons making such allegations ? and (3) what are the financial and other assistances provided for the victims ? You have very nincely mentioned, Sir, our Chief Minister has said that we would like to maintain communal peace and harmoney. I am in all agreement and I am sure all my friends here in the opposition and treasury benches are of the same epinion. But I feel that everything is done contrary to what is said. Practice and theory are different. But I want that practice should be followed. That is my point of clarification, Sir, I have sought for.

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— প্রথম যে অভিযোগ জানা হয়েছে যে টি, এন ভি, সি পি,

CALLING ATTENTION

এম- এর লোকদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন এটা সম্পূর্ণ অসত্য বিশেষ করে একটা নাম পত্রপত্রিকায় দেওয়া হয়েছে যে কল্যাণপুরে বিধায়ক শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী তার বিরুদ্ধে। এটা কত জঘণ্য বা কল্পনা করা যায়না। যার পরিবারটা অলরেডি ওয়াইপড আউট এই ট্রাইবেল দুস্কৃতিকারীদের হাতে তারই বিরুদ্ধে এরকম রটনা করা হচ্ছে যেহেতু তিনি কৃষকসভার একজন নেতা, যেহেতু তারও লোকজন আক্রান্ত। তাদের আমি বলব এটা যথাযথ ঐ'ক্য বাড়াতে সাহায্য করেনা।

তার বিরোধে অপপ্রচার করা হচ্ছে এটা দুঃখ জনক যারা অপপ্রচার করছেন তাদের আমি অনুরোধ করব আপনারা এগুলি থেকে বিরত থাকুন। থাকলে জাতি উপজাতির ঐ'ক্য সম্প্রীতি রক্ষার সহায়ক হবে। দ্বিতীয়তঃ যারা জীবন দিয়েছে তাদের পরিবারকে আমরা বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। এ পর্যন্ত যত লোক খুন হয়েছে কি' ৮০' জুনের দাংগায় ; কি এর পর বিভিন্ন ঘটনায় প্রত্যেক পরিবারকে (ইন্টারাপশান) (ভয়েস ৫ হাজার টাকা দিয়েছেন) মাননীয় সদস্য ঠাট্টা করছেন ভারতবর্ষের কোথায় দেখাতে পারবেন একটি লোককে চাকরী দিয়েছে ? আপনারাতো অনেক রাজ্য চালান একটা রাজত্বে দেখাতে পারবেন একটা লোককে চাকরী দিয়েছে ? (৫ হাজার টাকায় ক্ষতিপূরণ হয়) হ্যাঁ ৫ হাজার টাকায় ক্ষতিপূরণ হয় না, এক লাখ টাকায়ও হয়না (ইন্টারাপশান) একজন লোকের সারা জীবন চাকরী করলে কত টাকা আয় হয় ? (ইন্টারাপশান) মাননীয় সদস্য কি বলতে চাইছেন ? (ভয়েস—খুনীকে আরও বেশী দিচ্ছেন) হ্যাঁ, আত্মসমর্পণ করলে তাদের দেওয়া হল (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনারা বসুন (ইন্টারাপশান) লালছেংগার কথা পরে হবে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু কিছু বলতে চাইছেন। (ইন্টারাপশান)

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— ৫ তারিখ এই ঘটনার এক দিন আগে নিহত সুধীর দাস তার নিরাপত্তার দাবী করেছিলেন। ৪ তারিখ এই ঘটনার দিন বিধায়ক মাখন চক্রবর্তী ও একজন পুলিশ অফিসার তাকে সেই আশ্বাস দিয়েছিলেন। তাই যদি হয় তাহলে কেন তাদের নিরাপত্তার জন্য কার্যাকরী ব্যবস্থা নেওয়া হল না, কেন তাদের এই নৃশংস খুনের শিকার হতে হয়েছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই কথা ঠিক, ঘটনার দুই দিন আগে উদের একটি প্রতিনিধি দল আমার কাছে এসেছিল। সংগে সংগে আমি — ডি, এম. না থাকায় এ.

ডি এম, কে চিঠি লিখি — তাতে দু'টা বিষয় ছিল একটা হচ্ছে ওদের তাড়াতাড়ি অন্য জায়গায় সরাবার ব্যবস্থা করুন এবার একটা হচ্ছে রাউন্ড কি ক্লক সেখানে পাহারার ব্যবস্থা করা। দুঃখের সংগে জানাচ্ছি, সেই চিঠি এমন সময় তাদের কাছে পৌঁছাল ঘটনার দিন যখন তাদের এই সব ব্যবস্থা করার কোন সুযোগ ছিল না। আমি এ ডি. এম-র অফিসে এবং আমার অফিসে তদন্ত করিয়েছি সেখান থেকে ঠিক সময়েই চিঠি গিয়েছিল। আর দ্বিতীয় কথা উনি বলেছেন মাখন চক্রবর্তী ওখানে গিয়েছিলেন। মাখন চক্রবর্তী জানাতেন না যে, ওদের প্রতিনিধি আমার কাছে এসেছিলেন। এবং তাদের আমি এই আশ্বাস দিয়েছিলাম যে সরকার—এর পক্ষ থেকে এই দুইটি ব্যবস্থা আমরা করব। কাজেই মাননীয় সদস্যের বক্তব্য ঠিক যে, আমরা আরও আগে যদি সতর্ক হতাম তাহলে সম্ভবত এই ঘটনা এড়ানো যেত। এই জায়গাটা এমন জায়গায় যেটি ট্রাইবেল এলাকা থেকে একটু দূরে আবার অন্যান্য জনবসতি থেকেও দূরে—এটা একটা দুর্গম এলাকা কোন গাড়ী পাঠাবারও ব্যবস্থা ছিল না। আর এই সমস্ত কারনে এই ঘটনা ঘটল তার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। যারা এই ঘটনার পর জীবিত আছেন তাদের সেখান থেকে সরিয়ে এনেছি সেই এলাকা থেকে এবং তাদের আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি অন্য কোন এলাকায় যেখানে তাদের পছন্দ—এমন কি তার জন্য যদি আমাদের জমি কিনতে হয়ও তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। আর ইতিমধ্যে উদের ক্যাম্পে নিয়ে তাদের রিলিফ দেওয়া হচ্ছে। এটা শুধু নিয়মিত রিলিফ নয় তার বাইরেও প্রতিটি পরিবার থেকে একজনকে এন, আর, ই, পি, কাজের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না হবে ততদিন পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা চলতে থাকবে।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটার সম্পর্কে এ. ডি. এম অফিস থেকে ওখার ফোন বা রেডিও মেসেজ পাঠিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন নির্দেশ দেওয়া হল না এই সম্পর্কে জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— বিরোধী পক্ষ থেকে যদি এই কথা জানাতেন তাহলে আমরা এই ব্যবস্থা করতাম। ওদের বক্তব্য ছিল আমাদের এলাকায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিন। সেজন্য যথাযথ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং সেটাই করা হয়েছিল।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন যে, উদের সেই অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এখন আমরা যদি এই জিনিষটাকে এনকারেজ করতে থাকি তাহলে এই সব উগ্রপন্থীরা যা চাইছে সেটাকেই কি আমরা মেনে নিচ্ছিনা ? যে বাড়ীতে ঘটনা

CALLING ATTENTION

হয় অনিল চৌধুরী কংগ্রেস দলের একজন সক্রীয় কর্মী দীর্ঘ দিন ধরেই বাস ওখানে বসতি করেছিলেন। তাঁর পরিবারটি ধ্বংস হয়ে গেছে। যদি এই মানসিকতা সরকারের থাকে তাহলে উগ্রপন্থীদের লক্ষ্যই কি পূরণ করা হচ্ছেনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— দুইটা কথা এখানে হাউসের সামনে বলা দরকার। একটা হচ্ছে, সব এলাকা ১৯৮০ সালের দাংগায় বিধ্বস্ত হয়নি। এই এলাকাটা হয়েছিল এবং যোরাখ্য হয়েছিল। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলতে চাই, কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি গিয়েছিলেন সেখানে আমার পুলিশ রিপোর্ট হচ্ছে উনি বলেছিলেন যে তোমরা এখনও আছ এখানে ? তোমরা সব বাজারে চলে আস। এই উস্কানী (ইন্টারাপশান)

সুধীররঞ্জন মজুমদার :— আমি এই কথার প্রতিবাদ করছি, এই ধরণের কোন বক্তব্য সেখানে হয়নি। আমি এর প্রতিবাদ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এটা সত্যি, অন্য লোককেও ইনভাইট করা হচ্ছে। আপনারা অস্বীকার করলেও আমরা বলবই। আখড়াবাড়ীও ৮০ সালের দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা। লোকদের চলে আসতে আমরা উৎসাহিত করছি না এত বড় দাঙ্গা হলো, কমলপুরের শ্রীরামপুর সেখান থেকে একজন লোকও আসল না। উঠলও না। কাজেই আমরা দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা থেকে লোকদের আনতে যাচ্ছি না। আমরা অনুরোধ করছি, এলাকায় থাকুন, আপনাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধাই দেওয়া হবে।

LAYING OF REPLIES POSTPONED QUESTIONS

(ANNEXURE— " C ")

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— লেয়িং অব দি রিপ্লাইজ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্'। গত বিধান সভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মহোদয়ের পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬৯ এবং আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি।

আমি এখন মাননীয় আইন বিভাগের মন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) মহোদয়কে অনুরোধ করছি,

পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬৯-এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রী মৃণেশ চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬৯-এর উত্তরপত্র সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় শ্রীইব্যান রিহ্যাবিলিটাশান ইন প্ল্যান্টেশান এণ্ড পি জি, পি ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং ৬১-এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১-এর উত্তর পত্র সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভার পেশ করা পোষ্টপণ্ড স্টার্ড ও আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্-এর উত্তর পত্র-এর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার স্যার, একটি বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই রুলসের ৩১০ (২) উপ ধারায় চেম্বার বলতে কি শুধু এম, এল, এ, দের আসন কক্ষ বুঝাচ্ছে কিনা, না ভিজিটরস গ্যালারি, অফিসারস গ্যালারি কিংবা প্রেস গ্যালারি সব বুঝাচ্ছে তা আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— আপনি পরে আমার চেম্বারে এসে বুঝে যাবেন।

GOVERNMENT BILL — Introduction

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, ইন্ট্রোডাকশান অব দি ত্রিপুরা ইনল্যাণ্ড ফিসারীস্ বিল, ১৯৮৬ (ত্রিপুরা) বিল নং ১১ অব ১৯৮৬) উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা ইনল্যাণ্ড ফিসারীস্ বিল,

GOVERNMENT BILL— Introduction

১৯৮৬ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৮৬) এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি ।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত ঘোষণাটি ভোটে দিচ্ছি । ঘোষণাটি হলো :— ' দি ত্রিপুরা ইনল্যাণ্ড ফিসারীস বিল, ১৯৮৬ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৮৬) এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক ।

মিঃ স্পীকার :— ধ্বনি ভোটে বিলটি সভায় উৎথাপিত হয়) ।

General Discussion on the Supplementary. Demands for Grants for the year 1986— 87

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর [ডিমাণ্ড ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস ফর দি ইয়ার ১৯৮৬-৮৭] উপর সাধারণ আলোচনা । আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব আলোচনা চলা কালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তৃতা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর [ডিমাণ্ডস ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টস] উপর সীমাবদ্ধ রাখেন ।

আলোচনা শুরু হবার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের একটি নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য ।

আমার এখন মাত্র ৬ মিনিটের মত সময় আছে । এখন কি আপনারা শুরু করতে চান, না রিসেস-এর পর শুরু করবেন ।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— আরম্ভ করা যেতে পারে ।

মিঃ স্পীকার :— আলোচনা আরম্ভ করার আগে আমি আপনাদের সময় জানিয়ে দিচ্ছি । আলোচনার জন্য সময় নির্দিষ্ট আছে, ২৫৫ মিনিট । আগামী কাল ১ ঘণ্টা আলোচনা হবে । সময় যে ভাবে ভাগ করা আছে, তা হচ্ছে ট্রেজারী বেঞ্চ :— ১৬০মিঃ এবং অপজিশান ৮০ মিনিট । এর মধ্যে কংগ্রেস [আই] ৪৪মিঃ, টি, ইউ, জে, এস, ২৪মিঃ ও নির্দল ১২ মিনিট ।

শ্রী জওহর সাহা :— টাইমটা আর একটু বাড়িয়ে দেওয়া হউক ।

মিঃ স্পীকার :— টাইম আমি বাড়িয়ে দিতে পারি না। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদারকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য বলছি।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সভায় সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস ফর গ্র্যাণ্টস ১৯৮৬ ৮৭ উত্থাপন করেছেন। ডিসেম্বর মাসে এসে আবার উনি এটা আনলেন। এর আগে মূল বাজেটে প্রায় ৩৭১ কোটি টাকা দিয়েছি। আর এই ডিসেম্বর মাসে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যাণ্টস এ উনি প্রায় ৮ কোটি টাকা চেয়েছেন। সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস আনার প্রভিশন অবশ্য রয়েছে। অবশ্যই সেটা আনা যায়। তবে কোন অবস্থায় আনা হয় সেটা জানা থাকা দরকার। তিনি এমন কোন জিনিস দেখাতে পারেননি, যার ফলে এই সাপ্লিমেন্টারী আনতে হল। তবে হ্যাঁ, এখানে যে—সমস্ত খাতে আনা হয়েছে বলে দেখান হয়েছে তা সঠিক নয়। আসল খাত এটা নয়। উনি কি বুঝতে পেরেছিলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে ২টি উপ-নির্বাচন করতে হবে ? এই সভায় আমরা আগেই বলেছিলাম, এবং নো-কনফিডেন্স মোশানে যে সমস্ত কথা আলোচনা করেছিলাম, তাই সত্য বলে প্রমানিত হয়েছে। সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস্ এ টাকা চাওয়া হয়েছে মোট, ৮, ১৬, ৯১,৭০০শত টাকা। এটা নাকি তিনি খরচ করবেন। তবে তা অবশ্য ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে নয়। উনি এখানে যে সমস্ত খাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তার একটিও ক্যাপিটাল খাতে নয়, সবই রেভিনিউ খাত। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাজেটের মধ্যে বিরাট কারচুপি রয়েছে। কারচুপি আমি এই কারনে বলছি, উনার বাজেট পেশ করার পদ্ধতিকে। তিনি নিজে যখন বিরোধী দল নেতা ছিলেন সে সময় তখন তিনি বার বার পারফরমেন্স বাজেটের কথা বলতেন। আজ দীর্ঘ ৯ বছর উনি পার্টিতে দিচ্ছেন, কিন্তু নিজেও পারলেন না। অবশ্য পারতেন যে না তা নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর চুরির পকেট রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের জেনারেল বাজেটের মধ্যে তিনি টাকাটা নিয়ে নেন। বেশীর ভাগ টাকাই তিনি খরচ করতে পারেন না। কাজেই এ ডি সি তে কিছুটা ডাইভার্ট করে দেন, কিছুটা পি ডাব্লিউ ডি তে ডাইভার্ট করে দেন আর কিছুটা ল্যাম্পস ও প্যাকসের মধ্যে ডাইভার্ট করে দেন।

মিঃ স্পীকার :--- মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার অসমাপ্ত ভাষণ রিসেসের পর রাখবেন। দলের চীফ হুইপদের জানাচ্ছি, কে কে আলোচনায় অংশ নেবেন তা যেন আমাকে রিসেস্ টাইমে জানিয়ে দেওয়া হয়।

এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

General Discussion on the Supplementary Demands for Grants for the year 1986— 87

AFTER RECESS AT 2.00 P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার মহোদয়কে তাঁর অসমাপ্ত ভাষণ সমাপ্ত করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ-মন্ত্রী মহোদয়ের তিনটা পকেট, এগুলিকে চুরির পকেট বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনি ফিনান্সিয়াল রুলস এবং রেগুলেশানকে উপেক্ষা করে এই নির্দিষ্ট পকেটগুলিতে টাকা সরিয়ে রাখেন। তিনি যদি বাজেটের টাকা সদ ভাবে ব্যয় করতেন তাহলে আমাদের আপত্তি থাকত না। যদি এ. ডি. সি-র টাকা এ. ডি, সি খাতে উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য ব্যয় করতেন তাহলে আমাদের বলার কিছুই থাকত না. ল্যাম্পস প্যাকস এর টাকা যদি সঠিক ভাবে ব্যয় করতেন, পি, ডাব্লু. ডি-র টাকা যদি সঠিক ভাবে ব্যয় করতেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আপত্তি করতাম না। পি, ডাব্লু. ডি, খাতে দেখা যাচ্ছে যে টাকা বৎসরের পর বৎসর টাকা ফেলে রাখা হচ্ছে, খরচ করা হচ্ছে না। অডিট রিপোর্ট বৎসরের পর বৎসর তথ্য চাওয়া হচ্ছে কিন্তু সরকার কর্ণপাত করছেন না। তিনি যা করেন তা তাঁর দলের ক্যাডারদের জন্য, এম, এস, এদের জন্য, প্রধানদের জন্য করে থাকেন। গত তেলিয়ামুড়া নির্বাচন দেখা গেছে ল্যাম্পসের মাধ্যমে বহু জনতা শাড়ী, জনতা ধুতি দেয়া বিলি করেছে সরকারী টাকায়। এই জন্যেই ওনাদের টাকার দরকার। ওনার পেটুয়া প্রধান, এম, এল, এদের পেট ভরাবার জন্য যখনই টাকার প্রয়োজন হয় তখনই হাউসে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট উপস্থিত করেন. এটা কোন মতেই সমর্থনীয় নয়। এই কথা বলে বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে ১৯৮৬-৮৭ ইং সালের জন্য সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন। এটা বরাবরই আমরা দেখে আসছি এবং গত বছরও এই সরকার ২টা সাপ্লিমেন্টারী বাজেট, একটা জানুয়ারী মাসে এবং অপরটি মার্চ মাসে উপস্থিত করেছেন। এবারও একটা সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনেছেন এবং হয়তো আরোও ২। ৩ টা সাপ্লিমেন্টারী বাজেট হাউসে আসতে পারে। সুতরাং আমাদের এই অভিজ্ঞতার দরুণ

আমরা ধরে নিতে পারিনা এই সরকার মার্চ মাসে যখন বাজেট প্লেস করবেন, সেই বাজেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেন। এখানে যে-সমস্ত টাকার অংক ধরা হয়েছে, সেগুলির অনেক টাকাই খরচ করে ফেলেছেন, কিন্তু এখন পাস করিয়ে নিচ্ছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি লক্ষ করেছি অনেকগুলি অপব্যয় করে এই সমস্ত সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এই হাউসে স্যার, উপস্থিত করেছেন পাস করানোর জন্য। আমি উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি তীর্থমুখ মেলার সময় ৫। ৬ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই জন্য গত ১৮ তারিখে একটা মিটিং হয়েছিল সেখানে জেলা পরিষদের কার্য্য নির্বাহী সদস্য তথ্য দিয়েছেন যে বি, ডি, ও, তার সরকারী গাড়ী থাকা সত্বেও আরও ১১ হাজার টাকার গাড়ীর বিল তিনি সাবমিট করেছেন এবং ছাতা প্রভৃতি বি, ডি, ও, এ ক্রমশঃ বাকী লিস্ট দিয়ে যাচ্ছে এবং জেলা পরিষদের কার্য্যকরী সদস্য শ্রী সুরেন্দ্রকুমার মিয়াং বলতে পারছেন না বি, ডি, ও-কে আরও কত টাকা দিতে হবে। এই ধরণের যদি অবস্থা হয় তাহলে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনে রাজ্যের কি উপকার হবে আমি বুঝতে পারছিনা। স্যার, শরনার্থীদের জন্য এখানে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি সেখানে শিশুরা ক্রমাগত না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। খাদ্য হিসাবে সেখানে দেওয়া কিছু ডাল শুটকী ও আলু এইগুলি প্রতিদিন তাদের দেওয়া হচ্ছে। বয়স্ক লোকই এই সব খাবার ৫। ৬ দিনের বেশী খেতে পারবে না, শিশুরা খাবে কেমন করে? যার ফলে শুধু শিশুরাই নয় বয়স্ক লোকেরাও অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছেন। স্যার, অমরপুরের বি, ডি, ও, নিজেকে বি, ডি ও, বলেই মনে করেননা। তিনি সারাদিন রিলিফক্যাম্পে পড়ে থাকেন, বি, ডি, সি, মিটিং এ উপস্থিত থাকেন না। কি করে টাকার অংকে গড়মিল দেখানো যায়, বাজেট থেকে টাকা আত্মসাৎ করা যায় সেই কাজেই ব্যস্ত আছেন। স্যার, ক্যাম্পের প্রতিটি ঘুপেই শোয়ার ব্যবস্থা নাই, অক্সিজেন চলাচল করতে পারেনা, ক্যাম্পগুলি অস্বাস্থ্যকর। শরনার্থীরা যদি রুচিকর খাদ্য না পায়, শীতের কাপড়ের ব্যবস্থা না হয় ভাল ভাবে বাস করতে না পারে তাহলে এই বরাদ্দ পাশ করিয়ে কি হবে? সুতরাং এটাকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। তারপর পুলিশ খাতে ধরা হয়েছে ৫৮, ৬৭ লক্ষ টাকা। অথচ আমরা দেখছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি পুলিশ মন্ত্রীও রাজ্যের আইন শৃংখলা রক্ষার্থে কোন ভূমিকাই পালন করছেন না। রাজ্যের আইন শৃংখলা ক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থা চলছে। অথচ এখানেতো ফোর্সের অভাব নেই। রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তাহলে যে অবস্থা হয়, আজকে রাজ্যের মানুষেরও সেই অবস্থাই হয়েছে।

General Discussion on the Supplementary Demands for Grants for the year 1986—87

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উগ্রপন্থী দমনের নামে কি সব ঘটনা ঘটেছে একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। গত ২রা ডিসেম্বর সেই সিধাই থানার দেওরাতে এ. এস, (আই) চন্দন সরকার ২ জনকে অ্যারেস্ট করেন। নাম হল তাদের হীরেন দেববর্মা, কেশব দেববর্মা। পরে ওদেরকে সাথী বাহিনীরা আটকে রেখে দেয়। তারপর সি পি এম. প্রধান সুরেন্দ্র দেববর্মা টি. ইউ জে, এস. সেক্রেটারী কার্তিক দেববর্মাকে নিয়ে পুলিশের কাছে যান। চন্দন বাবু বললেন, আমরা ত টি. ইউ, জে এসকে ধরতে গিয়েছিলাম। আনফরচুনেটলি ওরা সি, পি, এম. হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার আর এইরকম ভুল হবেনা। আমাদের অ-কংগ্রেস উটিতে বৈঠকে কার্তিক দেববর্মা আমাদের রিপোর্ট করেছেন এই হচ্ছে উগ্রপন্থী ধরার নামে পুলিশের ভূমিকা। মাননীয় স্পীকার স্যার সেই কারণে আজকে সারা সাবুমে পুলিশী তৎপরতা, আরও বাড়ানো হচ্ছে। টি এস, আর, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যার ফলে আমাদের টি. ইউ, জে. এসের ডিভিশন্যাল সেক্রেটারী আমাকে লিখেছেন, আমরা ৩টা উপনির্বাচনে মনোনয়ন দিতে পারিনি, কারণ টি. এস. আর যাদেরকে ধরছে টি, ইউ, জে, এস যাদেরকে মনোনয়ন দেবে। তাদের বেশী করে খুঁজছে। টি, ইউ, জে, এসের কোন কর্মীকে বাড়ীতে থাকতে দিচ্ছেনা। ক্যাম্পেইন এর সুযোগ দিচ্ছেনা। সি পি, আই, (এম) কে ক্যাম্পিং এর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কাজেই টি, ইউ. জে, এসকে কংগ্রেসকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। বিরোধী দলের বিরুদ্ধে এই যে অভিযান, এই অভিযান চালানোর জন্য পুলিশকে ব্যবহার করা হয়, টি, এস, আরকে ব্যবহার করা হয়, সি, আর, পিকে ব্যবহার করা হয়। আরও বর্ডার হোমগার্ড চাওয়া হয়েছে, আরও একটা টি, এস, আর, বাহিনী চাওয়া হয়েছে। এই সমস্তই রাজনৈতিক ভাবে কোনঠাসা করার জন্য। যাতে ইলেকশানে পর্যন্ত না দাঁড়াতে পারেন। ইলেকশানের সময় দেখেছি যখন ইলেকশান হবে সেখানে উগ্রপন্থীরা কিছু ঘটনা ঘটালে সংগে সংগে কংগ্রেস (আই) টি, ইউ, জে, এস, বিরুদ্ধে একটা হামলা শুরু হয়ে যায়। আসল উগ্রপন্থী যারা তাদের উপর পুলিশের কোন ভূমিকা থাকেনা। সেই কারণে রাজ্যের আইনশৃংখলা এমন একটা পর্যায়ে এসে পড়েছে যে পুলিশ, সি, আর, পি, দিয়ে রোধ করা যাবেনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য শেষ করুন। আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— কারন এখানকার যে সরকার তারা তাদের মদত দিয়ে চলেছে, তাদের ব্যবহার করছে । তাদের মোকাবিলা করছে না । কাজেই বাজেট তৈরী করে, সাপ্লিমেণ্টারী পাশ করে রাজ্যে আইনশৃংখলা বন্ধ হওয়ার নয়, যদি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী না পাল্টায় । সাব্রুম এলাকায় যেসমস্ত উপজাতি যুব সমিতি, কংগ্রেসের উপর পুলিশী অভিযান চালানো হচ্ছে সেটা অবিলম্বে বন্ধ করা হোক ।

মি ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনারা বক্তব্য শেষ করুন ।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার আমরা দেখেছি সদর উত্তর ত্রিপুরায় যে টি. এস, আর লিষ্ট তৈরী করছে সি. পি. আই. (এম) মেম্বার শ্রী অবিনাশ দাস আখড়া বাড়ীতে যেসমস্ত লিষ্ট তৈরী করছে যুব সমিতির, এইগুলি বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত গনতন্ত্রের প্রতি আস্থা থাকবে না । আর এই যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে তা তাদের দলীয় স্বার্থে ব্যয় হবে । গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে । এই সরকার গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে না । গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জনাই এইটা আসলে হাতিয়ার হিসাবে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এখানে পেশ করেছেন, কাজেই এইটাকে বিরোধীতা করছি ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ভানু লাল সাহা ।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সভায় গত ১৯ তারিখে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডস্ ফর গ্রাণ্টস যেটা প্লেইস করেছেন ৮৬-৮৭ সালের আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য তুলে ধরছি । আমরা এই রাজ্যের মধ্যে উন্নয়নের জন্য যখন বামফ্রন্ট সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কাজ করছে সেই উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে বাঁধা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন শক্তি আমার রাজ্যে কাজ করছে । এবং রাজ্যের মধ্যে দাঙ্গার চক্রান্ত এই উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পিত ভাবে সেখানে কাজ করছেন । জনমনে ত্রাসের সৃষ্টি করে আইন শৃংখার মধ্যে বাধার সৃষ্টি করছে । আমরা দেখি, সংবাদপত্র জগত যার পুরোধা "দৈনিক সংবাদ" এর একটি ন্যাক্কার-জনক ভূমিকা আমরা দেখি । যদি সম্প্রতি গত ২ মাস এর নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসের পত্রিকা দেখি তাহলে দেখা যায় কিভাবে বামফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা, মন্ত্রী, এম. এল. এ-দের বিরুদ্ধে কুৎসা, তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন

General Discussion on the Supplementary Demands for Grants for the year 1986— 87

জন্য পত্রিকা লিপ্ত হয়েছে। আমরা দেখি এই সময়ে বাংলার উগ্রপন্থী হামলা যখন হচ্ছে সেই হামলাকে কেন্দ্র করে জাতি উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করার জন্য পরিকল্পিতভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আমি এই সভার কাছে কিছু তথ্য দিতে চাই। ওরা দেখেছেন সেখানে লেখা রয়েছে ৩ কলাম হেডিং দিয়ে আঠারমুড়া এলাকায় কিছু লোক কর্তৃক ট্রাক সহকারী অপহরণ। পুলিশী সূত্রে দিয়েছে। ৩কলাম হেডিং দিয়ে মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, দেখ রাস্তার মধ্যে কি লুটপাট হচ্ছে। পুলিশী সূত্র, পুলিশ এই খবর কোন সময় দিতে পারে না। সমস্ত তাদের কার্যালয়ে বসে বসে এই সমস্ত মানুফাক্চার হয় পুলিশী সূত্রে এই খবর দিতে পারেনা। আমরা দেখি সামনে যখন উপনির্বাচন সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য অনবরত সংবাদ পরিবেশন করছেন। ১৮ নভেম্বর তেলিয়ামুড়া ভোটের দামামা এবং পশুপালন দপ্তর থেকে উপজাতি পল্লীতে হাঁস বিতরণ। এর মধ্যে দিয়ে সরকারকে ভোটের সময় দুর্নীতি করছে এই জিনিস বুঝানোর চেষ্টা হয়েছে। একই দিনে লেখা হয়েছে, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ব্যাপারকে পুঁজি করে সি. পি. এম. এই নির্বাচন বানিজ্যে নেমেছে। এর আগে কিছু উগ্রপন্থী হামলা হয়েছিল। সেটাকে সামনে রেখে বলছেন, যখন কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতি জাতি-উপজাতির মধ্যে মৈত্রী সৃষ্টি করছে তখন নাকি সি, পি, এম, এই জাতি উপজাতির মধ্যে উগ্রপন্থী হামলা কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে তাকে বিষয় করে সেখানে ভোটের বানিজ্য নেমেছে। এই সংক্রান্ত মিথ্যা কথাগুলি অনবরত লেখা হচ্ছে। ২০শে নভেম্বর দলীয় প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সি পি, এম প্রশাসন যন্ত্র নিয়ে নেমেছে। মন্ত্রীদের গাড়ী করে নাকি সাংস্কৃতিক দলের টিম যাচ্ছে গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে গিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করছে। তারপর থেকে এরে ও যখন কাজ হচ্ছেনা তেলিয়ামুড়ার জনগন যখন একাট্টা হয়ে গেছে তখন দেখা গেছে ২১শে নভেম্বর বিরাট খবর ছাপিয়ে দিলেন ৮২ কোটি টাকার রাজ্য লটারীর কেলেংকারী মামলায় মুখ্যমন্ত্রী জড়িয়ে গেছে। এটা একটা মিথ্যা কথা। এইটা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর চরিত্র হননের চেষ্টা করা হয়েছে। এইভাবে ঠিক রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর চরিত্র হননের চেষ্টা 'দৈনিক সংবাদের" খাকুকনা কেন রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ তার এই আতসম্মিকতে পা দেবেন না। এই খবরের মধ্যে দিয়ে অরও বলতে চেয়েছেন যে তৎকালীন ফিনান্স সেক্রেটারী যিনি ছিলেন, তিনি নাকি এই রাজ্য ঘুরে গেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে গেছেন। এটা নাকি সি, বি আই তদন্ত করা উচিত ছিল। সি, বি, তদন্ত হচ্ছেনা, কারন তাতে নাকি মুখ্যমন্ত্রী জড়িয়ে পড়বেন। অর্থাৎ কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে। পড়বে। সেখানে আরও বলা হয়েছে, বিহারের একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন

ব্যবসা করতে। তাকে মুখ্যমন্ত্রী লাইসেন্স পাইয়ে দিয়েছেন। তার জন্য রাজ্যের রাজস্ব তহবিলের টাকা ঘাটতি হয়ে গেছে। এই ধরণের খবর ছাপিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের কুৎসা রটনা করে, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে চলেছে। তাতে জনগন বিশ্বাস করবেননা। ৩কলাম, ৪কলাম হেডিং দিয়ে এই মিথ্যা খবরগুলি ছাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখি, তারপর যখন ভোটের পর্ব শেষ তখন এই সমস্ত কিছুর জবাব জনগন দিয়েছেন।

আমরা দেখি ২৭শে নভেম্বর আবার দিচ্ছেন, দক্ষিন ২৪পরগনার ত্রান খরাতে ৩ কোটি টাকা হিসাব নাই দপ্তর নিরব। এইটাও একটা মিথ্যা কথা। এই সমস্ত বক্তব্য যখন সরকারীভাবে প্রতিবাদ করা হয়েছে, তখন সেই সমস্ত প্রতিবাদ পত্রিকায় ছাপা হয়নি। গনতান্ত্রিক নিয়মে যেগুলি ছাপানোর কথা সেগুলির একটাও ছাপানো হয়নি। অর্থাৎ সেখানে একটা সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে এইটা করা হয়েছে, এইটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। আমরা দেখতে পাই, ২রা ডিসেম্বর সেই পত্রিকায় লেখা হয়েছে জুন দাঙ্গার নাম করে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে দশ হাজার কেডারের চাকুরী, অডিটে আপত্তি। দুর্নীতির অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে নাকি একটা ছোট্ট চক্র গড়ে উঠেছে যে চক্র দুর্নীতির মাধ্যমে চাকুরী দিচ্ছে এবং এর মধ্য দিয়ে এইভাবে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে, এই বক্তব্য এখানে তোলা হয়েছে। এই বক্তব্য তোলার মাধ্যমে আবার মুখ্যমন্ত্রীর চরিত্র হনন করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে সাধারন মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এবং আমরা জানি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে কাদের চাকুরী হয়। জুন দাঙ্গার সময় যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়াও সরকারী নীতি অনুযায়ী কতগুলি চাকুরী দেওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং সেই সুযোগে মুখ্যমন্ত্রীর পলিসি অনুযায়ী বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী দেওয়া হয়। কোথায় অডিটে আপত্তি উঠেছে? আমরা পি এ সি কমিটির সদস্য স্যার, সেখানে আমরা অডিট পরীক্ষা করি কোথায়ওতো এই জিনিষটা লেখা আমরা পাইনি, এই সম্পর্কে কোন রকম রিপোর্ট অডিটর জেনারেলের রিপোর্টে আমরা দেখিনি। তিনি দেখেছিলেন, ঐ "দৈনিক সংবাদের" সম্পাদক তার পর ৪ঠা ডিসেম্বর সেখানে লেখা হয়েছে বিনন্দের ব্যবহৃত গাড়ী চড়ে টি এন ভিন্ন নামে সি পি এম এর সমর্থকরা চাঁদার চিঠি বিলি করছে। এইটা কাদের ক্রোধ এই আত্ম সমর্পন করাতে তাদের যে গোষা হয়েছিল তার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করার জন্য যারা বাংলা দেশে

General Discussion on the Supplementary Demands for Grants for the year 1986— 87

পার্টি গেছে এই রাজ্যের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এবং বামফ্রন্ট সরকারকে জনগনের চেষ্টা করেছে তাদের মধ্যে একটা অংশ বিনন্দের নেতৃত্বে আত্ম সমর্থন করেছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে পত্রিকায় ও এই বিধানসভার মধ্যে বিরোধী ব্যাঞ্চ থেকে কি তাদের ক্রোধ সেই বিনন্দ জমাতিয়া এবং তার সঙ্গে যারা আত্ম সমর্পন করেছিলেন তাদের প্রতি। আর এই ক্রোধ ও চক্রান্তের ফলে বলী হতে হয়েছিল তাকে, তিনি খুন হয়েছেন। তারপর আরও জাতি-উপজাতি মৈত্রীকে রক্ষা করার জন্য যারা জঙ্গলের মধ্যে রয়েছেন যখন তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য চেষ্টা করছেন তখনই তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছেন এবং এই আত্ম সমর্পনকারীরাই নাকি এই সব করে বেড়াচ্ছেন। তাহা মিথ্যা কথা। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করে বলতে চাই যে, এই আত্ম সমর্পনকারী যারা রয়েছেন তাদের প্রতি আরও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক, না হলে আবার তারাও বিনন্দ জমাতিয়ার মত খুন হয়ে যেতে পারে। কারণ এই সমস্ত পত্র পত্রিকায় যে সমস্ত বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে তাতে যে-কোন সময়, যে-কোন জায়গায় খুন হয়ে যেতে পারে, কাজেই তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক। আমরা দেখি এই ডিসেম্বর তারিখে লেখা হয়েছে, বৈরী সমাবেশ ও চাঁদা আদায়ের খবর মন্ত্রী পুলিশ সবাই জানে, চাঁদার তদারকী করছেন সি পি এম। অভ্যান্ত উদ্দেশ্য প্রনোদিত মন্ত্রী পুলিশ সবাই জানে। জনগনকে বলা হচ্ছে মন্ত্রী, পুলিশ সি, পি এম সবাই জানে এই গুলি তারা করছে, তোমরা তাদেরকে ভোট দিয়ে পাঠিয়েছেন, এখন বুঝুন ঠেলা। এডিটোরিয়েলের মধ্যে এই সমস্ত কথা আছে, এই সমস্ত কথা আছে, এই সমস্ত তাহা মিথ্যা বক্তব্য বলে জনগনের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে। এই ডিসেম্বর, আগড়াবাড়ীতে বৈরী হামলা হবে পুলিশ জানত, অর্থাৎ পুলিশ জেনে নিয়েছে সেখানে কারও লেখা হয়েছে, মাখনবাবু কি জানেন সেখানে গনহত্যা হবে? যে মাখন চক্রবর্ত্তীর পরিবারের বেশ কয়েকজন লোক দাঙ্গায় খুন হয়েছে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, তিনি জানতেন, তিনি টি এন ভি কে ডেকে এনে হত্যা করিয়েছেন। কারণ মাখনবাবু সেই দিন শান্তি মিটিং করেছিলেন। ৪। তারিখ বিকালে পুলিশ-এর উদ্যোগে শান্তি মিটিং হয় এবং মাখনবাবু সেখানে গিয়েছিলেন, সেই সংবাদ এখানে আছে যে, কোন যুবকের সঙ্গে না কি ওনার খুব মোলা

প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি হয়, তার পর সেই যুবক উগ্রপন্থীদের হাতে খুন হয়ে যায়। "দৈনিক সংবাদের" সাংবাদিকের মত লোক এ কথা বলতে পারেন যে যার পরিবারের লোক হারিয়েছেন তিনিই ডেকে এনেছেন। আমরা কি এইটা বলতে পারি না যে শান্তি মিটিং যেহেতু অফিসিয়াল মিটিং ছিল সাম্রাজ্যবাদের চর যারা পত্রিকা অফিসে বসে আছেন তারা টি এন ভিকে খবর দিয়েছেন যে, যাও মাখনবাবুকে খুন করার অপূর্ব সময় শান্তির মিটিং-এর মধ্যে আক্রমন কর সময় হয়তো বা মিলে নি, তার জন্য তিনি বেঁচে গেছেন। ৭ই ডিসেম্বর, গণ হত্যার শেষে সি, পি, এম-এর রুটিন বন্ধ বিরক্তির সঙ্গে সম্পন্ন বামফ্রন্ট যখন বন্ধ ডাকেন তখন একটা ক্ষোভ। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রকাশ আমরা জনি বন্ধ পালনের মধ্য দিয়ে হয়, সি, পি, আই এম এই সমস্ত ঘটনার পর বন্ধ ডাকছে শান্তি পূর্ণভাবে. আর এই বন্ধ হচ্ছে তাদের বিরক্তির কারন। আমরা দেখি ৮ তারিখ যুব কংগ্রেস বন্ধ ডেকেছিলেন, তখন তারা বলেছিলেন বামফ্রন্টের বন্ধ খেলার বিরুদ্ধে আজ যুব কংগ্রেস-এর বন্ধের খেলা, ত্রিপুরা বন্ধ। নিরপেক্ষ সেই সাংবাদিক, সি, পি, আই (এম) বিরক্তি উৎপাদন করে আর যুব কংগ্রেসের বন্ধকে তিনি বন্ধ বলে মনে করেন। যুব কংগ্রেস ওনার আপন ভাই, আর সি পি, আই (এম) ওনার সৎভাই, কাজেই ঐটাকে তিনি আনন্দ বলে মনে করেন, এইটাতে বিরক্ত হয়। আমরা দেখি ৭ই ডিসেম্বর, সেখানে আরও খবর ছিল চার বছর ঘুমে থেকে ১০০ দিনে ২০০ টা প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মানে ৩ কোটি টাকা খরচের খায়েস। তিনি রাগ হলে মাঝে মাঝে ফরাসী শব্দ ইউজ করেন, এই যে "খায়েস" শব্দ এইটা ফরাসী শব্দ। এখানে বিদ্যালয় নির্মানের নামে টাকা পাচার হয়ে গেছে, শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তিনিও জড়িত এখানে। এই পত্রিকায় আরও লেখা আছে পার্ব্বত্য লোকদল, টি, এন, ভি, সি, পি, আই, (এম) সনযোগ সম্পর্কে প্রমানা দলিল পুলিশ ফাইল থেকে হাপিস। মানে জনগনের কাছে বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, দেবব্রত কলইর পার্বত্য দল, বিজয় রাংখলের টি এন ভি এবং নৃপেন চক্রবর্তীদের সি পি আই এম এরা হল সব যুক্তফ্রন্ট এবং জন-জীবনে যে সমস্ত অসুবিধাগুলি হচ্ছে তার জন্য দায়ী তারাই। পুলিশ দপ্তর থেকে সেই প্রমান্য দলিল হাপিস করে দেওয়া হয়েছে, এই সমস্ত খবর প্রতিদিন সেখানে পত্রিকার মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখেছি ১০ ই ডিসেম্বর লেখা আছে সাব্রুম মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় উগ্রপন্থীদের হয়ে সি, পি,

General Discussion on the Supplementary Demands for Grants for the year 1986—87

আই (এম) প্রধানরা চাঁদার জুলুম করছে, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আসল কথা কি, সেই বিষ্ণুপুর গাঁওসভার টি, ইউ, জে, এস, হেরে গেছে, এবার সি, পি, (এম), আই, (এম) এর প্রধান। প্রাক্তন প্রধানের নাম বীরেন্দ্র ত্রিপুরা. তার বাড়ীতে এলে টি, এন, ভি, অসুস্থ হয়ে পড়েছে আনন্দ জমাতিয়া, তাকে সেখানে স্থান দেওয়া হয়েছে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তার পর সে সেখান থেকে চলে যায়। পুলিশ এই খবর পেয়ে বীরেন্দ্র ত্রিপুরাকে গ্রেপ্তার করে, জামিনে আনতে গিয়েছিলেন ? অগ্র ধন, বাসুদেব চক্রবর্তী ও জীতেশ পাল, এরা সবাই এই এলাকার কংগ্রেস (ই) র নেতা। টি ইউ জে এস এর প্রাক্তন প্রধান এরেস্ট হয়েছেন জামিন আনতে গেছে কংগ্রেস (ই)।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ্ অর্ডার স্যার গভর্ণমেন্টের পলিসি নিয়ে আলোচনা করা যায়না এবং পলিসির উপর কাট মোশনও হয়না। কিন্তু উনি যেটা আলোচনা করছেন সেটাতো সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপরনা, এইটাতো একটা পলিসির উপর উনি ভাষণ রাখছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে, আপনি বসুন।

শ্রী ভানু লাল সাহা :— স্যার, পয়েন্ট অফ্ অর্ডার এনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি শুধু বলতে চাই কর্ণাটকে ন্যাশন্যাল হেরাল্ড পত্রিকায় একটা খবরকে কেন্দ্র করে সেখানে ৭ দিন ধরে দাঙ্গা চলছে. আইন শৃংখলাকে বিপন্ন করে ফেলে। একটা পত্রিকার সংবাদ স্যার, কাজেই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে এই জিনিষগুলি আনতে হয়েছে এই কারণে যে এই রাজ্যে দাঙ্গার সৃষ্টি করার জন্য, আইনশৃংখলা বিপন্ন করার জন্য, বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য যে ষড়যন্ত্র চলেছে সে ষড়যন্ত্রে পত্রিকা জগতের একাংশ, বিশেষ করে "দৈনিক সংবাদ" ভূমিকা নিয়েছে। নিশ্চই এই বিধান সভায় এটা লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন আছে। কারণ আজকে না হউক এসমস্ত জন-বিরোধী শক্তির একদিন গণ আদালতে বিচার হবে। কাজেই এগুলিকে বিধানসভার রেকর্ড করে রাখতে হবে স্যার। ১১ ই ডিসেম্বর খোয়াইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় উগ্রপন্থী এবং পুলিশ টহল মারছে গ্রাম প্রধান চাঁদা তুলছে। কাজেই এটা বুঝছেন যে, এখানে কোন প্রশাসন নাই। টি এন ভি আর টি এন ভি তারা বলছে, জনগণের কথা তারা কেউ চিন্তা

করছেনা। ১২ই ডিসেম্বর কাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে ৩ কানি জোত জমির ফসল লুট, সি. পি. এম. প্রধান তার নেতৃত্বে, পুলিশ নীরব। এসমস্ত তার দপ্তরে বসে বসে সংবাদ বের করছে। ১৯শে ডিসেম্বর ৩ কলম দিয়ে খবর বের হল আজ থেকে বিধান সভা বসছে ঝড় উঠবে, অনাস্থাও আসতে পারে। ১৯ তারিখ অনাস্থা এল, আলোচনাও হল। ২০ তারিখ তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, খুঁজতে খুঁজতে ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখলাম, অনাস্থা খারিজ হয়ে গেছে। ২১ তারিখে সুধীরবাবুর বিরুদ্ধে এডিটোরিয়েল হল যে তাঁর বিরোধীদলের নেতার দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা আছে কিনা তারা যাচাই করে দেখবেন। কারণ যেখানে যেখানে ঝড় তোলা উচিত ছিল সেখানে সেখানে ঝড় সুধীরবাবু তুলেননি এজন্য তাঁর উষ্মা হয়েছে। কাজেই ২১ তারিখ দেখলাম, ১৯ তারিখ দেখলাম কিন্তু ২০ তারিখে কোন খবর নেই। ২১ তারিখের এডিটোরিয়েলে কেন্দ্রকে একহাত নিয়েছেন। ওনার মত বিজ্ঞ লোক আর নাই। শুধু সি. পি. এম নন উনি সবাইকে নেন। যাকে পছন্দ হয়না তাকে নেন। "এপার ছড়া ও দুই পাড়ের কাক" এই হচ্ছে ক্যাপাসন সেখানে আছে কেন্দ্র যদি অতিরিক্ত বাহিনী দেন তখন তিনি বগল দাবা করে নেন অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী বগল দাবা করে যেন বনে জঙ্গলে পাঠিয়ে দেন গাছের পাতা গোনার জন্য। আর নিজের দলের প্রাধান্য রয়েছে এমন গ্রামে খাদ্য ও আশ্রয় দুইই যোগান এই বাহিনীকে। আর এদিকে কেন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক। তোমার পাঁঠা তুমি লেজে কাট আর মাথায় কাট সেটা তোমার ব্যাপার। কেন্দ্র পরামর্শ দিতে রাজী তবে আর বাড়িয়ে হস্তক্ষেপ নয়। বাংলার মানুষ যাদেরকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে তাদের হটাতে কেন সংবিধানের ৩৫৬ ধারা নিয়ে কেন্দ্র এগিয়ে আসছেনা বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য, সেজন্য ওনার উষ্মা হয়েছে এবং সেজন্য কেন্দ্রকে উনি একহাত নিয়েছেন। তারপর স্যার, ২১ তারিখের এডিটোরিয়েলে, ওনার এডিটোরিয়েল আবার ২ রকম, একটা হচ্ছে ২ কলমের আরেকটা হচ্ছে ৫ কলমের।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রী ভানুলাল সাহা ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার আমাকে ৫ মিনিট সময় দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— ৫ মিনিট নয়, ৩ মিনিট হবে।

শ্রী ভানুলাল সাহা ঃ— উনি ৪ কলমের এডিটোরিয়েল দিয়েছেন ২৪ তারিখে, সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তথ্য সরবরাহ দপ্তর যেটা এখানে আছে তার সম্বন্ধে লিখেছেন যে, সেটাতে

General Discussion on the Supplementary Demands for Grants for the year 1986—87

কেন্দ্রের বাসা রয়েছে আর ত্রিপুরার ভক্ত নয় রূপ দিয়ে অবস্থান করেছেন। আবার বলেছেন স্যার, রাষ্ট্রমন্ত্রী গোলাম নবি আজাদ নাকি এখানে এসে প্রায় সব জেনে গেছেন কিন্তু কি করলেন। বাংলাদেশ রাজ্যাপালে তথা স্থল বাহিনীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ তার আমলে এই রাজ্যে সর্বদিকে হত্যাপাত সংগঠিত হয়েছে অথচ তিনি কি করেছেন? তিনি নাকি সংবিধানিক দায়িত্ব পালন করছেন না। আবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও নাকি তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন না তারজন্য তাঁর উচিৎ। তাই তিনি ৪ কলমের এডিটরিয়েল লিখেছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী সম্পর্কে কটুক্তি করেছেন। কেন্দ্রের অধিনস্থ ৬ ব্যাটেলিয়ন সি. আর, পি এফ. ১ ব্যাটেলিয়ন আসাম রাইফেলস্, ৭ ব্যাটেলিয়ন বি. এস. এফ, ত্রিপুরায় বসে বসে এই রাজ্যের মানুষের অন্ন ধংস করছে। আর গ্রামে পাহাড়ে বসে চোরাই মদ খাচ্ছে। মানুষের জীবন ও ধন সম্পত্তি রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা যে এসব ব্যাটেলিয়ান রাখা হয়েছে কেন? সংবিধানের স্বার্থ রক্ষায় যদি সমর্থ না হয়। তাহলে এসব সং-এর পুতুল রাখার অর্থ কি? টি, এন, ভি. এবং এই রাজ্যের সি পি. এম. এই দুই সংগঠন কাজ করছে ১৯৭০ সালের ছেদমা সম্মেলনের সূত্রে। এরা একে অন্যের সম্পূরক এবং এটা অবশ্যই ব্রিটিশ গোয়েন্দাকে ফেল মারবে। উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের দিকে নজর ছিল আমেরিকা, জর্মান, জাপান, চীন ও রাশিয়ার। এরপর দেখছি ২৫ তারিখের এডিটরিয়েলে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা। ২৯ তারিখেও একই জিনিষ। ৬ তারিখে আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়েছেন একহাত।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য

শ্রী ভানুলাল সাহা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাকে আর ২টা মিনিট সময় দিন। ৬ তারিখ স্যার ৪ কলম লিখেছেন, সেখানে বলেছেন আন্তর্জাতিক প্রশ্নে রাশিয়ার নেতা গোর্বাচভকে নিয়ে একটু বেশী আদিখ্যেতা করছেন। মার্কিন সি. আই. এর পেইড স্যাররা দিল্লীর ঘোষণা যখন ভারতের ৭০ কোটি মানুষের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও শান্তির সপক্ষে রাখছে তখন ওনার উষ্মা

হয়েছে। গোর্বাচেভের সঙ্গে রাজীব গান্ধীর যে চুক্তি ও দিল্লী ঘোষণা, তাকে উনি ব্যঙ্গ করেছেন। কাজে কাজেই সি. আই. এর চক্রের প্রতি এই রাজ্যের সরকারকে দৃষ্টি রাখতে হবে। যারা দাঙ্গার উস্কানি দেয়, যারা রাজ্যের সম্প্রীতি নষ্ট করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। কাজেই এদেরকে বিজ্ঞাপন দিয়ে, টাকা দিয়ে যাতে কাল সাপ পোষা না হয় তার জন্য তাদের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ১৯শে ডিসেম্বর এই বিধানসভায় যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমান্ড রেখেছেন সে ডিমাণ্ডের উপর আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার যেই আমরা শুনতে পেলাম যে ডিসেম্বর মাসে বিধান সভার শীতকালীন অধিবেশন বসছে তখনই বুঝলাম যে বামফ্রন্ট সরকার যে ২টা উপনির্বাচন করেছেন তারজন্য যে ব্যয় হয়েছে সে কারণে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২টা উপ-নির্বাচন বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা জনসাধারণের কাছে যখনই গেছে তখনই বলছে যে আপনারা কি চান ? সাদা কাগজে লিখে নিয়ে জনসাধারণকে ৫০০, ২০০। ৩০০ টাকা করে দিয়েছেন। বিশেষ করে ইডাষ্ট্রি মন্ত্রী সবচেয়ে বেশী গিয়েছেন। কারণ ওনার যাওয়ার কিছু রোগ রয়েছে সেটা এবারের চেলিয়ামুড়া উপ-নির্বাচনে প্রকাশ করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার সাপ্লিমেন্টারি এনেছেন ৮ কোটি ১৬ লক্ষ ৯১ হাজার ৭ শত টাকা, কারণ সামনে আরেকটা নির্বাচন। সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। কারণ আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকারকে যে জনসাধারণ রায় দেবেন তা কিসের ভিত্তিতে দেবেন। এই সরকার দিল্লী থেকে যে টাকা আনছেন সে টাকা তাদেরকে দেবেন। কাজেই এই বার হচ্ছে টাকার রায়। ভোটে কিছু কারচুপি করছেন, কর্মচারীদেরকে কিছু পাইয়ে দিচ্ছেন, জন-সাধারণকে কিছু পাইয়ে দিচ্ছেন। যাতে তাদেরকে কিছু পয়সা দিয়ে ভোট কেনা যায় তার চক্রান্ত। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাকে বলতে হচ্ছে যে আমাদের কোন ডিপার্টমেন্ট-এর জন্য সাপ্লিমেন্টারী বাজেট একটু বেশী এসেছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন যে, ১৫০ জন নাকি মাত্র উগ্রপন্থী ত্রিপুরায়।

GENERAL DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1986-87

এই বিধানসভায় মন্ত্রীরা জোর দিয়ে বলেছেন, মাননীয় সদস্যরা জোর দিয়ে বলেছেন যে, কেন্দ্রিয় সরকার আমাদের ত্রিপুরাকে রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সি, আর, পি. ; বি, এস, এফ ; ইত্যাদি ফোর্স দিচ্ছেন না। কিন্তু আমরা দেখছি মাত্র ১৫০ জন উগ্রপন্থীদের দমন করবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার হাজার হাজার সি, আর, পি, এফ, এবং আসাম রাইফেলস, বি, এস, এফ, ইত্যাদি ফোর্স দিয়েছেন। জানিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আর কত পুলিশ, সি, আর, পি, এবং বি. এস, এফ, ইত্যাদি ফোর্স চান। তিনি কি বলতে চান যে, কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত সি, আর, পি, বি, এস, এফ, মিলিটারী সমস্ত ফোর্সগুলিকে ত্রিপুরার রাজ্যের উগ্রপন্থীদের ধরবার জন্যে দিয়েছেন ?

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার এখানে আমাকে আরেকটি কথা বলতে হয় যে, গত নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাদের সিধাই থানার অন্তর্গত এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে ২৮টি চুরি হয়, এক সপ্তাহে, দুটি উগ্রপন্থীদের ঘটনা হয়ে গেল। আর সেখানে তৈবাজ বাড়ী গাঁওসভা এলাকাতে একটি ত্রিপুরা পুলিশের ক্যাম্প ছিল এই ক্যাম্প উঠিয়ে নেওয়া হয়েছেন এর ফলে সেখানে এত খুন, চুরি ইত্যাদি সংঘটিত হতে পারলো। সেখানে সন্তোষ দে নামক একটি লোককে নৃশংসভাবে খুন করা হলো। আমাদের বোধজং নগর গাঁও সভার তোলাবাগানে উগ্রপন্থীদের হামলা হলো। তখন আমরা সেখানকার শতটি পরিবার, নিরপেক্ষভাবে সি, পি, এমের প্রাক্তন এম, এল, এ, শ্রীরাধারমন দেবনাথকে নিয়ে আমরা সমস্ত জনসাধারনকে নিয়ে পশ্চিম জেলা ডি, এম - এর কাছে গেলাম যে, জনসাধারন নিরাপত্তা চায়। ডি, এম. বললেন, আপনারা বাংলাদেশ থেকে কোন সালে এসেছেন ? আমরা বললাম যে, আমারা ১৯৫১-৫৩ সাল নাগাদ ত্রিপুরাতে এসেছি। তখন ডি, এম, সাহেব আমাদের বললেন যে, তাহলে এখানে যদি আপনারা নিরাপত্তা বোধ না করেন তাহলে আপনারা আবার বাংলাদেশে চলে যান। পরে আমরা শ্রীরাধারমন দেবনাথ সহ সমস্ত জনসাধারণ আবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট ধর্না দিলাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমরা সেখানেও কোন সদুত্তর পেলাম না। অর্থাৎ সেখানে একটি খেলা চলছে। তা না হলে সেখান থেকে পুলিশ ক্যাম্প উঠিয়ে নিয়ে আসা হলো কেন ? আর আজকে তারা বলছেন যে, কেন্দ্রিয় সরকার ত্রিপুরার জনসাধারনের নিরাপত্তার জন্য নাকি কিছুই দেন না। কিন্তু এটা তাদের চরিত্র মানুষকে খুন করার চক্রান্ত এটা তাদের চরিত্র এটা আজকের ইতিহাস নয়।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাকে বলতে হচ্ছে এগ্রিকালচার সম্পর্কে। সেখানে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনা হয়েছে। এ সম্পর্কে আমাকে একটি কথা বলতে হচ্ছে বেশীদিন আগের কথা নয়. সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যে, কৃষকদের সরিষার বীজ, আলুর বীজ ইত্যাদি দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে, সে আলুর বীজ কৃষকরা পায়না সেটা ভীখারীদের দেওয়া হচ্ছে, তারা বামফ্রন্টের সমর্থক বলে। একটি উদাহরন দিচ্ছি একদিন একটি ভিক্ষুকের সঙ্গে আমার দেখা হলো। ভিক্ষুকটির ঝোলাতে দেখা গেল দু' কে, জি, পরিমান সরিষার বীজ রয়েছে। সন্দেহ হওয়ার তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, সে কোথা থেকে এই সরিষা পেল? তখন সে বলল যে, এই সরিষা তাদের প্রধান দিয়েছেন। কিভাবে প্রধান সেটা দিয়েছিল সেটা জানতে চাইলে সেই ভিক্ষুকটি বলল যে সে ভিক্ষা করতে গিয়ে প্রধানের কাছে যায়। সে প্রধানকে বলে যে, আমরা সব সময় সি পি এম.—কে নির্বাচনে ভোট দিচ্ছি, কিন্তু আমাদের এখন ও ভিক্ষা করে খেতে হয়। আপনি আজকে আমাকে ভিক্ষা দিন। তখন সেই সি. পি. এম, প্রধান তার কথায় খুশী হয়ে তাকে কৃষকদের যে সরিষার বীজ বিতরন করার কথা সে বীজ থেকে সেই ভিক্ষারীকে প্রায় দু কেজি পরিমান সরিষা দিয়ে দেন। এইভাবে তারা কৃষকদের যে বীজ দেওয়া হবে সেটা কৃষকদের না দিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশীমত বিতরন করছেন। তারপর, বছর শেসে যখন অডিট করা হবে তখন দেখা যায়, যে, কৃষি বিভাগের গোদামে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, কৃষি বিভাগের ক্যাশ বক্স থেকে টাকা চুরি হয়ে যায় এটা করা হয়, কারন অডিট এখন টাকার হিসাব চাইবে। আমরা বিধানসভার মধ্যে টাকার হিসাব। চাইব সে কারনে এটা করা হয়! আজকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের জনসাধারনের স্বার্থে বাজেট আনা হয় সত্যি, কিন্তু সে বাজেট এর টাকা যায় কোথায়? জনসাধারনের জন্য তো সে অর্থ খরচ করা হয়না। না, এটা খরচ করা হয় বামফ্রন্টের ক্যাডার পোষার জন্যে। এটাই হচ্ছে তাদের চরিত্র।

মি: ডিপুটি স্পীকার স্যার, এই কারনে আমি এই সাপ্লিমেন্টরী বাজেটকে সমর্থন করতে পারছিনা। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড, ফর ১৯৮৬-৮৭ আনা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি।

GENERAL DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1986-87

পার্লামেন্টারী সিস্টেমে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট নতুন কিছু নয়, অস্বাভাবিকও কিছু নয়। এটা হয়ে থাকে। এছাড়া আমাদের কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ প্রতাপ সিং উনি তো আরেকে নতুন ধরনের বাজেটর চিন্তা ভাবনা করছেন যে, ইয়ারলি বাজেট নয়, এবার থেকে rolling বাজেট অর্থাৎ যখন প্রয়োজন দেখা দেবে তখনই বাজেট করা হবে। এভাবে এত দীর্ঘদিনের জন্য বাজেট না করে নতুন ধারায় বাজেট করার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রয়েছে। অমুক বছরের ১লা এপ্রিল থেকে অমুক বছরের ৩১ শে মার্চ পর্যান্ত যে বাজেট করা হয় সে ধরন পরিবর্তন করা উচিত। বাজেই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড আনার জন্যে আমি সরকারের সমালোচনা করছি না। কিন্তু আমি এটা সমর্থনও করতে পারছিনা তারও অনেক কারন রয়েছে।

এই বছরে অর্থাৎ ১৯৮৬-৮৭ সালে ইয়ারলি বাজেট ধরা হয়েছিল ৩০৫ কোটি ৭১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। সাপ্লিমেন্টারী বাজেট ধরা হয়েছে ৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার মত অর্থাৎ মোট প্রায় ৩০৩-৮৯ কোটি টাকার মত বাজেট ধরা হয়েছে। এই টাকা একটা রাজ্যের পক্ষে বেশী নয়। সিকিমের মত রাজ্যে আরো বেশী টাকা খরচ করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে টাকায় বাজেট ধরা হলো সেটা সুষ্ঠুভাবে ইউটিলাইজ করা হয় কি না?

টাকাটা সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা এবং হবে কিনা। এই ডিসেম্বর জানুয়ারীতে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করার একটা মস্তবড় অসুবিধা হল যে, টাকাটা আন—স্পেন্ট থাকে। আমি পি, এ সি,—এর মেম্বার হিসাবে দেখেছি এ, জি,—এর রিপোর্টে দেখা যায় যে, যেসব সাপ্লিমেন্টারী নেওয়া হয় সেটা তো খরচ হয়ই না, এমন কি অরিজিন্যাল টাকাটা ও খরচ হয় না এবং সারেণ্ডারও হয় না। সেখানে আমাদের রাজ্যের সীমিত আয়, সেখানে সাপ্লিমেন্টারী এনে টাকার ব্যয় না করা, এটা অর্থনৈতিক অপরাধের মধ্যেই পড়ে। ৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার মধ্যে প্ল্যান খাতে মাত্র ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪ হাজার ৬ শত টাকা। আর নন্-প্লেন ৪ কোটি ২৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। নন্প্ল্যানের টাকা পয়সা খরচ করতে গিয়ে তেমন বাধা থাকে না-যেমন খুশী করা যায়। এমন কি এ. সি, অ্যাকাউন্টেও রেখে দিয়ে পরে খরচ করা পরে যেতে পারে। সাপ্লিমেনটারী বাজেট যদি সদিচ্ছা পূর্ণ হয় তা হলে কোন আপত্তি নেই কিন্তু এটা খরচ করা হয় না। এই কারণে অবজেকশনের মূল কারণ।

এখানে পঞ্চায়েতের জন্য ১১ লক্ষ টাকা চেয়েছেন ১৭৯ টা আসনে নির্বাচনের জন্য। টাকাগুলির যদি প্রপারলী ইউটিলাইজেশান হত তা হলে আমার কোন অবজেকশান ছিল না। তা ছাড়া এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি, এর—জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। এগুলো গ্রামের জরুরী কাজের জন্য দিতেই হয়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, বিলাতলী তেলিয়ামুড়া গাঁওসভায় একটা গ্রাম আছে। সেখানে এক দিকে ট্রাইবেল আর এক দিকে বাঙালী। সেখানে জলের অভাব প্রায়ই থাকে। সেখানে তিনটা টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গত এক বছর ধরে সেগুলি আউট অব অর্ডার। গত সেপ্টেম্বর মাসের অধিবেশনে আমি বলেছি তিনি অফিসারদের বলেও দিয়েছেন। কিন্তু কেন যে কাজ হচ্ছে না বুঝতে পারিনা। যারা ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে জড়িত তারা কেন কাজ করেন না এটাই দুঃখ। আমার গ্রামে ডিপটিউব-ওয়েল নষ্ট হয়ে গেল। পি, ডবলিউ, ডি, মিনিষ্টারকে বললাম। উনি নিজে ইনস্ট্রাকেশন দিলেন। কিন্তু করা হল না। পরে উনি যখন আবার ইনসিসট করলেন তখন রাত্রে এটা করা হল।

এখানে পুলিশ খাতে ভেহিকেল কেনার জন্য ডিসট্রিক্ট পুলিশে টাকা চাওয়া হয়েছে এবং আর একটা মডার্নেজাইশান অব পুলিশ। এটা ১৯৮৫-৮৬ সনের টাকা। এখন রি-এপ্রোপ্রিয়েট করা হচ্ছে তাদের মডার্নেজাইশান করা হোক এটা আমরা ও চাই; কিন্তু কি হয়েছে প্রকৃতপক্ষে? আমাদের কাজে সহায়ক হচ্ছে কিনা একটা বিবেচ্য বিষয়। গত ১৩ই নভেম্বর রাধাকিশোরগঞ্জে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল আমি অবশ্য পরে গিয়েছি, প্রথম যেতে পারি নাই, তার জন্য আমার সি, পি, এম, বন্ধুরা অনেক কুৎসা আমার নামে প্রচার করেছেন। টি, এ, পি, আউটপোষ্টের দূরত্ব ঘটনা স্থল থেকে মাত্র ৬ থেকে ৭ শত মিটার। এখানে উগ্রপন্থীরা আক্রমণ করার সংগে সংগে হরিনারায়ন দাস, সুরেন্দ্র দাসের ছেলে থানাতে গিয়ে ইনফর্ম করলেন। ৯টার সময় ইনসিডেন্ট হয়েছে। আর তারা গেলেন সাড়ে ১১ টার সময়। শান্তি রিয়াং, একজন এম, এল, এ. এবং আরও একজন, তিন দলের তিন-জন পুলিশকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু পুলিশ বাবুরা যান না। বলেন দেখ তো, উগ্রপন্থীরা গিয়েছে কিনা। সুতরাং যে পুলিশের উপর আমরা নির্ভরশীল তারা যদি এই মানসিকতায় ভোগে তা হলে তাদের জন্য অর্থব্যয় করা কি অপচয়ের সামিল নয়? বাবমারাতে আমাদের তিনজনকে মেরেছিল। তারপর। ৫৪ জনের মত অ্যারেষ্ট করা হয়েছে কয়েকদিনের মধ্যে। শ্রীমজুমদার প্রধান

পূর্ব পিলাকের—উনি এসে আমাকে বললেন এই লোকগুলি আমাদের। ঠিক আপনাদের লোক নিয়ে যান। বাকী যারা টি, ইউ. জে, এস,—এবং কংগ্রেসের তারা কিন্তু রয়ে গেল। তারপর দেখা গেল টি, এস, আর্[illegible] পুলিশ, আমি তাদের গুণাবলীকে খাটো করছি না। দে আর কমপিটেন্ট পিপল অ্যাণ্ড উই আর প্রাউড অব দ্যাম।

তারা ভয় করেন না, জঙ্গলে থাকেন। দে আর ভেরী মাচ ইউজফুল। কিন্তু তাদের যারা ইউজ করছেন তারা তো কাজ করেন না। তারা নির্দেশ মত কাজ করছে। তারা কাজ করছে একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের হয়ে। এই কারণে কোনখানে উগ্রপন্থীদের কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। দেবীপুরের ভিক্ষুরাম রিয়াং থানাতে এসে জানালেন। থানার বাবু নিয়াট কাহিনী নিয়ে গেলেন। সেই মাত্র সেখানে পৌঁছিলেন তখন বললেন, আজকে যাব না। ব্যাপারটা দেখি। তারপর সর্দার রিয়াং এসে জানালেন পুলিশদের কাছে। কিন্তু কি করে কিডন্যাপটা গেল? এখন তিনি বাড়ীতে থাকতে পারেন না। এই পরিস্থিতিতে উগ্রপন্থী দমনের জন্য যে মূল আদর্শ ও পন্থা হওয়া উচিত তা হচ্ছে না। বোম্বাই বিভাগের একজন পুলিশ কমিশনার সর্বদাই বলেন, আমাদের যদি দিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছেও হাজির করে তবুও ছজন আমাদের উগ্রপন্থীদের খাতির করতে হয়, আমাদের ওয়েপনস যখন সরকার দেবে না আমরা আমাদের ঠিকই থাকি। আজকে যদি পুলিস সজাগ থাকত তা হলে এটা হয় না।

এই অবস্থা অথচ পুলিস যদি সক্রিয় হন এবং তারা যদি সাহিত্যিকদের নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভংগী নিয়ে উগ্রপন্থী দমনের চেষ্টা করতেন তাহলে এই সব ক্রেজিস কিলিং হত না। তাই আমি এই সাপ্লামেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার আমি এই সাপ্লামেন্টারী বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটী স্পিকার, বিগত মার্চ মাসে বামফ্রন্ট সরকার সংক্ষেপে ঘোষনা করেছিলেন যে আমার পুনাঙ্গ বাজেট পেশ করেছি। কিন্তু এখন আমরা দেখছি আবার সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করা হয়েছে। মূল কথা হচ্ছে, একটা সরকারের তার আয় ব্যায়ের সম্পর্কে কোন ধারণা যদি থাকত তাহলে এই বাজেট এই সময়ে আসত না।

না। এর অর্থ এই নয় যে সাংবিধানিক অধিকার তাদের নেই বাজেট পেশ করার, আমি এই কথা বলছি না। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের উনি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই যে, যখন বিরোধী দল নেতা ছিলেন তখন উনি বলতেন যে আমরা এমন একটা পারফর্মেন্স বাজেট যে যে বাজেট ত্রিপুরার মানুষের মঙ্গল এনেছে তার একটা নথি আমরা দেখতে চাই। এখন আমিও উনার সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই যে আমরাও এমন একটা পারফর্মেন্স বাজেট দেখতে চাই যে বাজেট ত্রিপুরার মানুষের মঙ্গল আনতে পারে। সেই রকম একটা পারফর্মেন্স বাজেট আমরা দেখতে পেলাম না এই সরকারের মারফত। এটা আসলে এই যে ১৭৯ টি পঞ্চায়েত উপ-নির্ব্বাচন হচ্ছে তার জন্য এই সাপ্লিমেন্টারী করার জন্য এই বাজেট এনে একটা ক্ষমতাসীন দল ভোট পাওয়ার অনুকূলে সব কিছু কমপ্লিমেন্টারী করার জন্য এই বাজেট আনা হয়েছে। সেই কারনে এই বাজেট আমি সমর্থন করতে পারছি না। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, হোম ডিপার্টমেন্টের জন্য ৮৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু সেটাকে হোম ডিপার্টমেন্ট না বলে বামফ্রন্টের পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট বলা হলে ভাল হত। ওটার কাজ আছে নাকি? কারন আমরা দেখতে পাই যে, টি, এন, ভি, যখন মানুষ খুন করে তার একটা ধর্মঘট ডাকা ছাড়া উদের আর কোন কাজ আছে বলে আমরা জানি না। এই ধর্মঘট ডাকলে যানবাহন বন্ধ লোক চলাচল বন্ধ, এই সুযোগে টি এন, ভি, পালিয়ে যেতে পারে আর এর ফলে সাধারণ শ্রমজীবি মানুষ কষ্ট পায় এটা জেনেও বিগত কয়েক বছর এই ডিপার্টমেন্টের কোন কাজ আছে কি না আমরা জানি না। সুতরাং এই ডিপার্টমেন্টের জন্য কোন বাজেটের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। মানীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টের জন্য ১১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ডিপার্টমেন্টের জন্য এ, সি বিলের লক্ষ লক্ষ টাকা—মাতার বাড়ী ব্লক, বগাফা ব্লক এবং বিভিন্ন ব্লকের এ, সি বিলের টাকা গত কয়েক বছর হিসাব দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে কি আমরা বলতে পারি না এই টাকার কারচুপী করার জন্য বা দলবাজী কারনে এত এই হিসাব দিতে বিলম্বীত হচ্ছে বা হিসাব দিতে না পারার কারন? এটা কি আমরা তুলে ধরতে পারি না? এই বিধানসভার মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা এই কথা বলতে পারি। এগ্রিমেন্ট হায়ারেওয়ারী ডিপার্টমেন্ট-এ সেখানে আমরা

দেখতে পাচ্ছি গত ১১ই ডিসেম্বর বগাফা ব্লকে বি, ডি, সি-র মিটিংয়ে আমরা জানতে পারলাম গ্রামীন মানুষের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য—পিগারি পোলট্রি ভাকারীর মাধ্যমে সহায়তা করার জন্য সাড়ে সাত লাখ ধরা হয়েছিল সেই টাকাগুলি ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫ এই তিন বছরে টাকাগুলি খরচা হয় নাই। এটা বি, ডি, সি, র মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে। একটা ডিপার্টমেন্ট যদি তার এতটুকু দায়িত্ব থাকে গ্রাম ত্রিপুরার বেকারী দূর করার জন্য তাহলে এই টাকাগুলি তিন বছর এইভাবে পড়ে থাকতে পারে না। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, হর্টিকালচার, তুফানে নাকি অনেক ক্ষতি হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা— অবশ্য তুফান হলে বা বন্যা হলে সরকারের বুকটা আনন্দে নেচে উঠে। কারণ কেন্দ্র থেকে টাকা আসবে এবং সেই টাকার কোন হিসাব দিতে হয় না। কোথায় যে হর্টিকালচার হচ্ছে আমরা জানি না তবে ক্রাইম কালচার হচ্ছে এই কথা বলতে আমাদের দ্বিধা নাই। স্যার, যদি অর্থের অপচয় বন্ধ না হয় তাহলে এই বাজেট ত্রিপুরার সর্বিক মঙ্গলের জন্য হয়েছে এই কথা বলতে পারি না এডুকেশান সেখানে ২১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা প্রাইমারী স্কুলগুলির কনস্ট্রাকশানের জন্য। কিন্তু মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমার দেখতে পাচ্ছি বাস্তবে এইসব কনস্ট্রাকশান এস, আর, ই, ই পি, ও এন, আর ই. পি,-টাকা দিয়েই করা হচ্ছে। রুরাল ডেভেলাপমেন্ট এর জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে সেই সম্পর্কে আমাকে বলতে হচ্ছে। যে পরিবেশ দূষণের জন্য সেনিটারী লেট্রিন করার জন্য নিজেরা খরচা করতে পারে না। তাদের জন্য টাকা দেওয়া হচ্ছে। আমি সেইখানেও দেখতে পাই যে সরকারের দলবাজী হয়েছে। কাজে কাজেই এই ডিমাণ্ড ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টস ফর দি ইয়ার ১৯৮৬-৮৭—এটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯ শে ডিসেম্বর যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস ফর গ্র্যান্টস এই হাউসে উত্থাপন করেছেন আমি তা সমর্থন করছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি

বামফ্রণ্ট সরকার কিভাবে একটার পর একটা উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। যদি এটা আমাদের জানতেই হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে গেলেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এর ফলেই, এই রাজ্যের মধ্যে এক বিরাট কর্ম-যজ্ঞের সূচনা চলছে। আমরা জানি, বামফ্রণ্ট সরকার রাজ্যবাসীর অর্থ-নৈতিক দিকটির উন্নতি করার জন্য সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকারকে এমন একটি অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে, কাজ করতে হচ্ছে, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতি একটা আবরণের মত সব সময় রয়ে গেছে। আমরা যখন রাজ্য সরকারের সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা করব তখন এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতির বাইরে রাজ্য সরকারের যাওয়ার কোন সুযোগ সুবিধা নেই। আমাদের দেশে যে অর্থনীতির উপর দিয়ে চলছে, তার উপর নির্ভর করে রয়েছে গোটা দেশের সমাজ ব্যবস্থা। যেখানে একটার পর একটা পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার পরও দেশের সম্পত্তি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে রয়ে গেছে সেখানে সাধারণ মানুষের কোন কাজ থাকে না। এই হচ্ছে, সামগ্রিক দেশের অবস্থা। কাজেই, এখানে কোন কিছু আশা করা একটি নিস্ফল প্রয়াস মাত্র। স্যার, আমরা দেখি, স্বাধীনতার ৩৯ বছর পরেও কেন্দ্রীয় সরকারকে স্বীকার করতে হয়, দেশের বেশীর ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। মাত্র শতকরা ১০ ভাগ মানুষের হাতে সম্পত্তি দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। স্যার এই ভাবেই সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। কাজেই দেশের এই অবস্থার মধ্যে রাজ্য সরকারকে কাজ করতে হচ্ছে, এটা আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। স্যার, এই যে বন্ধ্যা অর্থনীতিতে দেখতে পাচ্ছি, স্বাধীনতার সময়ে আমাদের দেশের মোট আয়করের শতকরা ৫০ ভাগ আসত প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে। আর আজকে সেই জায়গায় শতকরা ২০ ভাগে চলে এসেছে। কাজেই গরীব মানুষের পকেট কেটে ৮০ ভাগ পূর্ণ করা হচ্ছে পরোক্ষ করের মাধ্যমে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর কর বসিয়েই তা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে। স্যার, আমি দেখি, এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার টাকা পাচ্ছেন না। কাগজ কলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু বার বার বিধানসভায় প্রস্তাব রাখলেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যাখ্যান করেছেন। আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন আমার প্রস্তাব ৭ম যোজনার মধ্যেও নেই। আমরা দেখছি, নর্থ-ইষ্টার্ন কাউন্সিল-এর নীতি ছিল, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে যেসব রাজ্যে প্রতিষ্ঠান নেই সেই সব রাজ্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান পাবে। কিন্তু, আগরতলার কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনে কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হলেন না। অথচ আমাদেরও বিদেশী ঋণ বহন করতে হচ্ছে। আজকে এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা সাম্প্রিমেন্টারীর বিরোধীতা করবেন তখন কি তাঁদের আমি এই প্রশ্ন করতে পারি না, এতজন কত করে বিদেশী ঋণ বহন করছেন তা কি আপনারা জানেন? স্যার, আর একটি হিসাব আমি দিচ্ছি। এ বছরের মার্চ মাসে দেশের-৭০ কোটি মানুষের মাথায় ৩২,৭৫৩ কোটি ৯১ লক্ষ ঋণ রয়েছে। এর মধ্যে গত বছর সুদই দিতে হয়েছে, ১০০৮ কোটি টাকা। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে প্রতি বছর বিদেশী মুদ্রা হ্রাস পাচ্ছে। ৮০০ কোটি বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয় হ্রাস পেয়েছে। রাজীব গান্ধীর নয়া অর্থনীতির মধ্যে দেখি, আমদানীর ক্ষেত্রে ঢালাও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শিল্প সম্পত্তির মালিকদের ২০ কোটি টাকার থেকে বাড়িয়ে ৮০০ কোটি টাকায় এনে কর রেহাই দেওয়া হয়েছে। এইভাবে বিদেশী একচেটিয়া বহুজাতিক কোম্পানী দেশের টাকা উজার করে পাঠাচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার রাজীব গান্ধীর নয়া অর্থনীতির মধ্যে নেই। সেখানে বে-সরকারী মালিকের গুরুত্ব বাড়ান হচ্ছে। যেখানে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা নেই, দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সমস্ত দোষ চাপান হচ্ছে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির কাঁধে। ৭ম যোজনায় অর্থ লগ্নীর যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাতে বে সরকারী মালিকানার স্বার্থেই করা হয়েছে। দেশে যে বিনিয়োগ হচ্ছে, তাতে খাদ্য তৈরী, কিংবা কৃষকের সার তৈরীর জন্য কিছুই নেই। আরো, বিলাস দ্রব্য বাড়ানোর চেষ্টায় টি ভি. ফ্রীজ, মোটরগাড়ী ইত্যাদি ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস করা হচ্ছে, বিনিয়োগ বাড়ান হচ্ছে। গরীব মানুষের রুটি রোজগারের প্রশ্ন বাদ দেওয়া হচ্ছে। যন্ত্রপাতি আমদানীর ক্ষেত্রে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হচ্ছে, ট্যাক্স কমানো হচ্ছে। স্যার, আমরা দেখি, রপ্তানী ক্ষেত্রে বিদেশী রাষ্ট্রগুলি আমাদের জিনিসের উপর ট্যাক্স বসাচ্ছে আর আমরা এখানে বিদেশী জিনিস সাদরে গ্রহণ করছি। দেশের কুটীর শিল্পগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। স্যার, আমরা দেখি, আমাদের দেশে যে অর্থনীতি আছে সেই অর্থনীতিকে এমন এক জায়গায়, ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যেখান থেকে উন্নতির কোন সম্ভাবনাই নেই। আমরা দেখি, দেশে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে, নোট ছাপিয়ে ঘাটতি পূরণ করা হচ্ছে। নোট ছাপিয়ে ঘাটতি পূরণের বছর অর্থ মন্ত্রীর কথা মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু বলতে চেয়েছেন ৫ হাজার কোটি টাকা ডেফিসিট ফিন্যান্স করা হয়েছে।

কিন্তু সপ্তম যোজনায় ডেফিসিট ফিন্যান্সের পরিমান বাড়বে ২৫ হাজার কোটির মত। অবস্থা দেখেন মুদ্রাস্ফিতি কি হারে বাড়ছে? গত বছর পার্লামেন্টের হিসা

অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৩'১ শতাংশ। এক বছর পর এবার সেপ্টেম্বর মাসে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৩ শতাংশ। শুধু দ্রব্য মূল্যই বাড়ছে না সমস্ত কিছু বাড়ছে। সুতরাং আমাদের কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? আমরা দেখেছি আমাদের বেকার হচ্ছে ১০/১২ শতাংশ এবং প্রতি বছর এই সংখ্যা বাড়ছে। এবং ৩ কোটি হচ্ছে রেজিস্ট্রীকৃত বেকার ভারতবর্ষে। এবং এক একটি পরিকল্পনার পর ১ থেকে ২ কোটি রেজিস্ট্রীকৃত বেকার বাড়ছে। সুতরাং যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য প্রতি বছর দেশে এক থেকে দুই কোটি বেকার বাড়ানো সেখানে রাজ্য সরকার কিভাবে মোকাবিলা করবে? তথাপি বামফ্রন্ট সরকার প্রতি বছর প্রচুর বেকার চাকুরী দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে ফতোয়া জারী করে বিভিন্ন সংস্থায় নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছেন, সেখানে বামফ্রন্ট সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কাজে সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। যা ভারতবর্ষের মধ্যে নজির বিহীন। স্যার, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রীর এক ঘোষণা থেকে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করছি। সারের জন্য ভুর্তকি দেওয়া হচ্ছে. রেশন ব্যবস্থা আজকে ভারতবর্ষে থাকবে কি থাকবেনা সেই প্রশ্ন আজকে দাঁড়িয়েছে। সারের উপর কোন ভুর্তকি থাকবে কিনা এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার আই, আর. ডি, পি তে সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে রেকর্ড স্থাপন করেছেন এবং ১৯৮৪-৮৫ ইং সালের এই সরকার লক্ষ্য মাত্রা ছাড়িয়েছেন। আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে ৪০ লক্ষ পরিবার লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করেছিল সেখানে ওরা কাভার করেছে মাত্র ১৮ লক্ষ পরিবার। অন্যান্য কংগ্রেস (আই) শাসিত রাজ্যগুলিতে কোথাও সম্পদের নাম নেই শুধু খয়রাতি সাহায্য আই, আর, ডি, পি, তে বিলি করেছেন। আমাদের রাজ্যে যেসব জরুরী সমস্যা আছে সেগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার উদাসীন থাকেন। ফলত: সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আমাদের ধরতে হয় আমরা দেখেছি এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কি কাগজ কল, কি রেল, কি শিল্পায়ন কিছুই করতে চান না, শুধু এই রাজ্যেই নয় সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চল আজকে এই সমস্ত দিক থেকে অবহেলিত। আজকে মিজোরামে কয়েক কি, মি, রেল লাইন আছে মনিপুরে রেল যাচ্ছে না, অরুনাচলে রেল যাচ্ছে না, ত্রিপুরাতে রেল আসছে না অথচ রেলের জন্য দেশে তৈরী যন্ত্রাংশ বাইরে চলে যাচ্ছে। এই ভাবে রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে কেন্দ্রের এই বঞ্চনা বন্ধ করতে হবে রাজ্যগুলির উন্নয়ন স্বার্থে কেন্দ্রীয় নীতি বন্ধ করতে হবে। এই বলে সাপ্লিমেন্টারীকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র সরকার মহোদয়কে উনার

বক্তব্য রাখবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্র সরকার :- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ১৯ তারিখ এই হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রান্টস অনুমোদনের জন্য পেশ করেছেন আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। সাপ্লিমেন্টারী বাজেট হচ্ছে রাজ্যের উন্নয়নের একটা নিদর্শন। রাজ্য যে ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তা থেকেই প্রমানিত হয় এবং তার জন্য যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটা দরকার। ভারতবর্ষের সংবিধান কাঠামোর মধ্যে থেকেই রাজ্য সরকারগুলিকে কাজ করতে হচ্ছে। স্যার, আজকে সমস্ত জিনিষের দাম বাড়ছে। ডিজেল, পেট্রোল, ষ্টীল, কেরোসিন এমন কি রেশনের চাউলেরও দাম বাড়ছে। আজকে প্রতিটি জিনিষের দাম বাড়ছে। এই বৃদ্ধি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে না, কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে। সুতরাং প্রতিটি জিনিষের দাম বৃদ্ধির ফলে রাজ্য সরকারকে বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে। ফলতঃ এই গ্রান্ট চাওয়া। আজকে যে যে খাতে টাকা চাওয়া হয়েছে, আমি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়গন এটাকে ভাল চোখে দেখেন নি। কি করে দেখবেন? রাজ্যের মানুষ সুখে শান্তিতে থাকুন এটা কি কংগ্রেস (আই) কি টি, ইউ, জে, এস এরা চান না। কৃষক তার উৎপাদনের জন ন্যায্য মূল্য পাক এটা তারা চান না। স্যার, এই বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘদিন যাবত রাজ্যের গনতন্ত্র প্রিয় মানুষের জন্য লড়াই করে আসছেন। সুতরাং এই সরকার নিশ্চয়ই রাজ্য বাসীর মঙ্গল চাইবেন। স্যার, রাজ্যে বড় মুড়াতে প্রচুর পরিমানের গ্যাস পাওয়া গিয়েছে এবং তাদিয়ে অনায়াসে এই রাজ্যে শিল্প কারখানা করা যায়। সারের কারখানা তৈরী করা যায়। অপর দিকে রাজ্যে যে হাজার হাজার বেকার রয়েছে তাদের কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা করা যায়। বেকার সমস্যা সমাধান করার উপকরন এখানে রয়েছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এটাকে কাজে লাগাচ্ছেন না। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তথা ত্রিপুরা বাসীর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করা হয়েছে এ রাজ্যে একটা সারের কারখানা খোলার জন্য। এবং এতে একদিকে যেমন রাজ্যের কৃষকরা উপকৃত হবে তেমনি আর এম প্লয়েড ইয়থরাও কাজ পাবে। আজকে কৃষকরা যে সার ব্যবহার করেন সে সার রাজ্যের বাইরে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আনতে হয় এবং এতে কস্ট পড়ে অনেক বেশী, যদি ও রাজ্য সরকার সার্বাসিডি

দের কিন্তু কৃষকদের চাহিদাগুলো মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। এই সরকারের অপৃষ্ঠপোষক যারা আছেন "দৈনিক সংবাদ পত্রিকা", কংগ্রেস (আই), টি,ইউ,জে,এস, কই তারা তো একবারও বললেন না রাজ্যের জন্য সার কারখানাটি কেন রাজস্থানে চলে গেলে ? রাজস্থান হোক সেটা আমরাও চাই, কিন্তু এই রাজ্যে কেন সার কারখানাটি হল না ? এই প্রশ্ন কি বিরোধী দলের সদস্যরা কোনদিন তুলেছেন ?

বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন এই সরকার নাকি বেকারদের সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসেন না। এইটা খুবই হাস্যকর ব্যাপার। যে ৩০ বৎসর শাসনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস যেখানে শাসন করেছেন সেখানে ৩০০ হাজারের বেশী কর্মচারী ছিলেনা, আজকে প্রায় ১ লক্ষ ছাড়িয়া গেছে। আজকে বেকারদের কথা কিভাবে চিন্তা করছেন বামফ্রন্ট সরকার তারই প্রমাণ। আজকে এইখানে একটা কলকারখানা নেই, শিল্প নেই, যাতে করে বেকারদের কিছু কাজ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বিরোধী বন্ধুরা সেই কথা কেন্দ্রকে জানায়না তাদের আমলে ত অনবরত টাকা নিয়ে চাকরী দেওয়া হত। যাদের টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই তাদের চাকরীও হবে না। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিছুদিন আগে তেলিয়ামুড়াতে একটা উপনির্বাচন হয়ে গেল। তাতে প্রার্থী ছিলাম আমি। জনগণ আমাদের যে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন তার জন্য আমি তেলিয়ামুড়ার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে আমরা অভিনন্দন জানাই। তাঁরা যতই মানুষকে বিভ্রান্ত করুক না কেন মানুষ তাকে সায় দেয়নি। এবার আমরা তেলিয়ামুড়ার নির্বাচনে গতবারের তুলনায় ৮ হাজার ভোটের বেশী পেয়ে জিতেছি। সামনের দিনে এমন ওদের জামানত দেখা না যায় জয় করবে। ভোটের ব্যাপার নিয়ে "দৈনিক সংবাদ" অনেক রটনা ছাপিয়েছে। তাতে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। তারা কনকা শাড়ীর ব্যাপারে লিখেছে, অনিল সরকার নাকি জনতা শাড়ী দিয়েছে। আসলে ঘটনাটা কি ছিল ? সেখানে তৈদুতে একটা ল্যাম্পস আছে সেখানে পূর্বাশা থেকে কাপড় নেয় ল্যাম্পসের জন্য। টাকা পয়সা দিয়ে ডকুমেন্ট, ক্যাশ-মেমো কেটে নিয়ে যায়। সেই গাড়ীটা যাওয়ার পথে একটা কি গাছের জন্য সেখানে আটক হয়ে যায়। ৩/৪ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে। খাসিয়া মঙ্গল থেকে কংগ্রেসের একটা গাড়ী তখন সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল প্রচার করতে করতে নির্বাচনের ব্যাপারে। তখন গাড়ীটা দেখে তারা গাড়ী থেকে নেমে গাড়ীর ড্রাইভারকে ধরে। গাড়ীর লোকটি বলে এইগুলি ল্যাম্পসের কাপড়। ক্যাশ-মেমো সব দেখাল। সেখানে তারা ক্যাশ-মেমোগুলি ছিড়ে ফেলে দেয়, এবং আশে পাশের জনগণকে ডেকে

বলছে যে দেশ বামফ্রন্ট সরকার কি করছে। তার ক্যাশ-মেমো ছিড়ে খামার দিয়ে গেল। আর প্রচার করা হল, দেশ জিতেন সরকার, অমিল সরকার এই সমস্ত জনতা পার্টি মানুষের সামনে নিয়ে যাচ্ছে। কি কেলেঙ্কারী। এই ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। কিন্তু যখন মানুষ জানতে পারল এগুলি ক্যাম্পাসের কাগজ পূর্বাশা থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন তারা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাল। এবং ভোটের সময় তারা দেখিয়ে দিয়েছে, তারা এর জবাব দিয়ে দিয়েছে। বর্তমান সরকারের যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এটাকে আমি সমর্থন করি, কারন এই সরকার জনগণের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এই রাজ্যের রাস্তাঘাটের উন্নতি, শিল্প, কলকারখানা ইত্যাদির জন্য প্রচুর টাকার দরকার। আমি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে অভিনন্দন জানাই এবং বিরোধীদের যে সমস্ত বক্তব্য তাকে সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার : - মহারাণী বিভু দেবী

মহারাণী বিভু কুমারী দেবী:- Mr. Speaker Sir, I oppose the supplementary demands for grants for the 1986-87 which has been presented by our hon'ble chief Minister in this house on 19th Dec, 1986. Mr. Speaker Sir, there is no necessity of Supplementary budget. If anybody goes through the reports of the C A G of India it will appear that in many cases original provision could not be spent, but supplementary grant was obtained. In many cases the excess expenditure were incurred, this is unethical. Surrender of un-spent balance was not made in due time to meet up the other essential quitments. All these together would indicate that the budget of the Govarnment is prepared without any realistic out look' Now, I shall deal with the Law & Order situation wihch should be maintained. There are 14 battalions of B. S. F, C. R. P. F, R. A. C and 1 battalion of Tripura State Rifles, beside the Tripura State polices In the face of so many battelion Nripen Babu wants more

forces. But when he was in the opposition he opposed these B. S. F and C, R. P. F deployed in the state. Sir, next point is I find that water and irrigation facilities are very badly inadeqnate,

It is evident from the previous report of the Estimate Committee which the Chief Minister hed gone through. As was the Chairman of the P. A. C and he also demanded judicial enquiary in respect of three Co-operative societies that is Ranirbazar, Birendranaga and Jirania. That it has been discovered that more than Seven hundred Co-operative societies was in a very decaying stage. I say, that Mr. Chakraborty himself is not a corrupt man but he is not a man above God that all of us have to agree. But I feel he is shielding his corrupt Ministers or may be Officers where I do not agree with him All Government and autonomous commercial organisations of which 50 / is the Government share they are also found to be functioning in a very bad state of business, because you find it has become a breeding ground of cadre recruitments Jute Mill is the TRTC is there, Tripura Small Scale Industries is there and a lot of irregularities in Public under takings Committee has been reported along with a lot of mal-administration Mr. Speaker Sir, there are examples of disorganisation from time to time I shall not take up your time, because I know that so many more things that you will learn from our Chief Minister and he will definitely clear many points but I feel that to sum up the whole supplementary budget I would call it an eye wash and lastly the bonafied intention of our Chief Minister when in opposition he wanted a code of conduct for members or Ministers. It was one of his main demands, Sir, I find he is silent now I am prepared to declare my assets for which I am 'paying regularly my

wealth tax but my demand now from your ministers before they came to power and now after they have come to power what are their assests before. At the end I would like to draw the attention of the house to a time when the funds were limited but the budgets were realistic I shall read out to you the budget of 1934-35-36-37. Land Rev. was 6, 05, 00 estimated, expenditure was 6, 44, 452, Rents on Market were 6, 500 extimated expenditure was 6, 180, Family tax was 53, 00 estimated expenditure was 52, 593, Toll in Forest Producs was 3, 10, 000 expenditure was 3, 02, 907, Same on the Feni river was 27, 000 expenditure was 27, 135 Reserve sal forest was 3, 00, expenditure was 3, 070, Toll on cotton and oil seeds was 1, 30, 000 extimate expenditure was 1, 35, 224. excuse was 43, 000, expenditure was 42, 901, Duty on Jute was 28, 000 estimated expenditure was 27, 112. If I go round in 1235-36, again you find that the budget here also land revenue 6, 65, 000 expenditure 6, 63, 000, I am only comparing. At a time when the expenditure was so limited and I am sure many people here will not be interest but I thank we have an intelectual in your side like you who will be prepared to listen and face the fact because I think it will be important to you and your Government that when we had a very limited expenditure we had managed to bring out a very realistee out look on it and today with so much money which we are getting now, Rs 317, 0059, 000. This is the amonnt which they have already got and they are asking for more and more Mr. Chief Minister you are not here, you had brought a bottle of water and cement when you were in opposition. For your inspection the quality of rice which you were supplying to the refugee camp which will speak for cattle fodder, I have got also sample of the cattle fodder (noise). This is for you, but you should not tell the center. I am not interested —, yon

era the Government in-charge, you can notshift your responsiability Mr. Speaker Sir, because I believe to take peoples mind away from the real politics and to bring in something which is not correct. Whether I am in the opposition or they are in the opposition is not fact. Because I think truth should always be exposed whether in my party or your party. I am prepared to face it, I ask you let us bring forward all our assets. you had wanted before, the assets of the M. L. As to be declared before and after I am prepared why haven't you ? But you remained silent. That is one of my main points, you are not prepared to show you assests before and now. Any way, let us not go into it, because it would beyond you and I think he understands more. So. Mr. Speaker Sir, the whole things the whole exercise of the Government. is to bring the supplementary Budget, I think is very unrealistic. Until they do not absorb what soever they had, wtil they do not chew whatever they can take they should not ask for something more. because as I have said it can go into the C. A. fund, which is, of course not accounted and I feel that what had been done in the state and the law and order situation, As one of the situation which is calling for a lot of headache and our Development in fact the last Chief Secrctary, I believcc left on most important points that of plan, lot of thing of the administration could not be implemented, because the interior is inaccessible. Now, if this is the state of a Government, feel we should now not look at it as a Congress or a C P M policies but as a collective policy which we are facing for the benefit of the people of Tripura.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকালী কুমার দেববর্মা

GENERAL DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1986-87

কক-বরক :

শ্রীকালিকুমার দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, থাংনাই ১৯ তা বথ এই বিধানসভা অ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ তৌই য অনুমোদননি বাগৗই তিসামানি আবন আং সমর্থন খৗলাইন আনি কক থাই-ই থাংথা সানা নাইঅ। স্যার, এই যে ট্রাইবেলরগনি উন্নয়ননি বাগৗই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দি আর' রমজাকথা ৪৬ লক্ষ ২৫ হাজার। আর সেখানে কুথুক কুথু জাগা ট্রাইবেল রগ উন্নয়ন খৗলাইনা বাগৗইন অ বাজেট রমজাগ'। আবনি বাগৗই আং সমর্থন মা থ' ইথা চিনি সান্না ত্রিপুরানি বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতাঅ তংগৗই যেভাবে ট্রাইবেলরগনি উন্নতি খৗলাইনা বাগৗই বাজেট রম কথা কিন্তু অন্যান্য রাজ্য মাই মাইদি, যেমন রমনি বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান এমনকি অন্যান্য জাগব' মধ্যপ্রদেশঅ ব' ট্রাইবেল গনি কোন উন্নতি কাবৗই। অ'ং নিজের কোন কোন জ গা গুরিই নাই। চৗ থখন বিহার থাংগৗই একটা S.T. coloney নাইনা হৗনৗই থাংফুরু, আরনি মন্ত্রী কর্মচারী হৗনদি Ruling পার্টিনি M.L.A. রগ হৗনদি বরক চৗংন' সাথা নরকন চৗং S.T. coloney ফুনুকনাংলে মুচুংগ কিন্তু আব অনেক হাচাল। আর' থাংদে মান মানয়া আব অনেক সমস্যানি ব্যাপার চৗং সাংথা, বাসাগ হাচাল? বরক সাঅ প্রায় তিনশ' পঞ্চাশ মাইল হাচাল। হৗন থ চৗং সাথা সাড়ে তিনশ মাইল হাচাল কাম চৗং থাংনাই। হৗন থ মই বিহার তালাং চৗংন' তাম ফুনুকথা, আর বলং তংগ, আ বলাংগ একটা কলোনী তংগ আ কলোনী নাইনা দা? চৗং স থা, নাইনাই। গড়িলা কলোনী হৗনখে চৗং মনে থাংথা আর' S.T. রগনি একটা Community আ। আর চৗংন কুস্তোর কলোনীসে ফুনুকসিঅ। কিন্তু ত্রিপুরানি বিভিন্ন জাগাঅ ট্রাইবেল রগনি উন্নতি খৗলাইন বাগৗই গত বাজেট রমজাকথা তাবুকনি বাজেট'ব রমজাকথা। শুধু আবয়া স্যার, বিভিন্ন জাগায় গত বছর অাংথা, অ ফারু বিভিন্ন গ্রামেগাঙ্গে বকল মক বাইথা, ট্রাইবেলরগনি মক বাইথা। অনেক খৗলাইনা বাগৗইন অ বাজেট রমজাকথা। এমনকি তেলিয়ামুড়া I.S. নি under অ A.D.C. নি ৭০ টা স্কুল বাই থাংথা। আ ৭০ টা স্কুল বাইমানি তাবুক ২৭ হাজারখে Work Order রাজাকথা ২৮টা। হৗনখে মাং বুর ম কাংনাই? আ মাং অ অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দনি সাইজাকয়া হৗনখে তো পুরণ খৗলাইম। সম্ভবয়া। শুধু আবয়া বিভিন্ন যেভাবে বাইথা আ বাইমানি ৬৪টা স্কুল সালামজাকয়া আগি কংগ্রেসনি আমল আস্কুলনি কোন চিহ্ন কাবৗই। কিন্তু তাবুক Platform খৗলাই হোস্টেলনি উপর পালা

মাই চাপা-কাপা বেরা মাই সাকাটিন ৌই ৌর কথা। কিন্তু কংগ্রেস ি যারা বরা তংমাই-রগ তিনি খুব কম বরক আফুরু চিন্তা কান খা ইয়া, চিন্তা খালাইনাকান নাইয়া। তিনি কিছু কিছু বিরোধী দলনি বরকরক বিরোধীতা খাল ইঅ কিন্তু বিরোধীতা খালাই তাম আংনানি। চিন্তা খালাইনা নাগানা, খালাইয়াখে বাহাই খ ? অ স্কু নক বাহাখে আনাই অ। কাণিচার বাগাইখে আংনাই ? শুধু আবয়া কিছু কিছু স্কুল নক সগাই খিবখা, আ নক সকমানি পরে কাণিচার খামখা বেবাক খামাই থাংবাইখা আবকি কম ক্ষতি আং ? কিন্তু বাজেট ফুরু আ নক খামনাই হানাই তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ মা তুবুখা। কিন্তু বিরোধী দলনি বরক সাঅ হিসাব ঠিক খালাই মানয়া আবনি বাগাই সরকার খরচ খালাইনা রাংয়া। বরক কি আগ চিন্তা দে খালাই মান যে তাকালাং নবার কতর আংনাই তাকালাই স্কুল নক সগবাই হানাই ? আবন চিন্তা খালাই মানয়া। কিছু কিছু বিরোধী দলনি বরকরক সাখা Home দপ্তরনি মান--খানাই পাইনানি হানাই। গত বাজেট ব আর সাকাকথা কিছু কিছু অস্ত্র T,R.S. রগন রানানি হানাই। কিন্তু আর বরক না হান'। কিন্তু উগ্রপন্থীনি বাগাই বরক তাম সাখা ? উগ্রপন্থী মোকাবেলা মানয়া আর' উপদ্রুত এলাকা ঘোষণ খালাতদি হান' i কিন্তু এই T.R.S. রকনি থানি 303 রাইফেলসি। বরকন যদি এতসা Automatic অস্ত্র রাখ উগ্রপন্থী দমন কিছুটা খালাই মানখাগু। বরংনি নিশ্চয়ই আব দরকার। তাবুক যে অস্ত্র বরকান তংমানি আর BSF রগনি ইয়াগ' সে তংগ। T.R.S. ন অস্ত্র রারাখ বাহাই দমন খালাই মাননাই। দমন আংখে বরক বেকায়দায় কালাই থা গ। Opposition নি বরকরক বেকায়দায় কালাই অ। আবনি বাগাই অস্ত্র পানানি অনুমোদন রায়া সেদিক দিয়ান আং অ কক সারা নাইঅ, অ অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ হিসাম নি আবন সমর্থন খাল ই বিরোধী রগনি বিরোধীতান' খণ্ডন খালাই আনি কক পাইয়াখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীকালি কুমার দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯ তারিখ এই বিধানসভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদনের জন্য পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার দু তিনটি কথা বলবো। স্যার, এই যে উপজাতিদের উন্নতির জন্যে যে বরাদ্দ তা এখানে ধরা হয়েছে ৪৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এগুলো দুর্গম এলাকাগুলোতে যেখানে উপজাতিদের উন্নয়ন হয়নি সেসব জায়গার উন্নয়নের জন্য ধরা হয়েছে। আমাদের সারা ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারে থেকে

ট্রাইবেলদের উন্নয়নের জন্য বাজেট করা হয়েছে কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে যেমন ধরুন বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এমনি অন্যান্য জায়গায় মধ্যপ্রদেশেও ট্রাইবেলদের কোন উন্নয়ন হয়নি। আমি নিজেও কোন কোন জায়গায় গিয়ে দেখেছি। আমরা যখন বিহারে গিয়ে একটা এস, টি, কলোনী দেখতে গেলাম তখন সেখানকার সরকারী কর্মচারী এবং শাসকদলের সদস্যরা আমাদের বলেছিলেন, আপনারা এস, টি কলোনী দেখানোর ইচ্ছা আছে কিন্তু সেটা অনেক দূর। সেখানে যাওয়াটা একটা সমস্যার ব্যাপার। আমরা জিজ্ঞেস করলাম কতদূর? তারা বলেন, প্রায় সাড়ে তিরিশ মাইল দূর। আমরা বলি সাড়ে তিরিশ মাইল হলেও আমরা দেখতে চাই। তখন সেই বিহারে আমাদের কি দেখানো হয়েছিলো। সেখানে পাহাড়ীর জঙ্গলে একটা কলোনী আছে গড়িলা কলোনী বলে আমরা মনে করেছিলাম ওটা বোধহয় ট্রাইবেলদের জনগোষ্ঠি কিন্তু সেখানে আমাদের একটা কুমীর কলোনী দেখানো হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য গত বাজেটে ধরা হয়েছে এবারের বাজেটেও ধরা হয়েছে। শুধু তাই নয় আর, বিভিন্ন জায়গায় গত বছর ঝড় হয়েছে, খরা হয়েছে তাই ট্রাইবেলদের ঘর ভেঙ্গেছে এবং যে গুলো। সেগুলো তৈরী করার জন্যই বাজেট করা হয়েছে। এমনকি তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শনের অধীনে জেলা পরিষদের ৭০ টা স্কুল ভেঙ্গে গেছে। সেই ৭০ টা স্কুলের মধ্যে এখন ২৭ হাজার টাকা করে ২৮ টা স্কুলকে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে মেরামত করার জন্য তাহলে কোথা থেকে টাকা আসবে। সেসব টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ না হলে পূরণ করা সম্ভব না। শুধু তাই নয় বিভিন্ন খানে যে স্কুল গৃহ ভেঙ্গেছে তার মধ্যে ৬৪ টা স্কুল তৈরী করা হয়েছে। কংগ্রেস আমলে সেসব স্কুলের কোন চিহ্ন ছিলো না। কিন্তু এখানে প্লেটফর্ম করে জঙ্গলের উপর খুঁটি দিয়ে উপরে টিনের ছাদ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসীরা যাদের সংখ্যা আজকে খুব কম সেসব কথা চিন্তা করেন না। চিন্তা করার চেষ্টা করেন না। চিন্তা করতে হবে। না করলে কি করে সেসব স্কুল হবে, ফার্নিচার হবে? শুধু তাই নয়, কিছু কিছু স্কুল ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সেসব ঘরের সঙ্গে ফার্নিচার পুড়েছে সবকিছু পুড়ে গেছে। সেগুলো কি কম ক্ষতি? কিন্তু বাজেটের সময় সেসব ঘর পুড়বে বলে ধারণ করা যায় না। সেসব চিন্তা করা সম্ভব হয় না বলেই আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ পেশ করতে হয় কিন্তু বিরোধীদলের লোকেরা বলেন হিসাব ঠিক ঠিক করতে পারেন না বলে সরকার খরচও করতে পারেন না। তারা কি আগেই চিন্তা করতে পারেন যে এবার ঝড় হবে স্কুল ঘর পোড়া হবে বলে? সেটা আগে চিন্তা

করা সম্ভব হয় না। কিছু কিছু বিরোধী দলের লোকেরা বলেছেন স্বরাষ্ট্রদপ্তরের জিনিস পত্র কেনার বিষয়ে গত বাজেটেও সেটা বলা হয়েছে কিছু কিছু অস্ত্র টি এস, আর-দের দেওয়ার জন্য কিন্তু তারা না বলেন। কিন্তু উগ্রপন্থীদের মোকাবেলা করা যায় না বলে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণার দাবি করেন। কিন্তু এই টি, এস,আর দের হাতে মাত্র ৩০৩ রাইফেল রয়েছে তাদের অটোমেটিক অস্ত্র দেয়া হলে এই উগ্রপন্থী সমস্যা কিছুটা সমাধান করা সম্ভব হতো। তাদের এখানে যে অস্ত্র আছে সেগুলো শুধু মাত্র বি, এস, এফ-দের দেয়া হয়। টি, এস, আর-দের অস্ত্র না দিলে কি করে দমন করা হবে? দমন হলে ওরা বেকায়দায় পড়েন। এ কারনেই অস্ত্র কেনার অনুমোদন দেন না। সেদিক দিয়েই আমি এ কথা বলতে চাই, এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করে বিরোধীদের বিরোধীতাকে খণ্ডন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী আমাদের এই অধিবেশন শুরুর দিনে সাপ্লিমেন্টারি ডিমাণ্ডস ফর গ্রান্টসের জন্য যে প্রস্তাব এখানে পেশ করেছেন আমি তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং এই সমর্থন জানাতে গিয়ে যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হল বিধানসভায় বিরোধীদের ভিত্তিহীন বক্তব্য। সাপ্লিমেন্টারি ডিমাণ্ডস ফর গ্রান্টস বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটের যে গতিশীলতা তার একটা উজ্জ্বল প্রমাণ। বিরোধীরা যেটা বলবার চেষ্টা করছেন সেটা হল "আমরা শুনেছিলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হয়েছিল"। এর অর্থ এই নয় যে ভবিষ্যতে সাপ্লিমেন্টারি বাজেট পেশ করা যাবে না। কিন্তু তিনি এভাবে বলার চেষ্টা করলেন যে, যেহেতু পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হয়েছিল সেহেতু সাপ্লিমেন্টারি বাজেটের আর কি দরকার। সরকার যদি কর্ম বিমুখ হন তাহলে এটা ঠিক আর যদি জনগণের জন্য কাজ করেন তাহলে এই সাপ্লিমেন্টারি গ্র্যান্টস সঠিক এবং এটা গতিশীলতার নিদর্শন। বিরোধী দলের নেতা এখানে এই গ্র্যান্টসের বিরোধীতা করতে গিয়ে বলবার চেষ্টা করছেন এই সরকার নাকি ৩ রকমের চুরি করে। প্রথমতঃ যে সমস্ত খাতে খরচগুলি দেখানো হয় তাতে নাকি কেপিটাল এক্সপেণ্ডিচার কম। তিনি শুধু বিরোধী দলের নেতা নন, তিনি ত একটা দ্বাদশ স্কুলের হেড মাষ্টার সেখানে ত ইকনমিক্স পড়ান হয় তাহলে বাজেটের উপর আলোচনা করছেন তিনি এভাবে। কেপিটাল এক্সপেণ্ডিচার হয় নন-প্ল্যান

খাতে আর প্ল্যান খাতে খরচ হয় রেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচার। আসলে ওনার বুঝার ভুল। আসলে এসব কথা বলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তা হবে না। এখানে আরও বলা হচ্ছে যে, বাজেট করা হচ্ছে কিন্তু ফিন্যান্সিয়েল কোন রুলস্ মানা হচ্ছে না। এসব কথা কি ওনার মুখে মানায়? তাহলে আমরা কি দেখছি ভারতের মধ্য প্রধানমন্ত্রী কি করছেন? তিনি কাশ্মীরে গেলেন, ৬ মাস আগে যে ভদ্রলোককে দেশদ্রোহী বলে জেলে পুরার চেষ্টা করলে যার সরকার ভাঙ্গা হল এবং যার বিরোধীতা করার জন্য বিরোধী নেতা্রা সেখানে গেলেন, তখন তাদেরকে হোটেলে আবদ্ধ করে রাখা হল। তাদের জল, খাবার-দাবার বন্ধ করে দেওয়া হল।

আমরা যেখানে ঐক্যের জন্য কাজ করছি, সংহতির জন্য কাজ করছি, সেখানে তারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে তাদের ভোট চাইছেন। আর মুখে বলছেন যে, বামফ্রন্ট এর মধ্যে কোন গণতান্ত্রিক রেগুলারিটি নেই। গণতান্ত্রিক রেগুলারিটি? এসব কথা তো সুধীরবাবুদের মুখে মান-সম্মান লজ্জা তাদের একেবারেই নেই। লজ্জা তারা একেবারেই খেয়ে ফেলেছেন। না হলে এ ধরণের কথাবার্তা তারা বলতে পারতেন না।

হরিয়ানা ভারতবর্ষের মধ্যে ওয়ান অব্ দ্যা রিচেষ্ট স্টেট। চাহিদার তুলনায় তারা অনেক বেশী জিনিষ উৎপাদন করেন। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় কোষাগারে টাকা আসছে। সেখানে কোন অভাব নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাজীব গান্ধী সরকার হরিয়ানাকে ৪০০ কোটি দেবেন বলেছেন। কোথা থেকে দেবেন সে টাকা? আমরা দেখছি নাগাল্যাণ্ড সেখানে আরো, অদ্ভুত ব্যাপার। এখানে বাজেট টার্গেটের কোন বালাই নেই। এটা আমাদের কথা নয় বা কোন মার্কসবাদী পত্রিকার কথাও নয়। এইটা হচ্ছে নাগাল্যাণ্ড অবজারভার। সেই পত্রিকায় বলা হয়েছে। হোকিসে সেমা একটা লাইন আমি পড়ে শোনাচ্ছি।

Wrong Views & Stale News.

Deficit on Asset.

A curious Phenomen no for khushi khushi Goverment of Nagaland is the consistant strain of deficits which are always washed away with New Delhi's washing soap.

ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। সেখানকার গভার্ণমেন্ট কনট্রাক্টারদের দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ করিয়েছেন। কিন্তু কাজ করানোর পর যখন দেখা গেল যে, তাদের কোন টাকা নেই তখন সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী হোকিসে সেমা, ছুটে গেলেন নিউ দিল্লী।

সেখানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে ধরলেন টাকা দেবার জন্যে। রাজীব গান্ধী তাকে বললেন কোন চিন্তা নেই, ২০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। অদ্ভুত ব্যাপার। আমরা জিজ্ঞেস করি ভারতবর্ষে একটা প্লেনিং কমিশন রয়েছে, ফিনান্স কমিশন রয়েছে, পার্লামেন্ট রয়েছে একটা রয়েছে একটা রাজ্যসভা। কিন্তু সব যদি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর খুশীমত হয় তবে তো সেটা ঠিক সাই বাবার মতো অবস্থা হয়ে যাচ্ছে ভক্তরা সাই বাবাকে গিয়ে বলেছেন খিদে পেয়েছে, রসগোল্লা খাব। সাই বাবা বললেন তাই নাকি বেশ এই নাও বলেই ঝোলা থেকে রসগোল্লা মন্ত্রের দ্বারা বের করে দিলেন। আবার কেউ হয়তো অসুস্থা দুর্বলা সে অ্যাপেল খেতে চাইলো, তখন তিনি তার ঝোলা থেকে মন্ত্রের সাহায্যে অ্যাপেল বের করে দিলেন। ঠিক সাই বাবার মত অবস্থা হয়েছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর। এটা ব্যাপারটা এইটা কোন ধরণের ডিসিপ্লিন? আমরা কোন দেশে বাস করছি? রাজীব গান্ধী আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? এটা কি তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি যে যেমন খুশী তিনি ভারতবর্ষের মানুষের রক্ত ঘাম জল করা টাকা কেন্দ্রীয় কোষাগারে গিয়ে জমা হয় আর সেই টাকা ভারতবর্ষের মানুষের চাহিদামত সমবন্টন না করে খেয়াল খুশীমত, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্যে, নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার জন্য, ভোটের বাক্স দখল করবার জন্যে সমস্ত নিয়মনীতি লংঘন করে টাকা খরচ করছেন। আর এখানে তারা বলছেন বামফ্রন্ট সরকার তাদের বাজেটের কোন নিয়ম কানুন নেই, আপনাদের মুখে এটা সাজে না।

পশ্চিমবাংলায় ভোট হবে ফেব্রুয়ারী মাসে। হিম্মত নেই তাদের সেখানে জনমত মোকাবিলা করার। রাজ্য সরকার চাচ্ছেন ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন হোক কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেটা চাইছেন না। রাজ্য সরকার ঠিক করবেন কবে রাজ্যের নির্বাচন হবে না হবে। তারা প্রস্তাব করেছেন কিন্তু নির্বাচন কমিশন বলছেন এখন এটা হবে না পরে দেখা যাবে। আমরা তো জওহরলাল নেহেরুকে দেখিনি, ইন্দিরা গান্ধীকে দেখিনি, ভোটের আগে চারণ কবির মতো ঘোড়ে বেড়াতে। কিন্তু রাজীব গান্ধী বাজপাখীর মত বার বার ঝাপিয়ে পড়ছেন এই রাজ্যে। গত তিন মাসে তিনি সেখানে তিন তিন বার এসেছেন। তিন বার কেন তিনি সব সময় সেখানে থাকুক না; কিন্তু তিনি বার বার পশ্চিমবাংলায় এসে কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, কোন ঐতিহ্য স্থাপন করেছেন? পশ্চিমবাংলার জন্য সেখানকার বামফ্রন্ট সরকার যে সব প্রকল্প বা প্রজেক্ট দিয়েছিলেন কৈ তিনি তো একটিও সেখানে দেননি। আর এখন ভোটের আগে এক সপ্তাতে বলছেন 'পশ্চিমবঙ্গকে এই ৬৮৪ কোটি টাকা দিলাম আবার তার পরেই

আরেকটি সভাতে বলছেন, পশ্চিমবঙ্গকে ১০০০ কোটি টাকা দিলাম পর্যন্ত অসত্য হিসাব। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান শ্রীসরোজ মুখার্জি বলেছেন, রাজীব গান্ধী তা হিসাব দিচ্ছেন সব অসত্য তিনি পশ্চিমবাংলার জন্য মাত্র ৮০-৮১ কোটি টাকার মত দিয়েছেন এর বেশী একটি পয়সাও দেননি। আপনারা কোথা থেকে এত টাকার হিসাব দেখাচ্ছেন ? পশ্চিমবাংলার মানুষ এত বোকা নন। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের মত একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি সভ্যতা ভব্যতা সমস্ত কিছুই ছেড়ে দিয়েছেন। গোর্খাল্যাণ্ডের পক্ষে তিনি দার্জিলিং গেছেন সেখানে বক্তৃতা করবার জন্যে। কিন্তু সেখানে তাঁর সভায় কতজন মানুষ হয়েছিলেন মাত্র ১৯ জন। লজ্জা হয়। এবং যেখানে এই ১৯ জন দাবী করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে, না, আমরা গোর্খাল্যাণ্ড চাচ্ছিনা, আমরা কেন্দ্রশাসিত রাজ্য দাবী করছি। হোয়াট ইজ্ দ্যা ডিফারেন্স বিটুইন গোর্খাল্যাণ্ড এণ্ড কেন্দ্রশাসিত রাজ্য একইতো কথা আর। কোন ডিফারেন্স নেই। ঐ সুভাষ ঘিষিং বলছেন চাই গোর্খাল্যাণ্ড আর আপনাদের দলের লোকেরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবী করছেন, কেন্দ্রশাসিত রাজ্য চাই কি বলছেন তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে ? তিনি বলছেন জ্যোতি বসুর সাহস নেই হিম্মত নেই তাঁর সঙ্গে দার্জিলিং যাবার। সাহস হিম্মত জ্যোতিবাবুরই আছে সকল মার্কসবাদীদেরই আছে এই ভারতবর্ষের মধ্যে। সাহস হিম্মত আছে বলেই এত ষড়যন্ত্রে মধ্যে এই পশ্চিমবাংলায় দশ বছরের মত মুখ্যমন্ত্রীত্ব করছেন তিনি এক নাগাড়ে। আপনাদের মত দুই বছরে ৩৭ বার মুখ্যমন্ত্রী বদল হয় না। একবারও মন্ত্রীসভা বদলাতে হয়নি এবং পশ্চিমবাংলার মানুষ এদেরকে ক্ষমতায় এনেছেন। মানুষদের প্রতি তাদের যে, ভালবাসা, শ্রদ্ধা এসব আপনাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার। ভারতবর্ষের মত একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী এখানে একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবে বলে যান কি আর বলব। আপনাদের সাধারণ বুদ্ধিতে এই তো শিখবেন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে।

দুর্ভাগ্য আমাদের, আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই বাজেটের বিরুদ্ধে বিরোধীতা করতে গিয়ে এইখানে আক্রমণ করা হচ্ছে কাকে ? আক্রমণ করা হচ্ছে আরক্ষা দপ্তরের বাজেটকে। একই ভাঙ্গা রেকর্ড আমরা শুনেছি ঐ অনাস্থা প্রস্তাবের মধ্যে। এই অনাস্থা প্রস্তাব কে কার বিরুদ্ধে আনে ? দলীয় কোন্দল না থাকলে এই অনাস্থা প্রস্তাব আসে নাকি ? কে কার বিরোদ্ধে ? কিছু দিন আগে দুটি আসনে উপনির্বাচন হয়ে গেল। তারা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের দুটি উপনির্বাচনেই ভরাডুবি হলো। তারপর বিধানসভার মধ্যে তাদের পিঠের চামড়া রক্ষা করবার

জন্যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। আমরা জিজ্ঞেস করি সেই দিনই তো আপনারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। আরক্ষা দপ্তরের দুর্বলতা রয়েছে সমালোচনা করেছিলেন। আমরাও তো তা স্বীকার করছি। আরক্ষা দপ্তরের এই দুর্বলতাকে দূর করতে হবে, তাকে শক্তিশালী করতে হবে। কিন্তু এইটা করতে হলেতো আরক্ষা দপ্তরকে টাকা দিতে হয়। টাকা না দিয়েই কি আরক্ষা দপ্তরকে শক্তিশালী করা যায়? এটা কি আরক্ষা দপ্তরের বাজেটের বিরোধীতা করে করা যায়? এইটা কি রকম কথা বলছেন? এইটা কনট্রাডিকটারী, সেল্ফ-কন্ট্রাডিকটারী। জি, এন, ভি যেভাবে রাজ্যে শান্তি শৃংখলা নষ্ট করছে, এই জি, এন, ভি-কে যদি মোকাবিলা করতে হয় রাজ্যে যদি শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হয় তাহলে বামফ্রন্ট সরকার যে ভাবে পদিক্ষেপ নিয়ে এই আরক্ষা দপ্তরকে যেভাবে সাজাবার চেষ্টা করছেন তাকে সাহায্য করুন। আজকে শ্যামাচরন বাবুও বলেছেন যে, টি, এস, আর আর্মস কিছুটা ভাল। কিন্তু টি, এস, আর্মস পুলিশ যে অস্ত্র ব্যবহার করছেন সেগুলি পুরানো ধরনের। আমরাওতো আগেই বলেছি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তো আগেই বলেছেন জৈল সিং সাহেবকে যে, আমাদের রাজ্যের টি, এ, আর্মস, স্মল আর্মস দিয়ে তারা কিছুই করতে পারছেন না। বামফ্রন্ট সরকার তো অনেক আগেই এসব কথা বলছেন আপনাদের তো বন্ধু সরকার কেন্দ্রে রয়েছেন তাদের আপনারা এসব কথা বলছেন না কেন? এটা তাদেরকে বলুন, বামফ্রন্টের সমালোচনা করছেন কেন?

আমরা তারপরে সবচেয়ে খারাপ লাগল, তারপরে আক্রমন হচ্ছে শিক্ষা বাজেটের বিলে। যে ভদ্রলোক এই শিক্ষা বাজেট বিলের উপর আক্রমন করেছেন তিনি এখানে বসে আছেন। তিনি বলেছেন যে আগে এক সঙ্গে সমস্ত খরচ হিসেব করেই তো বাজেট করা যেত, এরপর আর সাপ্লিমেন্টারীর প্রয়োজন হতো না। কিন্তু যারা শিক্ষার সম্প্রসারণ চায় না, শিক্ষার শত্রু যারা, তারা প্রতি বছর স্কুল ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে এই বিনষ্ট হয়ে যাওয়া স্কুলঘরগুলিকে আবার মেরামত করে দাঁড় করাতে হলেতো টাকা চাই। আর এই দুস্কৃতকারীরা কতটা স্কুলঘর পুড়াবে তার তো তারা কোন হিসাব দেয়না। আপনারা তাহলে আগে হিসেব করে বলে দিন কতটা স্কুলঘর আপনারা পুড়াবেন তাহলে বামফ্রন্ট সরকার সে ভাবে হিসাব করে বাজেটে টাকা বরাদ্দ করবেন। বড়ই অদ্ভুদ ব্যাপার। বামফ্রন্ট সরকার যেখানে চাইছেন শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করা হোক সেখানে আপনারা এই শিক্ষার উপর আক্রমন করছেন। আপনারা কি চান যে, স্কুল কলেজের শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা একই জায়গায় দাড়িয়ে থাকুক? স্কুলঘর

পুরানো হলে, স্কুলঘর নষ্ট হলে, স্কুলঘর বন্যায় ভেসে গেলে সেগুলিকে কি আবার মেরামত করে দাঁড় করাতে হবে না? এর জন্য কি টাকা লাগবে না? বাজেটে টাকা বরাদ্দ হবে না? এসব বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার।

কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই বিধানসভায় যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশের জন্য উত্থাপন করেছেন, আমি মনে করি যে, একটা অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত হয়েছে এবং সমগ্র ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থ জড়িত রয়েছে। কাজেই যারা এই বাজেটের বিরোধীতা করছেন আমি মনে করি তারা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থের বিরোধীতা করছেন। এবং এরা বুঝতে পারছেন না যে এই করে তাদের পায়ের তলার মাটি কিভাবে সরে যাচ্ছে। কাজেই তাদের বিরোধীতাকে আমি বিরোধীতা করছি এবং এই যে দাবীগুলি রাখা হয়েছে তার সমর্থন করে করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে যে ৮.১৭ কোটি টাকার সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট রাখা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে যেখানে প্রয়োজন, সমস্ত জায়গার মধ্যে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এটা বার বার বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা দেখছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এম, এল, এ-দের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্য বিভিন্ন কমিটি যে বাইরে যান তার জন্য যে অতিরিক্ত খরচ হয়েছে সেটা এখানে দেখানো হয়েছে। ছোট্ট একটা বিধানসভার মধ্যে আমরা কাজ করছি। কাজেই বাইরে অন্যান্য রাজ্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্য যেসব কমিটি ঘুরে আসছেন তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

আমরা দেখছি এই রকম ভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ত্রিপুরার যেখানে ফায়ার ব্রিগেড প্রায় ছিল না বলা চলে, বামফ্রণ্ট সরকার আসার পরে আসতে আসতে ফায়ার ব্রিগেডের সংখ্যা বেড়েছে এবং রাজ্য সরকার তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্লক ভিত্তিক ফায়ার ব্রিগেড সুষ্ঠু ভাবে করার জন্য বরাদ্দ চেয়েছেন। স্কুল কলেজ নূতন নূতন কনস্ট্রাকশন করতে হবে। অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে সকল পুড়ে গেছে, তুফানে নষ্ট হয়েছে। তার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের কালচারকে আমরা দিল্লীতেও নিয়ে গেছি আপনারা জানেন। কিছুদিন আগে "আপনা উৎসবের" মধ্যে দিয়ে আমরা ত্রিপুরার শিল্পকে দিল্লীতে নিয়ে গেছি। "রবীন্দ্র মেলা" আমরা করছি

মে স্তে করছি। এইগুলি করার দরকার আছে। আমরা মনে করি, করার দরকার আছে। এই রকম ভাবে বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের কাজ হচ্ছে। উপজাতি মেয়েরা অবসর সময়ে যাতে কাজ পায় তার জন্য পাছড়া প্রোগ্রাম করার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। হ্যাণ্ডলুম প্রোডাকশান করার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। কো-অপারেটিভগুলি পুর্ণগঠিত করার জন্য কো-অপারেটিভের মধ্যে হ্যাণ্ডলুম যেটা আছে সেটাকে মডার্ণাইজেশান করে যাতে উৎপাদন বাড়ানো যায় তার জন্য টাকা ধরা হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য টাকা ধরা হয়েছে। তেলিয়ামুড়া উপ-নির্বাচনের কথা আপনারা বলেছেন, অনেক কথা আপনারা বলেছেন, কিভাবে রাজীব গান্ধী টাকা দিয়ে যাচ্ছেন, সেটা বলেছেন। হরিয়ানাকে ৪০০ কোটি টাকা দেবেন, পশ্চিমবঙ্গকে ৬০০ কোটি টাকা। প্রথম বললেন ৭০০ কোটি টাকা, তারপর বললেন ১,০০০ কোটি টাকা। এখন বলছেন ১,০০৭ কোটি টাকা। কোনটা ঠিক এটাই আমরা বুঝতে পারছি না জন্য কাশ্মীরে এক হাজার কোটি টাকা দিয়েছেন।

আজকে আমরা দেখছি জনগণের যেখানে সুযোগ সুবিধা ছিল কেন্দ্রীয় সরকার সেটা বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। আজকে বলা হয়েছে শিক্ষা কেন্দ্রের স্টাইপেণ্ড দেওয়ার দরকার নেই। কৃষকদের সারের জন্য ভর্তুকী দেওয়ার দরকার নেই। ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থ-নৈতিক বুনিয়াদ যেটা সেটা আপনারাই জানেন। উপজাতিরা অর্থ-নৈতিক ভাবে অনেক দুর্বল ছিল। আর একটা অংশ যারা বাংলাদেশ তথা পাকিস্তান থেকে এসেছিল রিফিউজি, এই দুইটা অংশের মানুষ শতকরা ৯৫ জন। তাদের আর্থিক অবস্থা সবচেয়ে দুর্বল। কাজেই তাদের আমাদের সাহায্য করতে হবে। বার বার এটা আমাদের উপর ন্যস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে শরনার্থী আসছে। তাদের দেখতে হবে। কাজেই তাদের জন্য টাকা খরচ হবে। তাঁরা এটাকে অপচয় মনে করতে পারেন। কিন্তু আমরা এটাকে অপচয় মনে করতে পারেনি। সেখানে তাদের চিকিৎসার জন্য টেম্পোরারী হাসপাতাল খুলতে হয়েছে। দুটো ৩০ বেডের হাসপাতাল খুলতে হয়েছে। এই কাজগুলি হচ্ছে।

আমরা দেখি রাজ্যে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চান তাদের সাহায্য করার জন্য আপনাদের কোন অসুবিধা নেই। সাব্রুমের একটা ঘটনা। নভেম্বর মাসের ১৪/১৫ তারিখে টি, এন, ভি এসে ঢুকলো এবং এখান থেকে ওখানে ঘুরছে, বিশেষ করে বিষ্ণুপুর এবং তুইসামাকে ভিত্তি করে ঘুরছে। ২৯শে নভেম্বর আনন্দ জমাতিয়া ধরা পড়ল। ১৪ তারিখে ঢুকেছে। কিন্তু ২৯ তারিখে ধরা পড়ল। অনেক চেষ্টা করে

তাকে ধরা হয়েছে। এমন কি যে টি. ইউ. জে. এস.-এর প্রধান বীরেন্দ্র ত্রিপুরা, তাকে ধরে আনা হল জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। সেখানে আমরা দেখলাম কংগ্রেসী বিধায়ক অশোক দেব যুব কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট বাসুদেব চক্রবর্তী এবং দক্ষিণ মনু বংকুলের প্রধান সুরেশ পাল, ওরা গেলেন তাকে সুপারিশ করে ছাড়িয়ে আনতে এখান থেকে চেষ্টা করে তাকে ছাড়িয়ে আনলেন।

অনেক দিন চেষ্টা করেছে পুলিশ। যাতে উগ্রপন্থীদের ঠিকভাবে ধরা যায়— গত ১৬ এবং ১৭ ডিসেম্বর কিছু লোককে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এস সব এক একটা হয়ে একেবারে হরিহর আত্মা হয়ে গেল। কিছু মানুষ এনে অবস্থান ধর্মঘট করান হল। আর কংগ্রেস (আই) অফিস থেকে লিফলেট ছাড়া হল রামকান্ত চৌধুরী, টি, ইউ, জে, এসের কর্মী তাকে ছেড়ে দিতে হবে। এইগুলি আমাদের বুঝতে হবে, এইগুলি থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কাজেই এইভাবে পারা যাবে না। আর আমরা দেখছি, আমাদের এখানে কাগজের কল হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমরা দেখছি সেটা অরুনাচল চলে গেল সেখানে হউক তাতে আমাদের আপত্তি নাই। সেখানে কোন রেল লাইনের ব্যবস্থা নাই আমাদের ত্রিপুরায় সামান্য হলেও কিছুটা রেল লাইন আছে কিন্তু সেখানে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে রেল লাইন নাই তবু আমাদের এখানে কাগজ কল হবে না, সেটা অরুনাচলে চলে গেছে। কই সেই কথাতো আপনারা বলেন না! গ্যাস ভিত্তিক শিল্প আমাদের এই রাজ্যে করা হবে না, সেটা রাজস্থানে চলে গেছে আমাদের এইখানে প্রচুর গ্যাস আছে, আমাদের এখানে সারের কারখানা হতে পারে। সেই সব কথা আপনারা বলছেন না। কাজেই এই বাজেট ত্রিপুরার মানুষের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ, এই বাজেট ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষের কল্যান হবে। কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মি: স্পীকার স্যার, গত ১৯শে ডিসেম্বর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে ট্রেজারী ব্যাঞ্চের মাননীয় সদস্যেরা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে গিয়ে অনেক কথা বলেছেন। একটু আগে ট্রেজারী ব্যাঞ্চের মাননীয় চীপ হুইপ

বলেছেন যে,আমাদের নয়া প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নিয়মের বহির্ভূতভাবে অর্থ ব্যয় করছেন। এটার উত্তরে বলছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের সি, পি, এদের দুইজন এম, পি. দিল্লীতে আছেন, যদি অন্যায় ভাবে টাকা খরচা করে থাকেন তাহলে তাঁরা তার জবাব চাইতে পারেন। তাঁরা সারা ভারতবর্ষে এর জন্য প্রচার করতে পারেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অন্যায়ভাবে অর্থ ব্যয় করছেন। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভায় আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। তবে মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে দুইজন প্রতিনিধি দিল্লীতে আছেন এবং এর বাইরেও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সদস্যরা আছেন কেন তাঁরা জবাব চাইবেন না যদি অন্যায়ভাবে টাকা ব্যয় করে থাকেন? তাঁরা সেটা করবেন। কিন্তু এই বিধানসভায় আমি আলোচনা করতে চাই যে ৩৭১ কোটি টাকা ১৯৮৬-৮৭ সালে আনা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের জন্য। তারপর আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি এই ডিসেম্বর মাসে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনে আরও ৮ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, টাকার প্রয়োজন যদি ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের উন্নয়নের জন্য দরকার হয়, তাহলে যদি উগ্রপন্থী দমনের জন্য টাকার দরকার হয় তাহলে নিশ্চয় টাকা চাইতে হবে। কিন্তু সেটা না করে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কিভাবে এই উগ্রপন্থীদের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন যে, জ্যোতিবাবুই এক সময় এই আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন তবে আজকে কেন চীৎকার করছেন যে গোর্খা আন্দোলন শুরু করে দিতে হবে। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব নিতে হবে। এই নৃপেনবাবু দশরথ বাবুরাই তো এই টি. এন. ভি র জন্ম দিয়েছিলেন, আজকে কেন কোটি কোটি টাকা খরচা করেও এই ১৫০ জন উগ্রপন্থীকে প্রতিরোধ করতে পারছেন না। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারছেন না। মিঃ স্পীকার স্যার, এটা কেটা ভোগ সরকার এবং ভোগ সরকারের ভোগ টা। স্যার, তাই আজ আমাকে বলতে হচ্ছে যে রেভিনিও ডিপার্টমেন্টের যে দুরবস্থা সেখানে আমরা দেখছি, এই ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে সমস্ত কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন করেছেন বলেছেন যে, তোমরা আন্দোলন কর আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে তোমাদের খাজনা দিতে হবে না। কৃষকেরা খুশী হয়ে বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করল এবং দেখা গেল যে, গত ৮/৯ বছর যাবত কোন খাজনা আদায় করা হয় নাই।

খাজনা মুকুবের কথা ঘোষনা করার পর আজ ৮ বছর থেকে ৯ বছর পর্যন্ত কৃষকের খাজনা আদায় করা হয়নি। আমি সে জন্য বলছি, এই সরকারের তাগিদ

কি ? অর্থাৎ অফিসি যালীকোন নির্দেশ গাইড লাইন থাকবে না খাজনা আদায় করা হবে কিনা এই ব্যাপারে। বৎসরের পর বৎসর কৃষক খাজনা দিত চেয়েছে। দরিদ্র বলতে আপনারা কোন সীমা বলছেন, এটা চিন্তা করে দেখবেন ? তারা খাজনা দিতে চেয়েছে, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের তহশীল কাছারী বলছে, আমরা খাজনা নিতে পারি না সরকারের কোন গাইড লাইন না থাকার জন্য। মি: স্পীকার স্যার, আজকে বাজারে বাজারে ঢোল পিটান হচ্ছে, নোটিশ দেওয়া হচ্ছে এক সঙ্গে ১০ বছরের খাজনা দেবার জন্য। এটা কি একটি সরকারের ভেগ টার্ম নয় ? এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের আলোচনার মধ্যে আমি আমাদের রেভিনিউ মিনিষ্টারের কাছে পরিস্কার জানতে চাই, খাজনার কি হবে এই হাউসের মধ্যে যেন পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়। আমি পরিস্কার বিবৃতি চাইছি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে তোমরা আমাদের প্রতিষ্ঠিত কর ক্ষমতায়, আমরা তোমাদের খাজনা মুকুব করে দিব। তারই তারই ফলশ্রুতি দেখি টেম্পো গাড়ীর খাজনা মুকুব। কারণ হিসাবে দেখান হয়েছে পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি। কিন্তু, ট্যাক্সি গাড়ীর কো'ন খাজনা মুকুব করা হয় নাই। কারণ, তারা I. N, T. U, C -এর সমর্থিত বলে। তাহলে, আমি এই সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, টাক্সি গাড়ীর ক্ষেত্রে কি পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি পায় নি ? এটার ব্যাপারেও আমি পরিস্কার বিবৃতি চাই।

মি: স্পীকার স্যার, আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, আমরা লক্ষ্য করছি যেভাবে উন্নয়ন মূলক কাজের নাম করে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে তা আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু সেই টাকার নাম দিয়ে গ্রামে গ্রামে দলবাজীর মাধ্যমে আসলে কোন উন্নয়ন মূলক কাজই শেষ হতে দেখছি না আমি। আপনারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করে কৃষকের নাম দিয়ে অর্থ আনবেন, সেই সমস্ত অর্থ দিয়ে কয়টা স্কীম করতে পেরেছেন আপনাদের দলবাজীর জন্য ? কেন স্কীমগুলি রূপায়িত করবেন না ? একটা ইরিগেশন স্কীম এই বছর স্টার্ট করলে পর আগামী বছরেও শেষ হবে না, এটা কি করে হয় ? কত বছর লাগে একটি স্কীম শেষ হতে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :— তার কোন সীমা নেই)

অপদার্থের মত কথা বলবেন না। আমাদের এই ভাবে বোকা বানানো চলবে না। আমরা জানি, কিভাবে কাজ করতে হয়। বিরোধী দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে

উন্নয়ন মূলক কাজ করুন, দলবাজী বন্ধ করুন। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ আনা তাহলেই সার্থক হবে, নতুবা হবে না। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে উগ্রপন্থী দমনের নামে বহু কিছু আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। আমিও শুনছি, কিন্তু বাস্তবে কি হচ্ছে? এটা কি অস্বীকার করতে পারবেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে যদিও আজকে ফাষ্ট আওয়ার একটু আলোচনা হয়েছিল যে, এইগুলি সি পি এম করে না। তাহলে, সি পি এম অফিসের মধ্যে তিন ঘন্টা মিটিং হবার পরে অমরপুর শহরে চিঠি বিতরণ করা হয় কিভাবে? এই সি পি এম এর লোকেরাই ১১৬৬ নম্বার গাড়ী নিয়ে যে গাড়ী বিনন্দ জমাতিয়া ব্যবহার করতে সেই গাড়ী দিয়ে ট্যাক্স আদায়ের চিঠি বিলি করা হয়। এখানে ট্যাক্স দিতে হবে. ত্রিপুরা সরকারকে ট্যাক্স দিতে হবে, টি এন ভিকে ট্যাক্স দিতে হবে সমর্থনীদের ট্যাক্স দিতে হবে. সি পি এমকে। আজকে কর্মচারী ভাইদের ট্যাক্সের অত্যাচার ভূগতে হচ্ছে। ১৯৮৬-৮৭ সালের জন্য টি এন ভি কে৬০০ টাকাট্যাক্স দিতে হবে। এর জবাব কি বামফ্রন্ট সরকার দিতে পারবেন, কেন এটা হচ্ছে? সি পি এম পার্টি মিছিলে না গেলে, উগ্রপন্থী এলাকায় কর্মচারী ভাইদের বদলী করে দেওয়া হচ্ছে। জীবনের ভয়ে কর্মচারী ভাইরা "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" করতে বাধ্য হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য, আমাদের এই হাউসে তেলিয়ামুড়া থেকে নব নির্বাচিত সদস্য জীতেনবাবু নাকি কংগ্রেসী দুর্নীতি এবং সি. পি. এম.এর সুনীতির ফলে ৪ হাজার ভোটে পাশ হয়েছেন একথা বলেছেন, ট্রেজারী বেঞ্চের বিধায়ক বিভায়কচীফ, হুইপ। এটা মনে রাখতে হবে, ভয়ের সঞ্চার সেখানে হয়েছিল। তেলিয়ামুড়ার জনসাধারণ বিচার করেছেন, এই সরকার আরো ১ বছর ক্ষমতা থাকবেন। জীতেন বাবুকে পাশ না করালে উগ্রপন্থী আক্রমন হলে, সরকারী রিলিফ পাওয়া যাবে না। তাহলে, এক বছর ওরা কোথায় যাবে? আপনারা মনে করবেন না, তেলিয়ামুড়া বাসীর হৃদ্যতায় আপনারা জয়ী হয়েছেন। ১৯৮৭ সনের ভোটেই তা প্রমান হয়ে যাবে। ট্রেজারী বেঞ্চের চীফ হুইপ এও বলেছেন, জীতেন বাবুকে নৃপেন বাবু মনোনয়ন দিতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, উনি খুনের আসামী? উনাকে বাঁচাতে পারে একমাত্র এম, এল, এ, হলেই। কাজেই লক্ষ লক্ষ টাকার টাকা খরচ করে উনাকে জয়ী করে আনা হয়েছে। এরই জন্য আজকে ৮ কোটি টাকার ঘাটতি হয়েছে, এটা আপনার স্বীকার করতেই হবে। আপনারা এটা অস্বীকার করতে পারবেন না। কাজেই আমি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট সমর্থন করতে পারছি না, এই বলে বক্তব্য করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমকুল দাস মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমকুল দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৮৬-৮৭ইং সালের যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। স্যার, আমরা শুনেছি যেখানে একটা ডাইনামিক গভার্নমেন্ট থাকে সেখানে কাজ হয় এবং কাজ হলে প্রয়োজন টাকার। আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরাও এটা অস্বীকার করতে পারেন না। টাকার প্রয়োজন যে আছে এটা নিয়েও উনারা আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা প্রশ্ন তুলেছেন এর ইউটিলাইজেশান সম্পর্কে। আজকের এই বাজেটে আমরা কি দেখি? আমরা দেখছি বিশেষ করে পুলিশ খাতে টাকা চাওয়া হয়েছে। পুলিশকে আধুনিকীকরণ করতে হবে, আরও ফৌজ বাড়াতে হবে, বর্তমানে যে এ্যাকষ্ট্রিমিজম চলছে তার মোকাবিলা করার জন্য পুলিশকে আরও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করতে হবে। স্যার, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল কিছু দিন আগে আমি পার্লামেন্টের একটা সেসানে উপস্থিত ছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য যে ঐ দিন আমাকে একটা ঘটনা দেখতে হয়েছে। বিষয়টি উঠেছিল পাঞ্জাব মেসাকার নিয়ে; সেদিন কংগ্রেস (আই) বি জে. পি. সবাই এক হয়ে বলেছিলেন বুটা সিং-এর পদত্যাগ সেন্টিমেন্টটা কি? না, বুটা হচ্ছেন শিখ। যদি কারো ভুলের জন্য এটা হয়, তাহলে সেটা প্রধানমন্ত্রীর ভুলের জন্য হয়েছে। অথচ কেউ মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করছেন না। আমি তখন এক ভদ্রলোকের দৃষ্টি করাতে উনি বলছেন ওদের মাথায় কিছু নাই। আমি বললাম, মাথায় ওদের ঠিকই আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে ওরা যাকে যেভাবে কথা দিয়ে এসেছেন এখানে তা রক্ষা করতে হবে। এই হচ্ছে হিন্দু মহিজম। ফান্ডামেন্টালিষ্ট যে সমস্ত দল, সবগুলি কংগ্রেস (আই) তে মিশে যাচ্ছে। সুতরাং অন্যান্য দলের সঙ্গে কংগ্রেস (আই) দলের কোন সামঞ্জস্য নেই। হোয়াট উজ মেকই? যদি বর্তমান সরকারকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে পরবর্তী অবস্থাটা কি হবে? সমস্যার সমাধান কিভাবে আসবে? এতে কার হাতকে শক্তিশালী করা হচ্ছে? সেই কমিউনাল ফোর্সেস, এ্যাকষ্ট্রিমিষ্ট ফোর্সেরদেরইতো শক্তিশালী শক্তিশালী করা হচ্ছে? আজকে ত্রিপুরা বিধানসভাতেও বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে এসে একই অবস্থা আমরা এখানে দেখছি! এখানে কংগ্রেস (আই) এবং টি. ইউ. জে. এস একই কথা বলছেন যে, কেন পুলিশ খাতে টাকা

বাড়ানো হবে, এটাকে সমর্থন করা যায় না। অথচ তারাই বলছেন উগ্রপন্থী মোকাবিলা করার জন্য এই বাহিনী যথেষ্ট না। এখানে পুলিশ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এসের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এখানেও সোশ্যালিজম আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বামফ্রন্টকে হটানো, আক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার। আজকে যারা শত শত মূল্যবান জীবন বিসর্জন দিয়ে এক্সট্রিমিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে তাদেরকে সমর্থন না করে বিরোধীতা করছেন। সুতরাং বুঝতে কষ্ট হয় না কার পক্ষে দাঁড়িয়ে ওরা কাজ করছেন। টি, ইউ, জে, এস এবং টি, এন, ভির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই টি, ইউ, জে, এস শ্লোগান তুলেছে ১৯৪৯ইং সালের পর যারা ত্রিপুরায় এসেছে তার সবাই বিদেশী. তাদেরকে ত্রিপুরা ত্যাগ করতে হবে। এই যদি হয় তাহলে সমস্ত বাঙ্গালীকেই এখান থেকে চলে যেতে হবে, আমাদেরকেও চলে যেতে হবে, শুধু বর্মীরান নেতা বীরেনবাবু থাকবেন। এই যদি হয় তাহলে কি ট্রাইবেলদের সমস্যার সমাধান হবে? ওরা স্বাধীন ত্রিপুরার গঠনের আওয়াজ তুলেছেন। সমস্ত বাঙ্গালীদের তাড়িয়ে স্বাধীন ত্রিপুরা গঠন করতে হবে। এই টি, ইউ, জে এস সমর্থকরা চম্পকনগরে বাস থামিয়ে ট্রাইবেল মহিলাদের বলছে শাড়ী পরে আছ কেন. তোমাদের নিজেদের পোষাক কই। তারা পাল্টা বলছে আপনারা প্যান্ট পরে আছেন কেন? তারপর দেখা যায় জোর করে ওরা মহিলাদের শাড়ী খুলে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং টি. এন, ভির সঙ্গে তাদের ডিফারেন্স কই? তারা তো টি. এন. ভিদের সঙ্গে একই কাজ করছেন। আজকে ভাষার প্রশ্নে একই জায়গাতে একই সুরে উরা কথা বলছেন। কোন পার্থক্য নাই। আজকে টি, এন. ভিরা যখন স্বাধীন ত্রিপুরা গঠনের আওয়াজ তুলেছে, এই সমস্ত জেনে শুনেও কংগ্রেস (আই)-এর মত একটা সর্বভারতীয় দল, যাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ন্যাশান্যাল ইনটিগ্রিটি রক্ষা করার এই সমস্ত এক্সট্রিমিষ্টদের সঙ্গে যুক্ত আছেন। আজকে যারা স্বাধীন ত্রিপুরা গঠনের আওয়াজ তুলছে, গোর্খাল্যাণ্ডের দাবী তুলছে, খালিস্তান গঠনের দাবী তুলছে, খালিস্তান গঠনের দাবী তুলছে তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে লড়াই করতে হবে। তা নাহলে দেশের ইনটিগ্রিটি রক্ষা করা যাবে না। আজকে ঐক্য-সংহতি বিপন্ন। এটা আপনারাও যেমন বলছেন আমরাও বলছি। তাহলে আমাদের দায়িত্ব কি? দায়িত্ব হচ্ছে দলমত নির্বিশেষে একটা ন্যাশান্যাল ফ্রন্ট গঠন করা। এই ন্যাশনাল ফ্রন্ট গঠন করেই কংগ্রেস সেদিন সাম্রাজ্য বাদীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে এনেছিল।

সুতরাং আমারা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সিক্সেসমিষ্ঠদের বিরুদ্ধে লড়াই না করি তাহলে দেশের ঐক্য সংহতি আমরা রক্ষা করতে পারবনা। অথচ আমরা দেখেছি কংগ্রেস (আই)-এর মত একটা সর্বভারতীয় দল এই টি. এন. ভি. এবং টি. ইউ জে এস-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে নো কনফিডেন্স মোশান এনেছেন তার অর্থ কি? অর্থ হচ্ছে এই এ্যাকটিমিষ্টদের সাহায্য করা। আজকে পুলিশ বাজেটের প্রশ্ন যখন আসছে, বি, এস, এফ দেওয়ার প্রশ্ন আসছে বর্ডারগুলিকে সীল্ড আপ করার জন্য তখন দেখছি এই কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এস সম্মিলিতভাবে এর বিরোধিতা করছেন। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে এই একসট্রীমিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে না পারে তাহলে পুলিশ-মিলিটারী দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। এই বাক্যে উপক্রেত্ত এলাকা সম্প্রসারণ করতে হবে, রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চাই-এই প্রশ্নগুলি আপনারা বার-বার তুলবার চেষ্টা করেছেন। এইগুলিতো উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের রাস্তা না এবং রাস্তা নয় বলেই জনগণ সেগুলি গ্রহণ করেছেন না এবং জনগণ এ্যাকসেপ্ট করছেন না বলেই আপনারা দিনের পর দিন আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। তার নজীর বিগত তেলিয়ামুড়ার ইলেকশান। আগামী দিনের ইলেকশনে আপনারা আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। এই থেকেই আপনাদের হতাশা বাড়ছে এবং এই হতাশাই আপনাদের দুরারোগ্য ব্যধিতে পরিণত হচ্ছে যা থেকে আপনাদের রক্ষা নাই। ফলত: প্রতিটি কাজকে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ আপনারা বুঝতে পারছেন না। তাই তো আজকে সেই মেহের আলীর মত আপনারা বলছেন—সব ঝুটা হ্যায়, ঝুটা হ্যায়। এছাড়া আপনাদের অন্য কোন রাস্তা নেই। এই কথা বলে পার্লিমেন্টারী বাজেটটি হাউস কর্তৃক সর্বসম্মত-ভাবে গৃহীত হবে এই আশা রেখেই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়কে উনার ভাষণ রাখার জন্য অহ্বান করছি

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মি: স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ১৯৮৬-৮৭ইং সনের যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ উপস্থাপন করেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমি বক্তব্য রাখছি। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার যে কর্মমুখীন এই

সাপ্লিমেন্টারি বাজেটেই তার প্রমান। এই বাজেট সম্পর্কে বিরোধীদলের সদস্যরা নানা মন্তব্য করেছেন। বিরোধী দলের নেতা সুনীল মজুমদার বলেছেন, এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের কোন প্রয়োজন ছিল না এবং তোলসামুড়ার নির্বাচন প্রসঙ্গে নানা কথা বলেছেন। মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার বলেছেন এই সরকার খরা বন্যা হলে খুব খুশী হন। আমি এইখানে এইটাও বলতে চাই এই যে ৮ কোটি ১৬ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ধরা হয়েছে এটা প্রয়োজনের তুলনায় কম। বর্তমানে মানুষের যুক্ত যে সমস্যা সেই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এই টাকা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম এখানে মনোরঞ্জনবাবু বলেছেন যে, সরকার নাকি হিসাব করতে জানে না। আমি প্রশ্ন করতে চাই এই বৎসরে যে ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেল তাতে খোয়াই সদর বিভাগে অনেক মানুষের বাড়ীঘর বিধ্বস্ত হয়েছিল, বিরাট ক্ষতি হয়েছিল এই হাউসের সবাই তা জানেন। আমি একটা হিসাব দিচ্ছি খোয়াই বিভাগে ৭৪টা গাঁওসভা সরকারী হিসাব মতে আমাদের প্রায় ৫ হাজার ১৮টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এর মধ্যে ২ হাজার ৪৯২টি পরিবার ফুল ডেমেজড। সরকারী ঘোষণা মতে ফুল ডেমেজড যারা তার সংখ্যা হল ৪৯২। তারা কিভাবে সাহায্য পেয়েছে যারা একটু কম তারা ৫০ টাকা, কেউ ১০০ টাকা, কেউ ১৫০ টাকা করে পেয়েছেন। আর যারা ফুল ডেমেইজড তারা মাত্র ২০০ টাকা করে পেয়েছেন। এই একটা পরিস্থিতিতে এই সাহায্য একেবারে খুবই কম। ২০০ টাকা করে কি এর ক্ষতিপূরন হতে পারে? আমরা আরও কিছু টাকার কর আশা করেছিলাম কিন্তু শুনলাম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে, টাকা চাওয়া হয়েছিল ৩ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল, কয়েক লক্ষ টাকা মাত্র পেয়েছে। ফুল ডেমেজড যারা তাদের অবস্থা কি হবে তা এই বাজেটে দেখতে পারছিনা। কাজেই এই হাউসে আমি আবেদন রাখছি যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য এই বাজেট আরও বড় হওয়া উচিত। এবং এই বাজেট আরও বড় হলে আমরা অভিনন্দন জানাতাম। তারপর আছে কৃষির সমস্যা। খরার ফলে কৃষকদের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। তাদের ৫০ শতাংশ ফসলের মত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। খোয়াই, কমলপুর, কৈলাসহর ইত্যাদি ভাগে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই খরার ফলে আমরা নিরুপায় হয়ে গিয়েছিলাম। সরকার ঘোষণা দিলেন তাদের ভর্তুকীতে বীজ দেওয়া হবে। তখন আমরা লক্ষ্য করলাম, প্রত্যেকটা গাঁওসভার, প্রত্যেকটা ব্লকে ১০ কেজি করে বীজ, ১০ কেজি করে যার তারা দিয়েছিলেন, ভর্তুকীতে। তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। যারা বি, ডি, সিতে বসেন, যারা জনপ্রতিনিধি ছিলেন সেখানে কৃষকের কত সংখ্যা ছিল, আমরা কিভাবে সমস্যার সমাধান

করেছিলাম তা বলতে পারবেন। আমরা এই ব্যাপারে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশান দিয়েছিলাম। কৃষিমন্ত্রী বললেন, আমি কি করতে পারি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা যা চেয়েছিলাম তার অর্দ্ধেকও পাইনি। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। আমাদের সমস্যা বিরাট। এই বাজেটে যদি আমরা কৃষি খাতে আরও বেশী বরাদ্দ দেখতে পারতাম তাহলে আমরা অভিনন্দন জানাতাম। আজকে আমরা কৃষকদের বীজ দিতে পারছি না। আমরা যখন কৃষিমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম, এখানে বীজ রাখার মত কোন জায়গা নেই, উচ্চ ফলনশীল কোন কারখানা নেই। সার কারখানা করার কোন প্রস্তাব নেই। ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কিছুই দিচ্ছে না। এখানে একটা হিমঘর করা দরকার। কিন্তু আমরা সেই টাকা পাচ্ছি না। আমরা আশা করেছিলাম এখানে সার কারখানা হবে যেহেতু এখানে প্রচুর গ্যাস পাওয়া গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পরিকল্পনা চাওয়া হয়েছে. রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমরা সবাই আশা করেছিলাম এখানে প্রচুর গ্যাস পাওয়া গেছে সুতরাং গ্যাসের মাধ্যমে এখানে একটা কারখানা হতে পারে। এখানে একটা কারখানা হলে কৃষির ক্ষেত্রে উন্নতি হবে। গ্যাস ভিত্তিক কারখানা আমাদের না দিয়ে রাজস্থানে দিয়ে দিয়েছে যেখানে গ্যাস নেই, কোন কিছু নেই। সামনের দিনে যে বাজেট এই যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আমি বামফ্রন্ট সরকারকে বলব এই কারখানা করার জন্য এই বাজেটকে আরও বড় বাজেট আনবেন তাহলে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ অভিনন্দন জানাবে। তারপর শিক্ষা ক্ষেত্রে আমার খোয়াই ব্লকে ঝড়ের সময় ৭৫টা স্কুলঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। আজকে এ. ডি, সি,-তে ২৮টা, নন এ. ডি. সি,-তে ৪০টা আর ১৪/১৫টা ভাঙ্গা ঘর আছে। তার জন্য আরও বড় বাজেট হওয়া উচিত ছিল। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে যে সমস্ত ডিস্পেন্সারী খোলা হচ্ছে সেখানে মানুষ সকাল থেকে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু ঔষধের অভাবে আমরা ঔষধ দিতে পারি না। এই ত্রিপুরার মূল যে সমস্যা রাস্তাঘাট বলুন, জলসেচের প্রকল্প বলুন তার জন্য বাজেট আরও বড় হওয়া দরকার। এই বাজেটটা যদি আরও বড় হত তাহলে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ অভিনন্দন জানাত। এইখানে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— আর ত সময় নাই। আপনার বক্তব্য শেষ করুন। আর হাতে মাত্র ১ মিনিট সময় আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— এইখানে এই কথাটা বলতে চাই একটা বুড়াবুড়ির কথা আছে ভাল মানুষে কিল খায়, জোয়ানের ঘরে যায় কু মানুসে কিল খায় — পথে পথে চইর‍্যা বেড়ায়। আপনারা যে তেলিয়ামুড়ার নির্বাচনে টাকা কর করে ঘুরে বেড়িয়েছেন এটা কার পয়সা? তারপর আপনাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে গেছেন এই টাকা পেলেন কোথায়? আজকে সি, এন, ভি, যারা প্রমাণ করে দিয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সময় ত শেষ হয়ে গেছে। আর বলা যাবে না। এই সভা আগামী ২৩শে ডিসেম্বর বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE— 'A'

Admitted Starred Question No· 4.

Name of Member :— Shri Sudreswar Das.

প্রশ্ন	উত্তর
১। কমলপুর মহকুমাকে প্রতি বছর বন্যার হাত হতে রক্ষা করার কোনরূপ পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?	১। সমগ্র কমলপুর মহকুমার সমস্ত এলাকাকে বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য আপাতত কোন পরিকল্পনা নাই।
২। যদি থেকে থাকে, তবে কবে পর্যন্ত উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়।	২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসেনা।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question & Answers)

Admitted Starred Question No. :— 7
Name of Member :— Sri Subodh Ch Das.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত পানিসাগর ছড়া ও বিলথৈ ছড়ায় ভাঙ্গনের কবল থেকে উর্বর চাষের জমিগুলি রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন কিনা? এবং

২। পরিকল্পনা নিয়ে থাকলে কবে পর্যন্ত উক্ত কাজ শুরু করা হবে আশা করা যায়?

উত্তর

১। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নাই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসেনা

Admitted Starred Question No —9
Name of Member ;— Sri Subodh Ch. Das.

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট কতটি নতুন এল, আই. (লিফ্ট ইরিগেশন) স্কীম মঞ্জুর করা হয়েছে এবং

২। উক্ত সময়ে পানিসাগর ব্লকের তপশীল জাতি অধ্যুষিত টঙ্গীবাড়ী গ্রামের কাকড়ী নদীতে নতুন একটি এল. আই স্কীম মঞ্জুর করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১। ১৯৮৬ ৮৭ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে এ পর্যন্ত নতুন ২৩টি এল, আই স্কীম মঞ্জুর করা হয়েছে।

২। হ্যাঁ। উক্ত সময়ে এই প্রকল্পটির জন্য ৫,৫১,৮০০ টাকার অর্থ মঞ্জুর দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No· 10
Name of Member :— Shri Subodh Ch. Das

প্রশ্ন	উত্তর
১ ধর্ম্মনগর মহকুমার পানিসাগর উত্তর হৈছেলেন বাড়ী, ভাটি হৈছেলেন বাড়ী, পশ্চিম পানিসাগর ও বিলথৈ গ্রামে বিশুদ্ধ পানিয় জল সরবরাহের জন্য কোন ডিপ-টিউবওয়েল বসানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,	১। না, আপাততঃ নাই।
২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত ডিপ-টিউবওয়েল বসানোর কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়।	২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসেনা।
৩। না থাকিলে উক্ত এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহন করা হবে কিনা ?	৩। রুরাল ডেভালাপমেন্ট দপ্তর, ইণ্ডিয়া মার্কটু টিউবওয়েল দ্বারা এলাকাগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।

Admitted Starred Question No.—34
Name of member :— Kail Kumar Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Deparment be pleased to state .—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৮৬ইং সনের সেপ্টেম্বর পর্যান্ত রাজ্যে কতগুলি জুমিয়া ও ভূমি-	১। ১৯৮৬ ৮৭ইং অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রকল্পে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য

হীন পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

২৭৮৮টি ভূমিয়া ও ভূমিহীন পরিবারের লক্ষ্যমাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে। তাদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ।

মহকুমার নাম | বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা যত পরিবারের পুনর্বাসন প্রকল্প রূপায়ন করছে।

মহকুমার নাম	উপজাতি কল্যাণ	পি, জি, পি	টি, আর পি, সি	জেলা পরিষদ
ক) উদয়পুর—	৩৬	৯০	—	৩৫
খ) বিলোনীয়া—	৫১	১২০	—	৩০
গ) অমরপুর —	২৩	১৯০	৬০	৭০
ঘ) সাব্রুম—	৩৭	—	—	৫৮
ঙ) সোনামুড়া—	৫৫	—	—	৭৯
চ) সদর—	১৮৬	—	২০	৮০
ছ) খোয়াই—	৯৮	২৭	৪০	১০২
জ) কমলপুর—	৫৩	১৯০	১০	৩০
ঞ) কৈলাশহর—	৭৩	২১৮	৬০	১০৩
ট) ধর্মনগর—	৭১	৩১৫	২০	১৫৮
মোট—	৬৮৩	১১৫০	২২০	৭৫৫

২। তাহাদের মধ্যে কতগুলি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, এবং

(২) ২ হাজার ২১ পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে

৩। বাকি জুমিয়া পরিবারদিগকে কবে নাগাদ পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

(৩) বর্তমান অর্থ বছরের মধ্যে এই বছরের জন্য নির্দিষ্ট বাকি পরিবারদেরও পুনর্বাসনের আওতায় আনা হবে।

Admitted Starred Question No. 43
Name of Faizur Rahaman

প্রশ্ন

উত্তর

১। ধর্মনগর মহকুমার কছাইবাল ছড়া ওয়াটার সাপ্লাই লাইনটি জালাই বাড়ী বাজার পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা

১। না

২। না থাকিলে তাহার কারণ

২। বর্তমানে গভীর নলকূপের উৎস থেকে এই দূরত্বে জল সরবরাহ করা সম্ভব নয়।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question & Answers)

Admitted Starred Question No.—54

Name of Memder: — Shri Dhirendra Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be plesed to state :—

১। ১৯৮৬ ইং সনের ৩১ শে অক্টোবর পর্য্যন্ত রাজ্যে যে সমস্ত উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছে তাদের মধ্যে কতজনকে কোন কোন সরকারী দপ্তরে চাকুরী দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

১। ১৯৮৬ ইং সনের ৩১ শে অক্টোবর পর্য্যন্ত মোট ৩১৯ জন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন। তাদের মধ্যে ২৭৮ জনকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে চাকুরী হয়েছে :—

দপ্তরের নাম		চাকুরী প্রাপ্ত আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীর সংখ্যা
১) পূর্ত বিভাগ	—	১০৭ জন
২) কৃষি বিভাগ	—	৮০ ,,
৩) স্বাস্থ্য বিভাগ	—	৩১ ,,
৪) পাঞ্চায়েত বিভাগ	—	৫ ,,
৫) শিক্ষা বিভাগ	—	৩০ ,,
৬) বন বিভাগ	—	১৫ ,,
৭) মৎস্য বিভাগ	—	৯ ,,
৮) উপজাতি কল্যান বিভাগ	—	১ ,,
		মোট :— ২৭৮ জন

Admitted Starred Question No.—57

Name of Member :— Shri Nagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Deparment be pleased to state.

১। অমরপুর মহকুমার কাচকক বাজারে একটি পুলিশ ফাঁড়ি বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। না থাকিলে তার কারণ ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakrabotry, Chief Minister, Tripura,

১। না।

২। গত তিন বৎসরের অপরাধমূলক ঘটনার খতিয়ান অনুযায়ী সেখানে বর্তমানে পুলিশ ফাঁড়ির প্রয়োজন হচ্ছে না। বীরগঞ্জ থানা হতে এই এলাকায় দিনে এবং রাত্রে পুলিশ টহল দিচ্ছে।

Admitted Starred Question No.—60

Name of member :— Shri Nagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Hame Department be pleased to state :-

১। ইহা কি সত্য যে, অম্পি ছেচুয়া গ্রামে একটি আসাম রাইফেল এর হেড অফিস বসানো হবে।

২। সত্যি হলে এর জন্য কত একর জমির প্রয়োজন হবে। এবং

৩। উক্ত হেড কোয়াটার স্থাপন হলে মোট কয়টি উপজাতি পরিবার উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

১। অম্পি ছেছুয়া গ্রামে আসাম রাইফেলস্ এর হেড অফিস স্থাপনের প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করেছেন।

২। প্রস্তাব অনুযায়ী প্রায় ২০.২১৫ একর জমির প্রয়োজন হবে।

৩। কোন পরিবার উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা সরকার তাহা পরীক্ষা করে দেখছেন।

Admitted Starred Question No.—83

Name of Member ;—Sir Rasik Lal Roy.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সোনামুড়া বিভাগের কুলুবাড়ীর পশ্চিম ও পূর্ব মাঠের ইরিগেশনের জন্য দুইটি ডিপ্ টিউব ওয়েল স্থাপনের কাজ কবে নাগাদ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।	ক) কুলুবাড়ীতে পশ্চিম মাঠে একটি গভীর নলকূপ সেচ প্রকল্প বর্তমান আর্থিক বৎসরে গ্রহন করা হয়েছে। পরিকল্পনাটি তৈরীর কাজ চলছে। আর্থিক অনুমোদনের পর রূপায়নে কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে।
খ) উক্ত কুলুবাড়ী গাঁও সভায় ময়নামা ও আড়ালিয়া মাঠের ইরিগেশনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে কিনা?	খ) আপাততঃ না।
গ) হয়ে থাকলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় এবং	গ) প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না
ঘ) না হয়ে থাকলে তার কারন?	ঘ) সীমিত কারীগরী ও অর্থিক সংগতি হেতু ত্রিপুরায় সব জায়গায় একই সঙ্গে সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No· 84.
Name of Member :— Shri Rasik Lal Roy.

প্রশ্ন	উত্তর
১। সোনামুড়া বিভাগে গ্রানতলী গাঁওসভার কলম ক্ষেত মাঠে, গরুর বান্দ মাঠ ও ধনপুর গাঁও সভার ইন্দুরীয়া মাঠে ইরিগেশনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,	১। কমলক্ষেত মাঠে একটা এল, আই স্কীম মঞ্জুর হইয়াছে ; গরুর বাঁধ মাঠে দুইটা এল. আই স্কীম চালু আছে। ইন্দুরীয়া মাঠে আপাততঃ কোন স্কীম নাই।
২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়, এবং	২। কমলক্ষেত মাঠের এল, আই স্কীম এর রূপায়নের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।
৩। না থাকিলে তার কারন ?	৩। সীমিত আর্থিক সংগতিহেতু ত্রিপুরার সব স্থানে একই সঙ্গে সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. :— 103
Name of Member :— Shri Nakul Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Departntment be pleased to state :—

১। ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, এবং

২। উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন প্রকার সাহায্য চাওয়া হয়েছিল কিনা,

৩। যদি চাওয়া হয়ে থাকে তবে কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে কি কি সাহায্য দিয়েছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :- Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister Tripura

১। ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী সমস্যা জাতীয় সমস্যা হিসাবে গণ্য করতে হবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেছেন :—

ক) উপদ্রুত অঞ্চলে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ, সি আর পি, আসাম রাইফেলস বাহিনীর জোয়ানগণ উপদ্রুত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে চৌকি স্থাপন করে সদা সতর্ক পাহারায় নিযুক্ত আছে।

খ) ইতিমধ্যে এক ব্যাটেলিয়ান আসাম রাইফেলস্ বাহিনীকে উপদ্রুত অঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। সাময়িকভাবে তিন কোম্পানী আসাম রাইফেলসও পাওয়া গিয়েছে।

গ) বি, এস, এফ. বাহিনী সিমান্ত এলাকায় চৌকি স্থাপন করে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে যাতে উগ্রপন্থীরা সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে।

ঘ) উপদ্রুত অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর দ্রুত টহলদারীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঙ) গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তা চৌকির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

চ) প্রয়োজন অনুযায়ী নিরাপত্তা বাহিনী কম্বিং অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে।

ছ) গোয়েন্দা বাহিনীকে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

ঝ) রাজ্যে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস নামে আধা সামরিক বাহিনীর একটি ব্যাটেলিয়ান গঠন করা হয়েছে। এই বাহিনীকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে উগ্রপন্থীদের মোকাবেলায় নিযুক্ত করা হয়েছে।

ঞ) রাজ্য সরকার উপজাতি বিপদগামী যুবকদের বৈরীভাব মনোভাব পরিত্যাগ করে সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করে শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসাবে বসবাস করতে আহ্বান করেছেন। এই আহ্বানে পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বিভিন্ন সংস্থা, পুলিশ সহ সবাইকে সক্রিয় উদ্যোগ নেবার অনুরোধ করেছেন। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত ১/১২/৮৪ইং হতে আজ পর্য্যন্ত ৩১ (একত্রিশ) জন উগ্রপন্থী সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন। আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

ঞ) উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে সক্রিয় উদ্যোগ নেবার জন্য রাজ্য সরকার অনুরোধ করেছেন।

২। উগ্রপন্থীগণ বাংলাদেশের পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে ঘাটি স্থাপন করে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে তাদের তৎপরতা চালাচ্ছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর অধিক সংখ্যক বি, এস, এফ, চৌকি স্থাপন করে সীমান্ত বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ করেছেন।

রাজ্য সরকারের নিকট খবর আছে যে, উগ্রপন্থীগণ বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন বিদেশী শক্তির সাহায্য পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা করার জন্য যাতে বাংলাদেশ তাদের আশ্রয়দান ও সাহায্যদান বন্ধ করেন।

ত্রিপুরার উপদ্রুত অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য আরো এক ব্যাটেলিয়ান বি, এস, এফ, তিন ব্যাটেলিয়ান সি, আর, পি, এফ, এবং এক ব্যাটেলিয়ান আসাম রাইফেলস মোতায়েনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

উগ্রপন্থীগণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তাদের মোকাবেলার জন্য ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলস বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে। আর একটি ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলস গঠনের প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়েছে।

বি, এস, এফ, বাহিনীকে সাহায্যের জন্য আরো একটি বর্ডার উইং হোমগার্ড ব্যাটেলিয়ান গঠন করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

৩। রাজ্য সরকারের অনুরোধে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এক ব্যাটেলিয়ান আসাম রাইফেলস, এক ব্যাটেলিয়ান সি, আর, পি, এফ, এবং এক ব্যাটেলিয়ান বি, এস, এফ, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য রাজ্যে পাঠিয়েছেন।

সীমান্ত সড়ক নির্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

Admitted Stared Question No. :— 110
Name of Member :— Shri Nakul Das,

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Departntment be pleased to state :—

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে নিযুক্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পুলিশ ফোর্সের সংখ্যা কত ?

২। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ঐ ফোর্স যথেষ্ট কিনা; এবং

৩। যদি না হয়ে থাকে তবে যথাযথ ফোর্স বাড়ানোর জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পুলিশ ফোর্সের সংখ্যা হোমগার্ড ব্যাটেলিয়ন সহ ১৯ ব্যাটেলিয়ন।

২। না।

৩। বর্তমানে ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী হামলাজনিত আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আরো এক ব্যাটেলিয়ন বি, এস, এফ, তিন ব্যাটেলিয়ন সি, আর, পি, এফ, এবং এক ব্যাটেলিয়ন আসাম রাইফেলস মোতায়েনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তাছাড়া বি, এস, এফ, বাহিনীকে সাহায্যের জন্য আরো একটি বর্ডার উইং হোমগার্ড ব্যাটেলিয়ন গঠন করতেও কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস এর আরো একটি ব্যাটেলিয়ন গঠন করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

Admitted Starred Question No· 136

Name of Member :— Gopal Chandra Das

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে উদয়পুর মহকুমার তেপানিয়ার গভীর নলকূপ এবং	১। হঁ্যা।

তেপানিয়া লিফট ইরিগেশন স্কীমটি আজ দীর্ঘ দিন যাবৎ অকেজো হয়ে হয়ে পড়ে আছে।

২। সত্য হলে এই ২টি স্কীম পুনরায় চালু করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন? এবং

২। তেপানিয়ার গভীর নলকূপটি অকেজো হওয়ায় পুনরায় চালু করা সম্ভব নয় বলে এ বছরই নূতন নলকূপ খননের চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। বর্ষায় গোমতী নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে লিফট ইরিগেশন স্কীমটি অকেজো অবস্থায় আছে। স্কীমটি চালু করার জন্য উপযুক্ত নতুন জায়গার সন্ধান চলছে। জায়গা পাওয়া গেলেই কাজ শুরু করা হবে।

৩। কবে নাগাদ উক্ত এলাকায় কৃষকগণ ঐ ২টি প্রকল্প থেকে জল সেচের সুযোগ সুবিধা পাবে বলে আশা করা যায়।

৩। নতুন গভীর নলকূপের কাজ শেষ হলে এবং নতুন জায়গায় লিফট ইরিগেশন প্রকল্পটি স্থানান্তরের পর এ দুটি প্রকল্প থেকেই ১৯৮৭-৮৮ সনে সেচের জল দেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. -- 147
Name of Memder : — Shri Gopal Chandra Das

প্রশ্ন | উত্তর

১। উদয়পুর নোটিফায়েড এলাকায়

১। এ ধরনের একটি পরিকল্পনা

জনসাধারণের বাড়ীতে বাড়ীতে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?	সরকারের বিবেচনাধীন।
২। থাকলে কবে নাগাদ এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হবে ?	২। সারফেইস ট্রিটমেন্ট প্লেন্ট বসানোর পরেই বাডী বাড়ী পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Quesiton No. 157
Name of the Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hen'blo Minister-in-charge of the Home Deparment be pleased to state .—

১। ১৯৮১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যান্ত উগ্রপন্থীরা রাজ্যের TAP/CRPF/TP/BSF থেকে কতটি এবং কি কি ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র লুট করে নিয়েছে। বছর ভিত্তিক পৃথক হিসাব।

২। ঐ সকল লুটের ঘটনায় জড়িত কতজন উগ্রপন্থী এখন পর্যান্ত ধরা পড়েছে এবং কতজন আত্মসমর্পন করেছে।

৩। উক্ত সময়ে কি কি ধরনের কতটি লুন্ঠিত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

১। ১৯৮১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যান্ত

উগ্রপন্থী কর্তৃক রাজ্যের TAP/CRPF/TP/BSF থেকে লুণ্ঠিত আগ্নেয়াস্ত্রের বছর ভিত্তিক পৃথক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল :—

১৯৮১ আগ্নেয়াস্ত্র লুণ্ঠিত হয় নাই।

১৯৮২ ত্রিপুরা আর্মড পুলিশ —কোন অস্ত্র লুণ্ঠিত হয় নাই।

সি, আই, পি, এফ — এল এম জি ১টি এবং ২৭৫ রাউণ্ড গুলি ।
এস এল আর ৩টি এবং ৭১ রাউণ্ড গুলি।
জি এফ রাইফল ১টি।
গ্রেনেড ১০টি

ত্রিপুরা পুলিশ —রাইফেল ২১টি এবং ৫২২ রাউণ্ড গুলি
রিভলবার ৫টি এবং ৫৮ রাউণ্ড গুলি।
পিস্তল ১টি এবং ৩৪ রাউণ্ড গুলি।
ডি, বি, বি, এল গান ১টি ।

বি এস এফ — কোন অস্ত্র লুণ্ঠিত হয় নাই

১৯৮৩

ত্রিপুরা আর্মড পুলিশ —কোন অস্ত্র লুণ্ঠিত হয় নাই।

সি, আর, পি, এফ	কোন অস্ত্র লুন্ঠিত হয় নাই।
ত্রিপুরা পুলিশ	রাইফেল ৪টি এবং ১৬০ রাউণ্ড গুলি
বি, এস, এফ	কোন অস্ত্র লুন্ঠিত হয় নাই।

১৯৮৪

ত্রিপুরা আর্মড পুলিশ	এল, এম, জি ১টি এবং ৫৬০ রাউণ্ড গুলি রাইফেল ৩টি ষ্টেনগান ১টি এবং ৫১ রাউণ্ড গুলি।
সি আর পি এফ	এস এল আর ৫টি এবং ৩০০ রাউণ্ড গুলি এল এম জি ১টি এবং ১২৫ রাউণ্ড গুলি ষ্টেনগান ১টি পিস্তল ১টি এবং ৩৫ রাউণ্ড গুলি। গ্রেনেড ৩টি
ত্রিপুরা পুলিশ	রিভলবার ১টি এবং ২৪ রাউণ্ড গুলি রাইফেল ১টি এবং ৫০ রাউণ্ড গুলি।
বি এস এফ	এস এল আর ২টি এবং ১০০ রাউণ্ড গুলি ষ্টেনগান ১টি

পিস্তল ১টি এব ৪৫ রাউণ্ড গুলি।

১৯৮৫	কোন আগ্নেয়াস্ত্র লুন্ঠিত হয় নাই।
১৯৮৬	
ত্রিপুরা আর্মড পুলিশ সি আর পি এফ	রাইফেল ৪টি এবং ২০০ রাউণ্ড গুলী।
ত্রিপুরা পুলিশ এবং বি এস এফ	কোন অস্ত্র লুন্ঠিত হয় নাই

২। ৩৪ জন উগ্রপন্থী ধরা পড়েছে এবং ৩১৯ জন আত্মসমর্পন করেছে

৩। উক্ত সময়ে উদ্ধারকৃত আগ্নেয়াস্ত্রের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল :—

১) '৩০৩ রাইফেলের গুলী ৩৯৬ রাউণ্ড।

২) '৩০৩ রাইফেলের মিসফায়ার কার্তুজ ১৭ রাউণ্ড

৩) '৩০৩ রাইফেলের খালি কার্তুজের খোল ২টি

৪) ·৩০৩ রাইফেল ৪টি।

৫) এস এল আর (৭·৬২) ২টি

৬) ·৩৮ রিভলবার ৩টি

৭) গ্রেনেড ৩টি

৮) ৭·৬২ রিভালবারের গুলি ৯৬ রাউণ্ড।

৯) ৯ এম এম পিস্তলের গুলি ৫৭ রাউণ্ড।

১০) ৯ এম এম পিস্তল ১টি

১১) রাইফেল ৩টি

১২) এস এল আর ২টি

১৩) ষ্টেনগান ১টি

১৪) রিভলবার ১টি।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Question & Answer

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—158

Name of the Member :—Shri Jawhar Saha,

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে এ পর্যন্ত কত জন উগ্রপন্থী আত্ম সমর্পন করেছে ;

(T. N. V.) A. T. P. L, O, লামা কৗতলের পৃথক হিসাবে)

২। ঐ সকল আত্ম সমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের পুনর্ব্বাসনের জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা নিয়েছেন ; এবং

৩। ৩০-৯-৮৬ ইং পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে বিভিন্ন খাতে মোট কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :—Sri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura,

১। মোট ৩১৯ জন।

দল ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :-

ক) T. N. V. -- ৫১ জন।

খ) A. T. P. L. O = ২৬৮ জন।

গ) লামা কৗতল : লামা কৗতল কোন উগ্রপন্থী দল নয়।

২। সরকার আত্মসমর্পণ কারী উগ্রপন্থীদের পূনর্বাসনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন :—

৩। ক) উপযুক্ততা অনুযায়ী সরকারী চাকুরী প্রদান।

খ) গৃহ নির্মানের জন্য প্রতেককে মং ৪০০০ টাকা দুই কিস্তিতে সাহায্য প্রদান।

গ) যাহারা সরকারী গ্রহনে অণিচ্ছুক তাহাদের আর্থিক পূনর্বাসনের জন্য প্রত্যেককে মং ২০,০০০ টাকা সাহায্য প্রদান।

৩। মোট ১৮,৮১,০০০, টাকা খরচ হয়েছে এবং এর মধ্যে গৃহনির্মাণের জন্য মং ১২, ৪৪,০০০, টাকা এবং আর্থিক পূনর্ব্বাসনের জন্য মং ৬ ৩৭,০০০ টাকা।

Admitted Starred Question No :—179

Name of Member :—Sri Shyama Charan Tripura.

প্রশ্ন

১। ছামনু টি, ডি, ব্লক অন্তর্গত মযনা বমার ডিপ টিউব ওয়েল থেকে ঐ অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা।

২। করে থাকলে কবে নাগাদ উক্ত এলাকায় জল সরবরাহের কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে আংশিক ভাবে উক্ত ডিপ টিউব ওয়েল থেকে পানীয় জল সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted starred Question No, - 203.

Name of Member : Sri Kali Kr, Deb Barma,

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া, ব্লক এলাকায় উত্তর পুলিনপুর গাঁও পঞ্চায়েত অন্তর্গত ছুঙ্কি বাজারের নিকটবর্তী হাওরে ডিপ টি উব ওয়েল বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকলে কবে নাগাদ উহা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। আপাতত: নাই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted starred Question No,—234,

Name of Member : Sri Narayan Das,

Minister in-charge of the Political Depertment :—Chief Minister.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Qustions & Answers

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যের কত জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনসনের জন্য আবেদন পত্র রাজ্য সরকার এর নিকট জমা পড়ে আছে।

২। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার কতজনে স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনসনের আবেদন মঞ্জুর করার জন্য কেন্দ্রের নিকট পাঠিয়েছেন ?

৩। রাজ্য সরকারের স্বাধীনতা সংগ্রামীর ছেলেমেয়েদের চাকুরীর ক্ষেত্রে কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। ১৪০টি আবেদন পত্র জমা পড়ে আছে।

২। ৮৪টি আবেদন পত্র।

৩। বর্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO—259.

Name of the Member :—Syed Basit Ali,

Will the Honble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের কোন শাখা সংগঠন আছে কিনা;

২। থাকিলে চল্তি বৎসরে (১৯৮৬ইং সনে) এই সংগঠন কার্য্য কলাপের ফলে রাজ্যের কোথাও কোন রকম আইন শৃঙ্খলার অবনতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল কিনা।

৩। যদি হয়ে থাকে তবে কবে এবং কোথায় হয়েছিল এবং তাহা মোকাবিলার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ?

ANSWER

Name of the Minister :—Sri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura.

১। হ্যা-৪টি শাখা আছে। ২টি আগরতলায়, একটি কৈলাশহরে এবং একটি ধর্ম্মনগরে।

২। এমন কোন তথ্য সরকারের নজরে আসে নাই।

৩। প্রশন্ উঠেনা।

Admitted Starred Question No – 260

Name of the Member :—Syed Basit Ali,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৬ইং সনের সেপ্টেম্বরে যুব কংগ্রেসের ডাকে রাজ্যব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা সংগঠিত হইয়াছিল কিনা;

২। যদি কোন অপ্রীতিকর ঘটনা সংগঠিত হয়ে থাকে তবে উক্ত ঘটনা ও আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কতজন ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং এদের মধ্যে বর্তমানে কতজন বিচারাধীন আছেন ?

ANSWER

Name of the Minister : Sri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura.

১। হ্যা রাজ্যের ৪টি স্থানে যথা অমরপুর মহকুমা অফিস, কমলপুর টাউন, বিলোনীয়া মহকুমা অফিস এবং খোয়াই মহকুমা অফিসে আন্দোলনকারীরা মারমুখো হয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায়। তাহারা কর্তব্যরত পুলিশকে আক্রমন করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করে।

২। পুলিশ অমরপুর, কমলপুর এবং বিলোনীয়ার ঘটনায় জড়িত মোট ২১২৪ জনকে (অমরপুরের ঘটনায় ৮৭৫ জন, কমলপুরের ঘটনায় ৯৪৬ জন এবং বিলোনীয়ার ঘটনায় ৩৪৩ জন) গ্রেপ্তার করে। খোয়াইর ঘটনায় কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

আইন অমান্য আন্দোলনে সমগ্র রাজ্যে মোট ৩৪,৬৭৫ জন আন্দোলনকরীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

গ্রেপ্তারের পর সবাইকে স্থানীয় মহকুমা বিচারকের নিকট হাজির করা হলে সবাইকে ব্যক্তিগত মুচালিকায় ছেড়ে দেয়া হয়। তন্মধ্যে ১২ জনের বিরুদ্ধে কমলপুরের একটি মামলা তদন্তাধীন আছে।

Name of Member—Matilal Saha
Admitted starred Question No—265

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য বিশ্রামগঞ্জ বাজারে যে পানীয় জলের টেপ রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম ?	১। হ্যাঁ
২। উক্ত বাজারে টেপ বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	২। হ্যাঁ
৩। চড়িলাম বাজার, স্কুল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় পানীয় জলের যে ব্যবস্থা আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম।	৩। হ্যাঁ
৪। তা বাড়িয়ে প্রয়োজন মত জল সরবরাহ করা কত দিনের মধ্যে সম্ভব হবে ?	৪। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No 266
Name of Member :—Shri Matilal Saha.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য উত্তর চড়িলাম গাঁওসভা অন্তর্গত আড়ালিয়াতে একটি ডিপ টিউব ওয়েল বসানোর পরিকল্পনা সরকারের ছিল ?	১। হ্যাঁ আছে।
২। সত্য হইলে এখনও না বসানোর কারণ কি, এবং	২। পরিকল্পনাটি ব্যায়ানুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
৩। কবে নাগাদ তাহা বসানো হবে বলে আশা করা যায়।	৩। ব্যায় অনুমোদন পেলে রূপায়নের কাজ সত্বর হাতে নেওয়া হবে।
৪। চড়িলাম বিধানসভা নির্বাচনী এলাকায় আর কোনও নূতন ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?	৪। আপাততঃ না।

ADMITTED STARED QUESTION No—281

Name of the Mamber : —Maharani Bibhu Kumari Devi,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Deparrtment be pleased to State :—

1. Whether the State Govt. has conducted an enquiry on the killing of Sreerampur in Kamalpur Sub-Division on 29th September, 1986 and the latest mass murders near Kalyanpur and Bagafa on 12.11.86 and 13.11.86 respectively.
2. If so, what are the results of enquiry ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

ANSWER TO THE QUESTION NO. 1 AND 2

TNV extremists were involved in the incidences of killing at Srirempur of Kamalpur P, S. Baramaidan of Kalyanpur P. S. and Radhakishoreganj (Bagafa incidence) of Baikhora P. S.

Generally enquiry into any incidence is conducted to find out the causes of such incidence and to take remidial action. In Tripura, a small group of hardcore TNV extremists are carrying on with their depredations against society. In view of this on equiry into the incidence committed by TNV extremists being conducted as no fruitful results will be achieved. To nutralise the TNV extremists, police action has been intensified alongwith other concerned measures to arrest the hardcore TNV extremists and to isolate them the from the society.

On each incidence involving TNV extremists, necessary investigations are conducted by the police to apprehend the culprits. During investigation 18 persons were arrested on suspecion in case of Sreerampur incident, 3 persons arrested on suspicion in the incideuce at Baramaidan, P. S. Kalyanpur and 5 persons including Shri Ananta Jamatia enlisted TNV extremists arrested in the incidence of Fast Radhakishereganj (near Bagafa), P. S. Baikora.

Admitted Starred Question No—290

Name of Member :—Shri Rabindra Deb Barma.

প্রশ্ন

আগামী আর্থিক বছরে ডম্বুরনগর ব্লক এলাকায় লক্ষীপুর গাঁওসভার কৃষ্ণকারবারী পাড়া ও ৩৬ কার্ড বাঙ্গালী পাড়ায় ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্প স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

উত্তর

আপাততঃ নাই ।

Admitted Starred Question No—294

Name of the Member : —Syed Basit Ali,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে থানাগুলিতে শান্তি শৃঙ্খলার কাজে নিয়োজিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা কত ? (শ্রেণী ভিত্তিক কর্মচারীর হিসাব)

ANSWER

Name of the Minister : —Shri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura.

১। দ্বিতীয় শ্রেণীর ৬জন ।
তৃতীয় শ্রেণীর ১৩৯৪ জন ।

উল্লেখ্য প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন কর্মচারী থানায় কর্মরত নাই ।

Admitted Starred Question No—296

Name of the Members :— 1) Shri Dhirendra Debnath,
2) Shri Rabindra Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কত ব্যাটেলিয়ান আধাসামরিক বাহিনী (সি, আর, পি, বি এস এফ, টি এ পি, টি এস আর, টি পি ও হোমগার্ড সহ আলাদা আলাদা হিসাব)

২। আধাসামরিক বাহিনী দ্বারা উগ্রপন্থী দমন করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

Name of the Minister : —Shri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura.

১। ত্রিপুরাতে বর্তমানে মোট ১৫ ব্যাটেলিয়ান আধাসামরিক বাহিনী আছে। তাদের পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল :-

১। বি এস এফ - ৭ ব্যাটেলিয়ন।
২। সি আর পি এফ = ৬ ,,
৩। আসাম রাইফেলস্ - ১ ,,
৪। আর এ সি - ১ ,,
মোট = ১৫ টি ,,

২ আধা সামরিক বাহিনীর দ্বারা উগ্রপন্থী দমনের জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন :-

১। উগ্রপন্থী দমনের জন্য উপদ্রুত অঞ্চলে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ত্রিপুরা আর্মড পুলিশ, সি আর পি, আসাম রাইফেলস্ টি এস আর এবং এক ব্যাটেলিয়ন বি এস এফ বাহিনীর জোয়ানগণ উপদ্রুত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে চৌকি স্থাপন করে সদা সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত আছে।

২। এক ব্যাটেলিয়ন আসাম রাইফেলস্ বাহিনীকে উপদ্রুত অঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে।

৩। বি এস এফ বাহিনীর ৬টি ব্যাটেলিয়ন সীমান্ত এলাকায় চৌকি স্থাপন করে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে যাতে উগ্রপন্থীরা সীমান্ত অতিক্রম না করতে পারে।

৪। প্রয়োজন অনুযায়ী নিরাপত্তা বাহিনী কম্বিং অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে।

৫। রাজ্যে ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলস্ নামে একটি ব্যাটেলিয়ন গঠন করা হয়েছে। এই বাহিনীকে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে উগ্রপন্থীদের মোকাবেলায় নিযুক্ত করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No —299

Name of member : Shri Rabindra Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে স্বশাসিত জেলা পরিষদের হেড কোয়ার্টার জেলা পরিষদের এলাকায় নির্মান করা হবে।

২। সত্য হলে এই হেড কোয়ার্টার রাজ্যের জেলা পরিষদ এলাকার কোন জায়গায় করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। উক্ত হেড কোয়ার্টার নির্মানের জন্য জেলা পরিষদ কত টাকা বরাদ্দ করেছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, মহাশয়,

২। জেলা পরিষদ সদর মহকুমার জিরানীয়া ব্লকের অধীন রাধাপুর মৌজার রাধাপুর গ্রামে এই হেড কোয়ার্টার নির্মান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে,

৩। চলতি অর্থ বছরে হেড কোয়ার্টার নির্মানের জন্য জেলা পরিষদ ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে।

Admitted starred Question No, 304

Name of the Member :—Shri Diba Chandra Hrangkhawl,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

১। ইহা কি সত্য গত ২৮-১০-৮৬ ইং তারিখ উত্তর ত্রিপুরা জেলার আমবাসা বাজারে শ্রী শশী কুমার দেববর্মার ফার্মেসীতে ১৫/১৬ বৎসরের এক অজ্ঞাত পরিচয় উপজাতি মহিলার মৃত্যু ঘটে ;

২। সত্য হলে উক্ত ঘটনার কোন রূপ তদন্ত করা হয়েছে কিনা ;

৩। তদন্ত করা হয়ে থাকলে তার ফলাফল কি ?

ANSWER

Name of the Minister : Shri Nripen Chakraborty,

Chief Minister, Tripura.

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। এই ঘটনাটি আমবাসা বাজারের শ্রী শশী কুমার দেববর্মার অভিযোগ মূলে আমবাসা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩১৪ ধারায় মোকদ্দমানং ১১/১০/৮৬ নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন। তদন্তে প্রকাশ মৃত বালিকার নাম শ্রীমতি মালীনী দেববর্মা পিতা শ্রীকৃষ্ণ সিং দেববর্মা সাং ছোট সুরমা থানা কমলপুর। মেয়েটি সন্তান সম্ভবা হওয়ায় অবৈধ উপায়ে তাহার গর্ভপাত করানোর চেষ্টা করা হয় বলে মেয়েটি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ে। গত ১৮-১০-৮৬ তারিখ বেলা প্রায় ১টার সময় শ্রী কাঞ্চন দেববর্মা নামে এক ব্যক্তি দুই জন বালিকা সহ ঐ অসুস্থ মেয়েটিকে আমবাসা বাজারে শ্রী শশী কান্ত দেববর্মার ফার্মেসীতে নিয়ে আসে এবং চিকিৎসার জন্য ঔষধ চায়। রুগ্ন মেয়েটি ফার্মেসীতে প্রবেশ

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

করার সাথে সাথে মাটিতে পরে যায় এবং তাহার পেটে ভীষণ বেদনা অনুভব করিতেছে বলে। কোন চিকিৎসার পূর্বেই মেয়েটির মৃত্যু ঘটে এবং শ্রী কাঞ্চন দেববর্মা তাহার সাথী অপর দুই বালিকা সহ সাথে সাথেই অদৃশ্য হয়ে যায়। পুলিশ মৃত দেহটির ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করেন।

প্রাথমিক ময়না তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়

"Death was due to infection high fever and shock from sever uterine pain as she tried to about 6 (six) months conception. She was carrying 4 to 5 days (approx) earlier to death by rural methods"

সন্দেহ ভাজন শ্রী কাঞ্চন দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করার জন্য ব্যাপক তল্লাসী চালানো হয়। কিন্তু সে এখন ও পলাতক। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO—318

Name of the M.L.A. : Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

১। ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলোর মধ্যে কত পরিবারের কত জনকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে।

ANSWER

Minister in-charge of the Apptt. & Services Department.

Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister

১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মোট ১০৬১ জনকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No : -321

Name of Member : -Sri Sudhir Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Mini ter-in- harge of the Home Department be pleased to state -

১। ইহা কি সত্য সম্প্রতি সদর মহকুমার বুরখা এলাকায় পর পর উগ্রপন্থী হামলা হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানে পুলিশ পেট্রোলের কোন ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে করা হয় নাই।

২। সত্য হলে ঐ সমস্ত এলাকায় জনসাধারনের স্বার্থে কবে নাগাদ একটি পুলিশ পেট্রোল বসানোর ব্যবস্থা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Name of the Minister :- Shri Nripen Chakraborty,

Chief Minister, Tripura.

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর

সত্য নহে।

অনেক দিন থেকেই বুরাখা গ্রামে টি এ পি ১নং ব্যাটেলিয়নের এক প্লেটুন জোয়ানের একটিক্যাম্প আছে। গত ২২-১১-৮৬ইং তারিখ উগ্রপন্থী হামলার পর উক্ত ক্যাম্পে টি এ পি জোয়ানের পরিবর্তে দুই প্লেটুন সি আর পি জোয়ান মোতায়েন করা হয়। এই ক্যাম্প হতে সি আর পি জোয়ানগণ বুরাখা এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামে প্রতিদিন টহল দিচ্ছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. -323

Name of the Member :—Shri Sudhir Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister—in-charge of the Home Depatt-ment be pleased to state :—

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answer)

১। বিগত ১১ ই, ১২ই ও ১৩ নভেম্বর ১৯৮৬ ইং সনের উগ্রপন্থী হামলায় ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন স্থানে কত লোকের মৃত্যু হয়েছে ; এবং

২। উক্ত ঘটনাস্থান হইতে প্রতি ক্ষেত্রে পুলিশ কাম্পের দুরত্ব কত? (পৃথক পৃথক হিসাব)

ANSWER

Name of the Minister :—Sri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura,

১। বিগত ১১ ই ১২ই ও ১৩ই নভেম্বর ১৯৮৬ ইং সনে উগ্রপন্থী হামলার ঘটনাস্থল ও নিহতের সংখ্যা নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে দেয়া গেল :—

	মৃতের সংখ্যা
১) **১১ ই নভেম্বর, ১৯৮৬ ইং**	
খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত বড় ময়দান বাজার।	= ৪ জন।
২) **১২ ই নভেম্বর, ১৯৮৬ ইং**	
কমলপুর থানার অন্তর্গত পশ্চিম ডলুছড়া গ্রাম	৪ জন
৩) ১৩ই নভেম্বর, ১৯৮৬ ইং	
বাইখোরা থানার অন্তর্গত পূর্ব্ব রাধাকিশোর গঞ্জ গ্রাম	= ৯ জন।

২। উক্ত ঘটনাস্থল সমূহের থেকে পুলিশ ক্যাম্পের দুরত্ব নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে দেয়া গেল ঃ—

ঘটনাস্থল	পুলিশ ক্যাম্পের দুরত্ব
১) বড় ময়দান বাজার =	কল্যাণপুর থানা হতে ৮ কিলোমিটার দুরত্ব।
২) পশ্চিম ডলুছড়া =	কমলপুর থানার অন্তর্গত জয়ন্তী বাজার সি-আর-পি-এফ ক্যাম্প হতে ২ঃ কি ঃ মিঃ।
৩) পূর্ব রাধাকিশোর গঞ্জ =	বাইখোরা থানার অন্তর্গত বগাফা D. R. A. ক্যাম্প হতে ১ কিঃ মিঃ

Admitted Starred Question No—325

Name of Member :—Shri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র আছে ;

২। ইহা কি সত্য যে সরকার প্রতিটি ব্লকে ১টি করে অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ;

৩। সত্য হলে বর্তমান বৎসরে বিশালগড়ে একটি অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

৪। যদি থাকে তবে কত দিনের মধ্যে উক্ত কেন্দ্রটি স্থাপন করা হবে আশা করা যায় ?

ANSWER

Name of the Minister :– Shri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura.

১। বর্তমানে ত্রিপুরাতে ১৪টি অগ্নি নিবর্বাপক কেন্দ্র আছে।

২। হ্যাঁ।

৩। ৩ এবং ৪নং প্রশ্নের উত্তর

সমস্ত ব্লক হেড কোয়ার্টার গুলিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প সরকার গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্প ধাপে ধাপে রূপায়িত হবে। বিশালগড়ে অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের প্রশ্নটি সরকার অনুমোদন করেছেন। ১৯৮৭-৮৮ সনে এই খানে অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answer)

Admitted Starred Question No - 334

Name of Member :—Maharani Bibhu Kumari Debi

Minister-in-charge of the Political Department : Chief Minister.

QUESTION

1, Whether Government has any scheme for resettlement of the Ex-servicemen and also providing them with employment ?

2. If so, what are these rehabilitation and employment schemes seperately ?

ANSWER

1. Yes, Government have introduced many schemes for resettlement and employment of the ex-servicemen.

2. The schemes are : -

FINANCIAL ASSISTNCE SCHEMES

1. Grant of Ex-gratia Grant to the extent of Rs. 1,000/- to the Defence personnel killed/disabled/died in harness and to those families who are economically affected as a result of war, allotment of 5 kanies of land, Semi-pucca building duly constructed and K. oil/Petrol agency to the next of kin of soldier and arrangement of providing employment opportunity to one son/daughter.

2. Grant of financial assistance to the widows of the Armed Forces services pensioners who are not in receipt of family pension.

3. Grant of Old Age Pension to exservicemen served with the Army of ex-Maharaja of Tripura or in Para Military Forces during the period of World War II.

4. Grant of finacial assistance for relief of economic distress amongst ex-member of the Armed Forces including State Forces and their dependants, assistance to the disabled for medical treatment, purchase of appliances such as artificial limbs etc.

5. Grant of stipend/bookgrants/school uniform to the children of ex-servicemen,

6. Grant of stipend to the ex-servicemen for undergoing III training under Industries Department of the Govt. of Tripura.

7. Grant of scholarship to the dependants of ex-servicemen including children of deceased services officers upto the age of 25 years for higher studies in India.

EMPLOYMENT SCHEME

1. Reservation of 2% vacancies for ex-servicemen in Class III and Class IV posts under Govornment of Tripura.

2. Equation of Civil and Service trades for re-employment of ex-servicemen in State Government and Public Sector Undertakings.

3. Sponsoring power of Secrtary, Rajya Sainik Board, Tripura for re-employment of exservicemen.

4. Relaxation for ex-servicemen in the matter of educational qualifications when they seek re-employment.

5. Employment assistance to the dependants of Defence Service Personnel killed/severely disabled in war/peace.

6. Association of Secretary, Rajya Sainik Board, Tripura as co-opted member of the Selection Committee for interview of the ex-servicemen for different post under Public Sector. Undertaking in Tripura.

7. Self-emplopment schemes for ex-servicemen.

TRANSPORTATION.

10% reservation of National Permit for road transport to ex-servicemen, 2% transport route permit in state to ex-servicemen, allotment of discarded military vehicles to ex-servicemen allotment of truck chasis and three whealer scooter to ex-servicemen and grant of bank loan facilities upto 80% of the cost of the commercial vehicles to desirous ex-servicemen.

8. Small Business and Trading.

Allotment of stall, Allotment of land for rubber plantation, Grant of bank loans to the extend of Rs. 5,000/- for opening grocery shop, Grant of lump sum grant of Rs. 5000/- for running petty business, Allotment of sewing machines to the widows and dependants of ex-servicemen, grant of bank loan for tea stall and woolen machine.

9. Allotment of various agencies ex-servicemen : Liquor agency, K. Oil agency, to Petroleum Agency, Fair price shop, Hindustan paper selling agency.

10. Grant of permit to ex-servicemen for rice-mill, Grant of loan from Bank for establishing automobile workshop, grant of loan form bank for establishing optical shop, printing press and Transistor & T. V. repairing shop.

11. Lump sum grant for undertaking poultry scheme, goatery scheme, and Piggery scheme.

12. Giving of resettlement through tailoring business, grill making workshop and by establishing manufacturing 4 unit of Handicrafts.

Admitted starred Question No—343

Name of the Member :—1. Shri Makhan Lal Chakraborty
2. Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১ ইহা কি সত্য উদয়পুরের কিল্লায় গত সেপ্টেম্বর মাসে ৬ জন জমাতিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত লোক খুন হয়েছেন ;

২। সত্য হলে উক্ত ঘটনায় জড়িত খুনীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

Name of Minister :—Shri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura.

১। হ্যাঁ।

২। ঘটনাটি সি, আই, ডি বিভাগের একজন ডি, এস, পির তত্বাবধানে একজন ইনিস্পেক্টর তদন্ত করছেন। তদন্তে দেখা যায় প্রায় ২০০ জমাতিয়া সম্প্রদায়ের লোকের উপস্থিতিতে এই ছয় ব্যক্তি খুন হয়েছেন। খুনের ঘটনায় জড়িত প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answer)

Admitted Starred Question No—357
Name of Member :—Shri Rabindra Deb Barma,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ডুম্বুর জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী জমিগুলিতে জলসেচের জন্য ৪টি ভ্রাম্যমান নৌকা (পাম্প মেশিন সহ) গত দুই বৎসর যাবৎ মন্দির ঘাটে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে।

২। সত্য হলে ঐগুলি কবে নাগাদ চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। মন্দির ঘাটে ৫টি নৌকা আছে। তারমধ্যে ৩টি তৈরীর কাজ ইংরাজী ১৯৮৬'র মার্চে শেষ হয়েছে। দুটির কাজ আরও আগেই শেষ হয়েছিল। ৩টি নৌকাতে ইং ১৯৮৬'র মার্চে পাম্প মেশিন বসানো হয়েছে।

২। পাম্প অপারেটার নিয়োগ করা হলেই প্রকল্প গুলো চালু করা যাবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. —369
Name of the Member : —Shri Diba Chandra Hrangkhawl,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :—

1. Is it a fact that Tripura Government has accepted the reservation quota in promotion post under different Departments.

2. How far of this promotion quota has been implemented in the promotion of T.C.S. Gr.1 ?

ANSWER

Minister in-charge of the Appointment & Services Deptt.

Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

1. Yes, Reservation of posts against promotion quota for SC/ ST has been issued vide Appointmeet & Services Department Memo No. F. 29 (1)-GA/77 (i) dated 19. 2. 77.

2. The post of T. C. S. Grade-I (Selection Grade) are filled up by T. C. S. Gr. II Officers who completed 12 years service in the Grade as per provision of the Tripura Civil Service Rules, 1967. In the Service Rules, there is no provision for reservation in filling up of T. C. S. Gr. I (Selection Grade). While filling up of T. C. S. Grade-II (Paomotion/direct recruit quota) reservation quota for ST/SC candidates are being followed.

Admitted Starred Question No 379

Name of Member :- Sri Sudhir Ranjan Majumder

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরস্থিত চন্দ্রপুরের লোকদের বন্যার কবল থেকে রক্ষার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। আপাততঃ নাই।

ANNEXURE -"B"

ADMITTED UN STARRED QUESTION NO—I

Name of the M.L.A. :— Shri Diba Chandra Hrankhwal

Will the Hon'ble Minister —in-charge of the Trible Welfear Department be pleased to state :—

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

প্রশ্ন

১। সরকার এ, ডি, সি-কে কোন্ কোন্ দপ্তরের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন (১৯৮৬ সনের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত হিসাব)

২। আর কোন দপ্তরের দায়িত্ব এ, ডি, সি-কে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তা দেওয়া হবে তার বিবরন,

৩। বর্ত্তমানে এ, ডি, সি,-র অধীনে এখানে কোন্ কোন্ দপ্তরে কত জন প্রিন্সিপাল অফিসার আছেন এবং তন্মধ্যে উপজাতি ও অ-উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কতজন ?

উত্তর

১। নিম্নলিখিত বিষয় ও প্রতিষ্ঠান সমূহের দায়িত্ব অর্পণ জেলা পরিষদের কাছে অর্পন করা হয়েছে : –

ক) জেলা পরিষদ এলাকাভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ,

খ) জেলা পরিষদ এলাকাভুক্ত সমস্ত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র, বালাহার প্রকল্প, শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র।

গ) জেলা পরিষদ এলাকাভুক্ত সমস্ত লোকরঞ্জন শাখা, উপতথ্য কেন্দ্র এবং পল্লী বেতার গোষ্ঠী।

ঘ) জেলা পরিষদ এলাকাভুক্ত সমস্ত শিল্প প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র।

ঙ) জেলা পরিষদ এলাকাভুক্ত পুর্ত্ত বিভাগের গ্রামীন রাস্তা সমূহ।

চ) জেলা পরিষদ এলাকাভুক্ত বাজার সমূহ।

২। এ, ডি, সি, এলাকাভুক্ত মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ এবং পশু পালন দপ্তরের প্রতিষ্ঠান গুলি সহসাই হস্তান্তর করা হচ্ছে।

৩। বর্তমানে এ, ডি, সিতে নিম্নলিখিত দপ্তরগুলির প্রতিটিতে একজন করে মোট ১৩ (তের) জন প্রিন্সিপাল অফিসার আছেন :—

ক) উপজাতি কল্যাণ দপ্তর।

খ) পূর্ত্ত দপ্তর।

গ) শিক্ষা দপ্তর।

ঘ) তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।

ঙ) পশু পালন দপ্তর।

চ) স্বাস্থ্য দপ্তর।

ছ) কৃষি দপ্তর।

জ) মৎস্য দপ্তর।

ঝ) আইন দপ্তর।

ঞ) শিল্প দপ্তর

ট) সমবায় দপ্তর।

ঠ) বন দপ্তর।

ড) ভূমি ও ভূমি লেখ্য দপ্তর।

১৩ (তের) জন প্রিন্সিপাল অফিসারের মধ্যে ৪ (চার) জন উপজাতিভুক্ত এবং ৯ (নয়) জন অ-উপজাতিভুক্ত।

(Questions & Answers)

Amitted Un-Starred Question No --3

Name of member : --Shri Len Prasad Malsai,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে উপজাতি কর্মচারীর সংখ্যা কত (দপ্তর ভিত্তিক ১ম, ২য় ৩য়, ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীর আলাদা আলাদা হিসাব)

২। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে নন্ মেট্রিক বা মাধ্যমিক ফেল করা কোন কর্মচারী আছে কিনা,

৩। থাকিলে তার সংখ্যা ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred question No—10

Name of M. L. A. --Shri Dhirendra Deb Nath.

Will the Hon' ble Minister in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :—

১। ৩১-১০-৮৬ইং পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদের সংখ্যা কত (দপ্তর ভিত্তিক, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদের হিসাব)

২। কতদিন যাবৎ এই পদগুলি শূন্য পড়ে রয়েছে;

৩। উক্ত শূন্য পদগুলি পূরণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Political Department : Chief Minister.

Shri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura.

১। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদের সংখ্যা ৩১-১০-৮৬ইং পর্যন্ত দপ্তর ভিত্তিক ও শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

২। ঐ সকল শূন্য পদগুলি বিভিন্ন সময় থেকে উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে বিশেষত তপশিলী উপজাতি ও তপশীলি জাতি প্রার্থীর অভাবে শূন্য পড়ে আছে।

৩। উক্ত শূন্য পদ পূরণের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে এবং উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া গেলে শূন্য পদগুলি পূরণ করা হইবে।

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF VACANT POST IN VARIOUS DEPARTMENT UNDER THE GOVERNMENT AS ON 31. 10. 86.

SL. No.	Name of Department	Number of vecant post				Total
		Class. I	Class. II	Class III	Class IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tribal Welfare Department	-	-	63	11	74
2.	Public works Department	15	41	379	205	640
3.	Director of Industries	1	23	241	33	298
4.	Chief Engineer (Electrical)	3	4	160	418	585
5.	Director of school Education	1	182	1260	-	1443
6.	Agriculture Department	8	40	559	83	690

(Questions & Answers)

1	2	3	4	5	6	7
7.	Relief & Rehabilitation Depett	-	1	2	2	5
8.	Director of Civil Defence	-	-	1	-	1
9.	Evaluation Organisation	-	2	1	-	3
10.	Town & Country Planning	1	1	5	2	9
11.	S. A. Department	-	-	62	32	94
12.	Director, Land Record & Settlement	1	1	56	8	66
13.	Directorate of Cooperation	-	8	82	17	107
14.	Transport Department	-	1	2	-	3
15.	Director of Social Education	-	6	50	13	69
16.	Director of Food & Civil Supplies	1	8	82	17	108
17.	Inspector General of Police	-	35	1296	68	1399
18.	Publicity Department	1	6	91	7	105
19.	Director of Statistcs	-	4	41	-	45
20,	Dist. & Session Judge (North)	-	-	9	-	9
21.	Collector of Excise (North)	-	-	3	4	7
22.	Chief Conservator of Forests	-	5	165	10	180
23.	Irrigation & Flood Control	-	-	285	189	474
24.	Director of Higher Education	6	30	25	45	106
25.	Labour Directorate	-	1	18	4	23
26.	Dist & Session Judge (W.)	-	-	1	4	5

1	2	3	4	5	6	7
27.	District Registrar (South)	-	-	4	2	6
28.	D. M. & Collector. (South)	-	-	43	-	43
29.	Rural Engineering Divn. (S)	-	-	9	3	12
30.	Collector of Excise, West	-	-	1	2	3
31.	Printing & Stationery Deptt.	-	-	57	8	65
32.	Rural Engineering Division (North)	-	-	7	-	7
33.	Deptt. of Fisheries	-	8	60	32.	100
34.	Controller of Weights & Measures	-	2	1	2	5
35,	Factories and Boilers Orgn.	1	1	9	4	15
36.	Prison Directorate	-	2	22	14	38
37.	Director of Welfare for SC.	-	-	1	-	1
38.	Dist. and Session Judge (South)	-	-	8	7	15
39.	D.M. and Collector (West)	-	-	96	25	121
40.	Rajya Sainik Board	-	-	1	-	1
41.	Employment Service and M.P.	-	50	10	-	15
42.	Animal Husbandry Deptt.	1	30	184	12	227
43.	Panchayat Raj Deptt.	-	4	34	5	43
44.	Enquiring Authority	-	3	2	1	6
45.	Commissioner of Taxes	-	2	15	3	20
46.	D.M. and Collector (N)	-	-	99	41	140

(Questions & Answer)

1	2	3	4	5	6	7
47.	Tribal Reh. in Plantation and PGP	2	1	49	30	82
48.	Director of Research	1	-	2	-	3
49.	Election Department	-	1	22	2	25
50.	Tripura Public Service Commission	-	1	2	-	3
51,	Rural Engineering Divn, (W)	-	-	2	2	4
52.	State Planning Machinery	-	3	5	4	12
53.	Dist. Registrar, (West)	-	-	1	-	1
54.	Civil Defence	-	1	2	-	3
55.	Small Savings and Group	-	-	1	-	1
56.	Director of Fire Service	-	2	75	14	91
57.	Vigilance Organisation	1	1	2	-	4
58.	Law Department	3	12	5	4	24
60.	Appointment and Services Deptt.	19	129	45	-	193
	Grant Total :—	66	607	5815	1389	7877

Admitted Un-Starred Question No—15

Names of Members :—1) Shri Tarani Mohan Sinha
2) Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি আছে,

২। রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আরো নুতন থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের থাকিলে কোথায় কোথায় তা খোলা হবে তার বিবরণ

৩। ১৯৭৮ইং এর জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ইং সনের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট কতটি নুতন থানা খোলার পরিকল্পনা সরকারের ছিল এবং তন্মধ্যে উপরোক্ত সময়ে কয়টি খোলা সম্ভব হয়েছে,

৪। যদি সরকারী লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সবগুলি খোলা না হয়ে থাকে তবে তার কারণ এবং কবে পর্য্যন্ত ঐ গুলি খোলা সম্ভব হবে তার বিবরণ ?

ANSWER

Name of the Minister :—Sri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura,

১। বর্তমানে ৩৫টি থানা এবং ৫১টি পুলিশ ফাঁড়ি আছে।

২। ১৯৮৬-৮৭ হইতে ১৯৮৮-৮৯ আথিক বৎসরে আরো ১০টি থানা নিম্নলিখিত স্থানে স্থাপনের পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন : –

১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯
১। রইস্যা বাড়ী।	১। মনু বাজার।	১। শান্তির বাজার।
২। তৈদু।	২। সালেমা।	২। পেচারথল।
৩। পানিসাগর।	৩। বড়মুড়া।	৩। মেলাঘর।
৪। গঙ্গানগর।		

তাছাড়া আরো দুইটি পুলিশ ফাঁড়ি –একটি শিকারী বাড়ীতে এবং অপরটি বড়-মুড়ায় স্থাপনের প্রস্তাব রাজ্য সরকার অনুমোদন করেছেন। এই ফাঁড়িগুলি শীঘ্রই স্থাপন করা হবে।

৩নং এবং ৪নং প্রশ্নের উত্তর

৭টি থানা এর মধ্যে অম্পি, চোরাইবাড়ী এবং আমতলীতে একটি করে থানা স্থাপন করা হয়েছে। রইস্যাবাড়ী, তৈদু, পানিসাগর, এবং গঙ্গানগরে নতুন থানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদ মঞ্জুর করা হইয়াছে। বর্তমানে এই থানাগুলির জন্য স্থান নির্মাণ এবং কোন কোন রেভিনিউ মৌজা নিয়ে এই থানাগুলির গঠন করা হবে তাহার সমীক্ষা চলছে। সমীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হলেই এই থানাগুলি খোলা হবে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নূতন থানা স্থাপনের জন্য ৮ম অর্থ কমিশনের নিকট আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। ৮ম অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বৎসরের মধ্যে ১০টি নূতন পর্য্যায়ক্রমে খোলার জন্য মং ৩৪,৫০,০০০, টাকা মঞ্জুর করেছেন। এই আর্থিক অনুদানের ভিত্তিতে ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে ৪টি থানা, ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে ৩টি থানা এবং ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বৎসরে ৩টি থানা স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

আগরতলার নিকটবর্তী যোগেন্দ্রনগরে একটি পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Un-Starred question No --27

Name of member : Shri Rudreswar Das

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল হতে, ১৯৮৫ ইং সনের ৩১ শে মার্চ্চ সময়ে চাষযোগ্য কত শতাংশ ভূমি জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষি জমিতে জলসেচের জন্য কয়টি ডিপ-টিউপওয়েল এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে ?

(ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

৩। ইহা কি সত্য যে, কমলপুর ব্লকের ছোট সুরমা গাঁও পঞ্চায়েতের জন্য মঞ্জুরী কৃত ডিপটিউপওয়েল স্কীমটি পরিত্যক্ত হয়েছে ? এবং যদি সত্য হয় তবে ইহার কারন ?

উত্তর

১। ১৯৭৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল হতে ১৯৮৫ ইং সনের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত সময়ে ত্রিপুরায় চাষযোগ্য প্রায় ৬২০ শতাংশ ভূমি জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে।

২। বর্তমানে আর্থিক বছরের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজ্যে কৃষি জমিতে জল সেচের জন্য ৯টি ডিপটিউপ ওয়েল এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব :—

ক) পানিসাগর ব্লকে — ২ টি।
খ) তেলিয়ামুড়া ,, — ১ ,,
গ) খোয়াই ,, — ১ ,,
ঙ) মোহনপুর ,, — ৩ ,,
ঙ) মাতাবাড়ী ,, — ৮ ,,
চ) বগাফা ,, — ১ ,

মোট — ৯ টি

৩। হ্যাঁ। ভূগর্ভে পর্যাপ্ত পরিমান জল না পাওয়ায় ছোট সুরমা গাঁওসভাতে মঞ্জুরীকৃত ডিপটিউপ ওয়েল স্কিমটি রূপায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

ADMITTED UN STARRED QUESTION NO—31

Name of the M.L.A. : Shri Gopal Das

Will the Hon' ble Minister in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :—

১। সরকারী চাকুরীর বয়সসীমা উত্তীর্ণ হবার পর কর্মচারীদের কতদিন Extesion দেবার নিয়ম আছে।

২। ১৯৭৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরীর বয়সসীমা উত্তীর্ণ হবার পর ২ মাসের অধিককাল Extension দেওয়া হয়েছে এরূপ কর্মচারীর দপ্তর ভিত্তিক সংখ্যা,

৩। উপরোক্ত সময়ে এক বৎসর বা ততোধিক সময়ের জন্য চাকুরীতে Extension পেয়েছেন এরূপ কর্মচারীর দপ্তর ভিত্তিক সংখ্যা ?

ANSWER

Minister in-charge of the Appointment & Services Deptt.
Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

১। সরকারী নিয়মে প্রত্যেক কর্মচারীকে ৫৮ বৎসর উত্তীর্ণ হলে চাকুরী থেকে অবসর নিতে হয়। জনস্বার্থে কোন কোন ক্ষেত্রে ৫৮ বৎসরের পরেও Extension দেওয়া হইয়া থাকে। উক্ত Extension ৫৮ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত জনস্বার্থে দেওয়া যাইতে পারে।

২। ১৯৮৭ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত দুইমাস বা ততোধিক কাল Extension দেওয়া হয়েছে এরূপ সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা দপ্তর ভিত্তিক সঙ্গীয় তালিকায় প্রদত্ত হইল।

৩। এক বৎসর বা ততোধিক সময় Extension দেওয়া হয়েছে এরূপ কর্মচারীর দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় প্রদত্ত হইল।

Statement showing the particulars of Govt. employees granted extension of service beyond superannuation.

Sl. No.	Name of Deptts/ Offices	Extension of service granted for 2months or above	Extension of service granted for more than one year	Remarks if any.
1	2	3	4	5
1.	Election Department	9 employees	3 employees	
2.	Director of Health Service.	97 ,,	15 ,,	
3.	Director of Agriculture,	26 ,,	2 ,,	
4.	Collector of Excise, South	2 ,,	- ,,	
5.	D.M. & Collector, South	28 ,,	3	7 persons granted re-employment.
6.	Director of Relief & Rehabilitation.	1 ,,	-	
7.	Evaluation Organisation	1 ,,	1	

1	2	3		4	5
8.	Asstt. Transport Commissiner.	1	,,	-	One employee granted re-employment for 3 years.
9.	Chief Engineer, Electrical	-	,,	2	
10.	School Education	523	,,	8	
11.	Secretariat Administration Deptt.	26	,,	10	
12.	Land Record & Settlement	9	,,	1	
13.	Food & Civil Suppliers	27	,,	2	
14.	Directorate of Welfare for S.T.	10	,,	3	
15.	Directorate of Cooperation	10	,,	1	
16.	D.R.D.A., West	-	,,	3	
17.	D.M. & Collector, West	90	,,	4	18 employees re-appointed
18.	Chief Conservator of Forests.	84	,,	-	
19.	Information, Cultural Affairs & Tourism.	4	,,	-	
20.	Inspector General of police	242	,,	-	1 re-employment.
21.	District & Session Judge	1	,,	-	
22.	District Registrar, South	2	,,	-	

1	2	3	4	5
23.	Irrigation & Flood Control.	9	-	
24.	Directorate & Statistics	6	3	
25.	Directorate of Higher Education.	55	3	
26.	Directorate of Panchaty-at Raj.	13	1	
27.	Animal Husbandry Directorate	17	1	
28.	Labour Directorate	3	-	
29.	Dist. & Session Judge, West.	3	1	
30.	Collector of Excise, West.	1	-	
31.	Printing and Stationery Department.	12	-	
32.	Controller of Weight and Measure.	1	-	
33.	Directorate of Welfare for Sch. Castes	3	1	unemployed for one year.
34.	Directorate of Fiseries	3	1	
35.	Directorate of Social Education.	72	-	
36.	District Session Judge, South.	2	-	
37.	Commissioner of Taxes.	1	-	
38.	D. M. and Collector, North	12	1	
39.	Prison Directorate (Jail Deptt.)	12	2	

1	2	3	4	5
40.	District Registrar, West.	2	-	
41.	Directorate of Fire Service	5	-	
42.	Directorate of State Planning Machinery	1	-	
43.	Director of Industries.	38	4	
44,	Appointment and Services Department.	45	8	
45.	Public works Deptt.	127	10	
		1636 employees	96 employees	

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. -40

Name of the Member : -Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribel Rehabilitaon in plantation & P.G.P. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকদের আদিম জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২। ঐ সকল সম্প্রদায়ের লোকদের উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন।

৩। তাদের সমাজ বিকাশের জন্য সরকার আর নূতন কোন উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা গ্রহন করবেন কিনা,

৪। যদি করে থাকেন তবে তার বিবরন।

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে রিয়াং সম্প্রদায়কেই একমাত্র আদিম জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২। গত ১৯৮৩-৮৪ইং সাল হতে আদিম জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ইং সাল পর্য্যন্ত ২২৬টি আদিম জাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ১৯৮৬-৮৭ইং সাল হতে ১৯৮৯-৯০ইং সাল পর্য্যন্ত আরও ২২৩১টি আদিম জাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। তন্মধ্যে ১৯৮৬-৮৭ইং সালে ১১৫০টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে।

৩। প্রজেক্ট রিপোর্ট অনুযায়ী সমাজ বিকাশের জন্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বর্ত্তমানে অন্য কোন পরিকল্পনা রূপায়নের সিদ্ধান্ত নাই।

৪। আদিম জাতির উন্নতির জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, যথা রাস্তাঘাট, বাড়ী, স্কুল, পানীয় জল, মিনি বেরেজ, অর্থকরী ফসলের বাগান ইত্যাদির রূপায়নের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

Amitted Un-Starred Question No - 43

Name of Member : Shri Makhan Lal Chakraborty

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন্ কোন্ এলাকাকে শুষ্ক এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে

এবং

২। ঐ চিহ্নিত এলাকায় চাষ যোগ্য জমির পরিমান কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। খোয়াই বিভাগে শুষ্ক এলাকা বলে পরিচিত দক্ষিণ রামচন্দ্র ঘাট, রামদয়ালবাড়ী, পাগলা বাড়ী, গয়ামনি; মগলামবাড়ী, বাইজলবাড়ী, রতনপুর, দক্ষিণ পদ্মবিল, বেলছড়া, আশারামবাড়ী, চাম্পা হাওড়, তকছারা, পূর্ব রাজনগর, বাদলা বাড়ী, ইত্যাদি এলাকায় জলসেচের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কিনা ?

উত্তর

১। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের কোন এলাকাকেই শুষ্ক এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয়নি।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। উক্ত এলাকাগুলির মধ্যে বর্তমানে নিম্নলিখিত স্থান সমূহে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প আছে।

ক) বাইজল বাড়ী-গভীর নলকূপ।

খ) সমতল পদ্মবিল ঐ

গ) বেলছড়া এল আই স্কীম। বর্তমানে অচল আছে, তবে অতি শীঘ্রই আবার চালু করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ঘ) পশ্চিম রাজনগর এল আই স্কীম (সমরুছড়া ২নং) - চালু
চন্দ্রনাথ ঠাকুর পাড়া - গভীর নলকূপ (পশ্চিম রাজনগর) চালু।
এ ছাড়া নিম্নলিখিত স্থান সমূহ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের জন্যে বাজেটে ধরা হয়েছে।

ক) পূর্ব্ব চাম্পা হাওড় - এল, আই, স্কীম (কাজ চলছে)।

খ) আশারাম বাড়ী ঐ (কাজ চলছে)।

গ) চামুবস্তি - গভীর নলকূপ (কাজ চলছে)।

ঘ) পশ্চিম রাজনগর (কলাবাগান)—ঐ।

ঙ) দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট (আক্রাবাড়ী কলোনী)—ঐ।

চ) আশারামবাড়ী (বনবাজার)—ঐ।

ছ) বাদলাবাড়ী — ঐ

Admitted Un-Starred Question :--46

Name of member :—Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর ব্লকে ৪২টি গাঁও সভার মধ্যে মোট কতগুলি জুমিয়া পরিবার আছে (গাঁও পঞ্চায়েত ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২। উক্ত জুমিয়া পরিবারগুলির পুনর্বাসনের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা,

৩। পরিকল্পনা নিয়া থাকিলে কোন্ কোন্ গাঁও সভার মধ্যে ঐ সকল জুমিয়াদের কত টাকার স্কীমে পুনর্ববাসন দেওয়া হইবে তার বিবরন ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No—59

Name of Member : - Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮০ ইং সনের দাঙ্গার সময় জন সাধারনের কাজ থেকে যে সমস্ত লাইসেন্স যুক্ত বন্দুক আটক করা হয়েছিল তাহার মধ্যে বর্তমানে রাজ্যের কোন্ কোন থানায় কয়টি বন্দুক এখন ও আটক রাখা হয়েছে ; (প্রত্যেকটি মহকুমার থানা ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। উক্ত বন্দুকগুলি মালিকদেরকে ফেরৎ দেওয়া হবে কিনা ;

৩। ফেরৎ না দেওয়া হলে তার কারণ ?

ANSWER

Name of the Minister :—Sri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura,

১। ১৯৮০ সনের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক এখন ও থানায় আটক আছে তাহার মহকুমার থানা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

মহকুমার নাম	থানার নাম	বর্ত্তমানে আটক বন্দুকের সংখ্যা
সদর মহকুমার	১। পশ্চিম আগরতলা থানা	— ৪৪
	২। পূর্ব্ব আগরতলা থানা	— ১৪
	৩। সিধাই	— ৩৭
	৪। এয়ার পোর্ট থানা	— ২
	৫। জিরানীয়া থানা	— ১৮
	৬। বিশালগড় থানা	— ৩২
	৭। টাকার জলা থানা	—৪২
খোয়াই মহকুমা	১। খোয়াই থানা	— ১৪
	২। তেলিয়ামুড়া থানা	— ৬০
সোনামুড়া মহকুমা	১। সোনামুড়া থানা	— ১৮
	২। কলমছড়া থানা	— ১
ধর্মনগর মহকুমা	১। ধর্মনগর থানা	— ১৪
	২। কাঞ্চনপুর থানা	— ৮৭
	৩। ভাঙ্গমুন থানা	— ১৫
	৪। দামছড়া থানা	— ১০
কৈলাশহর মহকুমা	১। ছামনু থানা	— ৩৮
	২। ফটিক রায় থানা	— ৩২
	৩। কৈলাশহর থানা	— ১৪
	৪। মনু থানা	— ৬২
কমলপুর মহকুমা	১। কমলপুর থানা	— ২০
	২। আমবাসা থানা	— ৩৪
উদয়পুর মহকুমা	১। রাধাকিশোরপুর থানা	— ১০৩
	২। কিল্লা থানা	— ৯৯

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

১	২	৩
সাব্রুম মহকুমা	১। সাব্রুম থানা	— ৩৬
	২। বাইখোরা থানা	— ৬২
অমরপুর মহকুমা	১। বীরগঞ্জ থানা	— ১৯০
	২। নূতন বাজার থানা	— ৯৪
	৩। গণ্ডা ছড়া থানা	— ৮০
বিলোনীয়া মহকুমা	১। বিলোনীয়া থানা	— ৮৬
	২। পুরানরাজবাড়ী থানা	— ১৯

২ এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর :—

সরকার ২৬ টি পুলিশ থানা এলাকার জমা দেওয়া বন্দুক ফেরৎ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সর্ত সাপেক্ষে গ্রহণ করেছেন। এই সমস্ত এলাকার যে সকল বন্দুকের মালিক তাহাদের লাইসেন্স নবীকরণ করেন নাই অথবা যাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা আছে তাহাদের বন্দুক আপাতত ফেরৎ দেওয়া হচ্ছে না। এ ছাড়া নিম্নলিখিত ৯টি থানার জমা দেওয়া বন্দুক ফেরৎ দেওয়ার বিষয়ে সরকার এখনও সিদ্ধান্ত নেন নাই।

১) তেলিয়ামুড়া, ২) কল্যানপুর, ৩) কিল্লা,
৪) অমরপুর, ৫) অম্পি, ৬) কমলপুর,
৭) আমবাসা, ৮) মনু, ৯) ছামনু।

Admitted Un-starred Question No,—64

Name of member :—Shri Sayed Basit Ali

প্রশ্ন

১। ক) ১৯৮৪ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত unsuccessful ডিপ টি উব ওয়েল-এর সংখ্যা কত-(বিভাগ ভিত্তিক হিসাব, স্থানের নাম সমূহ) এবং

খ) ঐসব টিউব ওয়েল খনন কার্য্যের ব্যয়িত সরকারী অর্থের পরিমান কত ?

উত্তর

১। ৩ টি।

১। সাবদাকার বাড়ী (খোয়াই বিভাগ)

২। সবসপুর (ধর্মনগর বিভাগ)

৩। উত্তর কলাবাড়ীয়া (বিলোনিয়া বিভাগ)

খ) এই বাবদে ব্যয়িত সরকারী অর্থের পরিমান সর্ব মোট ৭১,৮৪০,০০

Admitted UN- tarred Question No : –66

Name of Members :—Maharani Bibhu Kumari Devi

QUESTION

1. Since 1980 what is the acreage of land brought under Cultivation under new irrigation Scheme ?

2. Percentage of increase of Crops a as result of Such irrigation schemes during the above mentioned period ?

3. Per Capita expenditure during the above mentioned period for affording additional irrigation facilities ?

4. How many agriculturist families have been benefited by such irrigation schemes during the period under reference ?

ANSWER

Reply to the Question in four parts is under collection.

Admitted Un-starred Question No – 68

Name of the Member :—Shri Bhanu Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state -—

১। গত ৫(পাঁচ) বছরে রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের কয়টি মামলার চার্জসীট্ বিভিন্ন আদালতে পাঠানো হয়েছে ;

২। তার মধ্যে ৩১-১০-৮৬ ইং পর্য্যন্ত মোট কয়টি মামলা বিচারের জন্য আদালতে উত্থাপিত হয়েছে ;

৩। বাকীগুলি আদালতে উত্থাপিত না হওয়ার কারণ ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura.

১। ৬৭৫৭টি।

২। ৬৪২০টি।

৩। বাকী ৩৩৭টি মামলা আদালতে উত্থাপনের জন্য নথি পত্র তৈরী হচ্ছে।

Amitted Un-Starred Question No --77

Names of the Members :— 1. Shri Jawhar Saha,
2. ,, Kashiram Reang,
3. ,, Monoranjan Majumder,
4. ,, Narayan Das,
5, ,, Matilal Saha,
6. ,, Dhirendra Debnath,
7. ,, Ehanulal Saha,
8. ,, Rabindra Deb Barma,
9. ,, Diba Chandra Hrangkhawal,
10. ,, Syed Basit Ali,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Home the Department be plaeased to State : --

১। ১৯৭৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ সালের ৩১ শে অক্টোবর পর্যান্ত সমগ্র রাজ্য কতটি উগ্রপন্থী টি,-এন-ভি হামলা ও খুন, ডাকাতি এবং নারী নির্য্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ; (বছর ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

২। ঐ সকল ঘটনায় কতজন জাতি, উপজাতির সাধারণ লোক ও সরকারী কর্মচারী ও আরক্ষা বিভাগের পুলিশ কর্মচারী আহত ও নিহত হয়েছেন ; (বৎসর ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

৩। নিহত ও আহত ব্যক্তির পরিবার বর্গকে কি কি সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাহার হিসাব ;

৪। ৩১-১০-৮৬ ইং পর্য্যন্ত ঐ সকল ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে কতজনকে গ্রেপ্তার করে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে এবং এপর্য্যন্ত কতজন আত্মসমর্পণ করেছে ? (আলাদা হিসাব)

ANSWER

Name of Minister :—Shri Nripen Chakraborty,
Chief Minister

১। মোট ২১৬টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল :—

১৯৭৯ সন

খুন — ১
ডাকাতি সহ খুন — ২
ডাকাতি — ১

মোট—৪টি

১৯৮৩ সন

খুন — ৮
ডাকাতি সহ খুন — ৯
ডাকাতি — ২১
অপহরণ — ২
অন্যান্য অপরাধ — ১১

মোট — ৫১টি

১৯৮০ সন

ডাকাতি সহ খুন — ৩টি

১৯৮৪ সন

খুন — ১২

১৯৮১ সন

খুন	—	৮
ডাকাতি সহ খুন	—	১
ডাকাতি	—	১
অপহরণ	—	২
অন্যান্য অপরাধ	—	২
মোট	—	১৪টি

১৯৮২ সন

খুন	—	১১
ডাকাতি সহ খুন	—	৮
ডাকাতি	—	১৩
অপহরণ	—	৪
অন্যান্য	—	৪
মোট	—	৪০টি

ডাকাতি সহ খুন	—	১৩
ডাকাতি	—	১৪
অপহরণ	—	১
অন্যান্য অপরাধ	—	২০
মোট	—	৬০টি

১৯৮৫ সন

খুন	—	৭
ডাকাতি সহ খুন	—	৪
ডাকাতি	—	৮
অপহরণ	—	১
অন্যান্য অপরাধ	—	৭
মোট	—	২৭টি

১৯৮৬ সন(৩১-১০-৮৬ ইং পর্য্যন্ত)

ডাকাতি খুন	—	৭
ডাকাতি সহ খুন	—	৬
ডাকাতি	—	১
অপহরণ	—	১
অন্যান্য অপরাধ	—	২
মোট	—	১৭টি

২। মোট ২৩২ জন নিহত এবং ২২৩ জন আহত হয়েছে। বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল :—

১৯৭৯ ইং

নিহত	আহত
৪ জন	৫ জন

জাতি — ২ জন।
বি-এস-এফ-জোয়ান — ২ ,,
মোট ৪ জন

জাতি — ৩ জন।
বি-এস-এফ-জোয়ান — ২ ,,
মোট ৫ জন

১৯৮০ ইং

নিহত — ৭ জন।
জাতি — ৬ ,,
পুলিশ — ১ ,,
মোট ৭ জন

আহত — ৩ জন।
জাতি — ২ ,,
উপজাতি — ১ ,,
মোট ৩ জন

১৯৮১ ইং

নিহত — ১৫ জন।
জাতি — ১০ ,,
উপজাতি — ৫ ,,
মোট ১৫ জন

আহত — ৬ জন
জাতি — ১ ,,
উপজাতি — ৩ ,,
পুলিশ — ২ ,,
মোট ৬ জন

১৯৮২ ইং

নিহত — ৩০ জন।
জাতি — ১২ ,,
উপজাতি — ১০ ,,
পুলিশ — ৪ ,,
সি আর পি জোয়ান — ৪ ,,
মোট ৩০ জন

আহত — ৫১ জন
জাতি — ২৫ ,,
উপজাতি — ১৯ ,,
পুলিশ — ৫ ,,
সি-আর-পি জোয়ান — ২ ,,
মোট ৫১ জন

১৯৮৩ ইং

নিহত — ২৩ জন

জাতি	—	১১	,,
উপজাতি	—	৬	,,
পুলিশ	—	৫	,,
বর্ডার উইং			
হোমগার্ড জোয়ান	—	১	,,
মোট		২৩	জন

আহত - ৩০ জন

জাতি	—	২৫	জন
উপজাতি	—	৩	,,
পুলিশ	-	২	,,
মোট		৩০	জন

১৯৮৪ ইং

নিহত — ৬২ জন

জাতি	—	২৬	,,
উপজাতি	—	৮	,,
বি, এস, এফ, জোয়ান	—	৪	,,
সি, আর পি জোয়ান	—	১০	,,
পুলিশ	—	৭	,,
গ্রিফ কর্মী	—	১	,,
বনবিভাগের কর্মী	—	৪	,,
কৃষিবিভাগের কর্মী	—	১	,,
শিক্ষাবিভাগের কর্মী	—	১	,,
মোর্ট		৬২	জন

আহত — ৭৯ জন

জাতি	—	৬০	জন
উপজাতি	—	১২	,,
সি, আর, পি, জোয়ান	—	৩	,,
পুলিশ	—	৪	,,
মোট		৭৯	জন

১৯৮৫ ইং

নিহত	—	৪৩ জন
জাতি	-	২৩ জন
উপজাতি	—	৮ ,,
পুলিশ	—	৩ ,,
সি, আর, পি জোয়ান	—	৫ ,
হোমগার্ড	—	১ ,,
বনবিভাগের কর্মী	—	২ ,,
শিক্ষাবিভাগের কর্মী	—	১ ,,
মোট		৪৩ জন

আহত	—	২৭ জন
জাতি	—	১৯ জন
উপজাতি	—	৪ ,,
সি, আর, পি জোয়ান	-	৩ ,,
বনবিভাগের কর্মী	—	১ ,,
মোট		২৭ টি

১৯৮৬ ইং (৩১-১০-৮৬ ইং)

নিহত	—	৪৮ জন
জাতি	-	৩০ জন
উপজাতি	—	১১ ,,
পুলিশ	—	৬ ,
গ্রীফ কর্মী	-	১ ,,
মোট		৪৮ জন

আহত	—	২২ জন
জাতি	—	১৮ জন
উপজাতি		১ ,,
পুলিশ	—	১ ,,
স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মী	—	১ ,,
মোট		২২ জন

৩। ১লা জুলাই ১৯৮৩ ইং তারিখের পূর্বে যে-সমস্ত সরকারী কর্মচারী উগ্রপন্থী হামলায় নিহত হয়েছেন, সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির পরিবারকে নগদ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য দেয়া হয়েছে। এই সাহায্যের পরিমান গত ১লা জুলাই ১৯৮৩ থেকে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা করা হয়েছে। আহত সরকারী কর্মচারীর ক্ষেত্রে গুরুত্ব অনুসারে মোট ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা থেকে মোট ৫০০০ (পাঁচ হাজার) সাহায্য দেয়া হয়েছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

বেসরকারী ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির পরিবার বর্গকে সর্ব্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা আহত ব্যক্তিদের ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা থেকে ১০০০ (এক হাজার) টাকা সরকারী সাহায্য সর্বক্ষেত্রেই দেয়া হয়। নিহত ব্যক্তির পরিবারের উপযুক্ত একজনকে সরকারী চাকুরী দেয়া হয়েছে।

৪। ৩৭ জনকে।

৩১৯ জন (এ-টি-পি-এল-ও-২৬৮ এবং টি-এন-ভি-৫১) জন আত্মসমর্পণ করেছে।

ANNEXURE "C"

PostponedAdmitted Un-Starred Question No -269

Name of member : -Shri Jawhar Saha

প্রশ্ন

১। ১৯৮২ ইং সন হইতে ১৯৮৫ ইং সনের আগষ্ট পর্য্যন্ত রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের বদলী পদোন্নতি ইত্যাদি ব্যাপারে কত সংখ্যক মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

২। এসব মামলা দপ্তর নিস্পত্তির জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন,

৩। ১৯৮২ ইং হইতে ৮৫ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত এসব মামলা পরিকল্পনার ব্যাপারে সরকারের ব্যয়ের পরিমান কত ?

উত্তর

১। ১৯৮২ ইং হইতে ১৯৮৫ ইং সনের আগষ্ট পর্য্যন্ত রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের বদলি পদোন্নতি ইত্যাদি ব্যাপারে সর্বমোট ৩৫৯টি মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

২। আদালতে বিচারাধীন সব মামলাই দ্রুত নিস্পত্তির জন্য রাজ্যে সরকার রাজ্যে প্রয়োজনীয় আদালত স্থাপন করেছেন এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সরকারী আইনজীবি নিয়োগ করেছেন। এই বিশেষ মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য তাই সরকারী তরফে কোন করনীয় নাই।

৩। ১৯৮২ ইং হইতে ৮৫ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত এসব মামলা পরিচালনার ব্যাপারে সরকারের ব্যয়ের পরিমান আনুমানিক ১,০১,০৬১-০০ টাকা (এক লক্ষ এক হাজার একষট্টি টাকা)।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO 61 (POSTPONED)

Name of Member :- Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister –in-charge of the Tripura Rehabilitation in plantation & P.G.P. Department be pleased to state :—

১নং প্রশ্ন : – ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫ ৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে রাজ্যের ব্লকগুলিতে জুমিয়াদের বিনামূল্যে বীজধান দেওয়ার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, (বছর ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর :– ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে বিনামূল্যে বীজধান দেওয়ার জন্য যথা ক্রমে ১১ ,৯৮, ৩৯১-৯০, ১২,১৬,৯৬০,০০ এবং ৮৮,০০০-০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বছর ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল।

ব্লকের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান (টাকা)		
	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭
১	২	৩	৪
১। সদর নর্থ ব্লক মোহনপুর	৪৫,০০০;০০	৪৭,০০০,০০০	-
২। কমলপুর ব্লক সালেমা	১,৩৫,৫০০,০০	১,৫২,০০০,০০	-
৩। ডম্বুর নগর ব্লক	১,৬০,০০০,০০	৬০.০০০,০০	-
৪। জিরানীয়া	৪০,০০০,০০০	৮০,০০০,০০০	-
৫। খোয়াই	৫০,০০০,০০	৫৭,০০০,০০	-

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

১	২	৩	৪
৬। বগাফা	৫০,০০০,০০	৮১,০০০,০০	-
৭। কাঞ্চন পুর	১,৩০,০০০,০০	১,০০০,০০০	-
৮। ছামনু	১,৪৯,২০০,০০	১,০০,০০০,০০	-
৯। বিশালগড়	৩৭,৫০০,০০	৩৫,০০০,০০০	-
১০। জম্পুইজলা ও টাকারজলা সাব ব্লক	১২,৫০০০,০০	৩০,০০০,০০০	-
১১। মেলাঘর	২০,০০০,০০	২১,০০০,০০০	১১,০০০,০০
১২। পানি সাগর	২৫,৪০০,০০	২৬,৫০০,০০	-
১৩। সাতচাঁদ	৮৫,০০০,০০	৮৬,৫০০,০০	৫০,০০০,০০
১৪। কুমার ঘাট	২০,০০০,০০	৪০,০০০,০০	-
১৫। মাতার বাড়ী	৬৪,৯৮০,০০	৭২,৯৮০,০০	-
১৬। রাজনগর	২৫,০০০,০০	২৫,৫০০,০০	-
১৭। অমর পুর	৮০,০০০,০০	১,৩০,০০০,০০	-
১৮। তেলিয়া মুড়া	৬৮,৩১১,৯০	৭১,৯৮০,০০	৭,০০০,০০

২নং প্রশ্ন :- ৩০-৬-৮৬ ইং পর্য্যন্ত কতজনকে কত টাকার জুমবীজ বা বীজের জন্য নগদ টাকা দেওয়া হয়েছে (বছর ভিত্তিক ও ব্লকভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখিত টাকার যতজনকে যত টাকার জুমবীজ বা বীজের জন্য নগদ টাকা দেওয়া হয়েছে তার বছর ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ।

ব্লকের নাম	১৯৮৪-৮৫ ইং বীজধান প্রাপ্ত পরিবারের হিসাব		নগদ টাকা প্রাপ্ত পরিবারের হিসাব	
	পরিবার সংখ্যা	টাকার পরিমান	পরিবার সংখ্যা	টাকার পরিমান
১	২	৩	৪	৫
১। সদর নর্থ মোহনপুর	৭০০	৪৩,৬০০,০০	-	-
২। কমলপুর সালেমা	২১১৫	১,৩৫,৫০০০,০০	-	-
৩। ডুম্বুরনগর	২৪৫১	১,৬০,০০০,০০	-	-
৪। জিরানীয়া	৮০০	৪০,০০০,০০	-	-
৫। খোয়াই	১৪২	৫০,০০০,০০	-	-
৬। বগাফা	৪০০	২,০০০,০০	২৫০	১০,০০০,০০
৭। কাঞ্চনপুর	২০০৫	১,৩০,০০০,০০	-	-
৮। ছামনু	-	-	২১৬৬	১,২৯৯৬০,০০
৯। বিশালগড়	৭০০	৩৭,৫০০,০০	-	-
১০। জম্পুইজলা টাকারজলা সাবব্লক	২০০	১২,৫০০,০০	-	-
১১। মেলাঘর	৩১১	২০,০০০,০০	-	-
১২। পানিসাগর	৪৬২	২৫,৪০০,০০	-	-
১৩। সাতচাঁদ	৩২৩০	৮৫,০০০,০০	-	-
১৪। কুমারঘাট	৩২০	২০,০০০,০০	-	-
১৫। মাতাবাড়ী	৯২৮	৬৪,৯৮০,০০	-	-
১৬। রাজনগর	১৬১	২৫,০০০,০০	-	-
১৭। অমরপুর	১৫৭৫	৮০,০০০,০০	-	-
১৮। তেলিয়ামুড়া	৯৭০	৬৮,৩১১,৯০	-	-
	১৮,১৭০	১০,২৯,৭৯১,৯০	২৪১৬	১,৩৯,৯৬০,০০

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

১৯৮৫-৮৬ ইং

বীজধান প্রাপ্ত পরিবারের হিসাব		নগদ টাকা প্রাপ্ত পরিবারের হিসাব	
পরিবার সংখ্যা	টাকার পরিমান	পরিবার সংখ্যা	টাকার পরিমান
৬	৭	৮	৯
৭৫০	৪৬,৯৯৭,৫০	-	-
২৩১৫	১,৫২,০০০,০০	-	-
-	-	-	-
৪০০	৮০,০০০,০০	-	-
৯৪৩	৫৭,০০০,০০	-	-
৮৭৫	৭০,০০০,০০	১৩৮	৫,৫২০,০০০
১৮০০	১,০০,০০০,০০	-	-
-	-	১৫০০	৯০,০০০,০০
৫২৫	৩৫,০০০,০০	-	-
৪১২	৩০,০০০,০০০	-	-
২৬৯	২১,০০০,০০	-	-
৪৮৬	২৬,৫০০,০০	-	-
১৭৩০	৮৬,৫০০,০০	-	-
৬১০	৪০,০০০,০০	-	-
৯৩১	৭২,৪৮০,০০	-	-
১৪৮	২৬,৫০০,০০	-	-
১৫৪৮	৯,৩০,০০০,০০	-	-
৯৮৪	৭১,৯৮০,০০	-	-
১৫,১২৬	১০,৪৫,৯৫৭,৫০	১৬৩৮	৯৫,৫২০,০০

১৯৮৬-৮৭ ইং

বীজধান প্রাপ্ত পরিবারের হিসাব | নগদ টাকা প্রাপ্ত পরিবারের হিসাব

পরিবার সংখ্যা	টাকার পরিমান	পরিবার সংখ্যা	টাকার পরিমান
১০	১১	১২	১৩
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
১০০	৭,০০০,০০	-	-
১০০	৭,০০০,০০	-	-

৩ নং প্রশ্ন :-

কি নীতির ভিত্তিতে ঐ সকল বীজ বিলি বন্টনের জন্য জুমিয়াদের নামের তালিকা প্রনয়ন করা হয়ে থাকে ?

উত্তর :-

জুমবীজ পাওয়ার উপযোগী জুমিয়াদের নামের তালিকা পঞ্চায়েত ভিত্তিক প্রস্তুত করা হয় এবং বি, ডি, সি, তে আলোচনার পর তাকে চূড়ান্তরূপ দেওয়া হয়।

Printed by

Secretary,

ALL TRIPURA SMALL PRESS OWNERS' ASSOCIATION

Office : PAUL PRINTING HOUSE, AGARTALA